পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল ‘উলামা

(Nadwatul Ulama's Contribution to Urdu Literature and Journalism)

মুহাম্মদ ইয়াছিন

পিএইচ.ডি গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং-১৯/২০১২-২০১৩

পুন: রেজি: ১৯৩/২০১৬-২০১৭

উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ গোলাম রববানী

অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০৪.০৪.২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মুহাম্মদ ইয়াছিন আমার তত্ত্বাবধানে "উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল 'উলামা" (Nadwatul Ulama's Contribution to Urdu Literature and Journalism) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা করেছেন। আমি তাঁর গবেষণা থিসিসটি পড়ে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছি।

আমার জানা মতে, এটি একটি মৌলিক গবেষণা। এ গবেষণা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি গ্রহণের জন্য জমা দেয়া হয়নি এবং কোন প্রতিষ্ঠানে এ গবেষণাটি বা এর অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হয়নি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে অন্যের লেখা নিজের বলে চালিয়ে দেয়া (Plagiarism) নেই।

আমি এ থিসিসটি উর্দু বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রির লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য চুড়ান্ত অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রববানী
উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি "উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল 'উলামা" (Nadwatul Ulama's Contribution to Urdu Literature and Journalism) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ গবেষণা থিসিস অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি গ্রহণের জন্য জমা দেয়া হয়নি। এ থিসিস বা এর অংশ বিশেষ কোন পত্রিকায় বা প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়নি।

আরো ঘোষণা করছি, এ অভিসন্দর্ভে অন্যের লেখা নিজের বলে চালিয়ে দেয়া (Plagiarism) নেই।

আমি এ থিসিসটি উর্দু বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রির লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করছি।

মুহাম্মদ ইয়াছিন
পিএইচ.ডি গবেষক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি: নং ১৯/২০১২-২০১৩
রেজি: পুন: ১৯৩/২০১৬-২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

“উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল ‘উলামা”

(Nadwatul Ulama's Contribution to Urdu Literature and Journalism)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

'নাদওয়াতুল "উলামা' একটি সংগঠনের নাম। একটি শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারমূলক আন্দোলনের নাম। এ সংগঠনটি বা আন্দোলনটি তৎকালীন সময়ের কয়েকজন বিজ্ঞ চিন্তাশীল 'উলামায়ে কিরাম প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু 'উলামায়ে কিরাম এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাই এর নামকরণ করা হয় নাদওয়াতুল 'উলামা বা 'উলামা পরিষদ। এ প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক যুগে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় যথোপযুক্ত ও কার্যকর কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও গবেষণায় ব্যাপক অবদান রাখছে। মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) এর নেতৃত্বে এক ঝাঁক বিজ্ঞ চিন্তাশীল 'উলামায়ে কিরাম যেমন মৌলবী আব্দুল গফুর, আল্লামা শিবলী নুমানী, মৌলবী আব্দুল হক দেহলবী প্রমূখ ১৮৯৪ সালে নাদওয়াতুল 'উলামা নামক এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। সমকালীন বিষয়কে সামনে রেখে একটি উপকারী শিক্ষা সিলেবাস তৈরী করে পাঠদান করা এবং মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করে তাদের মাঝে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা হচ্ছে এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পরবর্তীতে নাদওয়াতুল 'উলামার তত্ত্বাবধানে ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্মৌতে ১৮৯৮ সালে "দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামা" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় যা বর্তমানে উপমহাদেশের একটি খ্যাতিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

নাদওয়াতুল 'উলামা প্রথম ধাপে আল্লামা শিবলীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং পরবর্তী সময়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ও আবুল হাসান আলী নাদবীর মতো বিদগ্ধ আলিমগণের খেদমতের গৌরব অর্জন করেছে, যারা নাদওয়ার সুনামকে পৃথিবীর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে, ভূপৃষ্ঠে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে জন্ম নিয়েছেন খ্যাতনামা ফুযালা, আলিম, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, কলম সৈনিক, ব্যাখ্যাকার ও দ্বীনের দায়ী। এখান থেকে এমন লোকও তৈরী হয়েছেন যাদের চেষ্টা ছিল মুসলমানরা যেন তাদের যোগ্যতাকে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে পারে। নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্ররা প্রাচীন মৌলিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত রূপ থেকে যোগ্যতা ও কৃতিত্ব অর্জন করতে

সক্ষম হচ্ছে। ফলে তাদের দাওয়াতী যিন্দেগী ও পেশাগত জীবনে যেখানেই কাজ করছে সেখানেই কৃতিত্বের সাক্ষর রাখছে।

নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও অবদান পর্যবেক্ষণ করলে একটি বাস্তবতা ফুটে উঠে যে, এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ময়দানে উল্লেখযোগ্য বহু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এর পরিধি বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত। প্রত্যেক অঙ্গনে কিছু না কিছু ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নাদওয়াতুল 'উলামার অবদান চোখে পড়ার মতো। মানুষের মন মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার জন্য সক্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ভাষা আর তাদের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সাংবাদিকতা। সঙ্গত কারণেই এ দুটির উপর নাদওয়ার কার্যক্রম বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল।

নাদওয়াতুল 'উলামা আন্দোলন উর্দু সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। নাদওয়াতুল "উলামা কর্তৃক পরিচালিত দারুল উলূম নাদওয়াতুল "উলামার ছাত্র শিক্ষকগণ স্বতন্ত্রভাবে উর্দু সাহিত্যে এমন সব খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন যা পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ।

নাদওয়াতুল 'উলামার সাবেক পরিচালক ছিলেন হাকিম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই হাসানী (রহঃ)। যিনি তৎকালীন সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য আলেমেদ্বীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট মনীষী ও বুযুর্গগণসহ ভারতবর্ষের বিখ্যাত জ্ঞানী, গুণী ও ব্যক্তিত্বদের জীবনীর উপর *নুযহাতুল খাওয়াতির* নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে প্রায় পাঁচ হাজার মনীষীদের জিবনী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থখানা ভারতবর্ষের মনীষীদের জীবনীর উপর একটি বিশ্বকোষ হয়ে গেছে। আট খণ্ডে পরিব্যক্ত এ গ্রন্থখানা সারা বিশ্বে প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নাদওয়াতুল 'উলামা আন্দোলনের আরেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন আল্লামা শিবলী নু'মানী (রহঃ) যিনি দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামার সাবেক শিক্ষা সচিব ছিলেন। তার লিখিত *সীরাতুন্নবী*, *তানকীদে আদব ওয়া তারীখ* অনেক উচুঁমানের কিতাব যা শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অনুরূপভাবে তার লিখিত *আল-জিযইয়াতু ফিল ইসলাম*, *হাক্কুজজিম্মিয়্যিন*, *কুতুবখানায়ে ইস্কান্দারিয়া*, *আওরঙ্গজেব আলমগীর পর তারীখী নজর* নামক গ্রন্থগুলো শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আল্লামা শিবলী নু'মানী মুসলিম মনীষীদের জীবনী এমন গবেষণামূলক ভাবধারায় লিখেছেন যা অতীতে পাওয়া দুর্লভ। যেমন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাজিঃ) এর জীবনী লিখেছেন *আল-ফারুক*

নামে, অনুরূপভাবে ইমাম গাযালীর জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন *আল-গাযালী* নামে। এ সকল মূল্যবান গ্রন্থাবলী ছাড়াও ফার্সী কবি ও কাব্যের উপর লিখিত তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *শি'রুল 'আজম* অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী।

শিবলী নু'মানীর সুযোগ্য শিষ্য ও দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্র ও পরবর্তীতে এর শিক্ষা সচিব মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। তিনি জ্ঞান গবেষণার নতুন দিগন্ত আবিস্কার করেছেন। তিনি স্বীয় ওস্তাদ শিবলী রচিত *সীরাতুন্নবী* গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশকে তারই ভাবধারায় সম্পন্ন করেন। তিনি কুরআনে কারীমে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থান ও শহরের নাম ঠিকানা এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রেরিত নবীগণের দাওয়াতী এলাকা সম্পর্কে *তারীখে আরদুল কুরআন* নামে একখানা তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত *আরব ওয়া হিন্দ*কে *তায়াল্লুকাত* এবং *খায়্যাম* গ্রন্থ দুটিও তার গভীর গবেষণার উজ্জল নিদর্শন। অনুরূপভাবে *'আরাবূকী জাহায রানী*, *সীরাতে আয়েশা*, আল্লামা শিবলীকে নিয়ে লেখা *হায়াতে শিবলী* প্রভৃতি গ্রন্থাবলী সাহিত্য ও গবেষণার জগতে অনেক উচুঁমানের ।

নাদওয়াতুল 'উলামার এক ছাত্র সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী যিনি নাদওয়াতুল 'উলামার দীর্ঘ দিনের পরিচালক ছিলেন। তিনি সারা বিশ্বে নাদওয়াতুল 'উলামার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য ও গবেষণায় তার নাম সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। তিনি আরবী ও উর্দু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। শুধু উর্দু ভাষাতেই তিনি প্রায় ২০০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সীরাত, জীবনী ও ইসলামী গবেষণামূলক বিষয়ের উপর উর্দু ভাষায় অসংখ্য রচনার মাধ্যমে জ্ঞানের বিশাল জগত গড়ে তুলেছেন। জীবনী সাহিত্যের উপর লেখা তার গ্রন্থ *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ*, *পুরানে চেরাগ*, *সীরাতে সায়্যিদ হাকীম আব্দুল হাই*, *আলমুরত্বাযা* গ্রন্থগুলো সাহিত্য মানোত্তীর্ণ, যা পাঠক মহলকে দারুন ভাবে আকৃষ্ট করেছে। এ ছাড়াও তার লিখিত *ইসলামী দুনিয়া পর মুসলমানূ কে উরুজ ও যাওয়াল কা আছর*, *ইনসানিয়্যাত আওর মাগরিবিয়্যাত কি কাশমকাশ*, *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত*, *নবীয়ে রহমত*, *আরকানে আরবাআহ* প্রভৃতি গ্রন্থগুলোও পাঠক মহলে দারুন ভাবে সাড়া জাগিয়েছে। এ ছাড়াও উর্দু ভাষায় রচিত তার অন্যান্য গ্রন্থাবলীও উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারকে দারুনভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার এক ছাত্র এবং শিক্ষা সচিব মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ওয়াজিহ রশীদ হাসানী নাদবী যিনি আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবীর ভাগিনা ছিলেন। যিনি আরবী ও উর্দুতে প্রায় ২৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উর্দু ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

তার লিখিত *ইসলাম মুকাম্মাল নিজামে যিন্দেগী*, *সুলতান টিপু শহীদ*, *মুহসেনে ইনসানিয়্যাত* গ্রন্থগুলো পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার এক ছাত্র মাওলানা রাবে হাসানী নাদবী যিনি বর্তমানে শিক্ষা সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবী ভাষায়ও তার লিখিত প্রায় বিশের অধিক গ্রন্থ রয়েছে। ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায়ও তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। উর্দু ভাষায় রচিত তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে *আখলাকে হামদর্দী*, *মদদওয়ালা তা'আউন*, *ইফাদাতে ইলম ও হিকমত*, *তুহফায়ে গুজরাত*, *গুবারে কারাওয়া*, *মুসলিম সমাজ যিম্মাদারিয়া আওর তাকাযে*, *আফজল ইনছান*, *তুহফায়ে জুনুব*, *হালাতে হাযেরাহ আওর মুসলমান*, *সীরাতে মুহাম্মদী*, *ইনসানিয়াত কে লিয়ে আ'লা নমুনাহ*, *মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী আহদে মাহ ওয়া সাখছিয়্যাত* গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য।

উর্দু সাংবাদিকতার ময়দানেও নাদওয়াতুল 'উলামা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ইসলামের প্রচার প্রসারের পাশাপাশি নাদওয়াতুল 'উলামা আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর কর্মতৎপরতা সর্ব সাধারণের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নাদওয়াতুল 'উলামা সাংবাদিকতাকেও একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নাদওয়াতুল 'উলামা উর্দু, হিন্দি, আরবী ও ইংরেজিতে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে। ১৯০৪ সালে নাদওয়াতুল 'উলামার পক্ষ থেকে আল্লামা শিবলী ও হাবিবুর রহমান খাঁন শিরওয়ানীর সম্পাদনায় *আন-নাদওয়া* নামক একটি ইলমী ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সমৃদ্ধ পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যা আদর্শ ইসলামী সাংবাদিকতার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। 'উলামায়ে কিরামদের মাঝে জাগরণ ও তাদের চিন্তা চেতনায় বিপ্লব তৈরী করেছে। কলামিষ্টগণ তাদের লিখন পদ্ধতি ও বর্ণনা শৈলীতে দারুন সুনাম অর্জন করেছেন এবং মুসলমানদের জন্য গবেষণামূলক অনেক বিষয় উপস্থাপন করেছেন যা শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

উর্দু সাংবাদিকতার উজ্জল নক্ষত্র মাওঃ আবুল কালাম আজাদ, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী একরামুল্লাহ খান নাদবী, আব্দুর রহমান নিগ্রামী নাদবী, জিয়াউল হাসান আলী নাদবী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ ইলমী দুনিয়ায় আন-নাদওয়া পত্রিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

পরবর্তীতে নাদওয়াতুল 'উলামা হতে *তামীরে হায়াত* নামক আরো একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এ পত্রিকায় জ্ঞান ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যার সমাধানমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধও ছাপা হয়ে থাকে। এ

পত্রিকাটি **১৯৬৩** হতে অদ্যাবধি চালু রয়েছে যা ইসলামী পূর্নজাগরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও আরবী, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষাতেও নাদওয়াতুল 'উলামা কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে। আরবী ভাষাভাষী ও আরবদের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের মাঝে নাদওয়াতুল 'উলামার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নাদওয়াতুল 'উলামা বের করেছে *আজ-জিয়া*, *আল-বাছুল ইসলামী*, *আর-রায়িদ* নামক আরবী পত্রিকা। অন্য দিকে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষাভাষীদের কাছে ইসলামী পয়গাম ও নাদবী চিন্তা চেতনা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বের করেছে *দ্য ফ্রেইগ্রান্স অফ দি ইষ্ট The Fragrance of the East এবং সাচ্চারাহী"*

নাদওয়া থেকে তৈরী হওয়া কলামিষ্টগণ যেমনিভাবে এ সকল পত্রিকায় যুগোপযোগী তথ্যবহুল বিষয় ভিত্তিক লেখালেখির মাধ্যমে যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছেন তেমনিভাবে নাদওয়ার বাহিরেও অন্যান্য উর্দু পত্রিকায় লেখালেখি ও সম্পাদনার মাধ্যমে উর্দু সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী যিনি দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে শিক্ষা সচিব হয়েছেন, তিনি এক সময় শিবলী পরিচালিত আন-নাদওয়া পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রসিদ্ধ পত্রিকা *আল-হিলালের* সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আল্লামা শিবলী প্রতিষ্ঠিত দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত *মা'আরিফ* নামক পত্রিকায়ও তিনি দীর্ঘ দিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তৎকালীন সময় অন্যান্য বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে সুলায়মান নাদবী সাংবাদিকতার ময়দানে অবদান রাখেন।

নাদওয়াতুল 'উলামার আরেক প্রসিদ্ধ ছাত্র আব্দুস সালাম নাদবী। তিনি উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ময়দানে অনন্য খ্যাতি অর্জন করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রসিদ্ধ *আল-হিলাল* পত্রিকাতে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখিত পত্রিকাগুলোসহ তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকা যেমনঃ *মুসলিম গেজেট*, *ওকীল*, *যামীনদার*, *হামদর্দ*, *আস-সিদক*, *লিসানুস সিদক*, *সাচ* প্রভৃতি পত্রিকায়ও লেখালেখির মাধ্যমে নাদওয়াতুল 'উলামা সংশ্লিষ্ট ছাত্র শিক্ষকগণ উর্দু সাংবাদিকতার ময়দানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

নাদওয়াতুল 'উলামা

ক. নাদওয়াতুল 'উলামার পরিচিতি

খ. নাদওয়াতুল 'উলামার কয়েকজন ওস্তাদ এবং ছাত্রের জীবন ও কর্ম

১. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী: জীবন ও কর্ম

২. আল্লামা শিবলী নু'মানী: জীবন ও কর্ম

৩. মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই হাসানী: জীবন ও কর্ম

৪. আল্লামা সুলায়মান নাদবী: জীবন ও কর্ম

৫. আবুল হাসান আলী নাদবী: জীবন ও কর্ম

৬. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী: জীবন ও কর্ম

৭. শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী: জীবন ও কর্ম

নাদওয়াতুল 'উলামার পরিচিতি

নাদওয়াতুল 'উলামা একটি সংস্থা বা সংগঠনের নাম। এটি একটি গবেষণা ও সংস্কারমূলক দাওয়াত ও শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলনটি উপমহাদেশে "তাহরীকে নাদওয়াতুল 'উলামা" হিসেবে পরিচিত। যেহেতু 'উলামায়ে কিরাম এ আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই এর নাম করণ করা হয় নাদওয়াতুল 'উলামা বা 'উলামা পরিষদ।[১] সমকালীন বিষয়কে সামনে রেখে একটি উপকারী শিক্ষা সিলেবাস তৈরী করে পাঠদান করা ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রঃ) ১৮৯২ সালে লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত মাদরাসায়ে ফয়েজে আম কানপুরের দস্তারবন্দি সম্মেলনে প্রায় চৌদ্দজন 'উলামায়ে কিরামের একটি মজলিসে সকলের ঐক্যমত অনুসারে এ আন্দোলনটির সূচনা করেন। এই মজলিসেই নাদওয়াতুল 'উলামা নামটি ঠিক করা হয়। আর তখনই মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। বাকী সকলেই স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর করেন। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানীর মতে "নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠার চিন্তা সর্বপ্রথম মাওলানা মুঙ্গেরী (রহঃ) এর অন্তরেই জাগ্রত হয়। আর সমগ্র দেশ তার ডাকে সাড়া দেয়"।[২]

নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নে কানপুরের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে তৎকালীন যে সকল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন তাদের তালিকা নিম্নরূপঃ

১. মাওলানা মুহাম্মদ লুতফুল্লাহ আলীগড়ী।
২. মাওলানা হাফেজ শাহ মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহাবাদী।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানবী।
৪. মাওলানা মুহাম্মদ খলীল আহমদ (মুদাররিসে দুওম দারুল উলূম দেওবন্দ)।
৫. মাওলানা ছানাউল্লাহ আমরে তুশারী।
৬. মাওলানা নুর মুহাম্মদ পাঞ্জাবী।
৭. মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী।
৮. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী।
৯. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (মুদাররিসে আওয়াল দারুল উলূম দেওবন্দ)।
১০. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সুলায়মান ফুলওয়ারী।

১১. মাওলানা হাকীম সায়্যিদ জহুরুল ইসলাম ফাতাহপুরী।
১২. মাওলানা আব্দুল গনী খান।
১৩. মাওলানা তাজীম ফখরুল হাসান গাংগুহী।
১৪. মাওলানা সায়্যিদ শাহ তাজাম্মুল হুসাইন।

তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত এ সকল 'উলামায়ে কিরাম কানপুরের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩]

নাদওয়া সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ লিখেন:

> ১৮৯৪ সালে জনৈক ডেপুটি কালেক্টর মৌলভী আব্দুল গফুরের চিন্তানুসারে লখনৌ (ভারত) শহরে নদওয়াতুল ওলামা (আলেম পরিষদ) নামক একটি শিক্ষা-সংস্কৃতি মূলক সংস্থা গঠিত হয়। মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কানপুরী ছিলেন এর উদ্যোক্তা ও তত্ত্বাবধায়ক, ওলামা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করে তাদের এক মঞ্চে সমবেত করা, জাতির আশা আকাংক্ষা প্রতিফলিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা এবং মাদরাসাসমূহের জন্য সময়োপযোগী একটি পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করাই ছিল এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য, মৌলবী আব্দুল হক হক্কানী ও মাওলানা শিবলী এর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। সে যুগের বড় বড় জাতীয় নেতৃবৃন্দ- যেমন: স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব মুহসিনুল মুলক প্রমুখ মনীষী প্রতিষ্ঠানটির প্রতি খোশ আমদেদ জানান, বিত্তশালী লোকেরা এতে দরাজ হস্তে আর্থিক সাহায্য দান করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি এত দ্রুত গতিতে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছিল যে, সৈয়দ সুলায়মান নাদভীর ভাষায় মনে হচ্ছিল অচিরেই ভারতে মৌলবীদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে।[৪]

নাদওয়াতুল 'উলামা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রলয়ঙ্ককারী ঘূর্নিবাত যেভাবে দৈত্যাকার ধারণ করে উঠেছিল, তা দেখে সচেতন মুসলিম মনীষীগণ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। মাদরাসা-মকতবের প্রাচীন ধারা

> অচল হয়ে পড়ার মত অবস্থা ছিল। ইংরেজী স্কুল-কলেজে মুসলিম সন্তানদেরকে আকর্ষণ করা হচ্ছিল। রাজত্বের প্রভাবে খৃষ্টবাদের প্রচার প্রসার ছিল। সব জায়গায় তাদের অনাথ শিশু আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টানদের মাঝে মুনাজারার (তর্কযুদ্ধ) বাজার গরম ছিল। উভয় পক্ষ হতে বই পুস্তক লেখা হচ্ছিল। ইউরোপের নতুন চিন্তাধারা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো বয়ে আসছিল। এ সময়ে সাধারণ ওলামায়ে কেরাম অধ্যায়ন ও অধ্যাপনায় মগ্ন ছিলেন এবং তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে আটকে ছিলেন। আর বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরামগণ তাকলীদ, ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতেহা, জোরে আমীন ও রফে ইয়াদাঈনের মাসআলায় এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলেন যে, মুনাযারা ঝগড়া আর লড়াইয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর ঘরকে যুদ্ধের ময়দান বানিয়ে ফেলেছিল। পরস্পরকে কাফের ফাসেক বলে গাল ছোড়াছুড়ি হতো। মাদরাসাগুলোতে পুরাতন নিষ্প্রাণ পাঠসূচি চালু ছিল। যা ছিল যুগের বিপ্লবের সামনে বেকার এবং নতুন প্রেক্ষাপটে জাতির পথ প্রদর্শক তৈরিতে ছিল অক্ষম।[৫]

নাদওয়াতুল ‘উলামার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাককিরে ইসলাম আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী বর্ণনা করেন ঃ

> হিজরী চর্তুদশ শতাব্দীর শুরুতে এবং ইংরেজী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলিম বিশ্ব মতানৈক্য, দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা, দুশ্চিন্তা এবং দুর্বল চিন্তা চেতনা ও হীনমন্যতার শেষ পর্যায় পৌছে গিয়েছিল। নতুন পরিবর্তনশীল অবস্থা ও নবাগত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং নব্য সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করার মতো যোগ্যতা ‘উলামায়ে কিরামের মধ্যে অভাব ছিল। আর এ ধরণের যোগ্য আলেম তৈরী করার মতো শিক্ষানীতিও কম ছিল। একদিকে আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাচীন ভাবধারায় শিক্ষা গ্রহন করা ওলামায়ে কিরাম তাদের অবস্থানে দৃঢ়পদ ছিল। অন্যদিকে কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতজন ভিন্ন মানসিকতায় প্রভাবিত ছিল। উভয় শ্রেণীর মাঝে সাগরসম দূরত্ব ছিল। আর এ দূরত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দূরত্বটা এমন এক পর্যায় পৌছে গিয়েছিল

যে, কোন সেতুবন্ধন ব্যতীত তাদের মাঝে যোগসূত্র তৈরীর উপায় ছিলনা এবং দোভাষীর মাধ্যম ছাড়া কথা বুঝানো সম্ভব ছিল না। সমস্যা শুধু এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মাজহাবী দলাদলি, মাসআলা নিয়ে মতানৈক্য, পরস্পর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার আতঙ্ক ও ঘৃণার চোখে দেখা, এ সব ঘৃণ্য অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুনাজারা বাহাছ মুবাহাছার বাজার গরম ছিল। কখনো কখনো কঠিন সংঘাতে রূপ নিত। বিষয়টি শুধু প্রমাণ ও প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলনা। পরস্পরকে কাফের ফাসেক বলে গালমন্দ করা হতো। মনে করা হতো, মাদরাসার পাঠসূচীতে পরিবর্তন করার কোন অবকাশ নেই। এ নাযুক ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুগশ্রেষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত আধ্যাত্মিক সচেতন আলিম মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহঃ এর প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা ফয়েজে আম কানপুর এর দস্তারবন্দী সম্মেলনে ‘নাদওয়াতুল ‘উলামা’ নামে একটি পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। যে সমস্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে নাদওয়াতুল ‘উলামা যাত্রা শুরু করে, তা হচ্ছে (১) মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি, (২) ইসলামের পূর্নজাগরণের জন্য সংস্কার ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে যৌথ প্রচেষ্টা, (৩) উন্নত চরিত্র ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন, (৪) কু-প্রথার মূলোৎপাটন, (৫) মুসলমানদের বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল ও সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দলভূক্ত ছহীহ আকীদার ওপর প্রতির্ষ্ঠিত ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত একটি প্লাট ফর্মের রুপায়ন (৬) ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইলমে দ্বীনের পাঠ্যসূচীতে এমন কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যা দ্বারা বর্তমানযুগের চাহিদা পূরণ হয়, (৭) ‘উলামায়ে কিরামের ধর্মীয় চেতনাবোধকে উঁচু করা এবং তাদের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করা, (৮) এমন আলেম তৈরী করা যারা নবীন প্রবীণ উভয় শ্রেণীর কাছে আস্থা ও শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর তারা মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান-গবেষণা ও ইলম-কালামের সে সমস্ত নেতৃত্বমূলক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে যার পদগুলো যুগ যুগ ধরে শুণ্য রয়েছে।

> নাদওয়াতুল ‘উলামার এ সকল লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৮৯৮ সালে দারুল উলূম নাদওয়াতুল ‘উলামা নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নাদওয়াতুল ‘উলামার তত্ত্বাবধানে পুরাতন পাঠ্যসূচী সংশোধন করে একটি সুস্পষ্ট শক্তিশালী ও যুগোপযোগী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, উসুলে হাদীস, নাহু, ছরফ ও বালাগাতসহ ইসলামী গবেষণামূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু শক্তিশালী গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। নাদওয়াতুল ‘উলামার তত্ত্বাবধানে যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে তা যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সাহিত্য চেতনা ও রুচিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঙ্গত কারনেই নাদওয়া থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক সুসাহিত্যিক ও গবেষকের রচিত গ্রন্থাবলী বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন চায় এমন অনেক মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এগুলোকে পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।[৭]

নাদওয়াতুল ‘উলামার প্রশাসনিক কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীলদেরকে বিশেষ কিছু পদে নিযুক্ত করা হয়। সেগুলোর মধ্যে তিনটি শীর্ষপদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (১) মহাপরিচালক (২) শিক্ষাসচিব (৩) অধ্যক্ষ।
বিভিন্ন সময়ে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

মহাপরিচালকবৃন্দঃ

১. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) (জন্ম- ১৮৪৬ইং, মৃত্যু- ১৯২৭ইং) তার সময়কাল ১৮৯২ ইং হতে ১৯০১ ইং সাল পর্যন্ত।

২. মাওলানা মসীহুজ্জামান খান শাহজাহানপুরী (জন্ম- ১৮৩৪, মৃত্যু- ১৯১০ইং) ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত।

৩. মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরী ১৯০৫ ইং থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত সহকারী মহাপরিচালক পদ এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত মহাপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

৪. মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই হাসানী (জন্ম- ১৮৬৯, মৃত্যু- ১৯২৩ইং) ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৫ সাল হতে ১৯১৫ পর্যন্ত

সহকারী পরিচালক এবং ১৯১৫ হতে ১৯২৩ পর্যন্ত মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত থাকেন।

৫. নবাব আলী হাসান খান (মৃত্যু- ১৯৩৬) ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ ইং পর্যন্ত মহাপরিচালক ছিলেন।

৬. ড. মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল আলী হাসানী। জন্ম-১৮৯৩, মৃত্যু-১৯৬১। তিনি হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই হাসানী রহ এর সুযোগ্য বড় সন্তান এবং মুফাক্কেরে ইসলাম আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবীর বড় ভাই ছিলেন। তিনি ১৯২৮ ইং সালে নাদওয়ার সহকারী পরিচালক পদ এবং ১৯৩১ ইং সালে মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৬১ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন।

৭. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী (জন্ম- ১৯১৪, মৃত্যু ১৯৯৯) ১৯৬১ ইং হতে ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত তিনি মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানীর ভাষায় "মহাপরিচালক পদে থাকাকালীন আলী মিয়া গোটা বিশ্বে নাদওয়ার নামকে উজ্জল করেছেন। তিনি আরব অনারব সর্বদেশে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়ে আছেন"।

৮. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ রাবে হাসান নাদবী (জন্ম- ১৯২৩)। তিনি ১৯৯৩ সালে দারুল উলূমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ২০০০ সালে মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন।

নাদওয়ার শিক্ষা সচিব বৃন্দঃ

১. আল্লামা শিবলী নুমানী (জন্ম- ১৮৫৭, মৃত্যু- ১৯১৪) ১৯০৫ ইং সনে শিক্ষা সচিবের পদ লাভ করেন।

২. আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী (জন্ম ১৮৮৪, মৃত্যু ১৯৫৩ ইং) ১৯৩৩ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত নাদওয়ার শিক্ষা সচিব ছিলেন।

৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী ১৯৫৯ ইং হতে ১৯৫৪ ইং পর্যন্ত সহকারী শিক্ষা সচিব এবং ১৯৫৪ হতে ১৯৬১ পর্যন্ত শিক্ষা সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৪. মাওলানা আব্দুস সালাম কুদওয়াই নাদবী (মৃত- ১৯৭৫)। তার শিক্ষা সচিবের সময় কাল- ১৯৭২-১৯৭৫ ইং পর্যন্ত।

৫. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ওয়াজিহ রশীদ নাদবী (জন্ম- ১৯৫৩) ২০০৬ ইং হতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা সচিব পদে বহাল ছিলেন।

নাদওয়াতুল ‘উলামার কয়েজন উল্লেখযোগ্য অধ্যক্ষবৃন্দের নাম নিম্নরূপঃ

- মাওলানা হাফীজুল্লাহ বান্দুলী
- মাওলানা শের আলী হায়দারাবাদী
- মাওলানা মুফতী আব্দুল্লাহ টুংকী
- মাওলানা সায়্যিদ আমীর আলী মালাই আবাদী
- মাওলানা হায়দার হাসান খান
- মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান সাহেব নাদবী
- মাওলানা মুহাম্মদ নাযেম নাদবী
- মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক
- মাওলানা আবুল ইরফান খান নাদবী
- মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নাদবী
- মাওলানা মুহিবুল্লাহ নাদবী
- মাওলানা সাঈদুর রহমান আল-আজমী নাদবী
- মুফতী মুহাম্মদ জহুর সাহেব নাদবী [৮]

নাদওয়াতুল ‘উলামার এ সকল মহাপরিচালক, শিক্ষা সচিব ও অধ্যক্ষবৃন্দ সুনিপুণ পরিচালনার মাধ্যমে ‘নাদওয়াতুল ‘উলামা’র নামকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক জালিছ নাদবী, *তারীখে নাদওয়াতুল ‘উলামা*, মজলিসে সাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ, ২০১৪, খ. ১ম, পৃ. ১১।

২. মাওঃ মুহাম্মদ ফরমান নাদবী, নাদওয়াতুল ‘উলামা কে আরবাবে হাল ওয়া আকদ, *‘তামীরে নূ’, (খুছূছী পেশ কাশ)*, সম্পাদক মাওলানা তারিক শফীক নাদবী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৮-২০০৯, পৃ- ২০।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক জালীস নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯৬।

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ১২৯-১৩০।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা ঐতিহ্য ও অবদান*, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ২০১১, পৃ. ১৪৫,

৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা ঐতিহ্য ও অবদান*, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ২০১১, পৃ. ১৪৬,

৭. মাওলানা ওয়াজেহ রশীদ হাসানী নাদবী, নাদওয়াতুল 'উলামা এক রাহনুমা তালীমী মারকাজ আওর তাহরীকে ইছলাহ ওয়া দাওয়াত, *তামীরে নূ, (খুছুছী পেশ কাশ)*, সম্পাদক মাওলানা তারিক শফীক নাদবী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ৯।

৮. মাওলানা মুহাম্মদ ফরমান নাদবী, *নাদওয়াতুল 'উলামা কে আরবাবে হাল ওয়া আকদ, তামীরে নূ (খুছুছী পেশ কাশ)*, সম্পাদক মাওলানা তারিক শফীক নাদবী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৮-২০০৯, পৃ-২০

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) : জীবন ও কর্ম

উপমহাদেশে মুসলিম পুর্ণজাগরণের ইতিহাসে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) এক অনন্য নাম। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের বিশেষ করে ‘উলামা সমাজের চলার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে তিনি একটি মিশন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। যে চিন্তা চেতনা নিয়ে মুসলিম জাতির দুর্দিন ও অস্থিরতার সময়ে মাওলানা কাসিম নানুতবী দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্যার সায়্যিদ আহমদ খাঁন আলীগড় ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই চিন্তা চেতনা নিয়েই মাওঃ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) ‘নাদওয়াতুল ‘উলামা’ নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী যেমন হাজী এমদাদুল্লা মুহাজেরী মক্কী (রহঃ) এর আধ্যাত্মিক রাহবরীর মাধ্যমে দেওবন্দ আন্দোলনের সূচনা করেছেন তেমনি মাওলানা মুঙ্গেরীও যামানার কুতুব মাওলানা ফজলে রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদীর রুহানী রাহবরীর মাধ্যমে ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নাদওয়াতুল ‘উলামা নামক সংগঠন। প্রায় চার বছর পর এ সংগঠনের অধীনেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘দারুল উলূম নাদওয়াতুল ‘উলামা’ নামে একটি বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ৩ শাবান ১২৬২ হিজরী মোতাবেক ২৮ জুলাই ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন দুই বছর তখন তার পিতা সায়্যিদ আব্দুল আলী ইন্তেকাল করেন। ফলে শৈশবকালে দাদা সায়্যিদ শাহ আলী (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।[১] তার বংশ পরম্পরা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) পর্যন্ত পৌছে যায়। তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অনেক দ্বীনদার, পরহেযগার ও ওলী বুযুর্গ জন্ম নিয়েছেন যাদের মধ্যে হযরত শাহ বাহাউল হক মাখদুম হাবীবুল্লাহ মুলতানি ও তার বিশিষ্ট পুত্র হযরত শাহ আবু বকর চরমপোশের মত উঁচুস্তরের ওলী ও বুযুর্গ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য। মুঙ্গেরী (রহঃ) এর সম্মানিত দাদাও একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ লোক ছিলেন।[২]

তিনি তার নিজ চাচা সায়্যিদ জহুর আলীর নিকট পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন। তিনি পবিত্র কুরআন হিফজও শুরু করেছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে হিফজ অব্যাহত রাখতে পারেননি। অতপর মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল ওয়াহেদ বিলগ্রামির নিকট ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবাদি সমাপ্ত করেন।

১২৭৭ হিজরীতে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কানপুরের ফয়েযে আম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা ইনায়েত আহমদ কাকুরীর নিকট বিভিন্ন কিতাবপত্র অধ্যয়ন করেন। দুই বছর পর তিনি হজ্জে তাশরীফ নিয়ে গেলে হযরত মুঙ্গেরী মাওলানা এনায়েত আহমদ (রহঃ) এর বিখ্যাত শিষ্য হযরত মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী ও মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন শাহ সাহেবের নিকট ফিক্হ ও হাদীস বিষয়ক উচ্চতর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন।[৩] মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী তৎকালীন সময়ে উস্তাযুল হিন্দ ও উস্তাযুল আসাতিযা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে যুগে এমন কোন প্রসিদ্ধ অলিম খুজে পাওয়া কঠিন যিনি তার ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। আর মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন শাহ ছিলেন মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরীর বিশিষ্ট ছাত্র এবং ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য একজন আলেম। তার স্বনামধন্য ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ছাড়াও মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী, মাওলানা শিবলী নু'মানী, মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা নূর মুহাম্মদ পাঞ্জাবী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[৪]

কানপুরে ফয়েযে আম মাদরাসায় থাকা অবস্থাতেই মুঙ্গেরী (রহঃ) মায়ের অনুরোধে মুযাফফর নগর জেলার খাতুয়ালী হতে দুই মাইল দূরে পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল মহিউদ্দীনপুরে এক আত্মীয়ের খান্দানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। সেখানে দুই বছর অবস্থান করেন।[৫]

এ সময়ে মাওলানা লুতফুল্লা আলীগড়ী কানপুর মাদ্রাসা হতে আলীগড়ে চলে আসেন এবং আলীগড় জামে মসজিদে অবস্থিত মাদরাসায় দরস তাদরীসের কাজ শুরু করেন। এ সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী মুযাফফর নগর থেকে সরাসরি আলীগড়ে চলে এসে উস্তাদ লুতফুল্লা আলীগড়ীর নিকট সিহাহ সিত্তাহসহ দরসিয়াতের কিতাবাদি সমাপ্ত করেন। হযরত ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর নিকট বাইয়াত হওয়ার পর তার ইলম অর্জনের পিপাসা বৃদ্ধি পেলে সে যুগের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট দীর্ঘ এগারো মাস অবস্থান করে সিহাহ সিত্তার সনদ অর্জন করেন।

মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী মেধাবী ছাত্র হওয়ায় ছাত্র জীবন থেকেই অন্যান্য ছাত্রদের পড়াতেন। মানতেক ফালাসাফার প্রতি তার আকর্ষণ সব সময় কম ছিল এবং কুরআন ও হাদীসের প্রতি তার আগ্রহ বেশী ছিল।[৬]

মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ছোট বেলা থেকেই আল্লাহওয়ালা, পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। ছাত্র জীবনেই হাফেজ মুহাম্মদ (রহঃ) ও মাওলানা

কারামত আলী আল কাদেরী রহ. এর নিকট বায়'আত হয়ে কঠোর অনুশীলন ও মুজাহাদার সাথে আধ্যাত্মিক জগতের স্তরগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে সাহারানপুর থাকা অবস্থায় ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ও আলেম মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর নিকট বাইয়াত হয়ে আধ্যাত্মিক ও সুলুকের সম্পর্ক স্থাপন করে তার নিকট আসা যাওয়া করতে থাকেন।[৭] সাহারানপুর থেকে ফেরার পথে পুনরায় গঞ্জেমুরাদাবাদে যান। সেখানে নিজ পীর মুর্শেদের নিকট থেকে সিহাহ্ সিত্তা হাদীছের ছনদ অর্জন করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। গঞ্জেমুরাদাবাদ হতে ফিরে আসার পর তিনি কানপুরের এক মসজিদে দরস ও তাদরিসের কাজ শুরু করেন। পরে তিনি কানপুরের বিখ্যাত মাদরাসা ফয়েযে আমে দুই তিন বছর শিক্ষকতা করেন।[৮]

কানপুরে শিক্ষকতাকালীন সময়েই মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী 'নাদওয়াতুল 'উলামা'র মত একটি সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্ন মনে মনে পোষণ করতেন এবং এক সময় তা বাস্তবায়িতও করেন।

ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম বিশ্ব, দ্বীনি মাদরাসা ও নেতৃস্থানীয় 'উলামায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য, দলাদলি, দুর্বল চিন্তা চেতনা ও হীনমন্যতার কঠিন চিত্র ভেসে উঠেছিল। পরস্পরে দলাদলি, মাসআলা নিয়ে মতবিরোধ, পরস্পর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মত ঘৃণ্য বিষয়গুলো স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া একদিকে কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়া শিক্ষিতজন ভিন্ন মানসিকতায় প্রভাবিত ছিল। অপরদিকে আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাচীন ভাবধারায় শিক্ষা গ্রহণ করা 'উলামায়ে কিরামও তাদের অবস্থানে দৃঢ়পদ ছিল। উভয় শ্রেণীর মাঝে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর এ দূরত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে পরস্পরে চরম সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল। এ সকল সমস্যার সমাধান করার মতো সৎ সাহস ও যোগ্যতা 'উলামায়ে কেরামের মধ্যে অভাব ছিল। এ সকল সমস্যা সমাধান ও উপমহাদেশীয় মুসলামানদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দ্বীনি চিন্তা চেতনা হেফাযতের উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ সালে 'নাদওয়াতুল 'উলামা' নামক সংস্থা তৈরী করেন এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও যোগ্য লোক তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ সালে 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা' নামক দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই এ প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম নাজেম নিযুক্ত হন।[৯]

সফলতার সাথে নাদওয়াতুল 'উলামা পরিচালনা করেন এবং দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার খেদমত আঞ্জাম দেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে তার আধ্যাত্মিক শায়খ ও মুরশেদ মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর

ইন্তিকালের পর বিহার ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোতে দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ করার লক্ষ্যে এবং ইসলাম বিধ্বংসী কাদিয়ানী ও ঈসায়ী ফেৎনা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৩ সালের ১৯ জুলাই নাদওয়া থেকে ইস্তফা দিয়ে তার কয়েকজন বিশিষ্ট মুরীদানের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে বিহারের মুঙ্গেরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তবে মুঙ্গেরে চলে যাবার পরও নাদওয়ার সাথে আমৃত্যু সম্পর্ক অটুট রেখে ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সফলতার সাথে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ১৯২৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বাদ যোহর ইন্তেকাল করেন।[১০]

তথ্যসূত্র

১. মাওলানা মুহাম্মদ ফরমান নাদবী, নাদওয়াতুল ‘উলামাকে আরবাবে হাল ওয়া আকদ, *তামীরে নু* (খুছুছী পেশ কাশ), সম্পাদক: মাওলানা তারিক শফীক নাদবী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৮-২০০৯, পৃ-২০

২. মাওলানা মুহাম্মদ আল হাসানী, *সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ*, (অনুবাদক: মাওলানা লিয়াকত আলী), মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৯

৩. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদবী রহ. : জীবন ও কর্ম*, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১৯

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আল হাসানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৫. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, পৃ. ১১৯

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আল হাসানী, পৃ. ৪৬-৪৭

৮. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, পৃ. ১২০

৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক জালীস নাদবী, *তারীখে নাদওয়াতুল ‘উলামা*, মজলিসে সাহাফাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ২০১৪, খ. ১ম, পৃ. ১১

১০. মাওলানা মুহাম্মদ আল হাসানী, পৃ. ৩১৪

আল্লামা শিবলী নু'মানীঃ জীবন ও কর্ম

ইংরেজ শাসনামলে যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত সাধনা ও প্রচেষ্টায় দিশেহারা মুসলিমজাতি সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন সে সব মহান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হলেন আল্লামা শিবলী নু'মানী। ইংরেজরা যখন এ দেশের তথা তৎকালীন ভারতের মুসলিম জাতিকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে কোনঠাসা করে ফেলেছে ঠিক সেই সময় এই মহান মণীষী অধঃপতিত মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরেছেন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন বিন্যাস। আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন নতুন এক পথের আহ্বায়ক, যিনি জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে প্রয়াস চালিয়েছেন।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম সংগঠক ও দারুল উলুম নাদওয়াতুল "উলামার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরবর্তীতে শিক্ষা সচিব। তিনি ছিলেন বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। একজন সেরা দার্শনিক, পন্ডিত, ইসলামী চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, উর্দু সাহিত্য সমালোচক, জীবনীকারক, সংস্কারক, প্রবন্ধকার, ফকীহ, মুহাদ্দিস, আযাদী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, ফার্সী ও উর্দুর একজন আধুনিক কবিসহ বহুবিধ গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন আল্লামা শিবলী নু'মানী। তিনি নাদওয়াতুল 'উলামা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং দারুল মুছান্নিফীন নামক প্রতিষ্ঠান তৈরী করে দারুণ সুনাম অর্জন করেন। উর্দু ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে তার বহুবিধ গ্রন্থাবলী ও অসংখ্য প্রবন্ধাবলী উর্দু সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তার চিন্তা, চেতনা, দর্শন ও সংস্কারমূলক কার্যাবলী মুসলিম সমাজ ও 'উলামা শ্রেণীর মাঝে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক* গ্রন্থে আল্লামা শিবলী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন:

> "বৃটিশ ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কতিক ক্রমবিকাশে তাঁর অবদান দেদার। 'নাদওয়াতুল ওলামা' এবং 'দারুল মুছান্নিফীন' নামক প্রতিষ্ঠান দুটোর ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল পরিচালনায় স্যার সৈয়দ সৃষ্ট আলীগড় ভাবধারার পাশাপাশি 'নাদওয়াতুল ওলামায়' অপর একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা গড়ে উঠে এবং তা সর্বত্র এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবধারার উপর

> তার প্রভাব গৌণ নয়। তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে উর্দু সাহিত্য অধিকতর সম্পদশালী হয়ে উঠে। আলিম সমাজের পুনর্জাগরণে, ইসলামী ঐতিহ্যের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে এবং ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ সাহিত্য গোষ্ঠী সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।[১]

আল্লামা শিবলী নু'মানী সিপাহী বিপ্লবের বছর **১৮৫৭** সালের মে মাসে মতান্তরে ০৩ জুন ভারতের উত্তর প্রদশের আযমগড় জেলার বান্দুল এলাকাতে এক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত জমিদার মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শায়খ হাবীবুল্লাহ একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন বড় শিল্পপতি ও জমিদার। এ কারণেই মাওঃ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বলেন, "মাওলানা শিবলী নু'মানীর শৈশব কেটেছে প্রচুর নায নেয়ামতের মধ্য দিয়ে"।[২]

আল্লামা শিবলীর পনেরতম পূর্বপুরুষ সি উরাজ শিং ছিলেন রাজপুত্র। পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং নিজের নাম রাখেন সিরাজ উদ্দীন। সিরাজ উদ্দীনের চৌদ্দতম অধঃস্তন পুরুষই হলেন আল্লামা শিবলীর পিতা শায়খ হাবীবুল্লাহ।[৩]

প্রথমে আল্লামা শিবলী নু'মানীর নাম রাখা হয় 'মুহাম্মদ' এবং এ নামেই তাকে ডাকা হয়। পরবর্তীতে ছাত্র জীবন থেকে তিনি 'শিবলী' নামে পরিচিত হন। 'শিবলী' তার কবি নাম। শিবলী শব্দটি আরবী শব্দ। শিবিল শব্দের সাথে সর্বনাম যোগে শিবলী শব্দটি গঠিত। 'শিবিল' শব্দের অর্থ 'সিংহ শাবক'। তিনি শিবলী নামে পরিচিত হওয়ার পিছনে একটি ঘটনা রয়েছে। তা হলো একদিন ক্লাস চলাকালীন উস্তাদ শিবলী নু'মানীকে একটি প্রশ্ন করেন, তার ধারণা ছিল শিবলী এর উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যথাযথ উত্তর দিয়ে উস্তাদকে চমৎকৃত করেন। উস্তাদ তার সুযোগ্য ছাত্রের মুখে যথাযথ উত্তর শুনে এবং তার তীক্ষ্ম মেধায় মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, 'আমি সিংহ আর তুমি সিংহ শাবক'। এরপর থেকে তিনি 'শিবলী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ নামকেই কাব্যনাম রূপে গ্রহণ করেন। 'নুমানী' আল্লামা শিবলীর উপনাম। ইমাম আবু হানীফার মূল নাম নুমান। আল্লামা শিবলী ছিলেন ইমাম আবু হানীফা তথা হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ সমর্থক ও অনুসারী। তাই তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নু'মানী উপাধি ধারণ করেন।[৪]

আল্লামা শিবলীর পিতা মাতা উভয়ে বড় ধার্মিক, দ্বীনদার ও শিক্ষিত ছিলেন। তারা উভয়ে নামায, রোযা ও তাহাজ্জুদের বড় পাবন্দী ছিলেন। এর পূর্ণ প্রভাব আল্লামা

শিবলীর উপর পড়ে। তিনি ছোট বেলা থেকেই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি বড় মনযোগী ছিলেন।

আল্লামা শিবলী প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের সদস্যদের নিকট অর্জন করেন। হাকীম আব্দুল্লাহ এবং মৌলবী শুকরুল্লার কাছেও পবিত্র কুরআন ও ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর আযমগড়ে মাদরাসায়ে আরাবিয়্যাতে মৌলবী ফয়জুল্লার কাছে আরবীর কিছু কিতাব পড়েন। এখানে মৌলবী আব্বাস সাহেবের নিকটেও কিছু দিন ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন, যিনি মানতিক ও মুনাযারা (বিতর্ক) বিদ্যায় বড় পারদর্শী ছিলেন। এরপর শিবলী গাজীপুরে মাদরাসায়ে চশমে রহমতে কিছুদিন লেখাপড়া করে পুনরায় আযমগড়ে চলে আসেন এবং তার পিতা শায়খ হাবীবুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে আরাবিয়্যাতে ভর্তি হন। সেখানে প্রসিদ্ধ আলেম, দার্শনিক, যুক্তিবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক চিড়িয়াকুটির কাছে বিশেষভাবে লেখাপড়া করেন। তার কাছে সাহিত্য, জোর্তির্বিদ্যা ও দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। এ প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন শিক্ষকতাও করেন।[৫]

কিন্তু ইলমে দীন শিক্ষার অদম্য স্পৃহা তাকে শিক্ষকতা ছাড়তে বাধ্য করে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আযমগড় থেকে বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। প্রথমেই রামপুর চলে যান। সেখানে প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদীর কাছে যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। সেখানেই আরেকজন প্রসিদ্ধ আলেম মৌলবী আরশাদ হুসাইন সাহেবের কাছে হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করেন। সেখানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাওলানা ফয়জুল হাসানের কাছে আরবী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ *হামাসা* পড়েন। এরপর তিনি চলে যান সাহারানপুরে। সেখানে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলীর নিকট হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। **১৮৭৬** সালে **১৯** বছর বয়সেই পাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেন।[৬]

তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য এত বেশী সফর করেছিলেন যে, তার সমসাময়িক জ্ঞান সাধকদের মধ্যে কেউ এত বেশী সফর করার সুযোগ লাভ করতে পারেননি। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেই তিনি তার পিতা ও কিছু প্রতিবেশীর সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যান। তবে হজ্বের সফরেও তিনি ইলম চর্চা চালিয়ে যান। যাওয়ার পথে আবেগপূর্ণ ভাষায় একটি ফার্সী কাসীদাও লিখেন। মদীনা মুনাওয়ারার এমন কোন লাইব্রেরী নেই যেখানে তিনি যাননি। ইলমে হাদীসের যে ভাণ্ডার তিনি সেখানে দেখেছেন, অন্য কোথাও এর অনুরূপ তার দৃষ্টিগোচর হয়নি।[৭]

আল্লামা শিবলী নু'মানী কিতাব অধ্যয়নের পাশাপাশি কাব্য চর্চাও করতেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছড়া কবিতার প্রতি মনযোগী ছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি কবিতা পড়তেন, স্মৃতি শক্তি ভাল হওয়ায় তা মনেও রাখতে পারতেন। উর্দু কবিতা তিনি কারো কাছ থেকে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করেননি তবে ১৮৭৪ সালে গাজীপুরের মাদরাসায়ে চশমায়ে রহমতে থাকা অবস্থায় শামশাদ লক্ষ্ণৌবীর নিকট কিছু দিন কাব্য চর্চা করেন। মৌলবী ফারুক চিরিয়াকুটির মাধ্যমেও তার কবিতা লেখায় কিছুটা গতি আসে।

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করলেও বই পত্র অধ্যয়নে সর্বদা ডুবে থাকতেন। পড়ায় আগ্রহ ছিল অত্যন্ত বেশী। কোন বই পেলে শেষ না করে তিনি উঠতেন না।

কর্মজীবন:

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করার পর কিতাব পড়ানো ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরিবারের লোকদের সিদ্ধান্ত হলো যে, দুনিয়াবী কোন কাজ করাও প্রয়োজন। তাই তাদের চাপের মুখে শিবলী নু'মানী উকালতি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। কিছুদিন আযমগড়ে উকালতিও করেন। কিন্তু এ পেশায় তার মন বসেনি ফলে তিনি উকালতি ছেড়ে দেন।[৯]

উকালতি ছেড়ে দিয়ে তিনি কিছু দিন সরকারী আমীন দেওয়ানীর চাকরী করেন। এ চাকরিতে অনেক পরিশ্রম করতে হতো, অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হতো এমন কি রোযা রেখে গ্রীষ্মের প্রখর রোদে ঘোড়ায় চড়ে তাকে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো। তাই তিনি এ চাকরিও ছেড়ে দেন। অতঃপর আবার সর্বাত্মক কিতাব অধ্যায়ন ও লেখালেখির কাজে মশগুল হয়ে পড়েন।[১০]

শিবলীর এক ছোট ভাই আলীগড় কলেজে লেখাপড়া করতো। তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ১৮৮২ সালে শিবলী আলীগড়ে যান, সেখানে স্যার সায়্যিদ আহমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে।[১১]

তবে ড. আফতাব আহমদ সিদ্দিকীর মতে, শিবলী ১৮৮১ সালে তার পিতার সাথে মাহদী মরহুমের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আলীগড়ে যান। সেখানে স্যার সায়্যিদ আহমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। শিবলী স্যার সায়্যিদ আহমদের প্রশংসায় একটি আরবী কাসীদা পাঠ করেন। সায়্যিদ আহমদ আরবী কাসীদা শুনে দারুণ প্রভাবিত হন এবং অক্টোবর মাসে আলীগড় গেজেটে তা ছাপিয়ে দেন। এভাবে উভয়ের মাঝে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। দেড় বছর পর ১৮৮৩ সালে

আলীগড় কলেজে আরবী বিভাগের একটি শিক্ষক পদ শূন্য হয়। শিবলী নুমানী উক্ত পদের জন্য একটি দরখাস্ত লিখে মাওলানা ফয়জুল হাসান কর্তৃক সত্যায়িত করে খান বাহাদুর আব্দুল করীম ডেপুটি কালেক্টরের মাধ্যমে সামীউল্লা খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতপর সামীউল্লা খান সাহেব স্যার সায়্যিদ আহমদের সাথে বিষয়টি আলোচনা করলে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে যায়। শিবলী নুমানী ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে আরবী ও ফার্সী বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আলীগড়ে যোগদান করেন। মাসিক চল্লিশ রূপী বেতন নির্ধারণ করা হয়। কিছুদিন পর চল্লিশ রূপীর স্থলে একশত রূপী মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়। মাসিক পাঁচ রুপীর বিনিময়ে একটি বাসায় ভাড়া থাকেন।[১২]

আলীগড় কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর আল্লামা শিবলী নুমানী স্যার সায়্যিদ আহমদের সহচর্য পান। উভয়ের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ইলমী আলোচনা হয়। উভয়েই উভয়কে জানতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং একে অপরের যোগ্যতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। স্যার সায়্যিদ আহমদ শিবলীর যোগ্যতা দেখে তার প্রতি দারুনভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাকে নিজ বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। নিজের লাইব্রেরীর ভার তার হাতে তুলে দেন এবং জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করেন। শিবলী স্বাধীনভাবে সেখানে অধ্যায়নের সুযোগ গ্রহণ করেন। গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর সুবর্ণ সুযোগকে পুরাপুরি কাজে লাগান।[১৩]

গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ সায়্যিদ আহমদের লাইব্রেরীতে মিশর, শাম, কুস্তুনতুনিয়া ও ইউরোপ থেকে ছাপানো আরবীতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বহু দুর্লভ গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল। এ সকল গ্রন্থ অধ্যায়ন করে শিবলী বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।[১৪] এছাড়া আলীগড় কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর আর্নল্ড এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালীর ন্যায় আধুনিকতায় উদ্বুদ্ধ কবির সংশ্রব লাভ করেও তিনি যথেষ্ট উপকৃত হন।

আলীগড় কলেজে যোগদানের পূর্বে শিবলী প্রেম বিষয়ক কবিতা রচনায় নিমগ্ন থাকতেন, আর আহলে হাদীস ও গায়রে মুকাল্লিদ (কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারী নয়) এর প্রতিদ্বন্দীতায় ও তাদের সাথে যুক্তি- তর্ক ও বাহাছ-মুবাহাছায় লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু স্যার সায়্যিদ আহমদের সংশ্রবে আসার পর তার চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসে। লাইব্রেরীতে গ্রন্থাদি অধ্যায়নে মনযোগী হন। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী ও স্যার সায়্যিদ আহমদের সাথে সংস্পর্শ লাভ করায় আল্লামা শিবলীর লেখনী ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এখন তিনি ধর্মীয় যুক্তি তর্ক ও গযল কবিতা

বাদ দিয়ে জাতীয় ইতিহাস রচনায় মনযোগী হন। প্রফেসর আর্নল্ডের কাছে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন পাশাপাশি সাহিত্য সমালোচনার আধুনিক পদ্ধতিও শিক্ষা লাভ করেন। আর প্রফেসর আর্নল্ডও তার নিকট থেকে আরবী ভাষা ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করেন।[১৫]

আল্লামা শিবলী নু'মানী ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর আলীগড়ে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি আলীগড় থেকে অনেক কিছু পেয়েছেন। মূলত স্যার সায়্যিদ আহমদের মাধ্যমেই শিবলীর চিন্তা চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। উর্দু সাহিত্যে আল্লামা শিবলীই সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি জাতীয় ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা করেন। মূলত এই সাহিত্যের মাধ্যমেই আল্লামা শিবলী মুসলমানদের পূর্ব পুরুষদের অতীত ঐতিহ্য, ইতিহাস ও তাদের শৌর্য বীর্যের কথা উর্দুভাষী মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করেন। এতে পাঠক মহলে এক বিশেষ মানসিক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।
১৮৮৬ সালে তিনি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সে'র বার্ষিক অধিবেশনে 'মুসলমানদের বিগত দিনের শিক্ষা' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন যা পরবর্তীতে ১৮৮৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সুনাম অর্জন করেন।

আলীগড়ে থাকা অবস্থায় তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-ফারুক* রচনা শুরু করেন। এছাড়া *আল-মামুন* ও *আন-নু'মান* গ্রন্থদ্বয়ও আলীগড়ে থেকেই শুরু করেন। আল্লামা শিবলীর জীবনে আলীগড় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তার জীবনে আলীগড়ের অবদান কতটুকু তা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেন:

> আমি যা কিছু শিখেছি বা আমার জীবনে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তা এ কলেজেরই (আলীগড় কলেজ) অবদান, আমি একদিকে যেমন এ কলেজের অধ্যাপক, তেমনি এর একজন লালিত পালিত শাগরিদও বটে।[১৬]

স্যার সায়্যিদ আহমদ আলীগড় কলেজের মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার উন্নতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তার এই ভূমিকা আলীগড় আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল্লামা শিবলী নু'মানী স্যার সায়্যিদ আহমদের সাথে আলীগড় আন্দোলনে শরিক হন। তা শিক্ষা ও মুসলিম জাগরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। স্যার সায়্যিদ আহমদ ইংরেজদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ এবং রাজনৈতিক ভাবে নতজানু নীতি অবলম্বন করায় শিবলী নু'মানী তা গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না, যদিও উভয়ই পারস্পারিক সহযোগি ছিলেন তবু তাদের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য

বিদ্যমান ছিল। আব্দুল মওদুদ তার মুসলিম মনীষা গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন:

> "তিনি স্যার সৈয়দ আহমদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। একদিকে তার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসামান্য সাংগঠনিক শক্তি ও আশ্চর্য সৃজনী প্রতিভা যেমন শিবলীর উপর প্রভাব বিস্তার কারে, সেরূপ শিবলীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও সৈয়দ আহমদকে বহুলাংশে উপকৃত ও সংযুক্ত করে। শেষের দিকে অবশ্য দুজনেরই চিন্তাধারা ও কর্মসূচীতে প্রবল প্রতিকূলতা দেখা দেয়। সেজন্য অনেকে শিবলীকে সৈয়দ আহমদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ আধুনিক পাশ্চাত্যের ধাঁচে ইসলামকে ঢালাই করতে চান। কিন্তু শিবলী ইসলামের পটভূমিতে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। শিবলী আধুনিকতার যজ্ঞশালায় ইসলামকে শোধন ও পরিবর্তন করতে চাননি। তিনি ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের বিজ্ঞান সম্মত ও উৎকৃষ্ট মূল্যবোধের উপরেই তার উন্নয়ন ও পুর্নবাসন করবার পক্ষপাতি ছিলেন। সোজা কথায় শিবলী ইসলামী ঐতিহ্যের সংগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কল্যানপদ সম্পদ মিলিয়ে নবনব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের স্বপ্নও ছিল তাই এবং এই দুইজন মনীষী এ ক্ষেত্রে হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদের উৎকট ও বৃটিশ শাসনের নির্বিরোধ বশ্যতা স্বীকার শিবলী আদৌ পছন্দ করতেন না।[১৭]

আল্লামা শিবলী স্যার সৈয়দ আহমদের মৃত্যু পর্যন্ত আলীগড়ে অবস্থান করেন। কোন কোন বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের সাথে মত বিরোধ থাকলেও তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই তিনি আলীগড়ে দিনগুলো অতিবাহিত করেন। ১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ ইন্তেকাল করলে সে বছরই আল্লামা শিবলী আলীগড় কলেজের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে মাতৃভূমি আযমগড়ে চলে আসেন।

ভ্রমণ:

আল্লামা শিবলী নু'মানী বহুদেশ ভ্রমণ করেন। মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং মুসলিম শৌর্য বীর্যের অতীত

নিদর্শন স্বচক্ষে অবলোকন করা ছিল ভ্রমনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি প্রফেসর আরনল্ডের সাথে ১৮৯২ সালে সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, ইস্তাম্বুল ও রোম সফর করেন। এ সময়ে তিনি এ সব দেশসমূহের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সফরেই তিনি তুর্কী বাদশাহ সুলতান আব্দুল হামীদ খান থেকে সম্মান সূচক পদক 'তাগমায়ে মাজিদী' লাভ করেন। সফর থেকে ফিরে আসার পর ইংরেজ সরকার তাকে "শামসুল 'উলামা" খেতাবে ভূষিত করে। মিশরের প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফকীহ শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এ সফরেই।[১৮]

এ সফরে তিনি হযরত ওমর (রাজিঃ) এর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ *আল-ফারুক* লেখার উপাত্ত সংগ্রহেও বেশ মনোযোগী ছিলেন। এ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি *সফর নামায়ে রুম, মিসর ও শাম* নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

এরপর ১৮৯৯ সালে তিনি কাশ্মীর সফর করেন, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বেশী সময় তাকে সেখানে থাকতে হয়। এ সময়েই তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর জীবনী নিয়ে রচিত *আল ফারুক* গ্রন্থ লেখা শেষ করেন।[১৯]

হায়দারাবাদ গমনঃ

আলীগড় থেকে অবসর গ্রহণের পর নওয়াব মুহসিনুল মুলকের পরামর্শ অনুযায়ী আল্লামা শিবলী হায়দারাবাদ গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯০১ সালে "দায়েরাতুল মাআরিফ" নামক একটি ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। উর্দু ভাষায় জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থাদি রচনা করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে তিনি ১৯০১ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রায় চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। এখানে থেকেই তিনি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ *আল-গাযালী*, *আল-কালাম*, *ইলমুল কালাম*, জীবন চরিত গ্রন্থ *সাওয়ানেহে মাওলানা রুম*, সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ *মোয়াযানায়ে আনীস ও দবীর* শীর্ষক পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেন। হায়দারাবাদে থাকাকালে তিনি সেখানে একটি মাশরিকী ইউনিভার্সিটি করার প্লান করেছিলেন যা পরবর্তীতে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০]

নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠাঃ

আল্লামা শিবলীর একটি বড় কীর্তি হল নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া। ১৮৯৪ সালে মাওঃ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী কানপুরী রহ. এর সভাপতিত্বে মৌলবী আঃ গফুর, আল্লামা শিবলী নু'মানী ও মৌলবী আব্দুল হক

হক্বক্বানীসহ কয়েকজন বিজ্ঞ ওলামায় কিরাম মিলে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলবী আব্দুল হক্বক্বানী ও আল্লামা শিবলী এর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। 'উলামা সমাজের ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করে তাদের এক মঞ্চে সমবেত করা, জাতির আশা আকাংখা প্রতিফলিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা এবং সমকালীন বিষয়কে সামনে রেখে একটি উপকারী শিক্ষা সিলেবাস তৈরী করে পাঠ দান করা ছিল এ সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে ১৮৯৮ সালে এ সংগঠনের অধীনে এবং আল্লামা শিবলীর পরামর্শে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। যদিও তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন কিন্তু আলীগড় ও হায়দারাবাদে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের পিছনে খুব একটা সময় দিতে পারেননি। তবে নাদওয়াতুল 'উলামার সম্মেলন ও পরামর্শ সভাগুলোতে যথারীতি অংশগ্রহণ করতেন। চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে নাদওয়াতুল 'উলামার সার্বিক খোজ খবর রাখতেন। দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা প্রতিষ্ঠা হবার পর এর সুখ্যাতি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ বিদেশ থেকে বই পত্র ও সাহায্য আসতে থাকে। এর ব্যানারে আলেমদের ঐক্য দেখে ইংরেজ সরকার এ প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। আহমদ রেজাখান বেরেলবী প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেন। যখন চারদিক থেকে এ প্রতিষ্ঠান কোনঠাসা হয়ে পড়ে, আর্থিক অবস্থাও নাযুক হয়ে উঠে তখন ১৯০৮ সালে আল্লামা শিবলী নু'মানী হায়দারাবাদের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার দয়িত্ব গ্রহণ করেন। সর্বক্ষণ এ প্রতিষ্ঠানের পিছনে সময় ও শ্রম দিতে থাকেন। তার সুনিপুণ পরিচালনা ও প্রচেষ্টায় এটা একটা বিখ্যাত ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২১]

নাদওয়াতুল 'উলামায় অবস্থান কালে কর্ম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে আল্লামা শিবলী ফার্সী কবি ও কর্মের ইতিহাস বিষয়ক ও সমালোচনা বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *শিরুল আজম* রচনা করেন।

আন নাদওয়া পত্রিকার সম্পাদনা:

নাদওয়াতুল 'উলামার তত্ত্বাবধানে ১৯০৪ সালে আন-নাদওয়া নামক একটি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ১৯০৪ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত আল্লামা শিবলী নু'মানী এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।[২২] পত্রিকাটি

সে সময়ে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ পত্রিকায় অনেক জ্ঞান গর্ভ ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে মুসলিম সুধীশ্রেণী নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী ও নতুন পদ্ধতিতে ইসলামী বিষয়াদির উপর চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ লাভ করে।

আল্লামা শিবলীর কয়েকটি গ্রন্থ এ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তার অনেক প্রবন্ধ *আন-নাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যা পাঠক মহলকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করে। তার এ সকল প্রবন্ধাবলী পরবর্তীতে *মাকালাতে শিবলী* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়।

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে অবসর গ্রহণঃ

একজন বিজ্ঞ আলিম, মনীষী ও দক্ষ সংগঠক রূপে শিবলীর সুনাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নাদওয়ার জয়গানে আলীগড়ের আওয়াজও যেন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার সহকর্মীদের সাথে তার মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। তিনি ছিলেন একজন জেদী লোক, তিনি এখানে আর থাকতে চাইলেন না। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে যে লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হতেই ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং জন্মভূমি আযমগড়ে বসবাস করতে শুরু করেন। আযমগড়ে প্রত্যাবর্তন করে আল্লামা শিবলী তার সর্বশেষ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সীরাতুন্নবী রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। [২৩]

দারুল মুছান্নিফীন প্রতিষ্ঠাঃ

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে অবসর গ্রহণ করে আযমগড়ে এসে আল্লামা শিবলী একটি বড় ধরণের মহৎ কার্য সম্পন্ন করেন। জ্ঞান চর্চাই ছিল তার জীবনের সবচাইতে প্রিয় বস্তু। তাই তিনি জ্ঞান বিস্তারের জন্য নানা পথ উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। তার তীব্র আকাঙ্খা ছিল লেখকদের একটি গোষ্ঠী তৈরী করা যারা প্রাণ খুলে জ্ঞান বিতরণ করবে এবং জাতিকে একটি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্টা করবে। এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তিনি আযমগড়ে অবস্থিত নিজের বাগান বাড়ি, কুতুবখানা সব কিছু ওয়াকফ করেন এবং ১৯১৩ সালে সেখানে দারুল মুছান্নিফীন (লেখক সংঘ) প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে বহু সংখ্যক লেখক ও সাহিত্যিক গড়ে উঠে। লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, প্রকাশনা প্রকাশ করা ইত্যাদি কাজে এ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। এ প্রতিষ্ঠান গড়তে তিনি মাত্র এক বছর সময় পেয়েছিলেন। দারুল মুছান্নিফীন গড়ার এক বছর পর ১৯১৪ সালে আল্লামা

শিবলী নুমানী ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ও তার অন্যান্য সাথীবর্গরা এ প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ প্রতিষ্ঠান ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে উর্দু সাহিত্য ও ইসলামের প্রচার প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। দারুল মুছান্নিফীনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গ্রন্থ সমৃদ্ধ একটি বিশাল লাইব্রেরী, একটি ছাপাখানা ও একটি প্রকাশনাও গড়ে তোলা হয়। লাইব্রেরীতে আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় প্রায় বারো হাজার নির্বাচিত গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও অনুবাদের কাজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ ইসলামী পণ্ডিতগণ এখানে নিয়োজিত আছেন।

দারুল মুছান্নিফীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য উঁচুমানের রচনা ও অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। এখান থেকে গড়ে উঠা লেখক ও কলামিষ্টদের একটি বিশাল গ্রুপ বিভিন্ন স্থানে লেখালেখি ও অধ্যাপনার বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রন্থ যেমন- *সীরাতুন্নবী, সি'আরুস্‌সাহাবা, সিলসিলায়ে তারীখে ইসলাম, শি'রুল হিন্দ, গুলে র'না, সীরাতে 'আয়িশা* প্রভৃতি গ্রন্থগুলো পুরো হিন্দুস্তানে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সীরাতুন্নবী গ্রন্থটি এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, অন্য কোন ভাষায় এই ধরণের একটি সীরাত বিষয়ক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ খুজে পাওয়া দুস্কর। দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো শুধু হিন্দুস্তানেই নয় বরং ইসলামী দুনিয়ার প্রতিটি দেশে দারুনভাবে সমাদৃত হয়েছে। এর বহু গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে। যেমন- *সীরাতুন্নবী ও আলফারুক* গ্রন্থের তুর্কী ভাষায় অনুবাদ ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। *সীরাতুন্নবীর* আরবী ভাষায় অনুবাদ মিশরের জামেয়াতুল আযহারের আলেমগণ করেছেন। *আলফারুক* গ্রন্থটি ইংরেজীতেও অনুবাদ হয়েছে। সীরাতুন্নবীর বাংলা অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান সাহেব করেন। আলফারুকের বাংলা অনুবাদ এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে ছাপা হয়েছে। *শি'রুল আযম* গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ আফগানিস্তান ও ইরান যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করেছে। দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর একটি প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক *খ্যায়াম* গ্রন্থটিকে পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি ফেরদৌসির হাজার বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে আফগানিস্তান সরকার ইরানকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছে। দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত *শি'রুল আজম, শি'রুল হিন্দ, গুলে র'না, তারীখে ইসলাম, ইনকিলাবুল উমাম* এবং *ইবনে খালদুন* প্রভৃতি গ্রন্থগুলো পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[২৫]

এভাবে আমরা দেখতে পাই আল্লামা শিবলী যে স্বপ্ন ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে দারুল মুছান্নিফীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা পরবর্তীতে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং এ প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য কলম সৈনিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রন্থ রচনার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং এখান থেকে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

মৃত্যুঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী দীর্ঘ সময় ইসলামী গ্রন্থ রচনা ও মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার উন্নতিতে অবদান রেখে ১৯১৪ সালের ১৮ নভেম্বর ভারতের আযমগড়ে ইন্তেকাল করেন।[২৬]

গ্রন্থ রচনাঃ

শিবলী নু'মানী উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ-

১. *আল মামুন*

আল্লামা শিবলী নুমানী রহ. রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *আল-মামুন।* এ গ্রন্থটি তিনি আলীগড়ে থাকা অবস্থায় ১৮৮৭ সালে লেখা শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে ছাপা হয়। ১৯৯২ সালে দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ২৪৮। গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং খলীফা মামুনুর রশীদ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে খলীফা মামুনুর রশীদের জীবনী, ব্যক্তি জীবন, তার স্বভাব চরিত্র, রাষ্ট্র পরিচালনা, ভ্রমন, কর্ম তৎপরতা ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

২. *আল ফারুক*

আল্লামা শিবলী নুমানী রহ. রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *আল-ফারুক*। এ গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা হয়েছে। এ গ্রন্থটি লিখতে তার প্রায় চার বছর সময় লেগে যায়। ১৮ আগষ্ট ১৮৯৩ সালে গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন এবং ১৫ জুলাই ১৮৯৮ সালে লেখা শেষ করেন। গ্রন্থটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর নাম, জন্ম, মৃত্যু ও বংশ পরিচয়ের পাশাপাশি তার ঐতিহাসিক ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ও তার হিজরতসহ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও তার শাসনামলে ইরাক, সিরিয়া, কাদেসিয়া, দামেস্ক, হিমস, ইয়ারমুক, বায়তুল মুকাদ্দাস সহ বহুদেশ বিজয়ের ঘটনাবলীও তুলে ধরা হয়েছে এ

গ্রন্থে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ওমর (রাজিঃ) এর দাস প্রথা নিরুৎসাহিত করণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠাসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন এবং প্রদেশ ও জেলাগুলোতে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

৩. *সীরাতে আননুমান*

আল্লামা শিবলী নুমানী কর্তৃক লিখিত অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে *সীরাতে আননুমান*। হানাফী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবনী নিয়ে এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ইমাম আবু হানীফার জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা গ্রহণ, উস্তাদ, শায়খসহ ছাত্র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের ঘটনাবলী, কুরআন-হাদীসের বিষয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি, বিভিন্ন মাসআলার বিষয়ে সমাধানের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ দরবারের সাথে ইমাম আবু হানীফার সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল ইত্যদি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও তার লেখালেখি, গ্রন্থাবলী, ফিক্হ চর্চা, আকাঈদ বা বিশ্বাস, তার নিজস্ব মূলনীতি, তার মুহাদ্দিস বা হাফীযুল হাদীস হওয়া, অন্যান্য ইমামের সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ও এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

০৪. *মুওয়াযানায়ে আনীস ও দবীর*

আল্লামা শিবলী নুমানীর সমালোচনা সাহিত্য বিষয়ক আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে *মুয়াযানায়ে আনীস ও দবীর।* এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লামা শিবলী নুমানী উর্দু সাহিত্য জগতে একজন সমালোচনা সাহিত্যিক হিসেবেও একটি স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। উঁর্দু সাহিত্যের দুজন প্রসিদ্ধ মরসিয়া কবি মীর আনীস ও মির্জা দবীর এর জীবন, সাহিত্য ও কর্ম নিয়ে শিবলী এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানী এ গ্রন্থে উর্দু মরছিয়ার জন্মদাতা মীর আনীস এবং মরছিয়ার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মীর্জা দবীর এর মাঝে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন এবং উভয়ের সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার পর উভয়ের মাঝে মীর আনীসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি উভয়েরই সাহিত্য প্রতিভা চমৎকার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

৫. *সফর নামায়ে রূম ও মিসর শাম*

এ গ্রন্থটি আল্লামা শিবলী নুমানীর ভ্রমণ বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় রচিত তার এ গ্রন্থটিকে সফর বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। তিনি মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য ১৮৯২ সালে প্রফেসর আরনল্ডের সাথে এক ঐতিহাসিক সফর করেন। এ সফরের বিস্তারিত আলোচনাই এ গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানী প্রায় ছয় মাস ব্যাপী এ সফর করেছেন। এ সফরে তিনি ইতালীর রুম, ইস্তাম্বুল, মিশরের কায়রো, সিরিয়া, লেবাননের বৈরুত, ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি এসব শহরের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত। তিনি এসব শহরের স্থাপত্য, প্রাচীন কীর্তি, শিক্ষাকেন্দ্র, শিক্ষাব্যবস্থা, লেখালেখি, প্রকাশনা, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা নেন। এসব বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় *সফর নামায়ে রুম ও মিশর শাম* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন আল্লামা শিবলী নুমানী।

৬. *আল গাযালী:*

আল্লামা শিবলী নুমানী লিখিত আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে *আল-গাযালী*। ইসলামের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মদ গাযালীর জীবন ও তার দর্শন নিয়ে শিবলী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী ঐতিহাসিক মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবনাতিহাস লেখার ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে এ গ্রন্থটি লিখে শেষ করেন।[২৬] গ্রন্থটিতে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইমাম গাযালীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ইমাম গাযালীর চিন্তা, দর্শন ও রচনাবলী নিয়ে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি তৎকালীন বিশ্বের শিক্ষা-দীক্ষার মান ও অবস্থান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। ২৭২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে মুলত জীবনীর চাইতে আলোচনা বেশী করা হয়েছে।[২৭]

৭. *সাওয়ানেহে মাওলানা রুম:*

আল্লামা শিবলী নুমানী রচিত প্রসিদ্ধ জীবনী সাহিত্য মূলক গ্রন্থ হচ্ছে *সাওয়ানেহে মাওলানা রুম* যা তিনি ১৯০২ সালে লিখেছেন। তাসাউফ জগতে বেশ পরিচিত মহা মনীষী মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর জীবন ও দর্শন নিয়ে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা

করেন। ২০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর জন্ম, সন্তানাদি, আত্ম সংশোধন, রুমীর রচনাবলী-দীওয়ান, মসনবী, ইলমে কালাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি এ গ্রন্থে ইলমে কালামের অধীনে আল্লাহ, নবুয়ত, মুশাহাদায়ে মালাইকা, মুজিযা, রুহ, পুনরুত্থান, জবর, কদর, তাসাউফের ওয়াহদাতুল উজুদ, ফানা-বাকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। আল্লামা শিবলী এ গ্রন্থে আলোচনা করতে যেয়ে দর্শন বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মাওলানা রুমীর মসনবী থেকে দর্শন বিষয় বেশী তুলে ধরেছেন। যদিও অনেকে রুমীর মসনবী থেকে তাছাউফ খুজতে চেষ্টা করেন।[২৮]

৮. *সীরাতুন্নবী:*

আল্লামা শিবলী নুমানীর ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে সীরাতুন্নবী (সঃ) যা তিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে রচনা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা সীরাতুন্নবী গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আল্লামা শিবলী নুমানী পাঁচ খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার অভিপ্রায়ে ১৯০৬ সালে এ গ্রন্থ লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যস্ততায় এ লেখা থেমে যায়। এরপর ১৯১২ সালে পুনরায় লেখা শুরু করেন।

পাঁচটি খণ্ড সাজিয়েছেন এভাবে ঃ

১ম খণ্ড - আরবের ইতিহাস, কাবার ইতিহাস, নবীজীর জীবনী, যুদ্ধ, চরিত্র ও সন্তানাদি।

২য় খণ্ড - নবুয়তের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩য় খণ্ড - কুরআনের ইতিাস।

৪র্থ খণ্ড - মুজিযার স্বরুপ ও বিচার বিশ্লেষণ।

৫ম খণ্ড - ইউরোপিয়ানদের লেখায় রাসূল (সঃ) এর সীরাত ও এ বিষয়ে তাদের অভিযোগের জবাব।

১ম খণ্ডের কাজ শেষ করতেই আল্লামা শিবলী নুমানী আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমান। তাই পূর্ণাঙ্গ সীরাত রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার লেখা প্রথম খণ্ডটি আকারে বড় হয়ে যাওয়ায় ২ ভলিয়মে ১৯১৮ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। বাকী ৪ খণ্ড তারই হাতে

গড়া সুযোগ্য ছাত্র আল্লামা সুলায়মান নাদবী স্বীয় উস্তাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সীরাতুন্নবী গ্রন্থটি সম্পন্ন করেন।

০৯. *মাকালাতে শিবলী:*

আল্লামা শিবলীর প্রবন্ধ সমষ্টি গ্রন্থের নাম হচ্ছে *মাকালাতে শিবলী*। আল্লামা শিবলী নুমানী গ্রন্থাবলী ছাড়াও বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তার এ সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন বিভিন্ন জাতীয় পত্র পত্রিকায় যেমন- হামদর্দ, জামিনদার, আননাদওয়া, আলহিলাল, মুসলিম গেজেট ইত্যাদি পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হতো। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত তার সকল প্রবন্ধগুলো পরবর্তীতে দারুল মুছান্নিফীন সংস্থা একত্র করে *মাকালাতে শিবলী* নামে ৮ খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

খণ্ডগুলো নিম্নরুপ:

১ম খণ্ড- ধর্মীয় প্রবন্ধ ১৬টি।

২য় খণ্ড - সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ১০টি।

৩য় খণ্ড - শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ ১১টি।

৪র্থ খণ্ড -সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ ১৭টি।

৫ম খণ্ড - জীবনী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ৯ টি।

৬ষ্ঠ খণ্ড - ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

৭ম খণ্ড - দার্শনিক প্রবন্ধ

৮ম খণ্ড - এ খন্ডে ধর্মীয় বিষয়ক প্রবন্ধ ৯টি, ঐতিহাসিক বিষয়ক প্রবন্ধ ১০টি, শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ ২১টি, বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ ৪টি।

১০. *মাকাতীবে শিবলী:*

আল্লামা শিবলী নুমানীর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের নিকটে লেখা চিঠিগুলোর সংকলন হলো মাকাতীবে শিবলী। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের নিকটে চিঠির মাধ্যমে খবরাখবর আদান প্রদান করেছেন। কখনো প্রিয় ছাত্রদের নিকটে, কখনো প্রিয় বন্ধু-বান্ধদের নিকটে চিঠি লিখেছেন। কখনো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের নিকটে লিখেছেন, কখনো কবি সাহিত্যিকদের কাছে লিখেছেন, কখনো নিজ সহকর্মী বা উস্তাদদের নিকটে লিখেছেন। আল্লামা শিবলীর এ সকল চিঠিগুলো পরবর্তীতে একত্র করে ১৯৭১ সালে দারুল মুছান্নিফীন সংস্থা থেকে

মাকাতীবে শিবলী নামে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে সাধারণ চিঠি যা তিনি প্রায় ৩৫জন ব্যক্তিবর্গের নিকটে লিখেছেন, সেগুলো একত্রিত করা হয়েছে। ২য় খণ্ডে তার নিজ ছাত্র বা শিষ্যদের নিকটে লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে। এ খণ্ডে ১-২৩৫ পর্যন্ত ১২ জন ছাত্র ও প্রিয়জনদের নিকটে লেখা উর্দু চিঠিগুলোর বর্ণনা রয়েছে। ২৩৬-২৬২ পৃ. পর্যন্ত ১০ জনের নিকট লেখা ফারসী চিঠিগুলোর বর্ণনা রয়েছে এবং ২৬১ থেকে ২৬২ পর্যন্ত তিনজনের নিকট আরবীতে লেখা চিঠিগুলোর বর্ণনা রয়েছে।

১১. *খুতূতে শিবলী:*

আল্লামা শিবলী নু'মানীর আরো কিছু চিঠির সংকলন হলো *খুতূতে শিবলী*। এ গ্রন্থে আতিয়া বেগম ফয়েজী ও জোহরা বেগম এর কাছে লেখা চিঠিগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মৌলবী মোঃ আমীন যুবায়রী ও মুন্সি সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ কায়সার ১৯৬২ সালে চিঠিগুলোকে একত্রিত করেন এবং সামসিসেন প্রেস আগ্রা থেকে *খুতূতে শিবলী* নামে প্রকাশ করে এর নামকরণ করেন *খুতূতে শিবলী* নামে। গ্রন্থটির শুরুতে মৌলবী মোঃ আমীন যুবায়রীর একটি ভূমিকা এবং মৌলবী আব্দুল হক সাহেব এর একটি দীর্ঘ মুকাদ্দমা রয়েছে। ১২২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে ২৮ থেকে ৮৪ পর্যন্ত আতিয়া বেগম ফয়েজীর নিকট লেখা ৫৫টি চিঠির বর্ণনা এবং ৮৫-১২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত জোহরা বেগম এর নিকট পাঠানো ৪৭টি চিঠির বর্ণনা রয়েছে। এসব চিঠিতে নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, চাকরি ও পর্দার প্রসঙ্গ বেশী তুলে ধরা হয়েছে।

১২. *ইলমুল কালাম*

শিবলী নুমানীর যুগে কালাম তথা দর্শন শাস্ত্র নিয়ে খুব গবেষণা হতো। তখনকার যুগে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয় ছিল কালাম বা দর্শন শ্রাস্ত্র। শুধু তাই নয়, সে যুগে কালাম শাস্ত্র জানা ব্যক্তিকেই প্রকৃত জ্ঞানী হিসেবে মনে করা হতো। আল্লামা শিবলীও কালাম শাস্ত্রে দারুণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে *ইলমুল কালাম* গ্রন্থ রচনা করেন। কালাম শাস্ত্রের জনক, কালাম শাস্ত্রের জন্ম, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন এ গ্রন্থে।

১৩. *আল কালাম*

আল্লামা শিবলী কালাম তথা দর্শন শাস্ত্র বিষয়েই *আল কালাম* গ্রন্থটি রচনা করেন। মূলত *ইলমুল কালাম* গ্রন্থে কালাম শাস্ত্রের যে বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারেননি সে বিষয়গুলোকেই তিনি *আল কালাম* নামক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এ কারণে এ

গ্রন্থটিকে ইলমুল কালাম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বলা যায়। ইসলাম বিদ্বেষীরা দর্শন শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিষয়গুলোকে মিথ্যা বা অযথার্থ সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে তাই আল্লামা শিবলী এ গ্রন্থে দর্শনের মাধ্যমে ইসলামের আহকাম ও বিষয়াবলীকে যথার্থ প্রমাণ করে বিরোধীদের দাতভাঙ্গা জবাব প্রদানের চেষ্টা চালিয়েছেন।

উর্দু ভাষায় রচিত আল্লামা শিবলী নু'মানীর এ গ্রন্থগুলো উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার খোরাক যুগিয়েছে।

তথ্য সূত্রঃ

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, *ইসলামী ফাউন্ডেশন*, বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ১২৩
২. মুহাম্মদ ওয়াসেল উসমানী, *শিবলী নুক্কাদোকী নজর মে*, সুফিয়া একাডেমী করাচী পৃ. ৬০
৩. ড. আফতাব আহমদ সিদ্দীকী, *শিবলী এক দাবিস্তান*, মাকতাবায়ে আরেফীন, ঢাকাঃ পৃ. ১৬-১৭, সন উল্লেখ নেই।
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ১২৪
৫. ড. আফতাব আহমদ সিদ্দীকী, পৃ. ২০
৬. রাম বাবু সাকসিনা, *এ হিষ্ট্রি অব উর্দু লিটারেচার*, এলাহাবাদ, রাম নারায়ন লাল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৪০, পৃ. ২৮৮
৭. ড. আফতাব আহমদ সিদ্দীকী, পৃ. ২৫
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৯. ড. সায়্যিদ ইজায হুসাইন, *মুখতাছার তারীখে আদবে উর্দু*, করাচী, উর্দু একাডেমী, পৃ. ৩২২
১০. ড. আবু সাইদ নুরুদ্দীন, তারীখে আদাবিয়াতে উর্দু, ১ম খণ্ড, লাহোরঃ মাগরিবী পাকিস্তান, উর্দু একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ২১০
১১. রাম বাবু সাকসিনা, পৃ. ২৮৮
১২. ড. আফতাব আহমদ সিদ্দীকী, পৃ. ২৯
১৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ১২৪
১৪. ড. আফতাব আহমদ সিদ্দীকী, পৃ. ৩২
১৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ১২৫

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬

১৭. আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, জুন- ১৯৯৪, পৃ. ২১০

১৮. ড. আবু সাইদ নুরুদ্দীন, ২১০.

১৯. রাম বাবু সাকসিনা. পৃ. ২৮৯

২০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ১৩০-১৩১

২১. রাম বাবু সাকসিনা, পৃ. ২৮৯

২২. মাওলানা ইসহাক জালিস নাদবী, *তারিখে নাদওয়াতুল 'উলামা*, মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, লাখনৌ, প্রকাশকাল-২০১৪, পৃ. ৩০৯

২৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ১৩৫

২৪. রাম বাবু সাকসিনা, পৃ. ২৯১

২৫. খান উবায়দুল্লাহ খান, *মাকালাতে ইয়াওমে শিবলী*, উর্দু মারকায, লাহোর, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ ,পৃ. ১৭২-১৭৭

২৬. ড. আবু সাইদ নুরুদ্দিন, পৃ. ২১৬

২৭. ড. সায়্যিদ শাহ আলী, *উর্দু মে সাওয়ানেহ নেগারী* , পৃ. ১৯৫

২৮. ড. আবু সাইদ নুরুদ্দীন, পূর্বোক্ত পৃ. ২১৮

২৯. জাফর আহমদ সিদ্দীকী, *শিবলী*, সাহিত্য একাডেমী, দিল্লি, ১৯৮৮, পৃ. ২৩

মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) : জীবন ও কর্ম

নাদওয়াতুল 'উলামার আন্দোলনে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ), যিনি প্রায় ৩০ বছর 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা'র মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সংগঠক, সাহিত্যিক, সংস্কারক, হাদীস বিশারদ, ইসলামের ইতিহাসবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় সমান পারদর্শী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ হাসানী বংশের লোক ছিলেন। এই বংশে অনেক বড় বড় মাশায়েখ, ওলামা, মুজাহিদ ও সংস্কারক তৈরী হয়েছেন যাদের মধ্যে হিজরী এগারতম শতাব্দীর প্রখ্যাত আরেফ ও শায়েখ হযরত শাহ আলামুল্লাহ রহ. (মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. এর খলীফা) এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুজাহিদ ও সংস্কারক হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[১]

হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর পিতা মৌলবী হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দিন ছিলেন একজন বিজ্ঞ ইউনানী চিকিৎসক, বিশিষ্ট কবি ও গ্রন্থকার, ফার্সী ভাষার সাহিত্যিক ও গদ্য লেখক। তার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফারসী ভাষায় লিখিত *মুহরে জাহাতাব* গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিন খণ্ডে রচিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডটি তেরশত পৃষ্ঠার একটি বিশাল গ্রন্থ।[২]

হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর বংশে আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ আল মাদানী নামে একজন পূর্ব পুরুষ ছিলেন যিনি বড় প্রসিদ্ধ বুযুর্গ লোক ছিলেন এবং শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর ভাগিনা ছিলেন। আমীর কুতুবুদ্দীনের বংশ থেকে অসংখ্য ওলামা, মাশায়েখ ও বুযুর্গ লোক আগমন করেছেন। হাকীম আব্দুল হাই ছিলেন আমীর কুতুবুদ্দীনের পনেরতম অধঃস্তন পুরুষ। সেই হিসাবে হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর বংশটি ছিল একটি সম্ভ্রান্ত, ওলি, বুযুর্গ সমৃদ্ধ একটি বংশ। তার পূর্বে যেমন এ বংশ থেকে অসংখ্য ওলি, বুযুর্গ, ওলামা-মাশায়েখ আবির্ভূত হয়েছেন তেমনি তার ঔরষেও জন্মগ্রহণ করেছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, তিনশত এর অধিক গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী রহ.।[৩]

হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) এর শৈশব কেটেছে সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে। যদ্দরুন ছোট বেলা থেকেই তার উপর ধর্মীয় পরিবেশের প্রভাব বিস্তার করেছে।

তার পিতা মৌলবী হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দীন অধিকাংশ সময় গ্রন্থ রচনা ও লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। এটি হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) এর উপরও দারুন প্রভাব ফেলে। তিনিও শৈশবে দোয়াত-কলম আর খাতা নিয়ে বসে যেতেন। এগুলো দিয়েই লেখার সময়টা পার করে দিতেন। এগুলোই ছিল তার খেলার প্রিয় সামগ্রী। আর এ কারণেই হয়তো তিনি পরবর্তীতে বড় লেখক হতে পেরেছিলেন এবং সাড়ে চার হাজার মনীষীর জীবনী সমৃদ্ধ গ্রন্থ *নুযহাতুল খাওয়াতির* রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর শৈশব অধিকাংশ সময় নানী বাড়ীতে অতিবাহিত হয়েছে। এ কারণেই মামা মৌলবী সায়্যিদ আব্দুল আযীয এবং তার ভাই শাহ আব্দুস সালাম এর তত্ত্বাবধানেই তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। শাহ আব্দুস সালাম এর এক মুরীদ মুন্সী মুহাম্মদ আলীর নিকটে ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করেন। শাহ আব্দুস সালাম এর নিকট প্রাথমিক আরবী কিতাব শিক্ষা লাভ করেন। পিত্রালয়ে হযরত শাহ জিয়াউন্নবী সাহেবের কাছে নাহু সরফের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। মৌলবী ইয়াহিয়া সাহেবের নিকটেও নাহু ছরফের কিতাব অধ্যয়ন করেন। রায়বেরলীতে থাকা অবস্থায় একটি মাধ্যমিক স্কুলেও কিছুদিন লেখাপড়া করেন।[৪] ইলাহাবাদে দুই বছর অবস্থান করে মাওঃ মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহাবাদীসহ আরো কয়েকজন আলেমদের নিকট ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন।

হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) ফতেহপুরে কিছু দিন অবস্থান করে মাওলানা নুর মুহাম্মদ এর নিকট ফিকাহ শাস্ত্রের কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন। পিতার চাকরীর স্থল ভূপালে কিছুদিন অবস্থান করে সেখানকার আলেমদের নিকটেও হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) কিছুদিন লেখাপড়া করেন।

১৩০৩ সালে ভূপাল থেকে ফিরে এসে লক্ষৌতে মীর আবুল হাসান এর নিকট কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এরপর কানপুর জামেউল উলূম পাট্টাপুর মাদরসায় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর নিকট উছূলে শাশী, শরহেজামী ও কুদুরী পড়েন। মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ থানবীর নিকটও কাফিয়া ও উছূলে শাশীর কিছু অংশ পড়েন। এরপর মাওলানা আমীর আলী, মৌলবী আলতাফ হুসাইন এবং মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম এর নিকটে দরসীর কিতাব পড়েন। এরপর লক্ষ্ণৌ থেকে দ্বিতীয়বার ভূপাল গমন করে সেখানে মাওলানা কাজী আব্দুল হক, মাওলানা সায়্যিদ আহমদ দেহলবী, মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আরব এবং মাওলানা হুসাইন বিন মুহসিন আল-ইয়ামানী প্রমূখ আলেমদের নিকট হাদীস, ফিক্‌হ ও আদবের উচ্চতর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ইউনানী চিকিৎসক হাকীম আব্দুল আলীর নিকট থেকে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করেন। ১৩১১ হিজরী সনে

লক্ষ্ণৌতে তিনি হাকীম আব্দুল আযীমের নিকট আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং হাকীম আব্দুল আলী সাহেবের নিকট চিকিৎসা পেশা শুরু করেন।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর ১৩১২ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৪ সালে হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ও ইলমী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সফর করেন। এ সফরে তিনি দিল্লী, পানিপথ, শেরহিন্দ, আমবালাহ, দেওবন্দ, সাহারানপুর, গাঙ্গোহ প্রভৃতি এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সফর করেন এবং বড় বড় ওলামা মাশায়েখদের খেদমতে অবস্থান করে তাদের সান্নিধ্য অর্জন করেন।[৫]

এ সফরের সকল ঘটনাবলী ও দৈনন্দিন কর্মসূচীগুলো একটি ডায়েরীতে লিখে রাখেন। এই সফরে বিভিন্ন বুযুর্গদের নিকট থেকে শোনা সকল আলোচনাগুলোও ডায়েরীতে তুলে রাখেন এবং এই ডায়েরীর নাম রাখেন *আরমুগানে আহবাব*। পরবর্তীতে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী *আরমুগানে আহবাব* নামক ডায়েরীর লেখাটি 'মাআরিফ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সালে এটি *দিল্লি আওর উছকে আতরাফ* শিরোনামে গ্রন্থরূপে প্রকাশ পায়।

হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) ছাত্র অবস্থাতেই প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার হাতে বায়আত হন। পরবর্তীতে শাইখুল মাশায়েখ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কীর নিকটও বাইয়াত গ্রহণ ও রূহানী সম্পর্ক স্থাপন করেন।

তিনি ছাত্র যামানা থেকেই নাদওয়াতুল 'উলামার প্রাথমিক জলসাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। 'নাদওয়াতুল 'উলামা' প্রতিষ্ঠিত হলে ১৩১৩ হিজরী সালে তিনি নাদওয়াতুল 'উলামার নাজেম মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) এর অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৩২৩ হিজরী পর্যন্ত নাদওয়াতুল 'উলামার তৎকালীন শিক্ষা সচিবের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৫ সালে সর্বসম্মতি ক্রমে নাদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষা সচিব নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন।[৬]

তিনি যখন নাদওয়াতুল 'উলামার নাজেম নিযুক্ত হন তখন তার বেতন ধরা হয় পঞ্চাশ রুপী। কিছুদিন পর বেতন নেয়া ছেড়ে দেন এবং চিকিৎসা পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিনা বেতনে নাদওয়াতুল 'উলামার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

হাকীম আঃ হাই (রহঃ) নাদওয়াতুল 'উলামার দায়িত্ব গ্রহণ করে মাদরাসার অভ্যন্তরীন সমস্ত মতবিরোধ নিরসন করেন এবং পারস্পরিক দন্ধ-কলহ দূরীভূত

করতে প্রচেষ্টা চালান। যুগ চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রণয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার সময়ে নাদওয়াতুল 'উলামার কয়েকটি বাৎসরিক গুরুত্বপূর্ণ সভা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি নাদওয়াতুল 'উলামার উন্নতিতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

মৃত্যুঃ হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) ১৫ই জুমাদাল উখরা ১৩৪১ হিজরী মুতাবেক ১৯২৩ সনের ২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ইন্তেকাল করেন।[৭]

গ্রন্থ রচনাঃ

হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার উর্দু গ্রন্থগুলো উর্দু সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। নিম্নে তার গ্রন্থগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলঃ

১) *গুলে রানাঃ*

হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে *গুলে রানা*। উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে উর্দু ভাষার সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে উর্দু কাব্য সাহিত্যের প্রত্যেক যুগের উর্দু কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি উর্দু ভাষার প্রাথমিক ইতিহাস, উর্দু কাব্য চর্চার সূচনা এবং উর্দু কবিদের নির্বাচিত কবিতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন আযমগড় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ৩২ নং গ্রন্থ। গ্রন্থটির মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৩০১। গ্রন্থটির শুরুতে ১৩১০ হিজরীতে লিখিত লেখকের একটি ভূমিকা রয়েছে।

২. *ইয়াদে আইয়্যামঃ*

উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) লিখিত একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে গুজরাটের ইসলামী যুগের উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি তিনি স্বীয় ঘনিষ্ট বন্ধু নওয়াব ছদরে ইয়ারে জংগ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানীর অনুরোধে রচনা করেন। ১৩৩৭ হিজরী রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে আলীগড়ের মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত একটি জলসায় উক্ত লেখাটি পাঠ করার পর কনফারেন্সের পক্ষ থেকে এর নামকরণ করা হয় *ইয়াদে আইয়্যাম*। মূলত

এই কনফারেন্সে পাঠ করার জন্যই হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানী আব্দুল হাই রহ. কে এই রচনাটি তৈরী করতে বলেন। পরবর্তীতে এ রচনাটিই *ইয়াদে আইয়্যাম* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বহু কিতাবের নির্যাস এ গ্রন্থটিতে গুজরাটে মুসলিম শাসনামলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তুলে ধরার পাশাপাশি তৎকালীন সরকার ও দরবার ব্যবস্থার পরিচিতি, সে যুগের কৃষ্টি কালচার, ধর্মীয় রীতিনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সে দেশের কৃষি ও শিল্পকর্মের উন্নয়ন, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার, জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি, গুজরাটের মন্ত্রিবর্গ, 'উলামায়ে কিরামের জীবনী ও তাদের অবদান ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও গ্রন্থটি সাহিত্য মানে দারুণ প্রশংসা অর্জন করে।

৩. *আরমুগানে আহবাব:*

১৮৮৫ সালে সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) বিভিন্ন ঐতিহাসিক এলাকা ও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলোতে সফর করেন এবং বড় বড় আলেম 'উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সফরের ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে রচনা করেন *আরমুগানে আহবাব* গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় অধঃপতনের কারণগুলো তুলে ধরেছেন।

৪. *তালীমুল ইসলাম:*

হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) রচিত *তালীমুল ইসলাম* গ্রন্থটি সহজ সরল উর্দু ভাষায় রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. *নূরুল ঈমান:*

এ গ্রন্থটি হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) বাচ্চাদের জন্য রচনা করেছেন। উর্দু ভাষায়

লিখিত এ গ্রন্থটিতে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি রাসূল (সঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, উত্তম চরিত্র ও পবিত্র অভ্যাসসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

৬. *নুযহাতুল খাওয়াতির:*

এ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত হলেও পরবর্তীতে উক্ত গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়। এ গ্রন্থটি হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই রহ. এর একটি কালজয়ী গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে রচিত। এতে প্রায় সাড়ে চার হাজার মনীষীদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে লেখক আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার প্রায় তিনশত গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।[৮] হিন্দুস্তানের লেখক কর্তৃক এ পর্যন্ত যত জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বড় জীবনী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে লিখিত জীবনীগুলো বিশেষ কোন শ্রেণী বা স্তরের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং এতে 'উলামা মাশায়েখ, বাদশা, আমীর, কবি, সাহিত্যিক এবং প্রত্যেক বিষয়ের পণ্ডিতদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ কোন স্থান বা বিশেষ কোন যুগের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়নি। বরং হিন্দুস্তানে মুসলমানদের আগমনের সময় থেকে নিয়ে লেখকের সময় পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে গত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মনিষীদের জীবন চরিত তুলে ধরা হয়েছে। এতে স্থান পেয়েছে এ সময়ের প্রসিদ্ধ 'উলামায়ে কিরাম, মাশায়েখ, ইমাম, বাদশাহ, আমীর, কবি, সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবন চরিত। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তারিত ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। আরব অনারব সর্ব স্থানের প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষীদের জীবনী এতে তুলে ধরা হয়েছে। বলতে গেলে এ গ্রন্থটি মুসলিম মনীষীদের জীবনীর উপর একটি জীবনী বিশ্বকোষ হয়ে গিয়েছে।

৭. *হাদীসে নববী সঃ*

৮. *ইসলাহ*

৯. *দিহলী আওর উস কে আতরাফ*

১০. *হিন্দুস্তান কা নেছাবে দরস আওর উসকে তাগাইয়্যুরাত*

১১. *আলহিন্দ ফী 'আহদীল ইসলামী:*

হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) রচিত এ গ্রন্থে তিনটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথমত হিন্দুস্তানের ভৌগলিক বিষয়, দ্বিতীয়ত ইতিহাস, তৃতীয়ত চিঠিপত্র ও পুরাকৃতি বিষয়। ভৌগলিক অংশে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুস্তানের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাস অংশে মুসলিম যুগের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। এ অংশে এমন কোন মুসলিম শাসক নেই যাদের আলোচনা এখানে করা হয়নি। পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত ইতিহাসের ভুল ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তৃতীয় অংশে মুসলিম শাসনামলে হিন্দুস্তানে উন্নয়নমূলক যে সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়েছে তা

বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে এ অঞ্চলে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন কিভাবে হয়েছিল, ডাক ব্যবস্থা পদ্ধতি কি ছিল তাও বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থটি 'দায়েরাতুল মাআরিফ আলউছমানিয়া হায়দ্রাবাদ' থেকে প্রকাশ করা হয়। মৌলবী শামসে তাবরীয গ্রন্থটি উর্দুতে অনুবাদ করে মজলিসে তাহকীক্কাত ওয়া নসরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশ করে। গ্রন্থটি ইংরেজীতেও অনুবাদ হয়েছে।

১২. *ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন হিন্দুস্তান মে:*

এ গ্রন্থটি মূলত আব্দুল হাই রহ. লিখিত প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ *মাআারিফুল আওয়ারেফ ফী আনওয়ায়িল উলূমি ওয়াল আওয়ারেফ* গ্রন্থের অনুবাদ যা দামেশকের আল মাজমাউল ইলমী আল আরাবী নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গ্রন্থটিকে *আসসাক্কাফাতুল ইসলামিয়াহ ফীল হিন্দ* নামে প্রকাশ করে। দারুল মুছান্নিফীন সংস্থা গ্রন্থটিকে উর্দুতে অনুবাদ করে *ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন হিন্দুস্থান মে* নামে প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে হিন্দুস্তানের 'উলামায় কিরাম, গ্রন্থ লেখক ও গবেষকদের জীবনী, তাদের ইলমী অবদান ও রচনা সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থের ভূমিকাতে পাঠ্যসূচী বা শিক্ষা কারিকুলামের ইতিহাস ও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে যুগে যুগে কিভাবে তাতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নাহু, ছরফ, ফিক্হ, ফারায়েয, হাদীস, উছূলে হাদীস, আসমাউর রিজাল, তাফসীর, তাছাউফ, কালাম, মানতিক, ফালাসাফাহ, ইলমে মূসিকী, তিব ইত্যাদি প্রতিটি শাস্ত্রের সংজ্ঞা, সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসহ এ সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী, প্রতিটি বিষয়ে হিন্দুস্থানী লেখকদের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় কাব্য চর্চার বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের শেষের দিকে অন্যান্য ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের একটি তালিকাও পেশ করা হয়েছে।

১৩. *তালখীসুল আখবার:*

এ গ্রন্থটি হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর শেষ বয়সে লিখিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সকল হাদীসগুলো একত্র করা হয়েছে যেগুলো নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী, আত্মশুদ্ধি, উন্নত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে।

১৪. *মুনতাহাল আফকার ফী শরহি তালখীসুল আখবার*ঃ

এ গ্রন্থটি *তালখীসুল আখবার* গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। এ গ্রন্থে বিতর্কিত মাসআলাগুলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

১৫. *কিতাবুল গিনা:*

এ গ্রন্থটি গিনা বিষয়ে আরবী ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ যা তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রচনা করেছেন।

১৬. *কুরাবা দ্বীন*ঃ

এ গ্রন্থে হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) বংশ পরাম্পরায় চলে আসা গ্রন্থগুলো একত্রিত করেছেন। নিজপুত্র ডাক্তার সায়্যিদ আব্দুল আলী মরহুমের জন্য এ গ্রন্থটি লিখেছেন।

১৭. *ত্ববীবুল আয়িলাহ*ঃ

এ গ্রন্থটি হাকীম আব্দুল হাই রহ. লিখিত একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। মহিলা ও বাচ্চাদের দৈনন্দিন রোগ ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। সাস্থ্য সুরক্ষার কিছু নিয়মনীতিও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাও বলে দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী গ্রন্থ। মূলত এই গ্রন্থে ঐ সকল পথ্যই বর্ণনা করা হয়েছে যা মানুষ বিভিন্ন সময়ে ব্যবহারে উপকৃত হয়েছে।

১৮. *শরহে সাবআয়ে মুআল্লাকাহ*ঃ

লেখক এ গ্রন্থটি একজন শিষ্যের অনুরোধে আরবী ভাষায় রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থটি অপূর্নাঙ্গ থেকে যায় এবং ছাপানো হয়নি।

১৯. *রাইহালাতুল আদব ওয়া সামামাতুত তুরাব*ঃ

আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটির কয়েকটি খণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি খণ্ড অপর্ণাঙ্গ থাকায় তা প্রকাশিত হয়নি। এ গ্রন্থে নাহু, ছরফ ও আরবী গ্রামারের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও আরবী ভাষা বলা ও লিখার জন্য ব্যাপক অনুশীলন রয়েছে। গ্রন্থটি পাঠে আরবী ভাষায় লেখকের বড় ধরণের দক্ষতা উপলব্ধি করা যায়।

২০. *তালীক্বাতে আলা সুনানে আবী দাউদ*

২১. *আল কানূন ফী ইন্তেফায়ীল মুরতাহিন বিল মারহুন*

২২. *তাহযীবুল আখলাক*

তথ্যসুত্রঃ

১. ড. শামসে তাবরীয খান, *তারীখে নাদওয়াতুল 'উলামা*, ২য় খণ্ড, মজলীছে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়্যাত, লক্ষৌ, প্রথম প্রকাশ-২০১৫, পৃ. ১২৫
২. পূর্বোক্ত, পৃ.
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৪. আবুল হাসান আলী নাদবী, *হায়াতে আব্দুল হাই*, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, লক্ষ্মৌ, ২০০৪পৃ. ৭২
৫. আবুল হাসান আলী নাদবী, *হায়াতে আঃ হাই*, পৃ. ১২৪
৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, নাদওয়াতুল 'উলামা এতিহ্য অবদান, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার ঢাকা,
৭. ড. শামসে তাবরীয খান, খ. ২, পৃ. ১৪১
৮. আবুল হাসান আলী নাদবী, পৃ. ২৮৯
৯. ড. শামসে তাবরীয, খ. ২, পৃ. ১৩৯

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীঃ জীবন ও কর্ম

নাদওয়াতুল 'উলামার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে যারা উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় অবদান রেখে নাদওয়াতুল 'উলামার সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন অন্যতম। তিনি নাদওয়াতুল 'উলামার একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ দিন শিক্ষা সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের একজন অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, পণ্ডিত, উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও খেলাফত আন্দোলন তথা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন প্রতিযশা সুবক্তা, উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সু-সাহিত্যিক এবং আল্লামা শিবলী নুমানীর আদর্শের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও তার চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত একজন বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক* গ্রন্থে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

> নওয়াব মুহসিনুল মুলক যেমন স্যার সৈয়দ আহমদের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, তেমনি সুলায়মান নাদবী ছিলেন শিবলী নুমা'নীর প্রিয়তম ও সুযোগ্য শিষ্য এবং তার সত্যিকার প্রতিনিধি। তিনি শিবলীর অসমাপ্ত কাজ পরিসমাপ্ত করেন এবং তার ভাবধারাকে সঞ্জীবিত এবং সম্প্রসারিত করেন। ইসলামের হারানো শান-শওকত, বিশ্ব সভ্যতায় আরবদের অবদান, প্রাচীন আরব-ভারত সম্পর্ক, ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দুন ইত্যাদি ছিল তার রচনার প্রধান প্রতিপাদ্য এবং তার ভাবধারার প্রাণকেন্দ্র। তিনি তার লেখনী ধারার মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিবৃত্তের নিখুঁত চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরেন। আযাদী আন্দোলন, বিশেষ করে খেলাফত আন্দোলনে তার অবদান দেদার। দারুল মুছান্নিফীন আযমগড় তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। উর্দু সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী, তার রচনার বিচরণক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। তবে ইতিহাস ও জীবন চরিত ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও খ্যাতি সবার চাইতে বেশী। তিনি প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান কে কখনো উপেক্ষা করেননি।[১]

জন্মঃ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৮৮৪ সালের ২২ শে নভেম্বর মোতাবেক ১৩০২ হিজরীর ২৬ শে সফর শুক্রবার ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার অন্তর্গত দিসনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ধর্মপরায়ণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাকীম আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক।[২]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নিজ গ্রামের মক্তবে মৌলবী মাকসুদ আলী ও আনওয়ার আলী সাহেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। এরপর তার ভাই মৌলবী আবু হাবীবের কাছে মিজান, মুনশায়েব ও আরবী গ্রামারের কিছু কিতাব পড়েন। তারপর তার পিতার কর্মস্থল ইসলামপুরে গিয়েও কিছুদিন শিক্ষা অর্জন করেন। ১৮৯৯ সালে পাটনার ফুলওয়ারা দরবার শরীফে কিছু দিন লেখাপড়া করেন। এরপর দারভাঙ্গার মাদ্রাসায়ে এমদাদিয়ায় লেখাপড়া করে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৩]

এ সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য বিষয়ক বই পুস্তক পাঠ করে সাহিত্য চর্চাও শুরু করেন। মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) এর *তাকবিয়াতুল ঈমান* নামক গ্রন্থটি পাঠ করেন এ সময়েই। মাওলানা আঃ হালিম শারার রচিত *মনসুর মোহনা* গ্রন্থটিও তিনি পাঠ করেন। এ উপন্যাসটিতে মুসলিম জাতির হৃতগৌরব ও তাদের হারানো শৌর্য বীর্যের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠে তার মনে দাগ কাটে। তখন থেকেই জাতির অধঃপতন তার মনে পীড়া দিতে থাকে। *মনসুর মোহনা* গ্রন্থটি পাঠে তার অন্তরে যে ভাবের উদ্রেক হয় তা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "কিতাবটি শেষ করে আমি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেদে ছিলাম"।[৪]

১৯০১ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় ভর্তি হন। সেখানে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, আকাইদ, বালাগাত, মানতিকসহ সর্ব বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এখানে তিনি মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয রচিত হাদীস বিষয়ক কিতাব *উজালা-এ নাফেয়া*, ইবনুল হাজার আসকালানী প্রণীত *বোখারী শরীফের* ব্যাখ্যা গ্রন্থ *ফাতহুল বারীসহ* বিভিন্ন বিষয়ে আরো বহু গ্রন্থ অধ্যায়ন করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত হাদীস বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত মাওলানা ফারুক চিরিয়াকুটি। সুলায়মান নাদবী তার কাছে দর্শন ও আরবী সাহিত্য বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৯০৫ সালে যখন আল্লামা শিবলী নুমানী দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে সুলায়মান নাদবী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিবলী নুমানীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে তার লেখাপড়া

চলতে থাকে। শিবলী নুমানীর কাছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন আরবী পত্র পত্রিকা আসতো। এগুলো পড়ে সুলায়মান নাদবী আধুনিক আরবী ভাষায়ও বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৬]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছাত্র জীবনে কাব্য চর্চাও করেছেন। দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কবি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন এবং কবি আমীর মীনাইর সুরে ও স্বরে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু তিনি পরে কাব্য চর্চা ছেড়ে দেন।

১৯০৫ সালে আল্লামা শিবলী নুমানী যখন দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী একটি ফার্সী কসীদা লিখে তাকে অভিনন্দিত করেন।[৭] এতে কাব্য চর্চায়ও সুলায়মান নাদবীর বিশেষ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

নাদওয়াতুল 'উলামার অধীনে আল্লামা শিবলী নুমানী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান শিরওয়ানীর সম্পাদনায় আননাদওয়া নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ পত্রিকার কোন একটি সংখ্যায় হাদীস বিষয়ক একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মাওলানা হালী প্রবন্ধটি দেখে স্তম্ভিত হন। তিনি বুঝতে পারলেন, যেমন ওস্তাদ তেমনি শাগরিদ। তাই মাওলানা হালী সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লামা শিবলীরও ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আল্লামা শিবলী সুলায়মান নাদবীর যোগ্যতা দেখে ছাত্র অবস্থাতেই তার উপর *আননাদওয়া* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।[৮]
শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেয়া নাদওয়াতুল 'উলামার প্রচলন ছিল। ১৯০৭ সালে রিফাহে আম (লক্ষ্মৌ) নামক স্থানে দারুল উলূম মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পাগড়ী পরানোর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে খাজা গোলামুস সাকালাইন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে "ভারতে ইসলাম প্রচারের উপায় উদ্ভাবন" এ বিষয়ের উপর আরবী ভাষায় বক্তৃতা করতে অনুরোধ করেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইতস্তত না করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। আরবী ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও যোগ্যতা দেখে পুরো মাহফিল হতবাক হয়ে যায়। চারদিক থেকে প্রশংসার ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে। আল্লামা শিবলী নুমানী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজ পাগড়ী খুলে স্বীয় যোগ্য শিষ্য সুলায়মান নাদবীর মাথায় পরিয়ে দিলেন।[৯]

কর্মজীবন:

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী *আননাদওয়া* পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯০৭ সালে যখন নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শেষ করলেন তখন শিবলী নুমানী তাকে *আননাদওয়া* পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর ১৯০৮ সালে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার আধুনিক আরবী ও তুলনামুলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়ে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন।[১০]

১৯১৩ সালে তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক *আল-হিলালের* মত যুগান্তকারী পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।[১১]

১৯১৩ সালে শিবলী নুমানীর নির্দেশে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পোনার দাকান কলেজে প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে শিবলী নুমানী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সুলায়মান নাদবীকে ডেকে আনেন এবং তার অসমাপ্ত কাজ বিশেষ করে *সীরাতুন্নবী* রচনার কাজ সমাপ্ত করার জন্য অসিয়ত করেন। উস্তাদের কথা মান্য করতে সুলায়মান নাদবী অধ্যাপনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আযমগড়ে শিবলী মঞ্জিলে উপস্থিত হয়ে *সীরাতুন্নবী* রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। পাশাপাশি শিবলী নুমানীর হাতে গড়া স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান দারুল মুছান্নিফীনের ব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১২]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯১৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত দারুল মুছান্নিফীনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এ সময়ে তার সুনিপুণ পরিচালনায় দারুল মুছান্নিফীন ইসলামী সাহিত্য রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য ধর্মীয় ও সাহিত্য নির্ভর বই প্রকাশ পেয়েছে। অনেক দুষ্প্রাপ্য ফার্সী ও আরবী কিতাব উর্দুতে অনুবাদ হয়েছে। সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী ঐতিহ্য ও ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে।

সুলায়মান নাদবী দীর্ঘ ত্রিশ থেকে বত্রিশ বছর দারুল মুছান্নিফীনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মাওলানা হামীদুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল বারী, মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী, প্রফেসর নওয়াব আলী ও মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমূখ তাকে সহযোগিতা করেন।[১৩]

১৯১৬ সালের রমজান মাসে দারুল মুছান্নিফীন থেকে সর্ব প্রথম *মা'আরিফ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হয়। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটি একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা যা ধীরে ধীরে একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে রূপ লাভ করে। সুলায়মান নাদবী এ পত্রিকাটিতে কখনো কবি, কখনো সমালোচক, কখনো ঐতিহাসিক, কখনো দার্শনিক আবার কখনো হাদীস ও তাফসীরবিদের ভূমিকা পালন করেন।

সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত মা'আরিক পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে দারুন খ্যাতি অর্জন করে। মাওলানা আব্দুল মজীদ সালেকের ভাষায়

> "এ পত্রিকাটি জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়ার সর্বোত্তম পত্রিকা বলে স্বীকৃত ও সমাদৃত। এটি আমাদের ইতিহাস ও গবেষণা ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে"।[১৪]

সুলায়মান নাদবী রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি লাখনৌর ফিরিঙ্গি মহলের মাওলানা আব্দুল বারীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৭ সালে সুলায়মান নাদবী বঙ্গীয় ওলামা সমিতির কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[১৫] এছাড়াও তিনি একাধিকবার খিলাফত ও জমিয়তুল 'উলামার বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৯১ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তিনিই ছিলেন উক্ত আন্দোলনের প্রধান লেখক ও ভাষ্যকার।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় খেলাফত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্যরূপে ইউরোপ গমন করেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েন জর্জের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল ভারতীয় মুসলমানদের বক্তব্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং সেখানকার শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেন। এ সময় ইউরোপ সফররত হেজাযী, সিরিয় ও মিসরীয় প্রতিনিধি দলের সাথেও তাঁর সাক্ষাত হয়। হেজাজী প্রতিনিধি দলের নেতা নূরী আস-সাঈদ পাশা, মিশরীয় প্রতিনিধ দলের নেতা হাম্মাদ পাশা এবং সাদ জগলুল পাশার সাথেও তার সাক্ষাত ঘটে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা আব্দুল করীমের সাথেও তার একটি বৈঠক হয়। লন্ডনে অবস্থান কালে তিনি আর্নল্ড, ইজি ব্রাউন ও মারগোলিয়সের মতো প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণের সাথেও সাক্ষাত করেন। জনৈক ইতালীয় প্রাচ্যবিদদের সমালোচনার জবাবে তার খেলাফত সমস্যা সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ সাময়িকী *Foreign Affairs* এ প্রকাশিত

হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদগণ এ প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় তার ফ্রান্স ও ইতালী ভ্রমণেরও সুযোগ ঘটে।[১৬]

১৯২৪ সালে যখন সৌদি আরবে ইবনে সউদ ও শরীফ হুসায়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় তখন সুলায়মান নাদবীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল হেজাযে গমন করে। তারা খেলাফত বিষয়ে প্রস্তাবনা রাখেন। সুলায়মান নাদবী তখন জেদ্দায় দুই মাস অবস্থান করেন।[১৭]

১৯২৫ সালের অক্টোবরে মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশন অব সাউর্দান ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণক্রমে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী মাদ্রাজের লালী হলে নবী (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৮টি বক্তব্য প্রদান করেন। এগুলো পরবর্তীতে *খুতবাতে মাদ্রাজ* (মাদ্রাজ ভাষণ) নামে প্রকাশিত হয়। এ ভাষণে তিনি অন্যান্য নবীদের উপর রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।[১৮]
১৯২৬ সালে সৌদি বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সউদ নজদী মক্কা শরীফে একটি বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেন। তখন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের দলনেতা হিসেবে সেখানে অবস্থান করেন। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মাওঃ মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এবং শোয়েব কোরেশী। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সম্মেলনের সভাপতি সউদী প্রধানমন্ত্রী হাফিজ ওয়াহাব এর অনুপস্থিতে সুলায়মান নাদবী এ সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[১৯]

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে তিনি এলাহাবাদে হিন্দুস্তানী একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে ইন্দো-আরব সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি স্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। যা পরে পুস্তকাকারে উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। উক্ত ভাষণ প্রদানকালে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুলায়মান নাদবীর উক্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সুলায়মান নাদবী "খৈয়াম" নামক একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পণ্ডিত সমাজ উক্ত প্রবন্ধটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে উক্ত প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব কবি ফেরদৌসির সহস্রতম বার্ষিকী উপলক্ষে ইরানে প্রেরিত আফগান উপহার সমূহের মধ্যে সায়্যিদ সাহেবের উক্ত গ্রন্থটি ছিল অন্যতম।[২০]

১৯৩১ সালে বোম্বাই সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আরবদের নৌযান চালনার বিষয়ে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

নৌ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে আরবদের যে সকল মহৎ অবদান রয়েছে, তা তিনি উক্ত বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলেন। বক্তৃতাগুলো ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং *আরাবূকী জাহাজ রানী* নামে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়।[২১]

১৯৩৩ সালের অক্টোবরে আফগানিস্তানের বাদশাহ নাদির শাহের আমন্ত্রণক্রমে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে আফগান সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কাবুল সফরে যান। ড. ইকবাল এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার রস মাসুদও অনুরূপ আমন্ত্রণ পেয়ে সায়্যিদ সাহেবের সাথে কাবুল গমন করেন। তারা সেখানে রাজকীয় মেহমান হন এবং পরিকল্পিত কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গঠনতন্ত্র রচনা করেন। এ সফরে ড. ইকবাল সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সাহেবের সাহচর্যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একটি চিঠিতে বলেনঃ

> বর্তমানে সৈয়দ সাহেব আমাদের শিক্ষাগত জীবনের সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত। তিনি কেবল আলেমই নন, আলেমদের শিরোমনি বটে। তিনি হলেন জ্ঞান দরিয়া। এ দরিয়া থেকে নির্গত হয়েছে শত শত প্রবাহমান নহর, এগুলো প্লাবিত করছে হাজার হাজার শুকনো ক্ষেত।[২২]

পরবর্তীতে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আফগানিস্তান সফরের বিবরণ বর্ণনা করে *সফর নামায়ে আফগানিস্তান* শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া ফিলিস্তিন কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির ভাষণে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের প্রভাব ও প্রাধান্য থেকে মুক্ত করার জন্য যে সব উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দেন তা ছিল তার উচ্চ ধ্যান-ধারণা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কনফারেন্সে প্রদত্ত তার আরবী ভাষণ মিশর ও সিরিয়ার পত্র পত্রিকায় হুবহু প্রকাশ করা হয় এবং আরব দেশগুলোর প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। মুফতীয়ে আজম ফিলিস্তীন আলহাজ্ব সায়্যিদ আমীনুল হুসায়নী এ জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেন।[২৩] এ সময় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সাহেবের গুণ জ্ঞানের পরিসর এত বৃদ্ধি পায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাকে সদস্যরূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য নিযুক্ত করেন। এলাহাবাদের হিন্দুস্তানী একাডেমীও তাকে সদস্য রূপে গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি আলীগড়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সে গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠানের ইসলামিক আর্টস এন্ড সায়েন্স বিভাগে

সভাপতিত্ব করেন।[২৪] এ বছরই তিনি এলাহাবাদে হিন্দুস্তানী একাডেমিক বার্ষিক সভার উর্দু শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪০ সালে শিক্ষা ও সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি-লিট (Doctorate of Literature) উপাধি প্রদান করেন।[২৫]

১৯৪২ সালে সুলায়মান নাদবী ভূপালের গর্ভনরের আহবানে আরবী শিক্ষাকেন্দ্রগুলো তত্ত্বাবধান, উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ভূপালে গমন করেন। এ বছরই তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর হাতে বাইয়াত হন। এ সময় তিনি নামায, দোয়া, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি আগের চাইতে বেশী ঝুকে পড়েন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অধীর হয়ে উঠেন। এ বাইয়াতের মাধ্যমে সুলায়মান নাদবী মানবিক উন্নতি লাভ করেন। এ বছরই তিনি ভারতের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সদস্য হন।[২৬]

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে তিনি দারুল মুছান্নিফীন আযমগড় ত্যাগ করেন এবং ভুপালের নবাব হামীদুল্লার আমন্ত্রণে এবং তৎকালীন ভূপালী মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শোয়েব কোরেশীর একান্ত অনুরোধে তিনি এ বছরই ভূপাল রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। এ সময়ে তিনি ভূপালের জামেয়া মাশরেকীর (Oriental University) চ্যান্সেলর পদও গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ভূপালের চাকুরী ত্যাগ করেন এবং এ বছরই অক্টোবর মাসে স্বস্ত্রীক হজ্ব করতে যান। এ হজ্বের সফরে হেজাযে তিনি বাদশা ইবনে সউদের সম্মানিত অতিথি রূপে গণ্য হন।[২৭]

ভূপাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জাকির হোসাইন সুলায়মান নাদবীকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি হজ্ব থেকে ফিরে এসে তাঁর যাবতীয় ধন সম্পদ ভারতে ফেলে রেখে পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং ১৯৫০ সালের জুন মাস থেকে করাচীতে বসবাস আরম্ভ করেন। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, নবজাত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের খেদমত করা। সরকার এবং সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। জাতিকে ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং অতীতের জাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

তিনি পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে ইসলামী আইন প্রচলনের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেও সংশ্লিষ্ট হন।[২৮]

সুলায়মান নাদবী ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে তিন বছর অবস্থান করেন। এ সময়ে তাকে নবগঠিত পাকিস্তানের ইসলামী শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি নিয়োগ করা হয়। ল-কমিশনের সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫০ সালে জমিয়তে 'উলামায়ে ইসলামের সভাপতিও হয়েছিলেন।[২৯] এ ছাড়াও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য, আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সাব কমিটির সদস্যরূপেও কাজ করেন। পাঞ্জাব আরবী মাদরাসা সমিতির এক বার্ষিক সভায়ও তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি করাচী ইউনিভার্সিটি স্টেটের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন।[৩০]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৪ রবিউল আউয়াল ১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ সালের ২২ শে নভেম্বর পাকিস্তানের করাচীতে ইন্তেকাল করেন। ইসলামিয়া কলেজ ক্যাম্পাসে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।[৩১]

তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ থেকে শুরু করে মিস ফাতিমা জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও সরদার রব নিশতারসহ দেশ বরেণ্য নেতাগণ তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার মৌলবী তমিজুদ্দিন খান এবং সিরিয়া, ইরাক ও মিশরের রাষ্ট্রদূতগণ সায়্যিদ সাহেবের কফিন বহন করে গর্ববোধ করেছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা যেমন করাচীর দৈনিক DAWN, উর্দু দৈনিক জংগ, লাহোরের দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত ও দিল্লীর দৈনিক আল-জমিয়ত প্রভৃতি পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৩২]

গ্রন্থরচনা:

সুলায়মান নাদবী যেমনি একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন উঁচুমাপের একজন লেখক। তিনি উর্দু ভাষায় জীবনী, ইতিহাস, সীরাত ও ইসলাম বিষয়ক বহু গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে অনন্য কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

১. *সীরাতে আয়েশা:*

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর জীবনী নিয়ে লেখা এ গ্রন্থটি সুলায়মান নাদবীর প্রথম জীবনী গ্রন্থ। এ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর বিস্তারিত জীবনী,

ইসলাম প্রচার প্রসারে তার ভূমিকা, হাদীস শাস্ত্রে ও ফিকহ্ শাস্ত্রেতার অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ১৯১৭ সালে আযমগড়ের মা'আরিফ থেকে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. *খায়্যাম*

কবি, জ্যোর্তিবিজ্ঞানী 'উমর খায়্যাম সম্পর্কে গবেষণাধর্মী জীবনী গ্রন্থ হল *খায়্যাম*। এ গ্রন্থে সুলায়মান নাদবী 'উমার খায়্যামের বিভিন্ন অবদান তুলে ধরেন এবং তার সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের সঠিক জবাব প্রদান করেন। গ্রন্থটি ১৯৩৩ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ হয়।

৩. *হায়াতে শিবলী*

সুলায়মান নাদবী তার প্রিয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নুমানীর জীবন, শিক্ষা, কর্ম ও সাহিত্যের অবদান তুলে ধরতে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ৮৫০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৯৪৩ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. *হায়াতে মালেক*

সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থটি চার ইমামের একজন ইমাম মালেক (রহঃ) এর জীবন ও অবদান নিয়ে রচনা করেন। এতে ইমাম মালেক (রহঃ) এর জীবনী ছাড়াও ইলমে হাদীসের প্রাথমিক ইতিহাস, হাদীস সংকলনে মুহাদ্দিসদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তার হেজাযের সাথীদের জীবনী তুলে ধরেছেন।

৫. *সীরাতুন্নবী (সা:)* ২য় খণ্ড-৫ম খণ্ড

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা সীরাতুন্নবী (সঃ) গ্রন্থটি আল্লামা শিবলী নুমানী সর্ব প্রথম লেখা শুরু করেন। ১ম খণ্ড লেখার পর আল্লামা শিবলী ইন্তেকাল করেন। এরপর তারই অছিয়ত ও তারই দেয়া ছক অনুযায়ী সুলায়মান নাদবী অবশিষ্ট ৪ খণ্ড তথা ২য় খণ্ড হতে ৫ম খণ্ড পর্যন্ত লিখে সমাপ্ত করেন এবং দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করেন।

৬. *ইয়াদে রফতেগা*

বিদায়ীদের স্মরণে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অমর ও অসাধারণ কীর্তি হল *ইয়াদে রফতেগা।* ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ে ১৯১৪-১৯৫৩ পর্যন্ত বিশিষ্টজন যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের জীবনী, তাদের টুকরো কাহিনী, তাদের অবদান, সুলায়মান নাদবীর সাথে তাদের সম্পর্ক, সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান, কর্ম, স্মারক

ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। ১৩৫ জনের জীবনী বিশিষ্ট এ গ্রন্থে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, ভারতীয়, ইংরেজ, মিশরীয়, তুর্কি, জজ, ব্যারিস্টার, আলিম, মিস্টার, পীর, ফকীর, কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনীও তুলে ধরা হয়েছে।

৭. *তারীখে আরদুল কুরআন*:
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন স্থানের গবেষণাধর্মী আলোচনা সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও এ স্থানগুলোর ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়ের পাশাপাশি সেখানকার জনবসতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থাসহ সেখানকার ইতিহাস, ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও কওমে আদ, কওমে ছামুদ, আছহাবে আইকাহ, আছহাবে হিজরসহ রাসূল (সঃ) এর সময়কালীন কুরাইশ বংশ এবং আওস ও খাযরায গোত্রদের সম্পর্কে আলোচনাও তুলে ধরেন এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি তিনি একত্রিশ বছর বয়সে রচনা করেন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত। ১ম খণ্ডটি ১৯১৫ সালে এবং ২য় খণ্ডটি ১৯১৮ সালে সুলায়মান নদবীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করা হয়।

৮. *খুতবাতে মাদরাজ*:
সুলায়মান নাদবীর এ গ্রন্থটি ১৯২৫ সালে প্রকাশ পায়। সুলায়মান নাদবী মাদরাজে ৮টি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। মূলত এ ভাষণগুলোর সংকলনই হলো *খুতবাতে মাদরাজ* যার মধ্যে সুলায়মান নাদবী সীরাত বিষয়ক গবেষণাধর্মী আলোচনা তুলে ধরেছেন।

৯. *আরাবূকে জাহায রানী*:
১৯৩১ সালে বোম্বাই সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আরবদের নৌযান চালনার বিষয়ে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। নৌ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে আরবদের যে সকল মহৎ অবদান রয়েছে, তা তিনি উক্ত বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলেন। বক্তৃতাগুলো ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং *আরাবূকী জাহায রানী* নামে গ্রন্থটির নাম করণ করা হয়।[৩৩]

১০. *লুগাতে জাদীদাহ*:
সুলায়মান নাদবী এই গ্রন্থে আধুনিক শব্দাবলীর অর্থ ও ব্যবহার রূপ তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও তিনি এ গ্রন্থে ভাষার প্রকার, আরবী ভাষার আকর্ষণ, আরবী ভাষার প্রকার, আরবী ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দাবলী ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

১১. *নুকূশে সুলায়মানী*:

সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি তার লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশিত করেছেন।

১২. *আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত*:

আরব এবং ভারতের মাঝে বিদ্যমান পরস্পরের সম্পর্কের বিষয়টি সুলায়মান নাদবী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এ গ্রন্থে।

১৩. *বাহাদুর খাওয়াতীনে ইসলাম*:

ঐতিহাসিক ও বীরত্বপূর্ণ মুসলিম মহিলাদের জীবনী তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রচনা করেন। এটি গ্রন্থরূপ পাওয়ার পূর্বে ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে এই প্রবন্ধটি আন নাদওয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

১৪. *রিসালায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*:

এ গ্রন্থটিতে সুলায়মান নাদবী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সংঙ্গা, কারা এ দলের অর্ন্তভূক্ত, তাদের আকীদা বিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও তাদের শাখা প্রশাখা ও প্রাচীন আহলুস সুন্নাহদের উসূল নিয়েও আলোচনা তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন মরজিয়া, মুতাযিলা, জাবরিয়া, কাদরিয়া প্রমূখ দলসমূহ ও তাদের আকীদাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন এ গ্রন্থে।

তথ্যসূত্রঃ

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক*, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সন- ১৯৮০ পৃ. ৩৩২
২. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, *মাকাতীবে আবুল কালাম আযাদ*, করাচী, উর্দু একাডেমী, সিন্দ ১৯৬৮, পৃ.৩৩১
৩. আবু সাইদ নুরুদ্দীন, *তারীখে আদাবিয়াতে উর্দু*, ১ম খণ্ড, লাহোরঃ মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ২৩৫
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৩৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
৬. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, পৃ. ৩৩২
৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৩৪
৮. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, পৃ. ৩৩১
৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৩৪
১০. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, পৃ. ৩৩১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২
১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৩৬
১৩. রাম বাবু সাকসিনা, *এ হিস্ট্রি অব উর্দু লিটারেচার*, এলাহাবাদ, রাম নারায়ন লাল, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৪০, পৃ. ২৯৪
১৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮
১৬. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী অনুদিত, *নবী চিরন্তন*, (মূল- সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *খুতবাতে মাদ্রাজ*) ঢাকা: বুক সোসাইটি ৩৮ বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৫, পৃ-১৩
১৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৩৯
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১
১৯. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, পৃ. ১৪
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
২১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৪৪
২২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৪৪, ৩৪৫
২৩. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, পৃ. ১৪
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
২৫. ড. সায়্যিদ ইজায হুসায়ন, *মুখতাসার তারীখে আদবে উর্দু*, পৃ. ২৮৩
২৬. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব, *দারুল উলুম দেওবন্দ কি পচাস মিসালী শখছিয়্যাত*, দেওবন্দ: এদারায়ে মারকাযে আদব, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৪
২৭. মাওলানা আব্দুল্লা বিন সাইদ জালালাবাদী, পৃ. ১৫
২৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৪৮
২৯. মুহাম্মদ আশরাফ আলী, *মুফতী মুহাম্মদ শফী রহঃ ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান* (এম ফিল থিসিস), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, মে ২০০৮, পৃ. ৩০-৩১
৩০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৪৮
৩১. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব, পৃ. ১৫৪
৩২. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, পৃ. ১৫
৩৩. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, পৃ. ৩৩২

আবুল হাসান আলী নাদবীঃ জীবন ও কর্ম

নাদওয়াতুল 'উলামার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছাত্র হল আবুল হাসান আলী নাদবী। যিনি পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষাসচিব ও মহাপরিচালকের পদ অলংকৃত করেছেন। একই সাথে তিনি হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের সেরা দার্শনিক, পণ্ডিত, ইসলামী চিন্তাবিদ, আরবী ও উর্দু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনাকারী, সুসাহিত্যিক, বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট, ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদ। এ মহান মনীষী ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলাধীন তাকিয়া নামক স্থানে ১৩৩৩ হিজরী ৬ই মুহাররম মোতাবেক ১৯১৪ইং সনের ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় আবুল হাসান আলী। তবে আলী মিয়া নামেই তাকে ডাকা হতো।[১]

আবুল হাসান আলী নাদবীর পিতার নাম মাওলানা সায়্যিদ হাকীম আব্দুল হাই হাসানী যিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের ঐতিহাসিক এবং হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি সম্পন্ন উচুঁ মর্যাদার একজন আলিম। আরবী ও উর্দু ভাষায় তার সমান দখল ছিল। তিনি পাঁচ হাজার মুসলিম মনীষীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আরবী ভাষায় *নুযহাতুল খাওয়াতীর* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে পাঠক সমাজে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন।[২]

আবুল হাসান আলী নাদবীর দাদা মৌলবী হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দিন ছিলেন উর্দু ও ফারসী ভাষার একজন কবি ও সাহিত্যিক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ফারসী ভাষায় রচিত *মেহের জাহাঁতাব* গ্রন্থটি ইসলামী ইতিহাসের ইনসাইক্লোপিডিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে যার তিনটি খণ্ডের শেষ খণ্ডটির মধ্যেই প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠার বিশাল সমাবেশ ছিল।[৩]

আবুল হাসান আলী নাদবীর সম্মানিতা মায়ের নাম খায়রুন্নেসা। যিনি ছিলেন পবিত্র কুরআন মাজীদের হাফেজা এবং নিজ যুগের একজন অসাধারণ মহিলা। আবুল হাসান আলী নাদবী ছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ হাসানী সাদাত বংশের লোক। এই বংশে অনেক দ্বীনদার, পরহেযগার 'উলামা, মাশায়েখ, মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের মধ্যে হিজরী এগারো শতকের মহান বুযুর্গ ও আধ্যাত্মিক রাহবার হযরত শাহ আলামুল্লা (যিনি মুজাদ্দেদী আলফেছানী রহ. এর খলীফা ছিলেন) এবং তেরতম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুজাহিদ ও সংস্কারক সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[৪]

তার পিতৃবংশ মহানবী (সঃ) এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসান (রাজিঃ) পর্যন্ত পৌছেছে এবং মাতৃবংশ হযরত হোসাইন (রাদিঃ) পর্যন্ত পৌছেছে, সেই হিসেবে তিনি ছিলেন হাসানী ও হুসাইনী সায়্যিদ এবং খাঁটি আওলাদে রসূল।[৫]

এক দিকে যেমন তার দাদা ও নানার বংশে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন অপর দিকে তার বংশে ইলমী ও দ্বীনি খেদমত অব্যাহত ছিল আর এর একটা প্রভাব তার উপর পড়েছিল ফলে ধর্মীয় জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ জন্মে। এ আগ্রহই তাকে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলে।

আবুল হাসান আলী নাদবীর শিক্ষার বিসমিল্লাহ তথা শুরু হয়েছে রায়বেরেলীতে। তিনি মায়ের নিকট পবিত্র কুরআনের প্রথম সবক গ্রহণ করেন এবং খতম করেন লক্ষ্ণৌর আমীনাবাদ মহল্লার বাজারে অবস্থিত মসজিদের মক্তবে।[৬] উর্দু ও ফার্সীর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন নিজ চাচা মাওলানা সায়্যিদ আযীযুর রহমান নাদবী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নাদবী শিমলাবী, সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসমাইল, মৌলবী মাহমুদ আলী এবং মাস্টার মুহাম্মদ যামানের নিকট। তার বয়স যখন নয় বছর তখন তার পিতা মাওলানা আব্দুল হাই ইন্তেকাল করলে বড় ভাই মাওলানা ডাক্তার আব্দুল আলী ও মায়ের তত্ত্বাবধানে তার লেখা পড়া চলতে থাকে।[৭]

১৯৪২ সালে আল্লামা খলীল আরব আনসারী ইয়েমেনীর নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে আরবী শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীতে ডাঃ তাকীউদ্দিন হেলালী মারাকেশির নিকট আরবী সাহিত্য পড়েন। মূলত এ দুজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আবুল হাসান আলী নাদবী আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৮]

১৯২৬ সালে কানপুরে নাদওয়াতুল ‘উলামার একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে মেহমানগণ অংশ গ্রহণ করেন। মিশরীয় ও আরবীয় মেহমানগণও এ সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। আবুল হাসান আলী নাদবী তাদের খেদমেতের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। এ সময়ে তিনি তাদের সাথে আরবীতে কথোপকথন করেন। তার অনর্গল আরবী কথোপকথন উপস্থিত মেহমানদের মুগ্ধ করে। ফলে কয়েকজন আরবীয় মেহমান নিজেদের পর্যটনের গাইড হিসেবে তাকে সঙ্গে রাখেন।[৯]

১৯২৭ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ সময়ে এ ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া সকলের মাঝে তিনি ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সী ছাত্র। এখান থেকে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রী অর্জন করেন।[১০]

আরবী শিক্ষার দিনগুলোতেই তিনি উর্দু সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থসমূহ মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন। যেমন তার পিতার লেখা *গুলেরানা*, আবুল কালাম আযাদের *আবে হায়াত*, শিবলীর *আল-ফারুক*, হালীর *মুসাদ্দাসে হালী* ছাড়াও প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থাদি বার বার পাঠ করেন। এ গ্রন্থগুলো পাঠে তার সাহিত্য চেতনা বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি লেখার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থগুলো পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে।[১১]

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ এই তিন বছর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরেজী শিখার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি লেখার সময় ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সরাসরি তথ্য উপাত্ত্ব সংগ্রহ করতে তার জন্য সহজ হয়ে যায়।[১২]

১৯২৯ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় ভর্তি হন এবং সেখানে উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা হায়দার হাসান খান টুংকীর নিকট হাদীসের উচ্চতর কিতাবসমূহ যেমন বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ এবং জামে তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন যার মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন।[১৩]

অতপর তিনি প্রসিদ্ধ উস্তাদ আল্লামা খলীল ইয়ামানীর নিকট নির্বাচিত কয়েকটি সূরার তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া ১৯৩২ সালে প্রখ্যাত বুযুর্গ ও মুফাসসির মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর নিকট সমগ্র কুরআনে কারীমের তাফসীর ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, আব্দুল বারী নাদবী, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মানাজেরে আহসান গিলানী, হুসাইন আহমাদ মাদানী প্রমূখদের নিকট থেকেও তাফসীর পড়েন।[১৪]

১৯৩২ সালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানীর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন ও হাদীসের সনদ লাভের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে অবস্থান করেন এবং সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযীর দরসসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়েও তার নিকট থেকে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেন। এছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দের আরো কয়েকজন উস্তাদ যেমন, শায়খ ইযায আলীর নিকট ফিকহ শাস্ত্র এবং কারী আসগর আলী সাহেবের নিকট কেরাআতে কুরআন পাঠ গ্রহণ করেন। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহঃ) এবং মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী

(রহঃ) এর নিকট বায়আত হয়ে আধ্যাত্মিকতার জগতেও তিনি উন্নতি সাধন করেন।[১৫]

আবুল হাসান আলী নাদবী ১৯৩৪ সালে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় তাফসীর, হাদীস ও আরবী সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। সুনামের সাথে দরস ও তাদরীসের কাজ আঞ্জাম দেন।[১৬]

১৯৩৯ সালে তিনি ভারতের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করেন। প্রখ্যাত বুযুর্গ শাহ আব্দূল কাদের রায়পুরী এবং তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর সাথে পরিচয় ঘটে এ সফরেই যা পরবর্তীতে স্থায়ী সম্পর্কে রূপ লাভ করে। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর উৎসাহে তিনি দেশে বিদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ব্যাপক সফর করেন। প্রধানত তারই প্রচেষ্টায় দেশের শিক্ষিত মহলে এবং আরব জগতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে গতি তৈরী হয়।[১৭]

১৯৪৫ইং সালে নাদওয়াতুল ওলামার পরিচালনা পরিষদের রুকন নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে সুলায়মান নাদবীর সুপারিশে সহকারী শিক্ষা সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ থেকে নাদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষা সচিব পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তিতে ১৯৬১ সালে নাদওয়াতুল 'উলামার মহাপরিচালকের দায়িত্ব লাভ করেন এবং ১৯৯৯ পর্যন্ত এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। তার এ সময়কালে নাদওয়াতুল 'উলামার ব্যাপক উন্নতি ও খ্যাতি সাধিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানীর ভাষায় "আলী মিয়া গোটা বিশ্বে নাদওয়ার নামকে উজ্জ্বল করেছেন। তিনি আরব অনারব সর্বদেশে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়ে আছেন।"[১৮]

১৯৫৯ সালে আবুল হাসান আলী নাদবী বিখ্যাত মজলিসে তাহক্বিক্বাত ওয়া নাশরিয়্যাতে ইসলাম (একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স) নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী রচনা করেন ও প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন।[১৯]

১৯৩৮ সালে উর্দু ভাষায় রচিত জীবনী বিষয়ক তার প্রথম গ্রন্থ *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ* প্রকাশিত হয়। দুই খণ্ডে রচিত এ গ্রন্থটি পাঠক মহলে দারুন সাড়া জাগায়।[২০]

১৯৬৩ সালে মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। এ সময়ে তিনি সেখানে অবস্থিত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। এই

ভাষণগুলো পরবর্তিতে *আন-নবুওয়্যাহ ওয়াল আম্বিয়া ফি দওইল কুরআন* নামে প্রকাশিত হয়।[২১]

আবুল হাসান আলী নাদবীর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় **১৯৩২** সালে আরবী পত্রিকা *আয-যিয়া*, **১৯৪০** সালে *আন-নাদওয়া* পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[২২]

১৯৬২ সালে লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা *নেদায়ে মিল্লাত এর* সম্পাদনা পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এ ছাড়া **১৯৫৫** সালে নাদওয়া থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা *আল-বাআসুল ইসলামী*, **১৫৫০** সালে *আর-রাইদ*, **১৯৬৩** সালে উর্দু পত্রিকা *তামীরে হায়াত* ইত্যাদি পত্রিকাগুলোর প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করেন।[২৩]

ভ্রমণঃ

১৯৩৯ সালে পাকিস্তানের লাহোর ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে তিনি পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলিম শ্রেণী এবং নামী দামী ব্যক্তিত্বদ্বের সাথে সাক্ষাত করেন। বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণপূর্বক আলোচনা উপস্থাপন করেন। এই সফরে মহাকবি আল্লামা ইকবালের সাথেও তিনি সাক্ষাত করেন। এ সময়ে তিনি তার কয়েকটি উর্দু কবিতার আরবীতে অনুবাদ আল্লামা ইকবালকে দেখালে তিনি দারুণ খুশি হন।[২৪]

১৯৪৭ সালে পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা সফর করেন।[২৫]

১৯৫১ সালে আবুল হাসান আলী নাদবী মিসর ভ্রমণ করেন। এ সময়ে তার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *মাযা খাছিরাল আলম বিইনহিতাতিল মুসলিমীন* পূর্বেই সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীদের নিকট পৌছে আলোচনা ও প্রশংসার পাত্র হয়ে গিয়েছিল। মূলত এ গ্রন্থটি মিশরের শিক্ষিত শ্রেণীদের নিকট তার পরিচিতির জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।[২৬]

১৯৬৩ সালে আবুল হাসান আলী নাদবী ইউরোপের কয়েকটি দেশ যেমনঃ জেনেভা, লন্ডন, প্যারিস ও স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে ভ্রমণ করেন। এ সফরে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যাবারও সুযোগ হয়। এ ভ্রমণে আরবের অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং পশ্চিমা পণ্ডিতের সাথে সাক্ষাত ও মত বিনিময়ের সুযোগ হয়। এ ছাড়াও সেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে ভাষণ প্রদান করেন।

তারই উদ্যোগে অক্সফোর্ডের ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এই সেন্টারকে কেন্দ্র করে তিনি কয়েকবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন।[২৭]

১৯৭৩ সালে আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও ইরাক সফর করেন। এ সফরে তিনি এই দেশগুলোতে ইসলামের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সেমিনারে ভাষণ প্রদান করেন। এ সফরের শেষে *দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক* নামে একটি ভ্রমণ কাহিনীমূলক গ্রন্থও রচনা করেন।

১৯৭৭ সালে প্রথম বার আমেরিকা ভ্রমণ করেন। পরবর্তিতে **১৯৯৭** সালের মে মাসে আমেরিকার মুসলিম ছাত্রদের বিখ্যাত সংগঠন মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ও কানাডা এর আমন্ত্রণে আমেরিকা ও কানাডা সফর করেন। এ সফরে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত পাঁচটি ইউনিভার্সিটি যথা- কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি, ডেট্রয়েট ইউনিভার্সিটি, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, লস এনজেলস এর উটা ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করেন। এছাড়া জাতিসংঘের নামায হলে, টরেন্টো ও ডেট্রয়েটের জামে মসজিদে জুমার খুতবা প্রদান করেন। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্য যেমন নিউইয়ার্ক সিটি, জারনি সিটি, ফ্ল্যাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, বোস্টন, শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, লসএঞ্জেলস এবং কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলো সফর করেন।[২৮]

১৯৮২ সালে শ্রীলঙ্কায় সফর করে সেখানে নাযিমিয়া ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা প্রদান করেন। **১৯৮৪** সালে তিনি প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন। অতপর **১৯৯৪** সালে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। এ সফরগুলোতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে ভাষণ প্রদান করেন।[২৯]

এ ছাড়াও তিনি **১৯৫৬** সালে তুরস্ক, **১৯৭০** সালে বার্মা, **১৯৮৫** সালে বেলজিয়াম, **১৯৮৭** সালে মালয়েশিয়া, **১৯৯৩** সালে তাসখন্দ ভ্রমণ করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী দেশি বিদেশি অনেকগুলো আর্ন্তজাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। এ সকল পুরস্কারের মাধ্যমে বুঝা যায়, তিনি সারা বিশ্বে স্বীয় লেখনি ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিম্মে তার কয়েকটি পুরস্কার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলোঃ

বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার ১৯৮০

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী গ্রহণকৃত পুরস্কারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বাদশাহ ফয়সাল এওয়ার্ড। পুরস্কারটিকে নোবেল পুরস্কারের মতই মূল্যায়ন করা হয়। পুরস্কারের পরিমাণ নগদ দুই লাখ রিয়াল, একটি পদক ও সনদপত্র। সনদপত্রে পুরস্কার প্রাপকের অসাধারণ কর্মকাণ্ড ও অবদানের স্বীকৃতি উল্লেখ থাকে। ১৯৮০ সালে ইসলামের অনন্য খেদমত করার জন্য আবুল হাসান আলী নাদবীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ তিনি আফগান শরণার্থীদের জন্য এবং বাকী অর্থ মক্কা মুকাররমার দুটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য বন্টন করে দেন।

কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সম্মানজনক ডিগ্রি ১৯৮১

১৯৮১ সালে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাকে সাহিত্যে পি.এইচ.ডি এর সম্মান সূচক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৯৮১ সালের ২৯ অক্টোবর গভর্ণর বি. কে নেহেরুর সভাপতিত্বে এবং মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর উপস্থিতিতে কনভোকেশন হলে এই সম্মান সূচক ডিগ্রি আবুল হাসান আলী নাদবীকে প্রদান করা হয়।

প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের পুরস্কার ১৯৮৬

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখিত বিশ্ববিখ্যাত সীরাতুন্নবী এর একটি খণ্ডের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক উক্ত ভূমিকাটি পড়ে অভিভূত হয়ে যান এবং তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আবুল হাসান আলী নাদবীকে এক লক্ষ রূপি পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দেন কিন্তু আবুল হাসান আলী নাদবী এই পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক দারুল মুছান্নিফীন আযমগড়কে এবং অর্ধেক অর্থ করাচীতে অবস্থানরত সুলায়মান নাদবীর পরিবারকে প্রদান করতে বলে দেন।

দুবাই আন্তজার্তিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার ১৯৯৯

প্রতি বছর রমযান মাসে দুবাইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নির্বাচিত হাফেজদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদেরকে মোটা অংকের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে বিশ্বের বছরের সেরা কোন ব্যক্তিত্বকেও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমেও উক্ত অনুষ্ঠানকে আরো জাকজমকপূর্ণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালে উক্ত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের জন্য সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবুল হাসান আলী নাদবীকে নির্বাচন করা হয় এবং ১৯৯৯ সালের ২১

রমযান তাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় যার মূল্য ছিলো প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় রুপীর সমমান। আবুল হাসান আলী নাদবী উক্ত পুরস্কারের সমস্ত রুপী ভারতের দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে বন্টন করে দেন।

ব্রুনাই এওয়ার্ড ১৯৯৬

ইসলামী শাস্ত্রসমূহের কোন একটি শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য কোন ব্যক্তিত্বকে অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ এর মাধ্যমে ব্রুনাই সুলতান আলহাজ্জ হাসান বলখিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৯৯ সালে অক্সফোর্ডের পক্ষ থেকে আবুল হাসান আলী নাদবী রচিত ৮ খন্ডে ঐতিহাসিক কিতাব *তারীখে দা'ওয়াত ওয়া আযীমত* গ্রন্থের জন্য সুলতান ব্রুনাই এওয়ার্ড-এ তাকে ভূষিত করা হয়। এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ভারতীয় ২০ লক্ষাধিক রূপী। আবুল হাসান আলী নাদবী এ অর্থগুলোও বন্ধু-বান্ধব ও অভাবগ্রস্থদের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছেন।

মৃত্যু: এই মহান মনীষী **১৯৯৯** সালের **৩১** ডিসেম্বর সাহারানপুরের রায়বেরেলীতে ইন্তেকাল করেন।[৩০]

গ্রন্থাবলী ও রচনাবলী:

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী আরবী ও উর্দু ভাষায় প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ছোট খাটো প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, অভিসন্দর্ভ এবং পুস্তিকাসহ মিলালে এ সংখ্যা দুই শতাধিক এর বেশী হয়ে যাবে। এছাড়া তার বক্তৃতা, সেমিনার, আলোচনা, প্রচার মাধ্যমে পঠিত কথিকা ইত্যাদিসহ তার মুখনিঃসৃত মূল্যবান কথাগুলোর অধিকাংশই পরবর্তীতে বই কিংবা পুস্তিকা হয়ে বের হয়েছে। এ হিসেবে সব মিলিয়ে তার রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ এর কাছাকাছি। এছাড়াও গুরুত্ব ও যুগোপযোগীতার দরুন তার অধিকাংশ রচনাবলী ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কি, তামিল, বাংলা, মালয়ী, গুজরাটিসহ বিভিন্ন ভাষায় তরজমা হয়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আর্কষণ করেছে। আরবী ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আরব দেশসমূহের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তার রচনাবলীর মধ্যে সীরাত, জীবনী, চরিত্র গঠন, দাওয়াত, সমাজ সংস্কার, অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান, আরব জাহানকে জাগ্রত করা, পশ্চিমাদেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলিম সমাজকে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত

করণ ও পাশ্চাত্যবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বানের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। নিম্নে তার লিখিত গ্রন্থাবলী ও রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হলো।[৩১]

নিম্নে আবুল হাসান আলী নাদবীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলোঃ

১. *ইনসানি দুনইয়া পর মুসলমানূ কা উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আছর*

আবুল হাসান আলী নাদবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, *মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন।* পরে *ইনসানি দুনইয়া পর মুসলমানূ কা উরুয ওয়া যাওয়াল কা আছর* নামে উর্দুতে অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থে তিনি মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের জন্য যে সকল কর্মপন্থা প্রয়োজন তার সব বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। রাসূল (সঃ) পৃথিবীতে আগমনের সময় দুনিয়ার অবস্থা কি ছিল এবং ইসলামী নেতৃত্বের ভার তিনি কিভাবে নিজের হাতে নিয়েছিলেন এবং তা সভ্যতার উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, এরপর এই নেতৃত্ব কিভাবে দুর্বল হয়ে শেষ হয়ে যায় ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

২. *সীরাতে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ*

আবুল হাসান আলী নাদবী এ গ্রন্থটি ২৪ বছর বয়সে রচনা করেছেন। এগারশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে তিনি হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. এর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি তাঁর ইসলাহী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের একটা চিত্রও তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি ভারত উপমহাদেশের 'উলামা-মাশায়েখ ও শিক্ষিত শ্রেণীর নিকটে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেন।

৩. *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত, প্রথম খণ্ড*

আবুল হাসান আলী নাদবীর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাতের* প্রথম খণ্ড। এ খণ্ডটিতে প্রথম শতাব্দীর বিশেষ ব্যক্তিত্ব হযরত উমর উবনে আব্দুল আজিজ এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম থেকে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীর হযরত জালালুদ্দীন রুমী রাহঃ এর সংস্কার ও বিপ্লবী চিন্তাধারার কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি তিনি ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে লেখা শেষ করেন। গ্রন্থটি আযমগড়ের দারুল মুছান্নিফীন থেকে ১৯৫৫ সালে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪. *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত*, দ্বিতীয় খণ্ড

আবুল হাসান আলী নাদবী *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাতের* এ খণ্ডটিতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার সংস্কারমূলক কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটি তিনি ১৯৫৬ সালে লেখা শেষ করেন এবং ১৯৫৭ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করেন।

৫. *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* তৃতীয় খণ্ড

আবুল হাসান আলী নাদবীর *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* এর এ খণ্ডটি দুভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিযামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহীর সংস্কারমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে মাখদুমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানারীর ইতিহাস অলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬২ সালে লাহোরে অবস্থান কালে আবুল হাসান আলী নাদবী এই গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশ করা হয়।

৬. *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* চতুর্থ খণ্ড

এ খণ্ডটিতে মুজাদ্দিদে যামান হযরত শায়খ আহমাদ সিরহিন্দ রহঃ এর কর্মবহুল জীবনের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।

৭. *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* পঞ্চম খণ্ড

আবুল হাসান আলী নাদবী *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহঃ এর জীবনী ও তার সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

৮. *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহঃ*

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী নাদবীর আধ্যাত্মিক মোরশেদ হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহঃ এর বিস্তারিত জীবনী নিয়ে রচনা করা হয়েছে।

৯. *হায়াতে আব্দুল হাই*

এ গ্রন্থটিও আবুল হাসান আলী নাদবী রচিত একটি জীবনী সাহিত্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি তার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই রহ. এর জীবন ও

কর্ম বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির শেষের দিকে তার ভাই মাওলানা আব্দুল আলী সাহেবের জীবনীও তুলে ধরেছেন।

১০ . *নবীয়ে রহমত*

আবুল হাসান আলী নাদবী রচিত *নবীয়ে রহমত* গ্রন্থটি একটি সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে রাসূল সঃ এর জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথমে আরবীতে লিখা হয়। পরে উর্দুতে অনুবাদ করা হয়। অত্যাধিক জনপ্রিয়তার কারণে আরবীতে এর দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি নবী চরিতের উপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যা পাঠক মহলে দারুন সাড়া জাগিয়েছে।

১১. *হায়াতে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া*

এ গ্রন্থটিও আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি জীবনী সাহিত্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মাদরাসা মাজাহিরে উলূমের শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহঃ এর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। আবুল হাসান আলী নাদবী হযরত শায়খুল হাদীসকে একজন মুরুব্বী হিসেবে মেনে চলতেন। সকল কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন। শায়েখের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর বিস্তারিত জীবনী নিয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইটির বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে।

১২. *আরকানে আরবাআহ*

আবুল হাসান আলী নাদবী *আরকানে আরবাআহ* গ্রন্থে ইসলামের চারটি প্রধান রুকন-নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এই মৌলিক ইবাদাতগুলির মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কল্যাণ ও উপকারিতাসহ ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে এই ইবাদাতগুলোর প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা তুলে ধরেছেন।

১৩. *ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী*

এ গ্রন্থটিও আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি জীবনী সাহিত্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনি ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর জীবনী নিয়ে রচনা করেছেন। দারুল উলূম নদওয়াতুল 'উলামার সাথে জড়িত প্রায় অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের পীর ও মোর্শেদ ছিলেন বিখ্যাত বুর্যুগ ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী।

১৪. *কারওয়ানে মাদীনা*

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী নাদবীর সীরাত বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধমালার সমষ্টি। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে রাসূল সঃ এর শিক্ষা, পয়গাম, উপহার, ইহসান এবং তার সর্বজনীন ফলাফলের উপর আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

১৫. *কাদিয়ানিয়াত*

আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে *কাদিয়ানিয়াত* নামক গ্রন্থটি। নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। ভণ্ডনবীর দাবীদার গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সঠিক পরিচয় আরব বিশ্বে তুলে ধরতে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহঃ এর অনুরোধে তিনি আরবীতে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৬. *দো মাহিনা আমেরিকা মে*

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি সফর বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় সফরের কাহিনী তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি আধুনিক রাষ্ট্রের ভালো ও মন্দ উভয় দিক নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

১৭. *কারওয়ানে জিন্দেগী*

এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ৭ খন্ডে রচনা করা হয়েছে। বিশাল এ গ্রন্থে তিনি নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি বিষয় আলোচনার পাশাপাশি নিজের চিন্তা-চেতনা এবং ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৮. *আসরে হাযের মে দ্বীন কি তাফহীম ওয়া তাশরীহ*

বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল আলা মওদূদী সাহেবের চার বুনিয়াদী পরিভাষার উপর লেখা একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

১৯. *নুকূশে ইকবাল*

আবুল হাসান আলী নাদবী এ গ্রন্থে আল্লামা ইকবালের জীবনী ও তার চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি তিনি প্রথমে আরবীতে রচনা করেন। পরে *নুকূশে ইকবাল* নামে উর্দুতে অনুবাদ করেন।

২০. *দরিয়ায়ে ইয়ারমুক ছে দরিয়ায়ে কাবুল তাক*

এ গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ কাহিনী। আবুল হাসান আলী নাদবী ১৯৭৩ সালে রাবেতার প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আফগানিস্তানের কাবুল থেকে ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দান বিশেষ করে এ সব দেশের রাজধানী শহরসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ

ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি তার সফরের অভিজ্ঞতা এ ভ্রমণ কাহিনীতে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

২১. *আল-মুরতাযা*
এ গ্রন্থটিও আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি জীবনী সাহিত্য গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে চতুর্থ খলীফা আমীরুল মোমিনীন হযরত আলী রাঃ এর বিস্তারিত জীবনী ও তার অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২২. *মাগরেব ছে কুছ ছাফ ছাফ বাতেঁ*
এ গ্রন্থটিতে আবুল হাসান আলী নাদবীর সেই সকল বক্তৃতাসমষ্টি তুলে ধরা হয়েছে যা তিনি ইউরোপ ভ্রমণের সময় বিভিন্ন সেমিনারে করেছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতায় তিনি মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের পথ বাতলে দিয়ে ইসলামী আদর্শের অনুসরণের কথা বলেছেন।

২৩. *মোতালায়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী*
আবুল হাসান আলী নাদবী শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিলের জন্য ক্লাসে ছাত্রদের সামনে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেছেন সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে এ গ্রন্থটি।

২৪. *মাআরেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত*
আবুল হাসান আলী নাদবী এ গ্রন্থে সূরায়ে কাহাফের তাফসীর এবং কুরআন হাদীছ, প্রাচীন ইতিহাস ও নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এ সূরার বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরেছেন।
২৫. *যিকরে খায়ের*
আবুল হাসান আলী নাদবী এ গ্রন্থটিতে তার সম্মানিতা আম্মাজান সাইয়েদা খায়রুন নিসার সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন।

এ ছাড়াও আবুল হাসান আলী নাদবী রচিত আরো কতগুলো গ্রন্থের তালিকা নিম্মরূপঃ

১) *মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দ্বীনী দাওয়াত*
২) *তাযকিয়ায়ে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া*

৩) তাযকিয়ায়ে ফজলুর রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী
৪) হযরত ইব্রাহিম আঃ কা দাওয়াতি উসলূব
৫) হযরত মুসা আঃ কী পয়গম্বরানা হিকমাত
৬) হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তরযে তাবলীগ কা এক নমুনাহ
৭) দাওয়াতি ইলাল্লহ ইউসুফি উসলোব মে
৮) সীরাতে মুহাম্মদী দোয়াউকে আয়েনাহ মে
৯) শিরকে আওসাত কী ডায়েরী
১০) মাদরাসাহ ইনসানিয়াত কী জরুরত
১১) মুসলিম পারসোনাল ল আওর মুসলিম মামালিক
১২) হাম যিন্দেগী কেইসে গুযারে ?
১৩) মেরে মোতালায়ায়ে কুরআন কী সার গুযাসত
১৪) কুরআনী মুতালায়াহ আওর উস কে আদাব
১৫) খোতবাতে মুফাক্কেরে ইসলাম
১৬) আয়েন্দায়ে নাসলো কে ইসলাম কি যামানাত আওর ইমান কী হেফাযত কী যিম্মাদারী
১৭) আজ আপ সায়্যিদ আহমদ শহীদ কী দাওয়াত আমীন বানায়ে জা রাহে হে
১৮) আখেরী নবী সঃ কে দরবার মে
১৯) আদামীয়্যাত সে বাগাওয়াত
২০) আযাদ ইসলামী মুলক মে আহলে বাছীরাত আওর আসহাবে গায়রত কী যিম্মাহদারী
২১) আখো কী সোইয়া
২২) আবাদী কিতাব
২৩) আপ রমযান কেইসে গুযারে আওর রমযান কে বা'দ
২৪) আপনে কো নিলাম কী মানডি মে নাহ পেশ কীযিয়ে
২৫) আপনে ঘর সে বাইতুল্লাহ তক
২৬) ইজতেমায়ী ইজতেহাদ
২৭) ইজতেমায়ী যেহেন আওর কুরবানী ওয়া ইসার কা জযবাহ
২৮) ইজতিহাদ আওর ফিকহী মাযাহেব কা ইরতেকা
২৯) আখলাক ওয়া আওসাফে নববী সঃ
৩০) ইরতেদাদ কা খত্বরাহ আওর উসকা মুকাবালাহ
৩১) আরমোগানে ফারাঙ্গ
৩২) উস ঘরকো আগ লাগগায়ী ঘর কী চেরাগ সে (একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা সংকলন)
৩৩) ইসলাম আওর আলম
৩৪) ইসলাম আওর মাগরিব

৩৫) ইসলাম এক তাগাইয়্যার পযীর দুনইয়া মে
৩৬) ইসলাম কা তা'আরুফ
৩৭) ইসলাম কা মেজায আওর নোমায়া খুসোসিয়াত
৩৮) ইসলাম কে তিন বুনয়াদী আকায়েদ
৩৯) ইসলাম কে কের্ল'য়ে আওর 'উলামায়ে রব্বানী কী যিম্মাদারীয়া
৪০) ইসলাম মুকাম্মাল দীন মুসতাকেল তাহযীব
৪১) ইসলাম মে যাকাত কী আহমিয়াত
৪২) ইসলাম মে আওরাত কা দরজাহ আওর উসকে হুকুক ওয়া ফারায়েয
৪৩) ইসলাম মে আওরতো কা মাকাম আওর উন কী খিদমাত
৪৪) ইসলাম হার দাওর মে কিয়াদাত ওয়া রাহনুমায়ী কী ছেলাহিয়্যাত রাখতা হে
৪৫) ইসলামী বেদারী কী লাহর পর এক নযর: বে লাগ যায়েযাহ, মুলাখখাসানাহ মাসওয়ারে
৪৬) ইসলামী তাহযীব আওর মেছালী ওয়াহদাত
৪৭) ইসলামী মেযাজ ওয়া মাহওয়াল কী তাশকীল ওয়া হেফাযত মে হাদীস কা বুনইয়াদী কেরদার
৪৮) ইসলামী মুলকোমে নেযামে তা'লীম কী আহমিয়াত আওর উহা কী কিয়াদাত আওর ফিকরী রুহজানাত
৪৯) ইসলামিয়্যাত আওর মাগরিবী মুসতাশরিকীন ওয়া মুসলমান মুসান্নিফীন
৫০) আসমায়ে হুসনা
৫১) ইসলাহ ওয়া ইসতেফাদাহ সে কুই মুসতাগনা নেহী
৫২) ইসলাহিয়্যাত
৫৩) এ'জাযে কুরআন
৫৪) আকওয়ামে আলম কে দরমিয়ান উম্মতে ইসলামিয়াহ কা হাকিকী ওযন আওর দুনইয়া মে উস কী কারেগার কী আসলী ময়দান
৫৫) আল্লাহ কী সব সে বড়ী নেয়ামত ঈমান হায়
৫৬) আল মুরত্বজা কার্‌রমাল্লাহু ওয়াজহা
৫৭) উম্মতে ইসলামিয়াহ কা মুসতাকবেল খালিজী জঙ্গ কে বা'দ
৫৮) উম্মত কী বাক্বা আওর খতমে নবুয়্যাত
৫৯) উম্মত কে উফোদ আক্বা কে হুযুর মে
৬০) উম্মতে মুসলিমাহ কা ফরযে মানসাবী আওর উসকে ইনক্বিলাবী আছরাত ওয়া গাইরে ইসলামী তাহযীব ওয়া ইকতিদার
৬১) উম্মতে মুসলিমাহ কো কুরআনী ইনতিহা জো লোগ জালেম হে উন কী ত্বরফ মাত ঝোকো
৬২) উম্মতে মুসলিমাহ কী দোহারী যিম্মাহদারী
৬৩) ইনসানে কামেল ইকবাল কী নেগাহ মে

৬৪) ইনসান কী তালাস
৬৫) ইনসানিয়্যাত কী মাসিহায়ী
৬৬) ইনসানী সারাফাত ওয়া আযমত
৬৭) ইনসানী উলুম কে ময়দান মে ইসলাম কা ইনক্বিলাবী ওয়া তা'মীরী কেরদার
৬৮) ইনসানিয়্যাত কী রাহনুমায়ী মে ইসলাম কা আযীম কেরদার
৬৯) ইনসানিয়্যাত সহীহ গেরাহ কুসাই
৭০) ইনসানিয়্যাত কে যাওয়াল কা সবব আলম সে আল্লাহ কে নাম কা জোদা হুনা
৭১) ইনসানিয়্যাত কে মুহসেনে আ'জম আওর শরীফ ওয়া মুতামাদ্দিনে দুনয়া কা আখলাকী ফরয
৭২) এক আহাম তাকরীর
৭৩) এক আহাম দ্বীনী তাহরীক কা তাআরুফ
৭৪) এক আহাম দ্বীনি দাওয়াত
৭৫) এক বেহতের হিন্দুস্তানী সমাজ কী তাশকীল মে ইসলাম কিয়া হিস্সা লে সেকতা হায় ?
৭৬) এক চোঁকাদেনেওয়ালী আয়াত
৭৭) ঈমান জান সে যিয়াদাহ আযীয হুনা চাহিয়ে
৭৮) ঈমান কা দা'ওয়া আওর হাক্বীক্বতে ঈমানী
৭৯) বারেগাহে নববী (সঃ) মে
৮০) বারাহ দিন রিয়াসাতে মিশর মে
৮১) বাচ্চো কে লিয়ে সীরাতুন্নাবী সঃ
৮২) বাছায়ের
৮৩) পা জা সুরাগে যিন্দেগী
৮৪) পাসেবান মিল গায়ে কা'বা কো সানাম খানে সে
৮৫) পুরানে চেরাগ ১ম খণ্ড
৮৬) পুরানে চেরাগ ২য় খণ্ড
৮৭) পুরানে চেরাগ ৩য় খণ্ড
৮৮) পন্দরাহবী ছদ্দী হিজরী- মাযী ওয়া হাল কে আয়েনাহ মে, এক তাবসোরাহ, এক জায়েযাহ
৮৯) পয়ামে ইনসানিয়্যাত
৯০) তারীখ কে মুখতালেফ আদওয়ার মে হিন্দুস্তানী মুসলমানো কা কিরদার
৯১) তাবলীগে দীন কে লিয়ে এক আহাম উসূল
৯২) তাবলীগ ওয়া দা'ওয়াত কা মু'জেযানা উসলোব
৯৩) তাবলীগী তাক্বারীর
৯৪) তাহরীকে আযাদী আওর ইসলাহে আওয়াম মে আদাবে ইসলাম কা হিস্সা
৯৫) তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়্যাত কে বারে মে এক আহাম ইন্টারভিউ

৯৬) *তাহরীকে নাদওয়াতুল 'উলামা আওর উস কা বুলন্দ মাকাম*

৯৭) *তাহাফ্‌ফুযে শারী'আত কে লিয়ে মুসলমানো কা ইত্তেহাদ উন কী বেদারী পেশ খীমাহ*

৯৮) *তোহফায়ে বারমা*

৯৯) *তোহফায়ে ইনসানিয়্যাত*

১০০) *তোহফায়ে ভাটকাল*

১০১) *তোহফায়ে দাকান*

১০২) *তোহফায়ে দ্বীন ওয়া দানেশ*

১০৩) *তোহফায়ে কাশমীর*

১০৪) *তোহফায়ে মাশরিক্ব*

১০৫) *তাহক্বীক ওয়া ইনছাফ কী আদালত মে এক মাজলুম মুসলেহ কা মুকাদ্দামা*

১০৬) *তাদবীনে ফিকাহ আওর চান্দ আহাম ফিকহী মুবাহাস*

১০৭) *তাযকিরায়ে হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী- আহওয়াল ওয়া কারনামে*

১০৮) *তাযকিরায়ে হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গানজে মুরাদাবাদী*

১০৯) *তাযকিরায়ে মাওলানা হাকীম ডক্টর সায়্যিদ আব্দুল আলী*

১১০) *তারকী কী মুজাহিদে মিল্লাতে ইসলামী*

১১১) *তেরে যমীর পর যব তক নাহ হো নুযূলে কিতাব*

১১২) *তাযকিয়াহ ওয়া ইহসান ইয়া তাসাউফ ওয়া সুলূক*

১১৩) *তা'লীমে দু'আ*

১১৪) *তা'মীরে ইনসানিয়্যাত*

১১৫) *তাফসীরে আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম...*

১১৬) *তাক্বরীরে আযাদী*

১১৭) *তাক্বীয়াতুল ঈমান*

১১৮) *তাকবীরে মুসালসাল*

১১৯) *তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলাম কে আসরাত ওয়া ইহসানাত*

১২০) *তাওহীদ কী হাক্বীক্বত আওর উস কে তাক্বাযে*

১২১) *জাহিলিয়্যাত কেসী খাস আহদ কা নাম নেহী*

১২২) *জব ঈমান কী বাদে বাহারী চলী*

১২৩) *জেহাদে আফগানিস্তান কা তারিখী পাস মানযার*

১২৪) *জাযিরাতুল আরব আওর আলামে ইনসানিয়্যাত : এক মাকালামাহ এক পয়গাম*

১২৫) *জেনারেল মুহাম্মদ যিয়াউল হক্ব শহীদ*

১২৬) *জেহাদে যিন্দেগানী আওর আম্বিয়া (আঃ) কা রাস্তাহ*

১২৭) *জুহুদে মুসালসাল*

১২৮) জো ইলম খোদা কে নাম কে বিগায়র হু ওহ ইনসানিয়্যাত কী তাবাহী কা সবব বনে গা

১২৯) হালাত কা নয়া রুখ আওর ‘উলামা ওয়া দানেসোর তবকাহ কী যিম্মাহদারীয়া

১৩০) হালাত কা নয়া রুখ আওর ‘উলামায়ে দ্বীন কী যিম্মাহদারী

১৩১) হাজ্জ কে চান্দ মুসাহাদাত ওয়া ইহসাসাত

১৩২) হেজাযে মুকাদ্দাস আওর জাযিরাতুল আরব উমিদো আওর আন্দেশো কে দরমিয়ান

১৩৩) হুজ্জাতুল বিদা কী শানে ইকতায়ী

১৩৪) হাদীসে মাদীনাহ

১৩৫) হারামাইন শারিফাইন আওর জাযিরাতুল আরব কে বীরুনী মুক্বিমীন কী যিম্মাহদারীয়া আওর আহলে ওয়াত্বন কে হুকোক

১৩৬) হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী আওর হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী কে হেফাযতে দ্বীন

১৩৭) হযরত মুহাম্মদ সঃ কী পায়রুবী

১৩৮) হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী

১৩৯) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. আওর উন কী দ্বীনি দা‘ওয়াত

১৪০) হাক্বীক্বতে ইসলাম আওর ছূরতে ইসলাম

১৪১) খাতামুল আম্বিয়া কী তাশরীফ আওয়ারী

১৪২) খেদমতে দ্বীন ওয়া ইলম কে দায়িমী আওর আবাদী ইমকানাত

১৪৩) খুতবাতে মুসলিম পারসোনাল ‘ল’ বোর্ড

১৪৪) খুতবাতে মুফাক্কিরে ইসলাম (১)

১৪৫) খুতবাতে মুফাক্কিরে ইসলাম (২)

১৪৬) খুতবাতে মুফাক্কিরে ইসলাম (৩)

১৪৭) খুতবাতে মুফাক্কিরে ইসলাম (৪)

১৪৮) খুতবাতে মুফাক্কিরে ইসলাম (৫)

১৪৯) খুতবাতে মুফাক্কিরে ইসলাম (৬)

১৫০) খাওয়াতীন কী যিম্মাহদারী খুতবায়ে ছদারাত

১৫১) খতরায়ে ইরতেদাদ আওর উস কা হাল

১৫২) খোলাফায়ে আরবা‘আহ কী তারতীবে খেলাফত মে ক্বোদরাত ওয়া হিক্বমাতে এলাহী কী কারফরমায়ী

১৫৩) খোলাফায়ে রাশেদীন

১৫৪) খাওয়াতীনে ইসলাম কা তারিখী কেরদার আওর উন কে মাওজোদাল ফরায়েয

১৫৫) খাওয়াতীন আওর দ্বীন কী খেদমাত

১৫৬) খাস উম্মত

১৫৭) খায়রে মাকদাম

১৫৮) দারে আরক্বাম কা ইহসান ইনসানি দুনইয়া পর

১৫৯) দারুল উলুম ফোরক্বানিয়াহ টুঙ্গ- তারাক্বী কী রাহ্ পর

১৬০) দরইয়ায়ে ইয়ারমূক সে দরইয়ায়ে কাবুল তক

১৬১) দসতূরে হায়াত

১৬২) দোয়ায়ী

১৬৩) দো'য়ায়ে খায়রুল বাশার

১৬৪) দা'ওয়াতে ইলাল্লহ ইউসূফী উসলোব মে

১৬৫) দা'ওয়াতে ঈমান আওর পয়ামে ইনসানিয়াত

১৬৬) দা'ওয়াতে দ্বীন কা কাম কারনেওয়ালো কে লিয়ে

১৬৭) দা'ওয়াতে ফিকর ওয়া আমল

১৬৮) দা'ওয়াত কা কাম হী উম্মতে মুসলিমাহ কী আছল ক্বদর ওয়া ক্বীমত হায়

১৬৯) দিল বদল জায়েঙ্গে তা'লীম বদল জানে সে

১৭০) দুনইয়া মে আনে ওয়ালে ইনসান চেমন কে কাঁটে ইয়া ফুল ?

১৭১) দো ইনসানী চেহরে কুরআনী মারকা' মে

১৭২) দু রোজে

১৭৩) দো হাফতে তারকী মে

১৭৪) দো হাফতে মাগরীবে আক্বসা (মারাকেশ) মে

১৭৫) দিয়ারে গায়র মে রাহনেওয়ালে মুসলমানো সে খেতাব

১৭৬) দ্বীনে ইসলাম আওর আওয়ালীনে মুসলমানো কী দু মুতাযাদ তাছবীরী

১৭৭) দ্বীনে ইসলাম কা মেযাজ আওর উস কী নোমায়া খুসূসিয়াত

১৭৮) দ্বীন পর আমল কারনেকী বারকাতূকো দেখনে কে লিয়ে দুনইয়া সফর কারকে লে গায়ী

১৭৯) দ্বীনে হক্ব আওর 'উলামায়ে রব্বানী শিরক ওয়া বির্দ'আত কে খেলাফ কিউ

১৮০) দ্বীনে হক্ব ওয়া দা'ওয়াতে ইসলাম এক ফালাক বোস আওর সিদা বাহারে দুরখত

১৮১) দ্বীন ওয়া ইলম কা দায়িমী রেশতাহ

১৮২) দ্বীন ওয়া ইলম কী খেদমাত আওর ঈমানী তাক্বাযে কী আহমিয়াত

১৮৩) দ্বীনী সের হাদ্দো কী হেফাযত

১৮৪) দ্বীনী আরবী মাদারেস কা তা'লীমী , তরবিয়াতী আওর ওয়াত্বানী কেরদার আওর হিন্দুস্তান কে লিয়ে উন কা বা'য়েসে এফতেখার হুনা

১৮৫) যেহনী আওর এতেকাদী এরতেদাদ এক আহাম মাসআলাহ-ফাওরী তাওয়াজ্জুহ কা হামেল

১৮৬) ডাক্টার সা'য়ীদ রমযান কী ওফাত

১৮৭) রাহে আমল

১৮৮) রমযানুল মুবারাক আওর উস কে তাক্বাযে

১৮৯) *রমযানুল মুবারাক কা পয়গাম হিন্দুস্তানী মুসলমানোকে নাম*

১৯০) *রমযান মোমেন সাদেক কী হায়াতে নু*

১৯১) *রোযাহ কা হুকুম*

১৯২) *রোশনী কা মীনার*

১৯৩) *যবান ওয়া আদাব কী আহমিয়াত আওর উস কী যরুরত*

১৯৪) *যবরদসত চেলেঞ্জ*

১৯৫) *যাকাত কা সহীহ মাসরাফ*

১৯৬) *যামানাহ কা হাক্বীক্বী খলা*

১৯৭) *যামানাহ কী নাবযে সেনাসী ‘উলামা কী যিম্মাহদারী*

১৯৮) *যিন্দেগী কে কারিশ মে*

১৯৯) *যিন্দেগী গুযারনে কা বেহতেরীন দসতোরে আমল*

২০০) *যিন্দাহ রাহনা হায় তো মীর কা রাওয়া বন কার রাহু*

২০১) *সীরাতে নববী সঃ কে মুত্বালা‘য়ে কী দা‘ওয়াত*

২০২) *সাওয়ানেহে মাহবূবে এলাহী হযরত নেযামুদ্দীন আওলিয়া রহ.*

২০৩) *শায়খ হাসান আল বান্না এক মেছালী শাখসিয়্যাত*

২০৪) *সীরাতে রসূলে আকরাম সঃ*

২০৫) *সীরাত কা পয়গাম মওজোদাহ দাওর কে মুসলমানো কে নাম*

২০৬) *সীরাতে মুহাম্মদী দো‘য়াউ কে আয়েনাহ মে*

২০৭) *সীরাতে নববী আওর আছরে হাযের মে উস কী মা‘নুবীয়্যাত ওয়া ইফাদিয়্যাত*

২০৮) *সীরাত ওয়া কিরদার কী তাবদীলী কী যরোরত*

২০৯) *সর‘য়ী আয়েলী ক্বাওয়ানীন পর আমল কারনে কে বারে মে মুসলমানোকা জানবেদারানাহ এহতেসাব আওর দা‘ওয়াতে ফিকির ওয়া ‘আমল*

২১০) *শিরক্বে আওসাত্ব কী ডায়েরী*

২১১) *শিরক্বে আওসাত্ব মে কিয়া দেখা*

২১২) *শিরক্ব আওর তাওহীদ*

২১৩) *শরী‘আতে ইসলামী মুসলমান কে লিয়ে দাসতূরে হায়াত হায়*

২১৪) *শাফাখানে রহমাত কা মাযাহেরাহ*

২১৫) *শুকরে নি‘য়ামত এক বড়ী ‘ইবাদাত*

২১৬) *সবর কী হাক্বীক্বত*

২১৭) *সাহাবায়ে কেরাম যেইসী দু রাকা‘আত নামায পড়না সিখা দীজিয়ে*

২১৮) *সোহবাতে আহলে দিল*

২১৯) *সদরে ইয়ারে জঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শিরওয়ানী*

২২০) *সনা'আতী ওয়া সাইন্সী 'উলূম কী তা'লীমী ইফাদিয়াত ওয়া আহমিয়াত*

২২১) *সূরত ওয়া হাক্বীক্বাত*

২২২) *ত্বাক্বাত কা আছল মারকায কুওয়্যাতে ঈমানী আওর কেরদার হুতা হায়*

২২৩) *ত্বলেবানে 'উলূমে নবুয়্যাত কা মাক্বাম আওর উন কী যিম্মাদারিয়া (১ম খণ্ড)*

২২৪) *ত্বলেবানে 'উলূমে নবুয়্যাত কা মাক্বাম আওর উন কী যিম্মাদারিয়া (২য় খণ্ড)*

২২৫) *'আলামে ইসলাম কা সব সে আহাম মাসআলাহ*

২২৬) *'আলামে 'আরাবী আহলে মাগরিব কী আম জাগাহ কিউ ?*

২২৭)*'আলামে আরাবী কা তাযাহ আলমিয়াহ আওর উস কা দ্বীনী, আখলাক্বী, উসূলী ওয়া দা'ওয়াতী নোক্বত্বায়ে নযর সে*

২২৮) *'আলামে 'আরাবী কে লিয়ে সব সে বড়া খত্বরাহ*

২২৯) *'আরাব কওম পুরস্তী ইসলামী নোক্বত্বায়ে নযর সে খত্বরনাক কিউ ?*

২৩০) *'আসরে জাদীদ কা চেলেঞ্জ আওর উসকা জওয়াব*

২৩১) *'আসরে হাযের কা জাদীদ চেলেঞ্জ আওর আহলে মাদারেস কী যিম্মাহদারিয়া*

২৩২) *'ইলম ইসলাম সে আওর জেহালাত জাহিলিয়্যাত সে জড়ি হে*

২৩৩) *ইলমে হাদীস এক বেশবাহা খযানাহ*

২৩৪) *ইলম কা মাক্বাম আওর আহলে ইলম কী যিম্মাদারিয়া*

২৩৫) *ইলম কী 'আযমাত কা রায*

২৩৬) *ইলম ওয়া ইসম রাবেতাহ কী জরুরত ওয়া ইফাদিয়াত আওর মেরী চান্দ মহসিন কতাবী*

২৩৭) *'উলামা কা মাকাম আওর উন কী যিম্মাদারীয়া*

২৩৮) *'উলামা কী সব সে বড়ি যিম্মাদারী*

২৩৯) *'উলামায়ে রব্বানী- উন কা মানসাব আওর উন কে কাম কী নুইয়্যাত*

২৪০) *আওরত ইকবাল কে কালাম মে*

২৪১) *ঈদুল ফিতর কা পয়গাম*

২৪২) *গারে হেরা সে তুলু হুনেওয়ালা আফতাব*

২৪৩) *গলতী কু গলতী তাসলীম করনা খতর নাক হায়*

২৪৪) *গায়রে ইসলামী শাআয়ের ওয়া রুসূম কী নকল ওয়া তাকলীদ সে এহতেরায কী যরুরত*

২৪৫) *ফাসাদাত আওর হিন্দুস্তানী মুসলমান*

২৪৬) *কাদিনিয়্যাত ইসলাম আওর নবুয়্যাতে মুহাম্মাদী কে খেলাফ এক বাগাওয়াত*

২৪৭) *কাদিনিয়্যাত কা জুহুর, উস কা দা'ওয়া আওর দা'ওয়াত আওর উস কে মুয়ীদ ওয়া সার পুরুসত*

২৪৮) *কুরআন কা মুতালা'আ মুকাম্মাল ইতা'আত ওয়া সুপারদেগী*

২৪৯) *কুরআন মাজীদ কে সাথ ইশক ও সুগাফ কী দাসতানী*

২৫০) কুরআন মাজীদ মে আপ কা তাযকিরাহ
২৫১) কুরআনী ইফাদাত (জিলদে আওয়াল)
২৫২) কুরআনী ইফাদাত (জিলদে দুওম)
২৫৩) ক্বছাছুল আম্বিয়া ১ম খণ্ড
২৫৪) ক্বছাছুল আম্বিয়া ২য় খণ্ড
২৫৫) ক্বছাছুল আম্বিয়া ৩য় খণ্ড
২৫৬) ক্বছাছুল আম্বিয়া ৪র্থ খণ্ড
২৫৭) কিসসা দু বাগওয়ালে কা
২৫৮) ক্বলবে সালীম কী তালাস
২৫৯) ক্বীমতী নাছায়েহ
২৬০) কারওয়ানে ঈমান ওয়া আযীমত
২৬১) কুচ তাজরিবে কুচ মাশওয়ারে
২৬২) কেসী মুলক ওয়া মা'আশেরাহ কে লিয়ে সব সে খতরনাক বাত
২৬৩) কুল মুসলমান আওর মুকাম্মাল ইসলাম
২৬৪) কুল হিন্দ মুসলিম মুশাওয়ারাতী ইজতেমা কা খায়রে মাকদাম
২৬৫) কালেমায়ে হক্ব
২৬৬) কুই দেখে ইয়া নাহ দেখে মাগার আল্লাহ দেখ রাহা হে
২৬৭) লিসানী ওয়া তাহযীবী জাহিলিয়্যাত কা আলমিয়াহ আওর উস সে সবক
২৬৮) মালিয়াত কা ইসলামী নেযাম
২৬৯) মাতায়ে দ্বীন দানেশ
২৭০) মেছালী রাহনুমা উম্মত কী যরুরত
২৭১) মহাব্বত ফাতেহে আলম
২৭২) মুহসেনে আলম
২৭৩) মাদারেসে ইসলামিয়্যাহ: আহমিয়াত ওয়া যরুরত আওর মাকাসেদ
২৭৪) মাদারেসে ইসলামিয়্যাহ রুহে ইনসানী কে শাফাখানে
২৭৫) মাদারেসে ইসলামিয়াহ কা মাকাম আওর কাম
২৭৬) মাদারেস ওয়া মাকাতেব কা কেয়াম সব সে জরুরী চীয
২৭৭) মাদারেস ওয়া মাকাতেব শাঁস কা হুকুম রাখতে হে
২৭৮) মাদরাসাহ কিয়া হায়
২৭৯) মাযহাব ওয়া তামাদ্দুন
২৮০) মাযহাব ইয়া তাহযীব
২৮১) মরদে খোদা কা ইয়াক্বীন

২৮২) মুসলিম পারসোনাল ল কী সহীহ নূ'ইয়্যাত ওয়া আহমিয়াত
২৮৩) মুসলমান আওর হিন্দুস্তানী পুরজ এক আহাম উসূলী বাহাস
২৮৪) মুসলমান কী শান ইমতিয়াযী
২৮৫) মুসলমানানে ভাটকাল সে সাফ সাফ বাতে
২৮৬) মুসলমানানে হিন্দ সে সাফ সাফ বাতে
২৮৭) মুসলমানানে হিন্দ কে লিয়ে সহীহ রাহে আমল
২৮৮) মুসলমানূ পর এক নযর আওর ক্বলব পর তিন আসর
২৮৯) মুসলমানো কে মাসায়েল ওয়া খিদমাত কু সমঝনে কী কুশেশ কীজিয়ে
২৯০) মুতালাআয়ে হাদীস কে উসূলে মাবাদী
২৯১) মাকালাতে মুফাক্কীরে ইসলাম ১ম খণ্ড
২৯২) মাকালাতে মুফাক্কীরে ইসলাম ২য় খণ্ড
২৯৩) মাকামে ইনসানিয়্যাত
২৯৪) মাকাতীবে হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইলিয়াস
২৯৫) মাকাতীবে ইউরোপ
২৯৬) মিল্লাতে ইসলামী হিন্দ কা তারীখী কেরদার
২৯৭) মিল্লাতে ইসলামিয়াহ কা মাক্বাম ওয়া পয়গাম
২৯৮) মিল্লাত কা তাহাফ্ফুয, তাহরীকে নাফায ওয়া শরীয়ত
২৯৯) মিল্লাত কে নওজোয়ান আওর উন কী যিম্মাদারীয়া
৩০০) মিল্লাত কে নওজোয়ানো সে
৩০১) মুলক ওয়া মা'আশেরাহ ইনতেহায়ী খতরনাক মুড় পর
৩০২) মুলক কা হাক্বীক্বী মাসআলাহ আওর উস কে লিয়ে আছল খতরাহ
৩০৩) মুলক কা খতরনাক রুখ আওর দানেশোর তবকাহ কী যিম্মাহদারী
৩০৪) মুলক কী আযাদী কা সহীহ মাত্বলব আওর ফায়িদাহ
৩০৫) মুলক কে নাযেক সূরত হাল মুহিব্বানে ওয়াতন কী যিম্মাদারী
৩০৬) মুলক কে মওজুদাহ হালাত আওর হামারী যিম্মাদারী
৩০৭) মুলক ওয়া মা'আশেরাহ কা সব সে খতরনাক মরয জুলম ওয়া সাফা কী
৩০৮) মুলক ওয়া মিল্লাত দুনো খতরাহ মে
৩০৯) মানাকেব ওয়া মাদহে সাহাবা কে জলসো কা পয়গাম
৩১০) মানসাবে রিসালাত
৩১১) মানসাবে নবুওয়্যাত আওর উস কে আলী মাক্বামে হামেলীন
৩১২) মওজোদাহ হালাত মে মুসলমান কিয়া কারে
৩১৩) মওজোদাহ হালাত মে হিন্দুস্তানী মুসলমানো কে লিয়ে রাহে আমল

৩১৪) মওজোদাহ আলমে ইসলাম কে লিয়ে ফয়সালাহ কুন মাহায আওর মারকাযী ময়দানে আমল

৩১৫) মাওলানা সায়্যিদ ত্বলহা সাহেব মরহুম এম এ সাবেক প্রফেসর ওরিয়েন্টাল কলেজ

৩১৬) মেরী এলমী ওয়া মুত্বালা'য়াতী যিন্দেগী

৩১৭) নয়ী দুনইয়া (আমেরীকাহ) মে সাফ সাফ বাতে

৩১৮) নবুওয়াত কা আসল কারনামাহ

৩১৯) নবুওয়্যাত কা আত্বাহ

৩২০) নবী খাতেম ওয়া দ্বীনে কামেল

৩২১) নবীয়ে রহমাত

৩২২) নাদওয়াতু 'উলামা এক দাবাস্তানে ফিকর

৩২৩) নাসলে নূ কে ঈমান ওয়া 'আকীদাহ কী ফিকির কীজিয়ে

৩২৪) নিশানে রাহ

৩২৫) নেজামে তা'লীম-মাগরিবী রুহজানাত আওর উস মে তাবদিলী কী জরুরত

৩২৬) নয়া খোন

৩২৭) নয়া তুফান আওর উস কা মুকাবালাহ

৩২৮) নেপাল মে তলাবায়ে উলূমে দ্বীনিয়াহ আওর উম্মাতুল মুসলিমীন সে খেতাব

৩২৯) হেদায়াত ওয়া তাবলীগ কী আহমিয়াত

৩৩০) হামারী কওমী সীরাত কে কমযোর পাহলো

৩৩১) হিন্দুস্তানী সমাজ কী জলদ খবর লীজিয়ে

৩৩২) হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মে

৩৩৩) হিন্দুস্তানী মুসলমান:এক তারীখী জায়েযাহ আওর মাওজুদাহ সূরতে হাল কী আক্কাসী

৩৩৪) অসিয়তে রসূল সঃ

৩৩৫) ওয়াকত কী সব সে নায়াব জিনস মুরদানে কার আওর মুখলেস আলেমীন

৩৩৬) ইয়াক্বীন মরদে মুসলমানে কা

৩৩৭) ইয়ে আখলাক্বী গারাওয়াট কিউ

৩৩৮) ইউরোপ আমেরিকা আওর ইসরাইল এক ইযহারে হাক্বিক্বত, ইনকেশাফ আওর তাম্বীহ [৩১]

তথ্য সূত্রঃ

১. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নাদবী, *মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী: শখছিয়্যাত, মুশাহেদাত আওর তাজরিবাত কী রুশনী মে*, মজলিসে তাহকিকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ, ২য় প্রকাশ- ২০০৭, পৃ. ৩৪

২. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, *হায়াতে আব্দুল হাই*, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৪, পৃ. ২৮৮
৩. মাওলানা ড. শামসে তাবরীয খান, তারীখে নাদওয়াতুল 'উলামা, মাজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, ২য় খণ্ড, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ১২৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৫. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.*, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করন, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৩৭
৬. পুর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
৭. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানে যিন্দেগী খ. ১ম*, মাকতাবায়ে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ৪র্থ প্রকাশ ২০০৫, পৃ. ৭০-৭১
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
৯. পূবোক্ত, পৃ. ৯৮
১০. পূর্বোক্ত- পৃ. ১০৩
১১. বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নাদবী, *সাওয়ানেহে মুফাক্কেরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী*, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, রায়বেবেলী, ১৪৩৫ হিজরী, পৃ. ১০৮-১১০
১২. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
১৪. ড. মুহাম্মদ রাদিয়ুল ইসলাম নাদবী, প্রবন্ধ : *কুরআন ফাহমী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী, আল হেদায়া ওয়াল আছার*, ড. মুহাম্মদ সউদ আলম কাসেমী, আল হেদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, রাজস্তান, জয়পুর, প্রথম প্রকাশ জুলাই-২০০০, পৃ. ৫৮
১৫. মাওলানা আবু সোবহান রুহুল কুদ্দুস নাদবী, প্রবন্ধঃ *ইলমে হাদীস*, পৃ. ৫৮
১৬. আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫
১৭. বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নাদবী, পৃ. ১৭২-১৭৫
১৮. মাওলানা মুহাম্মদ ফরমান নাদবী, *তামীরে নু* (খুছুছী পেশকাশ)
১৯. আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, খ. ১ম, পৃ. ৪৫১
২০. বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নাদবী, পৃ. ১৬০
২১. আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯
২২. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, পৃ. ৩২
২৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফরমান নাদবী, পৃ.
২৪. বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নাদবী, পৃ. ১১৩-১১৪

২৫. আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, খ. ১ম, পৃ. ৩১৯
২৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, পৃ. ১৭৮
২৭. আবুল হাসান আলী নাদবী, *কারওয়ানের যিন্দেগী*, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮
২৮. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, পৃ. ১৮৭-১৮৯
২৯. পূর্বোক্ত, ১৮০-১৮১
৩০. বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নাদবী, পৃ. ১৭৭
৩১. মাওলানা সালমান, পৃ. ৩৩৩
৩২. ইন্টারনেট, আবুল হাসান আলী নাদবী সেন্টার

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীঃ জীবন ও কর্ম

বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন, স্বনামধন্য লেখক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও একজন দক্ষ সাংবাদিক হলেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী। তিনি ছিলেন দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার একজন মুরব্বী এবং উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য। তিনি দারুল উলূম নাদওয়াকে মনে প্রানে ভাল বাসতেন, আসা যাওয়া করতেন, নাদওয়াতুল 'উলামার উন্নতিকল্পে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ১৯৪০ সালের ২১ ডিসেম্বর দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার চত্বরে 'আঞ্জুমানে ত্বলাবায়ে কাদীম' এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করে একটি বক্তৃতা পেশ করেছেন। তার এই বক্তৃতায় নাদওয়াতুল 'উলামার প্রতি তার আন্তরিক ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠে।

তিনি তার বক্তৃতায় বলেন

> "দীর্ঘ আট বছর পর বন্ধুদের হৃদয় আবারও তরঙ্গায়িত হয়েছে এবং এখানকার সজীব হৃদয় পূর্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ পাক নাদওয়ার মতো সম্মানিত যায়গায় আমাকে ১৯৩২ হিজরীতে একবার সভাপতিত্বের সৌভাগ্য নসীব করেছিলেন যা ছিল কেবল অভ্যর্থনা মূলক। ১৯৪০ ইংরেজীতে এসে আবার এক মহা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে হচ্ছে। আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাগণ একজন অপদার্থ লোকের ওপর এ গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার সময়ে এতটুকু চিন্তাও করলোনা যে, তাদের এ অসঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচনে বর্হিবিশ্ব খিলখিল করে হাসবে, তখন কী হবে"।[১]

সভাপতির আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তার এই বক্তৃতার সূচনামূলক বাক্যগুলো দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, নাদওয়াতুল 'উলামায় মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সম্মানজনক অবস্থান কত উচুঁতে ছিল এবং তিনিও নাদওয়াতুল 'উলামাকে মনে প্রানে কতটুকু ভালবাসতেন।

নাদওয়াতুল 'উলামার সাথে মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর ছিল গভীর সম্পর্ক। তাই সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল 'উলামার অবদানের কথা আলোচনা করতে গেলে মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর আলোচনাও চলে আসে।

মাওঃ আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী ছিলেন একাধারে একজন প্রসিদ্ধ তাফসীর কারক, প্রখ্যাত সু-সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, জীবনীকার, একজন কবি ও একজন প্রতিযশা

সাংবাদিক। তিনি ১৮৯২ সালের ১৬ মার্চ দরিয়াবাদ জেলার বারাহবাঙ্কী এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। হাকীম মুহাম্মদ যাকী এবং মৌলবী আযমতুল্লাহ ফিরিঙ্গী মহল্লী প্রমূখ ওস্তাদের নিকট পবিত্র কুরআনের নাজেরা সহ আরবী ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

এরপর সিতাপুর হাই স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করার পর ১৯০৮ সালে লক্ষ্মৌর কিং কলেজ থেকে ইন্টার মেডিয়েট পাশ করেন। ১৯১০ সালে একই কলেজে ভর্তি হয়ে বি এ পাশ করেন। এরপর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ পরীক্ষা দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফাইনাল পরীক্ষায় সফল না হওয়ায় পরবর্তীতে সেন্ট ইস্টিফেন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এ সময়ে ১৯১২ সালে পবিত্র মক্কায় তার পিতা ইন্তেকাল করলে বিভিন্ন পেরেশানী ও কর্মের ব্যস্ততায় তার এম এ পরীক্ষা দেওয়া স্থগিত হয়ে যায়।[২]

১৯১২ সালে পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেলে জীবিকার তালাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় লেখালেখি ও অনুবাদের কাজ করে সামান্য অর্থের যোগান পান। বিভিন্ন যায়গায় চাকরির সন্ধান করেও চাকরি হচ্ছেনা। কিং কলেজে দর্শনের লেকচার হিসেবে আবেদন করেও চাকরি হয়নি। এরপর ডাক বিভাগ ও রেলওয়েতে চাকুরীর আবেদন করলে সেখানেও চাকরি হয়নি। এ দিকে বড় ভাই তার মাসিক আয় দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তাই মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বিভিন্ন সংস্থার অধীনে প্রবন্ধ লেখালেখি ও বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করণের মাধ্যমে কিছুটা অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাতে থাকেন।

আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দুর সেক্রেটারী মৌলবী আব্দুল হকও তাকে দিয়ে ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করতে থাকেন। আল্লামা শিবলীও তাকে দিয়ে সীরাতুন্নবী গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে ইংরেজী বই পুস্তক থেকে বিভিন্ন তথ্য এনে দেওয়ার বিনিময়ে মাসিক ৫০ রুপি প্রদান করতেন। এভাবেই আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর আয় রোজগারের একটা পথ তৈরী হয়ে যায়।[৩]

নাদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষকদের সাথে বিশেষ করে আল্লামা শিবলী নুমানী, ফিরিঙ্গি মহলের মাওলানা আব্দুল বারী নাদবীর মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে সু-সম্পর্ক ও তাদের নিকট আসা যাওয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে ইলমী যওক ও সাহিত্য চর্চার আগ্রহ বেড়ে উঠে। এ ছাড়াও কবি আকবর এলাহাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মির্যা হাদী রেসওয়া, আব্দুল হালীম শারার, আছর লক্ষ্ণৌবী, আযীয লক্ষ্ণৌবী, মীর্যা আসকারী, আমীর আহমাদ উলুবী প্রমূখদের সাথেও তার

সুসম্পর্ক ও আসা যাওয়া ছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক যুফার হুসাইন, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, খ্যাতিমান আলিম সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, আব্দুস সালাম নাদবী, মাওলানা আবদুল বারী নাদবীর মত ব্যক্তিত্বদের সাথেও ছিল তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এ সকল সম্পর্কের প্রভাবেই ধীরে ধীরে মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী একজন খ্যাতিমান লেখক, সু-সাহিত্যিক ও উচ্চ মানসম্পন্ন একজন সাংবাদিক এবং আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৪]

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী এবং মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবীর সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক স্থাপন করে আধ্যাত্মিক জগতেও উন্নত মাকাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫]

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী তার জীবনের পূরো অংশটাই ইলমী খেদমাত, ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা, সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা ও সাংবাদিকতার ময়দানে কাজ করে কাটিয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে ১৯৭৭ সালের ৬ জানুয়ারী আল্লাহ পাকের মহান ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমান।৬

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নীচে দেওয়া হলোঃ

১. *ইকবালিয়াতে মাজেদ*, ইকবাল একাডেমী, হায়দারাবাদ, দাকান, এপ্রিল ১৯৭৯, পৃষ্ঠার সংখ্যা ৭০
২. *আকবর নামাহ ইয়া আকবর মেরী নযর মে*, আনোয়ার বুক ডিপু, লক্ষ্মৌ, ১৯৫৪, পৃষ্ঠার সংখ্যা-২৮৩
৩. *ইনশায়ে মাজেদ*, নাসীম বুক ডিপো, লক্ষ্মৌ, ১৯৬১, পৃষ্ঠার সংখ্যা-২৫০
৪. *মাযামীনে মাজেদ* (প্রবন্ধ সমগ্র), গোলাম দস্তগীর রশীদ, ইদারায়ে ইশায়াতে উর্দু, হায়দারাবাদ দাকান, ১৯৪৩, পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৫৫
৫. *মাকালাতে মাজেদ* (প্রবন্ধ সমষ্টি), ইশরাত পাবলিশিং হাউস, লাহোর, ১৯৫৪, পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৯৬।

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়কও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো নিম্নরুপঃ

১. *আরদুল কুরআন ইয়া জাগরাফিয়ায়ে কুরআনী*, সিদকে জাদীদ বুক এজেন্সি, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২
২. *আ'লামুল কুরআন ইয়া কুরআনী শখসিয়্যাতি*, সিদকে জাদীদ বুক এজেন্সি, লক্ষ্ণৌ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৭
৩. *আলহাইওয়ানাত ফিল কুরআন*, নাদওয়াতুল মাআরিফ, বেলারুশ, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮
৪. *বাশারিয়াতে আম্বিয়া, সিদ*কে জাদীদ বুক এজেন্সি, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫৯, পৃষ্ঠার সংখ্যা ২২৩
৫. *তাছাউফে ইসলাম*, মাতবায়ে মাআরেফ, আযমগড়, ১৯৪৬, লক্ষ্ণৌ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪
৬. *তাফসীরে মাজেদী*, তাজ কোম্পানী, লাহোর,করাচী, ১৯৫২, লক্ষ্ণৌ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২১৫
৭. *তামাদ্দুনে ইসলাম কি কাহানী*, আঞ্জুমানে ইসলামী তারীখ ওয়া তামাদ্দুন, আলীগড়, ১৯৪১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩
৮. *জাদীদ কছাছুল আম্বীয়া কে চান্দ আবওয়াব*, মাজলিসে ইসলামিয়াত, ইসলামিয়াহ কলেজ, পেশোয়ার, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭

তিনি জীবনী বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো নিম্নরুপঃ

১. *আপ বীতী*, মাকতাবায়ে ফেরদাউস, মাকারেম নগর, লক্ষ্ণৌ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০২
২. *হাকীমুল উম্মত : নুকূশ ওয়া তাআস্সুরাত*, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, ১৯৫২, পৃষ্ঠার সংখ্যা ৬১১
৩. *মাহমূদ গযনবী*, ওয়াকীল বুক ট্রেডিং এজেন্সি, অমৃতসর, ১৯১১৭

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা উর্দু সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাকেও চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

তথ্য সূত্রঃ

১. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, দারুল উলূমের সন্তানদের নামে নাদওয়াতুল 'উলামার বার্তা, অনুবাদকঃ মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী, *দারুল*

উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা: ঐতিহ্য ও অবদান, সংকলক: মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০১১, পৃ. ৪৪

২. মাওলানা মুফতী আতাউর রহমান কাসেমী, *মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী খেদমাত ওয়া আছার*, শাহ ওলিউল্লাহ ইন্সটিটিউট, নয়ী দিহলী, ২০০৬, পৃ. ২৫

৩. ড. আতীকুর রহমান, *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী হায়াত ওয়া খেদমাত*, পাবলিক প্রিন্টার্স, সাত্তাহ বাজার, হায়দারাবাদ, ১৯৯৩, পৃ. ৬-৭,

৪. *খুতূতে মাজেদী*, পৃ. ১১-১২

৫. *খুতূতে মাজেদী*, পৃ. ১৩

৬. ড. তাহসীন ফেরাকী, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী আহওয়াল ওয়া আছার, ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়াহ, ১৯৯৩, পৃ. ১৪১

৭. ড. তাহসীন ফেরাকী, মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী: কিতাবিয়াত, মুকতাদিরাহ কওমী যবান, ইসলামাবাদ, ১৯৩১, পৃ. ১০-১২

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী: জীবন ও কর্ম

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষা লাভ করে লেখালেখির জগতে যারা সুনাম অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীও অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন জীবনীকার, ইসলামী ইতিহাসবিদ, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার, সু-সাহিত্যিক ও একজন বড় মাপের আলিম। বিভিন্ন বিষয়ে এক ডজনের অধিক গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করে উর্দু সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের রুদওয়ালী জেলার বারাহবাঙ্কী নামক এলাকায় ১৯০৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাসানাত আহমদ যিনি একজন বড়মাপের আলিম ও বুযুর্গ লোক ছিলেন।

শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ স্বীয় নানা শরফুদ্দীন আহমদের নিকট আরবী, ফারসী ও উর্দুর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ফিরিঙ্গি মহলের দারুল উলূমে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় ভর্তি হয়ে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূল ও তাফসীর বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন।[১]

১৯২৪ সালে সুলায়মান নাদবীর অনুরোধে দারুল মুছান্নিফীনে এসে লেখালেখির কাজ শুরু করেন। সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে প্রথমে ছোট ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখালেখির সূচনা করেন এবং আস্তে আস্তে একজন বড় মাপের লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি যখন দারুল মুছান্নিফীনে আসেন তখন ছিল দারুল মুছান্নিফীনের স্বর্ণ যুগ। এ সময় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিশ্বখ্যাত *সীরাতুন্নবী* গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি সাহাবীদের জীবনী, ইসলামের ইতিহাস, হিন্দস্তানের ইতিহাস, ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শাহ মইনুদ্দীন নাদবীও এ সকল বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় অংশ গ্রহণ করে লেখালেখির জগতে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন।[২]

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দারুল মুছান্নিফীনের খেদমতেই লেগে থাকেন এবং ১৯৭৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর দারুল মুছান্নিফীনেই ইন্তেকাল করেন।[৩]

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী বহু গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। নিম্নে তার রচিত গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১. *সিয়ারুস সাবাহা তৃতীয় খণ্ড :*

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী সর্বপ্রথম *সিয়ারুস সাবাহ, তৃতীয় খণ্ডটি* রচনা করেন। এ গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশের সময় নাম দেয়া হয়েছে *মুহাজেরীনে দুওম*। এ গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডটি রচনা করেন অন্য একজন লেখক হাজী মঈনুদ্দীন নাদবী যা *খুলাফায়ে রাশেদীন* এবং *মুহাজেরীন, জিলদে আওয়াল* নামে প্রকাশ করা হয়।[৪] এরই তৃতীয় খণ্ডটি রচনা করেন শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী। এ খন্ডে ঐ সকল মুহাজির সাহাবায়ে কিরামদের জীবনী, তাদের ধর্মীয় ও

রাজনৈতিক অবদান আলোচনা করা হয়েছে যারা মক্কা বিজয়ের পুর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন। গ্রন্থটিতে প্রায় ১০০জন সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

২. *সিয়ারুস সাহাবা ষষ্ঠ খণ্ড:*

শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী রচিত ২য় গ্রন্থ হচ্ছে *সিয়ারুস সাহাবা ষষ্ঠ খণ্ড*। এ গ্রন্থটি ১৯৩২ সালে সর্বপ্রথম দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত সিরিজের ৪২ নম্বর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হযরত হাসান (রাজিঃ), হযরত হুসাইন (রাজিঃ), হযরত আমীরে মুয়াবীয়া ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাজিঃ) এর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি তাদের সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

৩. *সিয়ারুস সাহাবা* (৭ম খণ্ড):

সাহাবীদের জীবনী নিয়ে লেখা শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী রচিত এ গ্রন্থটি *সিয়ারুস সাহাবা* সিরিজের শেষ খণ্ড। এ গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে প্রায় ১৫০ জন ঐ সকল সাহাবায়ে কিরামদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন অথবা যারা মক্কা বিজয়ের পুর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু হিজরত করেননি এবং ঐ সকল সাহাবীদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে যারা রিসালাতে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সময়ে ছোট ছিল।

৪. *আরব কী মওজূদাহ হুকূমাতী:*

জাযিরাতুল আরবে অবস্থিত এলাকাগুলো নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩৩৪ হিজরীতে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী এ গ্রন্থে বিশেষ করে নজদ, হিজায, ইয়েমেন, বাহরাইন, কুয়েত, ইরাক, ফিলিস্তীন ও শাম এলাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে আরব রাষ্ট্রগুলোর কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক অবস্থান কেমন, সে বিষয়েও আলোচনা তুলে ধরেছেন।

৫. *তারীখে ইসলাম (১ম খণ্ড)*

গ্রন্থটি ইসলামী ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী এ গ্রন্থে প্রাক ইসলামী যুগের আলোচনাসহ রাসূল (সঃ) এর আগমনের শুরু থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার সংক্ষিপ্ত জীবনী, তার আখলাক চরিত্র ও তার ফাযায়েলসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস, এ সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ ও বিজয় সমূহের আলোচনাও তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

৬. *তারীখে ইসলাম (২য় খণ্ড)*

এ গ্রন্থটিও শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী লিখিত একটি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বনু উমাইয়্যা শাসনামলের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রাজিঃ) থেকে নিয়ে এ বংশের শেষ বাদশাহ মারওয়ান ছানী পর্যন্ত সকল শাসকদের জীবনীতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের উন্নতি ও অবনতির কারণগুলো তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিজয়সমূহের আলোচনাও তুলে ধরা হয়েছে।

৭. *তারীখে ইসলাম (৩য় খণ্ড)*

এ গ্রন্থটি ১৯৪৪ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী এ গ্রন্থটিতে আব্বাসীয় শাসনামলের দুইশত বছরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আব্বাসীয় শাসনের সূচনাকারী আবুল আব্বাস থেকে নিয়ে আবূ ইসহাক মুত্তাকীবিল্লাহ পর্যন্ত শাসকদের জীবনাতিহাস আলোচনার পাশাপাশি তাদের সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

৮. *তারীখে ইসলাম (৪র্থ খণ্ড)*

এ গ্রন্থটিতেও আব্বাসীয় শাসনামল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে তথা খলীফা মুস্তাকফী বিল্লাহ থেকে নিয়ে

আব্বাসীয় শাসনামলের শেষ খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ পর্যন্ত সকল শাসকদের নিয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

৯. *আদাবী নুকূশ*

এ গ্রন্থটি শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীর একটি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বিভিন্ন কবি যেমন: জিগার, আছগর, ফানী, রিয়ায, মাজযূব ও অন্যান্য আরো কিছু কবিদের গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ইকবাল সুহাইল, আব্দুস সালাম নাদবী, ইয়াহইয়া আযমী ও আল্লামা ইকবালের সাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে।

১০. *তাবেয়ীন:*

শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীর আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে *তাবেয়ীন।* গ্রন্থটি ১৩৫২ হিজরী ১৯৩৭ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয় যার মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৫৭৪টি। গ্রন্থটির শুরুতে নওয়াব ছদরে ইয়ারে জংগ মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানীর একটি ভূমিকাও রয়েছে। এ গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামদের সংশ্রব প্রাপ্ত ৯৬জন গুরুত্বপূর্ণ তাবেয়ীদের জীবনী, তাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক দাওয়াতী কর্মকান্ড, রাজনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অসামান্য অবদানের

বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত সিরিজের ৫২নং গ্রন্থ

৫. *হায়াতে সুলায়মান:*

এ গ্রন্থটি শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী রচিত একটি উল্লেখযোগ্য জীবনী বিষয়ক সাহিত্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর জীবনী এবং ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যাঙ্গনে তার বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯৭৪ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়।

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও আরো গ্রন্থ রচনা করেছেন। *দ্বীনে রহমত*, *ইসলাম আওর আরবী তামাদ্দুন*, *খরীতায়ে জাওয়াহের* গ্রন্থগুলো তার লিখিত অন্যতম গ্রন্থ। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে তিনি উর্দু সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তথ্যসুত্রঃ

১. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আল আযমী, *দারুল মুছান্নিফীন কি তারিখী খেদমাত*, খোদা বখস ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ২০০২, পৃ. ২৪৭-২৪৮
২. ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আল আযমী, *শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী: হায়াত ওয়া খেদমাত*, আদাবী দায়েরাহ, আযম গড়, ২০০৭, পৃ. ৩৬
৩. পুবোর্ক্ত, পৃ.
৪. পুবোর্ক্ত, পৃ. ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

উর্দু জীবনী সাহিত্যে নাদওয়াতুল 'উলামার কয়েকজন ছাত্র ও উস্তাদের অবদান

১. উর্দু জীবনী সাহিত্যে আল্লামা শিবলী নুমানীর অবদান
২. মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই এর উর্দু জীবনী সাহিত্য
৩. উর্দু জীবনী সাহিত্যে আল্লামা সুলায়মান নাদবী
৪. আব্দুস সালাম নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য
৫. আবুল হাসান আলী নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য
৬. মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য
৭. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য

উর্দু জীবনী সাহিত্যে আল্লামা শিবলী নুমানীর অবদান

আল্লামা শিবলী নুমানী হচ্ছেন দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরবর্তীতে শিক্ষা সচিব। আযাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ও বিভিন্নমূখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা শিবলী নু'মানী যেমনি ছিলেন একজন সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধকার, তেমনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক জীবনীকার। উর্দু ভাষায় লিখিত তার জীবনী বিষয়ক বহু গ্রন্থাবলী উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তিনি মুসলিম ইতিহাসের বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও শাসকবর্গের জীবনী লিখেন। তার লিখিত জীবনী সাহিত্য গ্রন্থগুলো পাঠক মহল ও শিক্ষিত সমাজে দারুণ প্রভাব ফেলে। নিম্নে তার জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. *আল মামুন*ঃ

আব্বাসীয় শাসকদের অন্যতম শাসক হলেন খলীফা হারুন অর রশীদ। তারই পুত্র হলেন মামুনুর রশীদ যিনি পিতা হারুনুর রশীদের পরে খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলোচ্য *আল-মামুন* নামক গ্রন্থে এই মামুনুর রশীদের জীবনাতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা শিবলী নুমানী (রহঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *আল মামুন* গ্রন্থটি তার একটি উল্লেখযোগ্য জীবনী সাহিত্য গ্রন্থ। এটি তার রচিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ। আল্লামা শিবলী নুমানী মুসলিম ব্যক্তিত্বদের ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি তিনি আলীগড়ে থাকা অবস্থায় ১৮৮৭ সালে লেখা শুরু করেন এবং ১৮৮৯ সালে তা ছাপা হয়।[১]

১৯৯২ সালে দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আজমগড় থেকে প্রকাশিত *আল-মামুন* গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ২৪৮। গ্রন্থটি দুভাবে বিভক্ত। প্রথম ভাগের শুরুতে স্যার সায়্যিদ আহমদ একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এ ভূমিকাতে তিনি লেখালেখির ক্ষেত্রে শিবলীর অসামান্য যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে গ্রন্থটির বৈশিষ্ট এবং মুসলিম ব্যক্তিত্বের সিরিজ লেখার ক্ষেত্রে আব্বাসীয় শাসকদের মধ্যে একমাত্র মামুনুর রশীদকে বেছে নেওয়ার কারণও তিনি এ ভূমিকাতে তুলে ধরেছেন। ভূমিকার পর মূল আলোচনা শুরু হয়েছে। আল্লামা শিবলী এখানে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি এ সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন গৃহযুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। ইসলামে খেলাফতের সিলসিলা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এরপর এই ধারাবাহিকতা বনু উমাইয়া শাসকদের অতিক্রম করে

কিভাবে বনু আব্বাসীয় পর্যন্ত পৌছেছে, কি কারনে হারুনুর রশীদের এক পুত্র আমীনকে হত্যা করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয় পুত্র মামুনকে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম ভাগে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে খলীফা মামুনুর রশীদের জন্ম, শিক্ষাসহ তার জীবনী, তার স্বভাব চরিত্র, ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনা, ভ্রমণ, কর্ম তৎপরতা, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, বাগদাদের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক অন্যান্য দেশের বাদশাগণের বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা তুলে ধরেছেন।

২. *সীরাতে আন-নুমান*:

আল্লামা শিবলী নুমানী কর্তৃক লিখিত তার দ্বিতীয় জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে *সীরাতে আন-নুমান*। ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবিতের জীবনী ও তার ইজতিহাদের বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। আল্লামা শিবলী নুমানী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ইমাম আজম ইমাম আবু হানীফার প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। আর এ কারণেই তিনি মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবনী লেখার ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানীফার জীবনী নিয়ে *সীরাতে আন-নুমান* লেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। শিবলী রচিত *সীরাতে আন-নুমান* গ্রন্থটি রচনার পূর্বে উর্দু ভাষায় ইমাম আবু হানীফার জীবনী নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। তৎকালীন সময়ে তাকে নিয়ে আরবী ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোতে শুধু তার জীবনীই আলোচনা করা হয়েছে। তার ইজতিহাদি বা গবেষণার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা খুব একটা বিদ্যমান ছিলনা। এ সকল দিক মাথায় রেখেই আল্লামা শিবলী ইমাম আবু হানীফার বিস্তারিত জীবনী নিয়ে *সীরাতে আন-নুমান* রচনা করেন। এ গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে শিবলী নুমানী ইমাম আবু হানীফাকে নিয়ে বিভিন্ন ভাযায় রচিত গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করেছেন। ২০১২ সালে দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড় থেকে গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ থেকে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নতুন সংস্করণের ভূমিকা এবং লেখকের একটি ভূমিকা রয়েছে। প্রথম ভাগে ১৫ থেকে ৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফার নাম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা, উস্তাদ, শায়খ, কুরআন গবেষণা, হাদীস গবেষণা, শিক্ষাদান, ইফতা বা ফাতোয়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫৪ থেকে ৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আবু হানীফার মৃত্যু, তার সন্তান সন্তুতি তার আখলাক চরিত্র, অভ্যাস, আচার আচরণ, ৭৩ থেকে ৯৩ পর্যন্ত রাজ

দরবারের সাথে সম্পর্ক, ব্যক্তি চরিত্র, দৃষ্টি ভঙ্গি, মেধা, তার বিভিন্ন উপদেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ৯৪ পৃষ্ঠা থেকে ২৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এ অংশে ইমাম আবু হানীফার গ্রন্থাবলী, আকইদ বা বিশ্বাস, উসূলে ফিকহ ও ইলমে কালাম, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিক্‌হ চর্চা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আবু হানীফার মৌলনীতি, ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস বা হাফীযুল হাদীস হওয়া, অন্যান্য ইমামের সাথে তার সম্পর্ক, তার ছাত্রদের সম্পর্কে আলোচনা, তার ছাত্রদের মধ্যে যারা মুহাদ্দিস ছিলেন এবং যারা ফকীহ ও ফিকাহ রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের আলোচনাসহ উল্লিখিত বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

৩. *আল ফারুক:*

আল্লামা শিবলী নুমানী রচিত একটি অন্যতম জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হলো *আল-ফারুক*। এ গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাদিঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা হয়েছে। *আল ফারুক* গ্রন্থটি আল্লামা শিবলীর জীবনী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠকর্ম হিসেবে বিবেচিত। যা শুধু উর্দু ভাষাতেই নয় ওমর ফারুক (রাদিঃ) এর জীবনী হিসেবে আরবী কিতাবগুলোর চেয়েও এটি সমৃদ্ধ। এ কারনেই আল্লামা শিবলী নুমানীর খ্যাতির পিছনে *আল-ফারুক* গ্রন্থের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। এ গ্রন্থটি তিনি ১৮ আগস্ট ১৮৯৩ সালে লেখা শুরু করেন এবং ১৫ জুলাই ১৮৯৮ সালে কাশ্মীর সফরে লেখা সমাপ্ত করেন। ১৮৯৯ সালে এটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।[২]

২০১২ সালে দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড় থেকে নতুন করে এটি প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটিতে দুটি খণ্ড রয়েছে। ১ম খণ্ডটি ১ থেকে ১৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ২য় খণ্ডটি ১ থেকে ২৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। গ্রন্থটির ১ম খণ্ড আল্লামা শিবলী একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করেন যার মধ্যে তিনি ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ, এ সকল যুগের বৈশিষ্টাবলী, ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে ইউরোপিয় ইতিহাসবিদদের অতি বাড়াবাড়ির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। এরপর হযরত ওমর ফারুক (রাদিঃ) এর নাম, পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি তুলে ধরার পাশাপাশি ওমর (রাদিঃ) এর ঐতিহাসিক ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, মদীনায় হিজরত, মদীনায় রসূল (সঃ) এবং আবু বকর (রাদিঃ) এর এর সাথে থাকা, ওমর (রাদিঃ) এর বিভিন্ন ঘটনাবলী, ওমর (রাদিঃ) কে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বদরের

যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা, হুনাইনের যুদ্ধ, আবুবকর (রাদিঃ) এর খেলাফত ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ওমর (রাদিঃ) এর বিজয়ের তালিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। ওমর (রাদিঃ) বহু দেশ জয় করেছেন। একে একে জয় করেছেন ইরাক, সিরিয়া, কাদিসিয়া, দামেশক, হিমস, ইয়ারমুক, বায়তুল মুকাদ্দাস, ইরান, আজার বাইজান, পারস্য, কারামান, সীস্তান, খুরাসান, মিশর, ইস্কান্দারিয়া ইত্যাদি। এ বিজয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন আল্লামা শিবলী। এ ছাড়াও এ খণ্ডে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদিঃ) কে বরখাস্ত করার ঘটনা এবং ওমর ফারুক (রাদিঃ) এর শাহাদাতের ঘটনার কথাও তুলে ধরেছেন।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ওমর (রাদিঃ) এর বিজয়ের উপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, তার বিজয়গুলোর কারণ, তার বিজয়গুলো নিয়ে ইউরোপিয় ইতিহাসবিদদের ভ্রান্ত ধারণা, তার বিজয়ের বৈশিষ্টাবলীসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন, প্রদেশ ও জেলাগুলোতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা মজবুতিকরণ, ফৌজদারী, পুলিশ, বাইতুল মাল বা রাজ ভাণ্ডার, জনহিতকর কার্যাবলী, রাজস্ব আদায়, অন্যান্য কর, আদালত ও বিচার ব্যবস্থা, দাস প্রথা নিরুৎসাহিত করণ, যিম্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, শহর আবাদ করা, সৈন্য গঠন, শিক্ষা, উন্নয়ন, ধর্মীয় কার্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন শিবলী। এ ছাড়াও তার পারিবারিক বিষয়, স্ত্রী ও সন্তানদের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডে শেষের দিকে। এ গ্রন্থ লিখতে গিয়ে আল্লামা শিবলী প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তুরস্ক সফরে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

৫. *আল গাযালী:*

আল্লামা শিবলী নুমানী লিখিত আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে *আল-গাযালী*। ইসলামের বিখ্যাত লেখক ও অন্যতম দার্শনিক ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ গাযালীর জীবন ও তার দর্শন নিয়ে এ গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। আল্লামা শিবলী নুমানী মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবনী লেখার ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থটি রচনা করেন। হায়দারাবাদে অবস্থান কালে ১৯০১ সালে ডিসেম্বরে এ গ্রন্থ লেখা শেষ করেন।[৩]

২০১৩ সালে দারুল মুছান্নেফীন শিবলী একাডেমী আযমগড় হতে প্রকাশিত (যার প্রকাশনা নম্বর ১৭৫) নতুন সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ২৪৩। গ্রন্থটিতে আল্লামা শিবলীর একটি ভূমিকা সহ নতুন সংস্করণের একটি ভূমিকাও রয়েছে। গ্রন্থটিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে ৪৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইমাম গাযালীর

জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম গাযালীর জন্ম, শিক্ষা গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষার জন্য নিশাপুর ভ্রমণ, নিশাপুরের ইলমী অবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও মাদ্রাসায়ে নিযামিয়ায় শিক্ষকতা গ্রহণ, খলীফার অনুরোধে একটি গ্রন্থ রচনা, ইমাম গাযালীর বায়আত গ্রহণ, আধ্যাত্মিক সাধনা, বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়া, বাইতুল্লাহর যিয়ারত, হজ্বের সফরে কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে যাওয়া, ভ্রমণের সময় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহয়াউল উলূম রচনা করা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাসহ তার তাসাউফ ও দর্শন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডে। তার সন্তান সন্ততি ও তার ছাত্রদের সম্পর্কেও এ খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। *আল গাযালী* গ্রন্থটির ২য় খণ্ডে ইমাম গাযালী রচিত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাবলী নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইমাম গাযালীর চিন্তা, দর্শন ও তার রচনাবলীর বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্টাবলী, তার গ্রন্থাবলীর গ্রহণযোগ্যতা, তার চিন্তা ও দর্শন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম গাযালীর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাবলী সাড়া বিশ্বে আলোচিত। এ বিষয়েও আল্লামা শিবলী বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন এ খণ্ডে। পাশাপাশি তৎকালীন বিশ্বের শিক্ষা-দীক্ষার মান ও অবস্থান নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে মুলত জীবনীর চাইতে আলোচনা বেশী করা হয়েছে।[৪]

৬. *সাওয়ানেহে মাওলানা রুম:*

আল্লামা শিবলী নুমানীর আরেকটি জীবনী সাহিত্য মূলক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে *সাওয়ানেহে মাওলানা রুম* যা তিনি ১৯০২ সালে লিখেছেন। তাসাউফ জগতে বেশ পরিচিত মহামনীষী মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর জীবন ও দর্শন নিয়ে এ গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। ১৯৬১ সালে সৈয়দ ইমতিয়ায আলী তাজ মজলিসে তারাক্কীয়ে আদব লাহোর থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ২৩৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর জন্ম, শিক্ষা দীক্ষা, তার আখলাক চরিত্র ও তার সন্তানাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির ২য় খণ্ডে আত্মসংশোধন, রুমীর রচনাবলী-দীওয়ান, মসনবী, ইলমে কালাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও শিবলী এ গ্রন্থে ইলমে কালামের অধীনে আল্লাহ, নবুয়ত, মুশাহাদায়ে মালাইকা, মুজিযা, রূহ, পুনরুত্থান, জবর, কদর, তাসাউফের ওয়াহদাতুল উজুদ, ফানা-বাকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিকে জীবনী সাহিত্যে বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থও বলা যায়। কারণ আল্লামা শিবলী এ গ্রন্থে আলোচনা করতে যেয়ে দর্শন বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মাওলানা রুমীর মসনবী থেকে দর্শন খুজে বের করার

চেষ্টা করেছেন। যদিও অনেকে রুমীর মসনবী থেকে তাছাউফ খুজতে চেষ্টা করেন।[৫]

৭. *সীরাতুন্নবীঃ*

আল্লামা শিবলী নুমানীর জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে সীরাতুন্নবী (সঃ)। যা তিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে রচনা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা *সীরাতুন্নবী* গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় মুসলমানদের জন্য একটি অমুল্য রত্ম যা অন্য কোন ভাষায় খুজে পাওয়া কঠিন। আল্লামা শিবলী নুমানী পাঁচ খন্ডে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার অভিপ্রায়ে ১৯০৬ সালে এ গ্রন্থ লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যস্ততায় এ লেখা থেমে যায়। এরপর ১৯১২ সালে পুনরায় লেখা শুরু করেন।

আল্লামা শিবলী *সীরাতুন্নবী* গ্রন্থটির পাঁচটি খণ্ড সাজিয়েছেন এভাবে ঃ

১ম খণ্ড- আরব দেশের ইতিহাস, কাবা শরীফের ইতিহাস, রসূল সঃ এর জীবনী, বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ, রসূল সঃ এর চরিত্র ও তার সন্তান সন্ততি।

২য় খণ্ড- নবুয়তের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩য় খণ্ড- কুরআনের ইতিহাস

৪র্থ খণ্ড- রসূল সঃ এর মুজিযা।

৫ম খণ্ড- ইউরোপিয় ইতিহাসবিদদের লেখায় রসূল সঃ এর জীবনী এবং এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব।

সীরাতুন্নবী গ্রন্থের ১ম খণ্ড লেখা শেষ করার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং ইহকাল ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমান। ২য় খণ্ড শুরু করে যেতে পারেননি। তার লেখা প্রথম খণ্ডটি আকারে বড় হয়ে যাওয়ায় দুটি ভলিয়মে ১৯১৮ সালে তা প্রকাশ করা হয়।[৬]

বাকী ৪ খণ্ড তারই হাতে গড়া সুযোগ্য ছাত্র আল্লামা সুলায়মান নাদবী তারই স্টাইলে রচনা করে সীরাতুন্নবী গ্রন্থটি সম্পন্ন করেন।

তথ্যসুত্রঃ

১. সায়্যিদ শাহ আলী, 'সাওয়ানেহ নেগারী কা দরজা উর্দু আদব মেঁ', উর্দু *মে সাওয়ানেহ নেগারী*, করাচীঃ গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ ১৯৬১, পৃ. ১৮৯

২. জাফর আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী*, সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ৫৩

৩. ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন পৃ. ২২২

৪. সায়্যিদ শাহ আলী, 'সাওয়ানেহ নেগারী কা দরজা উর্দু আদব মেঁ', উর্দু *মে সাওয়ানেহ নেগারী, করাচীঃ* গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ ১৯৬১, পৃ. ১৯৫

৫. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, *তারীখে আদাবিয়াতে উর্দু*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮

৬. ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, পৃ. ২২২

মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) এর উর্দু জীবনী সাহিত্য

মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) ছিলেন ভারত বর্ষের অন্যতম খ্যাতনামা আলিম এবং 'নাদওয়াতুল 'উলামা'র অন্যতম সংগঠক ও দারুল উলূম নাদওয়াতুল "উলামার সাবেক পরিচালক। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দক্ষ পরিচালনায় দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা কাঙ্খিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দারুণ সফলতা লাভ করে। নাদওয়াতুল 'উলামার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখালেখির জগতেও তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু তিনটি ভাষাতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি আরবী ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। উর্দু ভাষায় রচিত তার কয়েকটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১) *ইয়াদে আইয়্যাম:*

মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) রচিত একটি অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে *ইয়াদে আইয়্যাম*। গ্রন্থটি তিনি স্বীয় ঘনিষ্ট বন্ধু নওয়াব ছদরে ইয়ারে জংগ মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শিরওয়ানীর অনুরোধে রচনা করেন। ১৩৩৭ হিজরী রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে আলীগড়ের মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে আয়োজিত একটি জলসায় উক্ত লেখাটি পাঠ করার পর কনফারেন্সের পক্ষ থেকে এ প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয় *ইয়াদে আইয়্যাম*। মূলত এই কনফারেন্সে পাঠ করার জন্যই মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শেরওয়ানী আব্দুল হাই (রহঃ)কে এই রচনাটি তৈরী করতে বলেন। পরবর্তীতে *ইয়াদে আইয়্যাম* নামেই এ রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১] গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে মাজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ থেকে। এই সংস্করণে আবুল হাসান আলী নাদবী লিখিত হাকীম মাওলানা আব্দুল হাই (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও সাথে সংযুক্ত করা হয়। বহু কিতাবের নির্যাস এ গ্রন্থটিতে জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি, গুজরাটের মন্ত্রিবর্গ ও 'উলামায়ে কিরামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি গুজরাটে মুসলিম শাসনামলের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি সাহিত্য মানে দারুন প্রশংসা অর্জন করে।

গ্রন্থটিতে যাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. আহমদ শাহ আউয়াল
২. মুহাম্মদ শাহ
৩. কুতুব উদ্দীন আহমদ শাহ
৪. মাহমুদ শাহ আউয়াল
৫. মুযাফফর শাহ হালীম
৬. বাহাদুর শাহ
৭. মাহমুদ শাহ দুওম
৮. এখতিয়ার খাঁ
৯. আফযল খাঁ
১০. ছদর খাঁ
১১. খুদাওয়ান্দ খাঁ
১২. আছেফ খাঁ
১৩. শায়েখ আহমদ
১৪. শায়েখ আলী মাহদী
১৫. মুফতী রুকন উদ্দীন
১৬. মাওলানা রাজেহ বিন দাঊদ
১৭. কাজী জাগন
১৮. মাওলানা আলাউদ্দীন
১৯. মাওলানা আব্দুল মালিক
২০. শায়খ হাসান মুহাম্মদ
২১. মাওলানা মুহাম্মদ তাহের
২২. মুফতী কুতুব উদ্দীন
২৩. আল্লামা ওয়াজিহ উদ্দীন
২৪. কাজী বুরহান উদ্দীন
২৫. মাওলানা ছিবগাতুল্লাহ
২৬. শায়খ আব্দুল কাদীর
২৭. মুহাম্মদ বিন আমর আছীফী
২৮. মাওলানা আহমদ কারদী
২৯. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদ
৩০. সায়্যিদ মুহাম্মদ রিদওয়ান
৩১. শায়খ জামাল উদ্দীন

৩২. মাওলানা নুর উদ্দীন
৩৩. মাওলানা খায়রুদ্দীন
৩৪. মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ
৩৫. মীর আবু তুরাব
৩৬. সায়্যিদ জালাল
৩৭. সায়্যিদ জাফর
৩৮. সায়্যিদ আলী
৩৯. মুল্লা আব্দুল কবী
৪০. কাজী আব্দুল ওহাব
৪১. কাজী শায়খুল ইসলাম
৪২. কাজী আবু সাঈদ
৪৩. কাজী আব্দুল্লাহ
৪৪. কাজী আব্দুল হামীদ
৪৫. শরীয়ত খাঁ
৪৬. নূরুল হক
৪৭. আব্দুল হক
৪৮. মহিউদ্দিন
৪৯. একরাম উদ্দিন

২) *গুলে রা'না:*

মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) রচিত আরেকটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে *গুলে র'না।* এ গ্রন্থটিতে উর্দু ভাষার সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে উর্দু কাব্য সাহিত্যের প্রথম যুগ, দ্বিতীয় যুগ ও তৃতীয় যুগসহ আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল উর্দু কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি উর্দু ভাষার প্রাথমিক ইতিহাস, উর্দু কাব্য চর্চার সূচনা এবং উর্দু কবিদের নির্বাচিত কবিতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন আযমগড় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ৩২ নং গ্রন্থ। গ্রন্থটির মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৩০১। গ্রন্থটির শুরুতে ১৩১০ হিজরীতে লিখিত লেখকের একটি ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থটিতে যাদের পরিচিতি এবং কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারা হলেনঃ

১. মাওলানা নুছরতী
২. শামছুদ্দীন ওয়ালী
৩. ফকীরুল্লাহ আযাদ

৪. মীর সিরাজ উদ্দীন সিরাজ
৫. মিরযা দাঊদ
৬. মীর আব্দুল ওয়ালী
৭. আরেফ উদ্দীন খাঁ
৮. শাহ মোবারক
৯. শায়খ শরফুদ্দীন মাযমূন
১০. মীর মুহাম্মদ শাকের
১১. আশরাফ আলী খাঁ ফাগাঁ
১২. মিরযা মাযহার জানে জানা
১৩. মির্যা মুহাম্মদ রফী সাওদা
১৪. মীর মুহাম্মদ তাকী মীর
১৫. খাজা মীর দরদ
১৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মীর সওয
১৭. শায়খ কিয়াম উদ্দীন কায়েম
১৮. ইন'য়ামুল্লাহ খাঁ ইয়াকীন
১৯. খাজা আহসানুল্লাহ বয়াঁ
২০. মীর মুহাম্মাদ বাকের হাজী
২১. হাকীম হিদায়েত উল্লাহ খাঁন হিদায়েত
২২. মীর মুহাম্মদ বেদার
২৩. মীর কুদরত উল্লাহ কুদরত
২৪. মীর যিয়াউদ্দীন যিয়া
২৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মীর আছর
২৬. শায়খ বাকাউল্লাহ বাকা
২৭. মীর্যা জাফর আলী হাসরত
২৮. শায়খ গোলাম হামদানী মাছহাফী
২৯. শায়খ গোলাম আলী রাসেখ
৩০. মীর গোলাম আহসান
৩১. শায়খ কলন্দর বখস জুর'আত
৩২. মীর ইনশাআল্লাহ খাঁন ইনশাঁ
৩৩. মীর্যা সা'আদাত ইয়ার খান ফেরাক
৩৪. হাকীম ছানাউল্লাহ খাঁন ফেরাক
৩৫. শাহ নাছির উদ্দীন নাছীর

৩৬. মীর নিযাম উদ্দীন
৩৭. শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহিম যওক
৩৮. বাহাদুর শাহ যুফার
৩৯. হাকীম মুহাম্মদ মুমিন খাঁন মুমিন
৪০. মাওলানা আসাদুল্লাহ খাঁন গালিব
৪১. মীর হাসান তাসকীন
৪২. নওয়াব মুস্তফা খাঁন শিফতা
৪৩. কারামত আলী শাহীদী
৪৪. শায়খ ইমাম বখস নাছেখ
৪৫. খাজা হায়দার আলী ‘আতেশ
৪৬. খাজা মুহাম্মদ ওয়াযীর
৪৭. মীর ওয়াযীর আলী ছবা
৪৮. নওয়াব সায়্যিদ মুহাম্মদ খাঁ
৪৯. মীর্যা মুহাম্মদ রেযা বার্ক
৫০. মীর আলী আওসাত রিশক
৫১. মীর্যা আছগর আলী খাঁন নাছিম
৫২. মীর মুযাফফার আলী খাঁন আছির
৫৩. শায়খ এমদাদ আলী বাহর
৫৪. মুন্সি আমীর আহমদ আমীর মিনাই
৫৫. নওয়াব মীর্যা খাঁন দাগ
৫৬. সায়্যিদ জহীর উদ্দীন জহীর
৫৭. মীর্যা কুরবান আলী সালেক
৫৮. মীর মাহদী মাজরুহ
৫৯. হাকীম যমেন আলী জালাল
৬০. শায়খ আমীরুল্লাহ তাসলীম
৬১. মৌলবী মুহাম্মদ মুহসিন
৬২. মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ
৬৩. খাজা আলতাফ হুসাইন হালী
৬৪. মৌলবী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব মিরাঠী
৬৫. সায়্যিদ আকবার হুসাইন আকবার
৬৬. মীর্যা সালামত আলী
৬৭. মীর বাবর আলী আনীস

৬৮. মাওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন

৩) *নুযহাতুল খাওয়াতির:*

আলোচ্য গ্রন্থটি মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) এর একটি কালজয়ী গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে রচিত। এতে প্রায় সাড়ে চার হাজার মনীষীদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে।[২] এ গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে লেখক আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার প্রায় তিনশত গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। হিন্দুস্তানের লেখক কর্তৃক এ পর্যন্ত যত জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বড় জীবনী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে লিখিত জীবনীগুলো বিশেষ কোন শ্রেণী বা স্তরের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং এতে 'উলামা, মাশায়েখ, বাদশা, আমীর, কবি, সাহিত্যিক এবং প্রত্যেক বিষয়ের পণ্ডিতদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া হিন্দুস্তানে মুসলমানদের আগমনের সময় থেকে নিয়ে লেখকের সময় পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে গত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মনীষীদের জীবন চরিত তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এই সময়ের প্রসিদ্ধ 'উলামায়ে কিরাম, মাশায়েখ, ইমাম, বাদশাহ, আমীর, কবি, সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবন চরিত। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তারিত ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। আরব, অনারব সর্বস্থানের প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষীদের জীবনী এতে তুলে ধরা হয়েছে। বলতে গেলে এ গ্রন্থটি মুসলিম মনীষীদের জীবনীর ওপর একটি জীবনী বিশ্বকোষ হয়ে গিয়েছে।

৪) *ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন হিন্দুস্তান মে:*

এ গ্রন্থটি মূলত আব্দুল হাই (রহঃ) লিখিত প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ *মাআারিফুল 'আওয়ারেফ ফী আনওয়ায়িল 'উলূমি ওয়াল মা'আরেফ* গ্রন্থের অনুবাদ যা দামেশকের আল মাজমাউল ইলমী আল আরাবী নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গ্রন্থটিকে *আসসাক্কাফাতুল ইসলামিয়াহ ফীল হিন্দ* নামে প্রকাশ করে। লক্ষ্মৌর দারুল মুছান্নিফীন সংস্থা গ্রন্থটিকে উর্দুতে অনুবাদ করে *ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন হিন্দুস্তান মে* নামে প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে হিন্দুস্তানের 'উলামায় কিরাম, গ্রন্থ লেখক ও গবেষকদের জীবনী, তাদের ইলমী অবদান ও রচনা সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থের ভূমিকাতে পাঠ্যসূচী বা শিক্ষা কারিকুলামের ইতিহাস ও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে যুগে যুগে কিভাবে তাতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নাহু, ছরফ, ফিকহ, ফারায়েয, হাদীস, উছুলে হাদীস, আসমাউর রিজাল, তাফসীর, তাছাউফ,

কালাম, মানতিক, ফালাসাফাহ, ইলমে মূসিকী, তিব ইত্যাদি প্রতিটি শাস্ত্রের সংজ্ঞা, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এ সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং প্রতিটি বিষয়ে হিন্দুস্তানী লেখকদের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় কাব্যচর্চার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের শেষের দিকে অন্যান্য ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের একটি তালিকাও পেশ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, *হায়াতে আব্দুল হাই (রহ.)*, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ একাডেমী, রায়বেরেলী, ২০০৪, পৃ. ৩৩২

২. মাওলানা ড. শামছে তাবরীয খান, *তারীখে নাদওয়াতুল 'উলামা*, মাজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, খ. ২য়, লক্ষ্ণৌ, ২০১৫, পৃ. ১২৫,

উর্দু জীবনী সাহিত্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম ছাত্র হলেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। যিনি পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সচিব এবং সেখান থেকে প্রকাশিত আন নাদওয়া পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উর্দু সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে জীবনী সাহিত্যে তার গ্রন্থগুলো পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ), তার প্রিয় সহধর্মিণী হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাজিঃ), মালেকী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম মালিক (রহঃ), প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়্যাম ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গুরু আল্লামা শিবলীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন চরিত ও তাদের অবদান সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তার সাহিত্যকর্মে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। নিম্নে তার জীবনী সাহিত্য গ্রন্থগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. *সীরাতুন্নবী (১ম খণ্ড):*

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত ও সমসাময়িক অবস্থা নিয়ে রচিত হয়েছে *সীরাতুন্নবী (সঃ)* গ্রন্থটি। আল্লামা শিবলী নুমানী (রহঃ) সর্বপ্রথম *সীরাতুন্নবী* গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। ৫টি খণ্ডের একটি ছক তৈরী করে গ্রন্থ লেখা শুরু করেন। ১ম খণ্ডটি লেখা শেষে ছাপানোর পূর্বেই তিনি ১৯১৪ সালে ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তারই যোগ্য শিষ্য সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৯১৮ সালে *সীরাতুন্নবী* ১ম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। আর বাকী ৪টি খণ্ড তিনি নিজেই স্বীয় উস্তাদের আঙ্গিকে রচনা করে সম্পন্ন করেন এবং নিজেকে যোগ্য উস্তাদের যোগ্য শিষ্য রূপে পরিচয় দেন। প্রথম খণ্ডটি শিবলী নুমানী যে ধারাবাহিকতায় লিখেছেন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী প্রকাশের সময় ঠিক সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সাজিয়েছেন। তবে কয়েকটি জায়গায় যেখানে কোন বাক্য বা শব্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে তিনি বৃদ্ধি বা ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে তথ্যসূত্র ছুটে গিয়েছে সেখানে তিনি তথ্যসূত্র খুঁজে বের করে লিখে দিয়েছেন। এমন কি সুলায়মান নাদবী এ খণ্ডটি প্রকাশের সময় এর সকল ঘটনাবলী, হাদীস ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মিলিয়ে দেখেছেন এবং যেখানে কিছুটা কম বা বেশী করা দরকার তা করেছেন। এ খণ্ডটি ৬২২ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এতে রাসূল (সঃ) এর জন্ম থেকে শুরু করে নবুয়তের ২০ বছর পর্যন্ত সকল কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী *সীরাতুন্নবী ১ম* খণ্ডটি প্রকাশ করে স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নুমানীর একটি অসম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। তাই এ জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম

এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে স্বীয় উস্তাদের দেয়া দায়িত্ব পালনের অনুভূতি প্রকাশ করে ভূমিকাতে লিখেনঃ

سر یۃ النبی جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہاہے، آج 7 سال کے بعد اسکی پہلی
جلد شائقین کے ہا، یہ مس میں یجاتی اپناہے اس وقت مسرت آمر یہ اطمنان سے لبریہ پاتا
ہوں کہ استاد مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں یہ جو فرض میرے سر یہ دکیا تھا یہ الحمد للہ کہ
اس کے ایک یہ حصہ سے آج سبکدوش ہوتا ہوں. [১]

তৎকালীন সুধী সমাজ অধিক আগ্রহ ভরে *সীরাতুন্নবী* (সঃ) গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। *সীরাতুন্নবী* (সঃ) ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলে সে সময়ের ‘উলামায় কিরাম কতটা খুশি হয়েছিলেন তা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহারের একট চিঠিতে ফুটে উঠেছে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার চন্দিবাড়া থেকে ১৯১৮ সালের ১লা আগস্ট সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে একটি পত্রে লিখেন “আপনি যদি পূর্বে উপলব্ধি নাও করে থাকেন তবে অন্তত আমার এখানে উপস্থিত হওয়ার পর নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, আমি সীরাতুন্নবী (সঃ) এর জন্য কতটুকু উদগ্রীব। আপনি আমার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, সম্পূর্ণটা না হলেও অন্তত অংশ বিশেষ আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কাল বিকেলে মায়ারিফ পত্রিকার উপর নজর পড়ে, সীরাতুন্নবী ১ম খণ্ড প্রকাশের শুভ সংবাদ দেখতে পাই। এখনো যদি আপনি এর একটি সংখ্যা আমার কাছে না পাঠিয়ে থাকেন, তবে বিশ্বাস করুন, আমি সমস্ত বন্ধন ছিড়ে আযমগড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়বো এবং দারুল মুছান্নিফীনের পরিবেশে এমন এক হাঙ্গামার সৃষ্টি করবো যা আপনাদের ন্যায় লেখকদের শান্তি নিবিড়তা ধুলিসাৎ করে দেবে এবং আপনাদের কানকেও বধির করে তুলবে” ।[২]

২.*সীরাতুন্নবী (সঃ)* ২য় খণ্ড ঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা *সীরাতুন্নবী* ২য় খণ্ডটি আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রহ. শিবলী রচিত *সীরাতুন্নবী সঃ* ১ম খণ্ডের স্টাইলে রচনা করেন। ৪৩৯ পৃষ্ঠার এ খণ্ডটি ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ করা হয়। সুলায়মান নাদবী এ খণ্ডে রাসূল (সঃ) এর নবুয়তের শেষ তিন বছর তথা ৯ম, ১০ম ও ১১তম হিজরীর আলোচনা তুলে ধরেছেন। এতে ১-১৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নবুয়তের ৯ম হিজরীর কথা আলোচনা করেছেন। ইসলামে নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন, ইসলামের প্রচার প্রসার, আরবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা, ইসলামী

শরিয়তের পরিপূর্ণতা, বিভিন্ন আকীদা, মোয়ামালাত ও হালাল হারামের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এখানে। ১৪৯ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ১০ম হিজরীর কথা, বিদায়ী হজ্বের আলোচনা ও নবুয়তের পরিসমাপ্তির ঘোষণা তুলে ধরা হয়েছে। ১৬৯ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাসূল (সঃ) এর ১১তম হিজরীর আলোচনা ও রসূল (সঃ) এর ইন্তেকাল প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। রসূল (সঃ) এর রেখে যাওয়া জিনিষ পত্রের বর্ণনা করা হয়েছে ১৮৬ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

এরপর রাসূল (সঃ) এর শারিরীক গঠন ও চালচলনের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ১৯৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ২২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ২২৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ২৮৫ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে রাসূল (সঃ) এর বিভিন্ন সভা, বৈঠক, বিভিন্ন বক্তৃতা, বিভিন্ন ইবাদতের প্রসঙ্গ। এরপর রাসূল (সঃ) এর আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ২৮৬ নং পৃষ্ঠা থেকে ৪২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পরিশেষে ৪২১ থেকে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা ৪৩৯ পর্যন্ত রাসূল (সঃ) এর সন্তানাদি প্রসঙ্গে এবং রাসূল (সঃ) এর সতীসাধ্বী স্ত্রীগণের সাথে তাঁর আচার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) এর আখলাক প্রসঙ্গ তুলে ধরতে গিয়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখেন:

ت علی حضرت عائشہ، حضرت انس حضرت ہند بن ابی ہالہ و عمر ۔ ے ہ جو مدتوں تک آپکی

خدمت مىں ے رہے تھے ے ،ان سب کا متفقا سا.ین ہے کہ آپ نہاىت ے ے نرم مزاج، خوش اخلاق اور نکو

ے ت تھے ے ، آپ کا چہرہ ہنستا تھا ے ، وقار و منانت سے گفتگو فرماتے تھے ے کسی کی خاتر شکنی نہىں ۔ ،،

کرتے تھے ے -৩

৩. *সীরাতুন্নবী সঃ ৩য় খণ্ড:*

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত সীরাতুন্নবী (সঃ) তৃতীয় খণ্ডটি ১৯২৪ সালে সর্ব প্রথম প্রকাশ পায়। এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৮৬৮। রাসুল (সঃ) এর মুজেযা ও নবুয়তের প্রমাণাদি নিয়ে এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। রাসূল (সঃ) এর মুজিযার স্বরূপ, মুজিযার উদ্দেশ্য, মুজিযা হিসেবে কুরআন, ফেরেশতা, মিরাজ, বক্ষ বিদীর্ণ করা, দুআ কবুল হওয়া, ভবিষ্যদ্বাণীসহ অসংখ্য মুজিযা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডে।

এ খণ্ডে কুরআনের মুজিযা সম্পর্কে যেসব অপ্রামাণ্য ও দুর্বল রেওয়ায়েত প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর সমালোচনার জন্য সুলায়মান নাদবী একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। আসমানী কিতাব সমূহে রাসূলে কারীম (সঃ) এর আগমন সম্পর্কে যে সব শুভ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এবং কুরআন হাদীসেও যার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডে। শেষের দিকে রাসূল সঃ এর বৈশিষ্ট বর্ণনার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।[৪]

৪. *সীরাতুন্নবী সঃ ৪র্থ খণ্ড:*

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত সীরাতুন্নবী সঃ ৪র্থ খণ্ডটি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ১৯৩২ সালে। এতে পৃষ্ঠা রয়েছে ৮৮৮টি। এ খণ্ডটির শুরুতে ২০৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ভূমিকা রয়েছে যাতে রাসূল (সঃ) এর নবুওয়াতের মহাত্ম, বিশেষত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর ২১০ নং পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইসলাম পূর্বে আরবের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৩৪৫ নং পৃষ্ঠা থেকে ৪০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আরবসহ সারা বিশ্বে নবুয়তের দাওয়াত পৌঁছানো প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। এরপর প্রায় চারশত পৃষ্ঠার বেশী জায়গা জুড়ে কিতাবের মূল আলোচনা তথা ইসলামী আকীদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৪০৫ নং পৃষ্ঠা থেকে ৪১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আকীদার মহাত্ম ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৪১৬ নং পৃষ্ঠা থেকে ৫৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনা প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে। ঈমান আনা প্রসঙ্গে সুলায়মান নাদবী লিখেন:

ک ے قادر مطلق اور بہمہ صفت موصوف ہستی پر لیں ے ے . اور اسکو ایک ے جاننا لعلم ے ے محمدی کی پہلی ابجد

اسلام سے پہلے جوہےاھب. ھے ے باوجود اس کے کہ خدا کی توحید اور صفات پر ایما ن رکھا . ان

مس ے ھی . داخل ھا ے مگران کی ر ے علیمات مس ے ترقیب. مفقود ھی حضرت کی آل لعلم ے ے نے

اس مسئلہ کی اصلی اہمت ،ے ے محسوس کی اور اس کو اپنے نصاب درس کا پہلا سبق اور روحانی معارف

وحقائق جسمانی اور اعمال واخلاق کا سرما . . ے د قرار دیا [৫]

এমনিভাবে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি স্থান পেয়েছ ৫৫৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ৫৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। গ্রন্থের ৫৭৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ৫৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। ৫৯৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ৬৩১ পর্যন্ত আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনার প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা কবর, হাশর, মিজান, পুলছিরাত, আলমে বরযখ এবং কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৬৩২-৭১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আখেরাতে নেকী-বদী তথা পাপ পূণ্যের প্রতিদান এবং জান্নাত-জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ৭১৪ থেকে ৮৫৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পরিশেষে তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং বিশ্বাসের ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ৮৬০ থেকে খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠা ৮৮৮ পর্যন্ত।

মোট কথা রাসূল (সঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা সীরাতুন্নবী (সঃ) এর সুবিশাল ৪র্থ খণ্ডে রসূল (সঃ) প্রবর্তিত পরিপূর্ণ ইসলামী শরিয়তের অন্যতম একটি শাখা ইসলামী আকীদা তথা আল্লাহ, নবী, রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, শেষ বিচারের দিন এবং তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৫. সীরাতুন্নবী সঃ ৫ম খণ্ড:

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখিত সীরাতুন্নবী (সঃ) ৫ম খণ্ডটি ১৯৩৫ সালে ১৩৫৪ হিঃ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী ইবাদাতের হাকীকত, ইবাদাতের প্রকারভেদ, এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় যে সকল মানব মঙ্গল নিহিত রয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এ খণ্ডটিতে ২৫৫ পৃষ্ঠা রয়েছে। খণ্ডটির শুরুতে দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্বয়ং সুলায়মান নাদবীর লিখিত একটি ভূমিকা রয়েছে। অতপর ১১ নং পৃষ্ঠা থেকে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সৎকর্ম সম্পর্কে বর্ণনার পাশাপাশি ইবাদত এর হাকীকত ও প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নামায আদায় করা। এ নামায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ৩৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ১০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৭২ পৃষ্ঠা জুড়ে। নামাযের বর্ণনা করতে গিয়ে সুলায়মান নাদবী লিখেন:

> نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار اس رحمان ورحیم کی یاد، اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسن ازل کی حمد وثنا اور اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوب سے مہجور روح کا خطاب ہے، یہ آقا کے حضور میں جسم وجان کی بندگی ہے یہ ہمارے اندرونی حساسات کا عرض نیاز ہے یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا سر رشتہ ہے ۶-

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে যাকাত। যাকাত ফরজ হওয়ার সময়কাল, যাকাতের নেছাব ও যাকাত সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দলীল

প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ১১০ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এরপর ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত রোযা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ১৪৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ১৭২ নং পৃষ্ঠা থেকে ২০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইসলামের আরেকটি মৌলিক ইবাদাত হজ্ব ও হজ্বের বিভিন্ন বিধি বিধান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের একটি অন্যতম ফজিলত পূর্ণ ইবাদাত 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডের ২১০ নং পৃষ্ঠা থেকে ২১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আর ইবাদাতে বদানী বা শারীরিক ইবাদাতের আলোচনার পাশাপাশি ইবাদাতে ক্বালবী বা আত্মিক ইবাদাতের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে ২১৭ নং পৃষ্ঠায়। ইসলামের আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যেমন তাক্বওয়া, ইখলাছ, তাওয়াক্কুল, ছবর ও শুকর বা কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ২১৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ২৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পরিশেষে ২৫৫ নং পৃষ্ঠায় একটি খাতেমা বা পরিশিষ্টের মাধ্যমে গ্রন্থের সমাপ্তি করা হয়েছে। মোট কথা ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে জানার জন্য এ খণ্ডটি একটি অন্যতম গ্রন্থ। ইসলামের মৌলিক ফরজ ইবাদাতসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি এগুলোর হেকমতসমূহের বর্ণনাও তুলে ধরা হয়েছে এ খণ্ডে।

৬. *সীরাতুন্নবী সঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড:*

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখিত সীরাতুন্নবী সঃ ৬ষ্ঠ খণ্ডটি ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। এ খণ্ডটি হযরত রাসূলে কারীম (সঃ) এর জীবন চরিত নিয়ে লেখা সীরাতুন্নবী (সঃ) সিরিজের সর্বশেষ খণ্ড। এ খণ্ডে মূলত রাসূল (সঃ) এর আখলাক ও আদব তথা সুন্দর চরিত্র ও সুন্দর চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে সুন্দর চরিত্রের গুরুত্ব ও মাহাত্ব এবং ইসলামী চাল-চলনের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এ খণ্ডে। পাশাপাশি একজন আখলাকী মোয়াল্লেম বা সুন্দর চরিত্রের মহান শিক্ষক হিসেবে রাসূল (সঃ) এর উচ্চ মর্যাদার কথাও আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডে। ৮৭১ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ খণ্ডের শুরুতে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি ভূমিকা রয়েছে যাতে আখলাকের ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অতপর ৩৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইসলামী আখলাকের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের সুন্দর চরিত্রের শিক্ষা যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণীত আছে তা আলোচনা করা হয়েছে এ খণ্ডের ১১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এতে কী কী সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করলে একজন ব্যক্তি উত্তম চরিত্রবান হতে পারবে তা আলোচনা করা হয়েছে। সুন্দর চরিত্র শিক্ষার পদ্ধতি ও উত্তম গুনাগুণ অর্জনের নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ১৮৬ থেকে ২০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

একজন মানুষের অন্য জনের উপর কী কী হক বা দায়িত্ব রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে খণ্ডের ২০৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ৩৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আখলাকের ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে খণ্ডের ৩৫১ নং পৃষ্ঠা থেকে ৫৮৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় ২৩৬ পৃষ্ঠা জুড়ে। অতপর ৫৮৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ৭৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যত আখলাকে যামীমাহ তথা বদ চরিত্রগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে ৭৮৭ পৃষ্ঠা থেকে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৮৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, ইসলামী আদব বা ইসলামী চাল চলনের সকল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

মোটকথা *সীরাতুন্নবী (সঃ)* এর এই শেষ খণ্ডটিতে হযরত রাসূলে কারীম (সঃ) এর জীবন চরিতের সকল দিকগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তম চরিত্রবান হওয়ার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। আখলাকের ফজিলত ও মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণনার পাশাপাশি ইসলামী আচার ব্যবহারের সকল দিকগুলো নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ খন্ডে।
ছয় খণ্ডে রচিত সীরাতুন্নবী (সঃ) গ্রন্থটি আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর একটি অমর কীর্তি। হযরত রসূলে কারীম (সঃ) এর জীবনী নিয়ে লেখা এই ধরণের গ্রন্থ বিশ্বে খুজে পাওয়া কঠিন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সীরাতুন্নবী (সঃ) গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেন:

> রসূল কারীমের জীবন চরিতের উপর এর চাইতে বিস্তারিত ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এ যাবত মুসলিম বিশ্বে রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।[৭]

প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীও সীরাতুন্নবী গ্রন্থ সম্পর্কে একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেন:

> ছয় খণ্ড বিশিষ্ট সীরাতুন্নবী এক মহৎ অবদান। এর জুড়ি উর্দু বা অন্য ভাষায় দূরের কথা, আরবীতেও মেলা ভার। সায়্যিদ সাহেবের কেবল মাত্র এ অবদানই তাকে মহান সুলায়মান (Sulaiman The great) রূপে আখ্যায়িত করার জন্য যথেষ্ট। তিনি যদি জীবন ভর আর কিছুই না করতেন এবং এই স্মৃতিটুকু রেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন, তবুও তাঁর সুখ্যাতি অমর হয়ে থাকতো। রাসূল কারীমের জীবনী লেখকদের প্রথম সারিতেই তিনি স্থান লাভ করতেন।[৮]

৭. সীরাতে আয়েশা রাজি.

হযরত রাসূলে কারীম সঃ এর প্রিয়তম সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাজিঃ) এর জীবনী নিয়ে লেখা *সীরাতে আয়েশা* গ্রন্থটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখিত প্রথম জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটি সুলায়মান নাদবী ১৯০৭ সালে লেখা শুরু করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক পরে তথা ১৯১৭ সালে আযমগড়ের মাআরিফ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি প্রকাশ হলে ভূপালের বেগম সাহেবা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে নগদ পাঁচশত টাকা পুরস্কৃত করেন। ৩১৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটিতে হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর জীবনী বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর জীবনে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাবলী, তার আখলাক, চাল-চলন ও অভ্যাসের বর্ণনাসহ বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটির শুরুতে ১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি ভূমিকা ও *সীরাতে আয়েশা* এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ১৯ নং পৃষ্ঠা থেকে ৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়সহ তার প্রাথমিক জীবন তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর তালীম-তরবিয়াত, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং তার বৈবাহিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৩৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। সতীনদের সাথে সদ্ব্যবহার, সৎ সন্তানদের সাথে সদাচারণ এবং স্বামীর প্রতি আন্তরিক মহব্বত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ৬৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ৮৪ পৃষ্ঠায়। হযরত আয়েশা (রাজিঃ) কে অপবাদ দিয়ে প্রচারিত প্রসিদ্ধ ইফকের ঘটনাও বিস্তারিত তথ্য বহুল আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৮৫ নং পৃষ্ঠা থেকে ১০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। সুলায়মান নাদবী হযরত আয়েশার ইফকের ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন।

ان کوششوں کی سب سے ذ ایل مثال افک یعہ ی حضرت عا ر سہ شہ یہ پر تہمت لگانے کا واقعہ ہے، معلوم

ہے کہ اس منافق گروہ سے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے ، اس بنا پر حرم

نبوت اور بارگاہ خلافت کا شہزادیوں یعہ ی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بدنام کرنے میں ان

کام کوششوں کا بڑا حصہ صرف ہوا جس کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں اور کچھ آگے آئیں

৯-

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাজিঃ) মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হবার পর তার জীবন কেমন কেটেছে তারও একটি চিত্র তুলে ধরেছেন সুলায়মান নাদবী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়া, তার ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর পিতা হযরত আবু বকর (রাজিঃ) এর ইমামত এবং হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর সাধারণ অবস্থা বর্ণনাসহ হযরত আবু বকর (রাজিঃ) হযরত উমর (রাজিঃ), হযরত উসমান (রাজিঃ) ও হযরত আলী রাদি. এর খেলাফত কালে তার অবস্থা ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ১০৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ১২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এ ছাড়াও হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর শিক্ষকতা করা, জ্ঞান ছড়ানো ও ইসলামের দাওয়াত সংক্রান্ত বিষয়সহ জংগে জামাল এর ঘটনা, হযরত মুয়াবিয়ার সময়কাল, ইয়াজিদের ঘটনা এবং হযরত ইমাম হাসান হুসাইনের শহীদ হওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থের ১২৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর চরিত্র, অভ্যাস, ও আচার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ১৫৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। কুরআন ও হাদীসের প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন হযরত আয়েশা (রাজিঃ)। হাদীস বর্ণনার সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে ১৭৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ২০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ইলমে ইজতিহাদ ও ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ ও ইলমে কিয়াস, ইলমে কালাম ও ইলমে আকায়িদ, ইলমে তিব্ব ইত্যাদি বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর অবদান তুলে ধরা হয়েছে ২০৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ২২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, বক্তৃতা, অন্যান্য নারীদেরকে শিক্ষাদান, বিভিন্ন মাসআলার ফতুয়া প্রদান এবং এসব বিষয়ে তার পারদর্শিতার বিষয়টি স্থান পেয়েছে গ্রন্থের ২৩০ নং পৃষ্ঠা থেকে ২৮১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। অবশেষে ২৮২ নং পৃষ্ঠা থেকে ২৯৭ পৃষ্ঠায় নারী জাতির উপর হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর অবদানসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্ব নারী জগতে হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর অবস্থান ও গুরুত্ব নির্ণয় করার মাধ্যমে গ্রন্থের সমাপ্তি টানা হয়েছে। তবে গ্রন্থটির শেষে হযরত আয়েশা (রাজিঃ) সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীসের একত্রিকরণ গ্রন্থ *আইনুল ইসাবা ফিমা ইসতাদরাকহু আসসায়্যিদাতু আইশা 'আলাসসাহাবা* নামক গ্রন্থটি সংযোজন করা হয়েছে। মূলত গ্রন্থটির লেখক হলেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)। এ গ্রন্থটির সম্পাদনা ও টীকা লেখার কাজ করেছেন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী।

উর্দু জীবনী সাহিত্যে সুলায়মান নাদবী রচিত *সীরাতে আয়েশা* নামক এ গ্রন্থটি অনেক গুরুত্বের দাবীদার। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর

ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্ব করেননি। জানা কোন বিষয় গোপন করেননি। হযরত আয়েশা (রাজিঃ) কে জানার জন্য এ গ্রন্থটি একটি চমৎকার গ্রন্থ। জীবনী সাহিত্য লেখার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদগণ সাধারণত ইতিহাস মূলক গ্রন্থগুলোকেই উৎস হিসেবে গ্রহণ করে থাকে কিন্তু সুলায়মান নাদবী সীরাতে আয়েশা লেখার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পন্থা অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ তথ্য হাদীসের কিতাব সমূহ থেকে নিয়েছেন। কোথাও কোথাও আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহ যেমন *তবকাতে ইবনে সুয়াদ, তাহযীবে ইবনে হাজর, ফাতহুল বারী* ইত্যাদি থেকে নিয়েছেন। তবে জংগে জামালের ঘটনাটি যেহেতু হাদীসে নববীর সাথে সম্পর্কিত নয় এ কারণে এ অধ্যায়ের অধিকাংশ তারীখে তাবারী নামক গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তবে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে।[১০]

এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সীরাতে আয়িশা গ্রন্থটি সুলায়মান নাদবীর একটি তথ্যমূলক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ।

৮. হায়াতে মালিক রহঃ

মালেকী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম মালিক রহঃ এর জীবন ও অবদান নিয়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী *হায়াতে মালিক* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি তিনি দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামায় থাকাকালে ছাত্র অবস্থায় ১৯০৭ সালে প্রবন্ধাকারে লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে ১২০ পৃষ্ঠা রয়েছে। শুরুতে একটি ভূমিকা লেখার পর ইমাম মালিক রহঃ এর জন্ম, বংশ, শিক্ষা জীবন, তার উস্তাদদের কথা, মদীনার তাবেয়ীদের কথা এবং সে সময়ের বিভিন্ন ইমামদের কথা আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ১১ নং পৃষ্ঠা থেকে ৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এর পরে তাঁর শিক্ষকতা, ছাত্রদের সাথে তার সুসম্পর্ক এবং ক্লাশের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে ৪২ নং পৃষ্ঠা থেকে ৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ইমাম মালিকের ক্লাশের অবস্থা বর্ণনা কতে গিয়ে সুলায়মান নাদবী লিখেন

مجلس میں ی عام وخاص کی تمیز ی ی . ی نہ تھی ی -ہاروں نے جب درس کی شرکت کا ارادہ کیا تو کہا کہ عام
لوگوں کو باہر کرد یجۓ ۔ ہے-امام رحمہ اللہ علیہ نے "شخصی منفعت کے لئے عام افادہ کا خون نہیں . ،،
کیا جاسکتا ১১

গ্রন্থের ৫৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমাম মালিকের ফিকহী বিষয়ে বিভিন্ন মাসআলার ফতুয়া আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ইমাম মালিকের সাধারণ জীবন

যাপনের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি খেলাফতে আব্বাসীয়া, বাদশাহ মনসুর, বাদশাহ হারুনুর রশিদ প্রমুখ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৬৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ৭৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। গ্রন্থের ৮০ নং পৃষ্ঠা থেকে ৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমাম মালিকের চরিত্র, অভ্যাস ও নিজস্ব নিয়মনীতি আলোচনার পাশাপাশি তার মৃত্যুর কথা, জানাযা ও শোকগীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের একেবারে শেষ ভাগে ৯১-১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমাম মালিকের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি একটি খাতেমা বা পরিশিষ্টের মাধ্যমে গ্রন্থের ইতি টানা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ইমাম মালিক (রহঃ) সম্পর্কিত উর্দু ভাষার প্রথম গ্রন্থ। তথাপি জীবনী সাহিত্য হিসেবে গ্রন্থটি এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। এছাড়াও মদীনার তাবেয়ীদের অবস্থা, হেজাযের ফকীহ ইমামদের অবস্থা, ইলমে হাদীসের প্রাথমিক ইতিহাস এবং হাদীস একত্রিকরণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরামদের অক্লান্ত পরিশ্রম ইত্যাদি বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ইমামের দরস বা শিক্ষা পদ্ধতি, ছাত্র পরিচিতি, ফতওয়া দান এবং তার *মুয়াত্তায় মালিক* সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। মোটকথা *হায়াতে মালিক* গ্রন্থটি ইমাম মালিক(রহঃ) সম্পর্কে জানার জন্য এবং সে সময়ের ফিকহী ও ইলমে হাদীসের ইমামদের সম্পর্কে জানার জন্য একটি অন্যতম গ্রন্থ।

৯. ইয়াদে রাফতেগা:

আল্লামা সুলায়মান নাদবী লিখিত জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হল *ইয়াদে রফতেগাঁ*। বিদায়ীদের স্মরণে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি মূলত ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ের শোঁক গাথা ইতিহাস। এ গ্রন্থটি ১৯৫৪ সালে দারুল মুছান্নেফীন শিবলী একাডেমী, আযমগড় থেকে প্রকাশ করা হয়। সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থটিতে ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ে মৃত্যুবরণকারী ১৩৫ জন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ বক্তিবর্গের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের পাশাপাশি তাদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সব ব্যক্তিদের মধ্যে নিজের শায়েখ, ওস্তাদ, বন্ধুবান্ধব ও দ্বীনদার মুসলিমসহ, হিন্দু, খ্রিষ্টান, ভারতীয়, ইংরেজ, মিশরীয়, তুর্কি, জজ, ব্যরিষ্টার, আলিম, পীর, ফকীর, শিক্ষক ও কবি প্রমুখ রয়েছেন। তাদের সম্পর্কে টুকরো কাহিনী তাদের অবদান, সুলায়মান নাদবীর সাথে তাদের সম্পর্ক, সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান, গ্রন্থাবলী, কর্ম, স্মারক ইত্যাদি বিষয়াবলী তুলে ধরেছেন। তাদের জন্ম ও মৃত্যু সন উল্লেখ পূর্বক তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে ১৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রে পাওয়া, সবার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা একটি কঠিন কাজ। যা সুলায়মান নাদবী সম্ভব করে দেখিয়েছেন।

গ্রন্থটিতে ৫১৯ পৃষ্ঠা রয়েছে। এ বিশাল গ্রন্থটি শুরু করা হয় সুলায়মান নাদবীর প্রিয় শিক্ষক ও গুরু আল্লামা শিবলী নুমানীকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে। এ প্রবন্ধটি শিবলী নুমানীর মৃত্যুর উপর লেখা প্রথম প্রবন্ধ যা লাহোরের জামিনদার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ প্রবন্ধটি ১৯৪১ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত মাআরিফ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিবলী নুমানী সর্ম্পকে লিখতে গিয়ে সুলায়মান নাদবী লিখেন:

> مولانا شبلی مرحوم اس بزم لمکں ... سب سے پہلے پہلے بھں ... ھے-ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ان دو گرہوں کے مجمع البحرین ... تھے ... قدیم علوم سے بہرور تھے اور جدید سے اپنے ہم عصروں کی طرح آشنا تھے ... قدیم علوم میں ... تھی ... اللہ تعالی نے گونا گونی کے ... صلاحیتیں اور قابلیتیں ان کی ذات میں ودیعت رکھی تھیں ... -اس لئے تماشا گاہ عالم ... کمال کا جوجوہر انہوں نے دکھایا ... ہے کہ دنیا ... زمانہ تک اس کی مثال پیش نہ کرسکے گی- ١٢

শিবলী নুমানীর মৃত্যুর পর ১৯১৭ সালের ২৭ জানুয়ারী সুলায়মান নাদবীর বন্ধু নওয়াব ওকারুল মুলক মৃত্যুবরণ করলে তার মনে শোকের দাগ কাটে। তিনি মরহুমের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে শোঁক গাথা রচনা করেন। এভাবে আস্তে আস্তে ১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোট ১৩৫ জনের জীবনী মূলক শোকগাথা প্রবন্ধাবলী তুলে ধরেছেন এই *ইয়াদেরফতেগাঁ* নামক গ্রন্থে।

এ গ্রন্থে যাদের শোঁকগাথা জীবনী আলোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলোঃ

১. মৌলবী মুহাম্মদ ইসমাইল মিরাঠী (মৃ. ১৯১৭)
২. মৌলবী আঃ গনী সাহেব ওয়ায়েসী (মৃ-১৯১৮)
৩. মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ টুঙ্কি (মৃ- ১৯২০)
৪. আকবর ইলাহাবাদী (মৃ- ১৯২১)
৫. মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব আনসারী (মৃ- ১৯২২)
৬. হাকীম সায়্যিদ আঃ হাই সাহেব (মৃ-১৯২৪)
৭. শায়খ আহমদ আলী সাহেব (মৃ. ১৯২৫)
৮. মাওলানা আব্দুর বারী ফিরিঙ্গী (মৃ- ১৯২৬)
৯. জনাব সা'দ আযীমাবাদী (মৃ- ১৯২৭)
১০. সৈয়দ আমীর আলী (মৃ. ১৯২৮)

১১. মাওলানা হাবীবুর রহমান ওসমানী (মৃ ১৯২৯)
১২. আফতাব আহমদ খান (মৃ ১৯৩০)
১৩. সায়্যিদ জালব দেহলবী (মৃ. ১৯৩১)
১৪. মাওলানা আব্দুল মাজেদ বাদাউনী (মৃ. ১৯৩২)
১৫. মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃ. ১৯৩৩)
১৬. মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ শামুলী (মৃ. ১৯৩৭)
১৭. শাহ সুলায়মান সাহেব পাহলোয়ারী (মৃ. ১৯৫৩)
১৮. মুন্সি প্রেমচাঁদ (মৃ. ১৯৩৫)
১৯. স্যার রাস মাসউস (মৃ. ১৯৩৭)
২০. আল্লামা ড. ইকবাল (মৃ. ১৯৩৮)
২১. মাওলানা শওকত আলী (মৃ. ১৯৩৯)
২২. মাওলানা সাজ্জাদ হোসাইন (মৃ. ১৯০)
২৩. মাওলানা ইনায়াত উল্লাহ ফারাঙ্গী (মৃ. ১৯৪২)
২৪. সায়্যিদ সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম (মৃ. ১৯৪৪)
২৫. হাফেজ ফজলুর রহমান সাহেব নাদবী (মৃ. ১৯৪৫)
২৬. হাকীম হাবীবুর রহমান সাহেব ঢাকা (মৃ. ১৯৪৭)
২৭. কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (মৃ. ১৯৪৮)
২৮. মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (মৃ. ১৯৪৯)
২৯. মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (মৃ. ১৯৫০)
৩০. হাসরত মোহানী (মৃ. ১৯৫১) ও
৩১. মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ (মৃ ১৯৫২).

এ ছাড়াও আরো বহু মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনী তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। এ সকল বড় বড় বিশিষ্ট লোকদের জীবনী সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি উর্দু সাহিত্যের এক দুর্লভ গ্রন্থ। এত সব লোকের জীবনী একত্র করা সত্যিই এক মহান কাজ, মহান হৃদয়ের পরিচয় বহন করে, যা ভারত উপমহাদেশের যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই একটি দুরুহ কাজ। সুলায়মান নাদবী নিজেই গ্রন্থটির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন।

تارح یہ کا اىک یہ اہم کلانامہ وفا یہ یت یعہ یہ ی ھر یہ اروں، لاکھوں بزرگوں، فاضلوں، ادىو یہ ں، اور
ں کی وفا یہ یت کی تارح یہ کا ر یہ عدیں یہ ہے، تارح یہ کی اس صنف پر بہت سی کتابیں یہ یہ مدون

کیا عجب ہے کہ شذرات کا یہ حصہ ایک دن اس عہد کے وفیات کے اوراق بن

১৩

এ গ্রন্থের ভূমিকায় সায়্যিদ আবু আসিম এডভোকেট তার মতামত তুলে ধরেন। যেমন তিনি বলেন:

صف ... میں تقریبا. نصف صدی کی داستان غم ہے یہ صرف ان مضامیں کا مجموعہ ہیں

جو علامہ سید سلیمان ندوی نے جانے والوں کے غم میں سپرد قلم کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے

دل کے ٹکڑے ہیں جو صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں، یہ چالیس سال کے آنسو ہیں، جو قطرہ قطرہ گر

کر سمندر کی شکل میں جمع ہو کر عبرت کا ایک مرقع بن گیا ہے. 1914ء سے لیکر اپنی

وفات سے کچھ پہلے 1953ء تک کی ایک درد بھری کہانی ہے-১৪

১০. *খ্যায়াম:*

সুলায়মান নাদবীর আরেকটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ হচ্ছে *খ্যায়াম*। প্রখ্যাত কবি ও জোর্তিবিজ্ঞানী উমার খ্যায়ামের জীবনী ও তার বিভিন্ন অবদান নিয়ে এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। ১৯৩৩ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। ওমর খ্যায়াম ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি, দার্শনিক ও ধমীর্য় জ্ঞানে পারদর্শী ইতিহাসের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যিনি ছিলেন আবু আলী সীনার সমসাময়িক। ইমাম গাযালীর মতে, ইলমে কিরআতে ওমর খ্যায়াম এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে, তৎকালীন সময়ে এ বিষয়ে তার মত পারদর্শী লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল।[১৫]

আল্লামা সুলায়মান নাদবী *খ্যায়াম* নামক গ্রন্থে উমার খ্যায়াম এর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরার পাশাপাশি তার সম্পর্কে ইউরোপিয়ানদের বিভিন্ন সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। ইউরোপিয়ানরা উমার খ্যায়ামকে একজন মদ্যপ কবি হিসাবে চিত্রায়িত করেছে। সুলায়মান নাদবী এ সব বক্তব্য ভুল প্রমাণ করেছেন। সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থে জোড়ালো ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, উমার খ্যায়াম একজন খাটি আমলদার মুসলমান ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন এবং একজন প্রখ্যাত কবি ও জোর্তিবিজ্ঞানী ছিলেন। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে সুলায়মান নাদবী ওমর খ্যায়ামের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ, তার কয়েক জন ছাত্র ও

শাগরেদ, বিভিন্ন বিষয়ে তার গ্রন্থাবলী ও তার কাব্যচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেছেন।

তথ্যসুত্রঃ

১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, ভুমিকা, *সীরাতুন্নবী (সঃ)* ১ম খণ্ড, আযমগড়, দারুল মুছান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬ হিজরী, পৃ. ৮

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সন-১৯৮০, পৃ. ৩৩৮

৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *সীরাতুন্নবী সঃ*, ২য় খণ্ড, আযম গড় , মাতবায়ে মায়ারিফ,চতুর্থ প্রকাশ, ১৩৬৯ হিজরী, পৃ. ২৯২

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ. পৃ. ৩৪১

৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *সীরাতুন্নবী সঃ ৪র্থ* খণ্ড, আযম গড় , মাতবায়ে মায়ারিফ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৬ হিজরী, পৃ. ৪১৬

৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *সীরাতুন্নবী সঃ* ৫ম খণ্ড, আযম গড়, মাতবায়ে মায়ারিফ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৬ হিজরী, পৃ. ৩৭

৭. ড. মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ, পৃ. ৩৪৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

৯. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *সীরাতে আয়েশা*, করাচী, উর্দু একাডেমী, সিন্দ, ১৯২০, পৃ. ৮৫

১০. সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, *মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কী তাছানীফ*, ১ম খণ্ড, সন ২০১১, পৃ. ১৪০-১৪১

১১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *হায়াতে মালেক*, দারুল মুছান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, আযমগড়, ১৯১৭, পৃ. ৪৫

১২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *ইয়াদে রফতেঁগা*, দারুল মুছান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, আযমগড়, ২০১২, পৃ. ১১

১৩. সুলায়মান নাদবী, ভূমিকা, *ইয়াদে রফতেঁগা, পৃ.৫*

১৪. সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পৃ. ২৯৫

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য

নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম ছাত্র হলেন মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রবন্ধ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে কলম চালিয়েছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রকাশিত *আননাদওয়া* পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।[১] আল্লামা শিবলীর পরামর্শে তিনি মাওঃ আবুল কালাম আযাদের *আল-হেলাল* পত্রিকায়ও কিছু দিন সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[২]

তিনি উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, এর মধ্যে জীবনী সাহিত্যমুলক গ্রন্থগুলো চোখে পড়ার মত। তার রচিত *সীরাতে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয*, *ইকবালে কামেল*, *ইমাম রাযী* গ্রন্থগুলো পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে। নিম্নে তার জীবনী সাহিত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১. *সীরাতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয*

ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে পরিচিত ওমর ইবনে আব্দুল 'আযীযকে নিয়ে লেখা *সীরাতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয* গ্রন্থটি মাওঃ আব্দুস সালাম নাদবীর একটি অনন্য জীবনী সাহিত্য কর্ম। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। এটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত ১২ নম্বর গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় সম্ভবত এটিই উমর ইবনে আব্দুল আযীযের উপর লেখা সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর পূর্বে উর্দু ভাষায় উমর ইবনে আব্দুল আযীযের উপর তেমন কোন বিশুদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আব্দুস সালাম নাদবী নিজেই এর ভূমিকাতে লিখেন-

> ہماری عربی زبان میں بہت سی معتبر سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان
> مرقعوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تصویر کے اصل خد و خال نمایاں نہیں ہو سکتے اس لئے ان کے شایان
> شان ایک دوسری تصنیف کی ضرورت تھی اور اسی ضرورت نے مجھ کو اس کتاب کے لکھنے پر مجبور کیا[৩]

১৯৪৬ সালে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণে ভূমিকার পর মূল গ্রন্থ শুরু হয়েছে। ২০২ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে ১-৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথম প্রকাশের ভূমিকা রয়েছে যাতে বইটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

কয়েকটি মূল শিরোনাম দিয়ে গ্রন্থটির অধ্যায়গুলো ভাগ করা হয়েছে। দীবাচেহ শিরোনামে ৪ পৃষ্ঠা থেকে ৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বনু উমাইয়্যার খেলাফত ব্যবস্থা, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনকাল, বনু উমাইয়্যার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৭ থেকে ১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের বংশীয় অবস্থা, জন্ম, শিক্ষা, বিবাহ, মদীনার শাসন কার্য, মসজিদে নববী নির্মাণ, মদীনার চতুর্দিকে

মসজিদ নির্মাণ, হাজীদের সেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২৯ পৃষ্ঠা থেকে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের খেলাফতকাল, বনু উমাইয়্যা কর্তৃক জবর দখলকৃত সম্পদের প্রত্যার্পণ, মৃত্যু ও তাকে নিয়ে লেখা মরছিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৫৯ পৃষ্ঠা থেকে ৬৩ পর্যন্ত তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৬৪ থেকে ১১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, পোশাক, খানা-পিনা, ব্যবহার, প্রজাদের প্রতি সহমর্মিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১০০ থেকে ১১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার ইবাদত বন্দেগী, খোদাভীতি, মহব্বতে রসূল ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। ১৫০ থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার খেলাফতের দায়িত্ব পালন ও তার খেলাফতের বৈশিষ্ট, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, প্রজাদের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বনু উমাইয়্যাদের শাসনামলে তাদের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড এবং ২০০ থেকে ২০২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বনু উমাইয়্যাদের পতনের কারণ তুলে ধরে গ্রন্থটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রজাদের খোঁজ খবর নিতেন, তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সাধ্যমত প্রজাদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তার প্রচেষ্টায় প্রজাদের মাঝে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। এর একটি দৃষ্টান্ত আব্দুস সালাম নাদবী নিম্নোক্ত লেখায় তুলে ধরেন। যেমন তিনি লিখেন-

ایک بار مدینہ سے کوئی شخص آیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے اہل مدینہ کے حالات پوچھے اور کہا
کہ ان مسکینوں کا کیا حال ہے جو فلاں فلاں جگہ بیٹھے رہتے تھے اس نے کہا کہ اب وہ وہاں سے اٹھ گئے خدا نے
ان کو بے نیاز کر دیا، یہ لوگ دراصل غرباء تھے جو مسافروں کے لئے چارہ بیچتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز
کے زمانے میں ان سے چارہ مانگا گیا تو کہا کہ اب ہم کو عمر بن عبد العزیز کے عطیہ نے اس تجارت سے بالکل
بے نیاز کر دیا۔[৪]

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয যিম্মী তথা অমুসলিমদের প্রতি দারুন সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের অধিকার আদায়ে পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমানদের পাশাপাশি তাদের জানমালের নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অন্যায় ভাবে কেউ অমুসলিমদের জান মালের ক্ষতি সাধন করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। মুসলমান হলেও এই শাস্তি থেকে সে রেহাই পেত না। কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হলে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কাছে সোপর্দ করতেন, ইচ্ছে হলে তারা তাকে ক্ষমা করে দিত অথবা কিছাছ গ্রহণ করত। এর একটি দৃষ্টান্ত আব্দুস সালাম নাদবী এভাবে তুলে ধরেন-

حضرت عمر بن عبد العزیز نے ذمیوں کی جان کو ہمیشہ مسلمانوں کی جان کے برابر سمجھا، ایک بار کسی
مسلمان نے حیرہ کے کسی ذمی کو قتل کر ڈالا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل
کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دو، چاہے وہ قتل کرے چاہے معاف کر دے، چنانچہ اس نے قاتل کو
اسی کے حوالے کر دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔[৫]

মোট কথা এ গ্রন্থের মধ্যে আব্দুস সালাম নাদবী খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের জীবনের প্রতিটি চিত্র বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন যার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২. *ইমাম রাযী:*

ইমাম রাযী গ্রন্থটি মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর লিখিত এক অমর কীর্তি। তিনি ইমাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফখরুদ্দীন রাযীর বিভিন্ন গ্রন্থ ও তার দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে এ গ্রন্থটি লেখেন। এ গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন এর ৭৫তম প্রকাশনা যা ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকেই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় যার মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ২৭১টি। গ্রন্থের শুরুতে লেখক দুই পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন যার মধ্যে গ্রন্থটির গুরুত্ব, লেখার কারন এবং এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট ও বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমাম রাযীর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এতে তার বংশ পরিচয়, জন্ম, শিক্ষা, লালন পালন, ভ্রমণ, ধন-সম্পদ অর্জন, সমকালীন বাদশার পক্ষ থেকে সম্মান প্রাপ্তি, কর্মজীবন, মৃত্যু, পরিবার, সন্তানাদি, তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর ইমাম রাযীর গ্রন্থাবলী যেমন *তাফসীরে কাবীর*, *তাফসীরে সূরায়ে ফাতিহা*, *তাফসীরে সূরায়ে বাকারা*, *আল-আরবাইন ফী উসূলিদদীন*, *নেহায়াতুল 'আকল*, *কিতাবুল কাযা ওয়াল কদ্‌র*, *ইসমাতুল আম্বিয়া*, *রিসালাহ ফিননাবুয়্যাহ*, *তাম্বীহুল ইশারাহ*, *রিসালাহ ফিররসূল*, *কিতাবুর রেআয়াহ*, *কিতাবুল আখলাক*, *মানাকিবে ইমাম শাফেয়ী*, *ফাযায়েলুস সাহাবাহ*সহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ৮০টি গ্রন্থ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ইমাম রাযীর দর্শন ও তর্ক শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইমাম রাযী প্রদত্ত প্রমাণাদিসহ ইমাম রাযীর মতামত তুলে ধরা হয়েছে ৬৩-৩৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

আল্লাহ তায়ালা ইমাম মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফখরুদ্দীন রাযীকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় প্রকার ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন। একদিকে তিনি যেমন তৎকালীন যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন ছিলেন অপরদিকে প্রচুর ধন সম্পদেরও মালিক ছিলেন। ইমাম রাযীর এ বিষয়গুলো আব্দুস সালাম নাদবী এভাবে তুলে ধরেন:

> صاحب کو دی ی ۔ ودسو ۔ ی دونوں قسم کی برکتیں ی ی اور سعادتیں ی ی حاصل ہوئی ایک ی طرف طبقات الشافعیہ
> میں ی امام صاحب کا شمار اہل تصوف میں ی کیا ہے دوسری طرف شہرزوی نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے
> انتقال کیا تو ان کے پاس دسو ۔ ی ی ساز وسامان میں ی مال، اولاد، لونڈی، غلام سب کچھ تھا جو ی اور ان
> لونڈیوں اور غلاموں میں ی انہوں نے سب کو موت کے وقت آزاد کر دیا اور ہر ایک ی کو تھو ی ڑا تھو ی ڑا سا مال
> بھی ۔ دیا، شذرات الذہب میں ی ہے کہ امام صاحب نے مرنے کے بعد بہت بڑا ترکہ چھو ڑا جس میں ی اسی
> ہزار اشرفیا ۔ یں تھیں ی ی [৬]

৩. *ইকবালে কামেল*

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী কর্তৃক লিখিত আরেকটি বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে *ইকবালে কামেল*। ড. মুহাম্মদ ইকবালের জীবন, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা নিয়ে এ গ্রন্থটি লেখা হয়। ১৯৪৮ সালে দারুল মুছান্নিফীন আযমগড় থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। এটি দারুল মুছান্নিফীনের ৭৩তম প্রকাশনা। পরবর্তীতে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৭৮ সাল মোতাবেক ১৩৯৮ হিজরীতে মাতবায়ে মাআরিফ আযমগড় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির ৪র্থ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৪০০টি। গ্রন্থটির শুরুতে ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখকের একটি দিবাচাহ তথা ভুমিকা রয়েছে। ভুমিকাতে তিনি গ্রন্থটির গুরুত্ব এবং গ্রন্থটি লেখার কারণ তুলে ধরেছেন। এর পর ৬ থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ড. মুহাম্মাদ ইকবালের জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার জন্ম থেকে নিয়ে শিক্ষা জীবনসহ লন্ডন ভ্রমণ, সেখানে ব্যারিস্টারী পাশ করা, লন্ডন থেকে ফিরে আসা, এরপর আফগানিস্তান সফর, স্পেন সফরসহ বিভিন্ন সফরের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও তার জাতীয় খেদমতসহ বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করে সভাপতির পদে আসীন হয়ে লেকচার প্রদানের বিষয়গুলো নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর তার অসুস্থ হয়ে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করা, তার পরিবার, সন্তানাদি, তার স্বভাব-চরিত্র, জীবন-জীবিকা, ইবাদত-বন্দেগী, পোশাকাদি, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদিসহ জীবনের শেষ অধ্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৩৮-৯৪ পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলোতে। এরপর ৯৪-৩৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আড়াইশ পৃষ্ঠা জুড়ে ড. মুহাম্মদ ইকবালের গ্রন্থাবলী যেমন *পয়ামে মাশরিক*, *বাঙ্গে দারা*, *জাবেদ নামা*, *বালে জিবরীল*, *যরবে কালীম*, *আরমুগানে হিজায* সহ তার বিভিন্ন রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । এ ছাড়াও ড. মুহাম্মদ ইকবালের কাব্য চর্চা, তার কাব্য চর্চার বিভিন্ন যুগ, তার উর্দু কবিতা, গযল, মরছিয়া, মছনবী, কিতআত, রুবাইয়াত ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তার বিভিন্ন দর্শন জাতীয় কবিতা যেমন মিল্লাত, খুদী, বেখুদী, মরদে মুমিন ইত্যাদিসহ ফার্সী কবিতাগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে ড. মুহাম্মদ ইকবালের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার না'তিয়া কালাম দিয়ে গ্রন্থটি শেষ করা হয়েছে।

যে যুগে আব্দুস সালাম নাদবী এ গ্রন্থ লেখায় হাত দেন তখন সম্ভবত ড. মুহাম্মদ ইকবালের উপর নিয়মতান্ত্রিক পরিপূর্ণ তেমন কোন গ্রন্থ ছিল না। তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলো সামনে রেখে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ সম্পর্কে আব্দুস সালাম নাদবী নিজেই ভূমিকাতে লেখেন-

> ڈاکٹر صاحب کے سوانح وحالات پر اگرچہ کوئی مکمل مضمون کوئی مکمل رسالہ اور کوئی مکمل کتاب نہیں لکھی
> گئی تاہم اخبارات و رسائل میں اس کا مواد اس کثرت سے موجود ہے کہ ان کو یکجا کرکے ڈاکٹر صاحب کے سوانح
> وحالات کو مکمل صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے-[৭]

মূলত এ গ্রন্থে ড. মুহাম্মাদ ইকবালের জীবনীর চাইতে তার কাব্যচর্চা ও গ্রন্থ সম্পর্কে বেশী আলোচনা করা হয়েছে এবং তার কাব্যিক বিষয়ের মমার্থগুলো বেশী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী, *পুরানে চেরাগ-খ.* ২, করাচীঃ মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৮১, পৃ. ২৯০

২. মাও. সালমান নাসীম নাদবী, আলহেলাল কী ইদারাত আওর নাদবী ফুযালা, *তামীরে নূ* (বিশেষ সংখ্যা- ২০০৮-২০০৯), সম্পাদকঃ তারিক সফীক নাদবী, পৃ. ৩৮

৩. মাওঃ আব্দুস সালাম নাদবী, *সীরাতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয*, আযমগড়, প্রকাশকঃ দারুল মুছান্নিফীন, ১৯৪৬, ভূমিকা, পৃ.৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৬. আব্দুস সালাম নাদবী, *ইমাম রাযী*, আযমগড়ঃ দারুল মুছান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ২৭

৭. ড. মুহাম্মদ উমর রেজা, *উর্দু মে সাওয়ানেহে আদব ফন আওর রেওয়ায়াত*, এস. এইচ অফসেট প্রিন্টার্স, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ-২০১১, পৃ. ৩৯৬

আবুল হাসান আলী নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য

বর্তমান বিশ্বের সেরা দার্শনিক, পণ্ডিত, ইসলামী চিন্তাবিদ, আরবী ও উর্দু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনাকারী, বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট, ইতিহাসবিদ, ভাষাবিদ, আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী ১৯১৪ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলা শহরের বিখ্যাত সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি ভারতের 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা', দারুল উলূম দেওবন্দ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নামী দামী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সচিব ও আমৃত্যু মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

তিনি আরবী ও উর্দু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উর্দু ভাষায় এ যাবত প্রকাশিত তার গ্রন্থের সংখ্যা ২৬৫, আরবী ভাষায় ১৭৬। তার লিখিত অধিকাংশ বই আরবী, ইংরেজী, ফার্সী, হিন্দি, ফরাসী, তুর্কি, বাংলা, তামিল, মারাঠা, গুজরাটি, ইন্দোনেশিয়ানসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[২] বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত তার প্রায় পয়ত্রিশটি বইয়ের অনুবাদ হয়েছে।

আবুল হাসান আলী নাদবী উর্দু সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে উর্দু জীবনী সাহিত্যে তার অবদান অতুলনীয়। নিম্নে তার জীবনী সাহিত্যমূলক কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. *পুরানে চেরাগ*

জীবনী সাহিত্যে আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি অসাধারণ কীর্তি হলো *পুরানে চেরাগ* (পুরানো প্রদীপ) নামক গ্রন্থ। তিনি উপমহাদেশের বড় বড় আলিম, সাহিত্যিক, সংস্কারক, পীর, শিক্ষাবিদ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। একই সাথে তার কয়েকজন প্রিয়জন যারা ব্যক্তিজীবনে অনেক খ্যাত ছিলেন তাদের জীবনীও এনেছেন এ গ্রন্থে। ঠিক পুরানো জীবনী লেখার স্টাইলে লেখা নয় এটি বরং তার মনে পড়া বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। এতে তাদের জীবনী, তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া টুকরো কাহিনী, তাদের অবদান, আবুল হাসান আলী নাদবীর সাথে তাদের সম্পর্ক, সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিকে স্মৃতিচারণধর্মী

লেখাও বলা যায়। গ্রন্থটি তিনি ২ খণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রথম খণ্ডে ৪৬৪ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৩২ পৃষ্ঠা। উভয় খণ্ড প্রকাশ করেছে মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী।

১ম খণ্ডে ১৮ জন ব্যক্তির জীবনী তুলে ধরা হয়েছে তারা হলেন:
(১) মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী (২) মাওলানা সায়্যিদ মানাজিরে আহসান গিলানী (৩) মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (৪) হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (৫) মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (৬) মাওলানা অসীউল্লা ফাতাহপুরী (৭) শায়খুল হাদীস হায়দার হাসান খাঁ টুঙ্কী (৮) মাওলানা খলীল আরব (৯) মাওলানা সায়্যিদ তালহা হাসানী (১০) শাহ হালীম আতা সালুনী (১১) সায়্যিদ হাসান মুসান্না নাদবী (১২) সায়্যিদ সিদ্দিক হাসান (১৩) সায়্যিদ খলীল নাটোরী (১৪) মাসউদ আলম নাদবী (১৫) জিগার মুরাদাবাদী (১৬) ড. সায়্যিদ মাহমুদ (১৭) আব্দুল জলীল ফারীদী (১৮) শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী।

২য় খণ্ডে ২৪ জনের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে, তারা হলেন:
(১) মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার (২) নবাব সদর ইয়ারজঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁ শেরওয়ানী (৩) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (৪) ড. জাকির হুসায়ন (৫) আলহাজ্ব মুফতী আমীনুল হুসাইনী (৬) মাওলানা মাসউদ আলী নাদবী (৭) মাওলানা আব্দুল বারী নাদবী। (৮) মাওলানা মুহাম্মদ সালীম মাক্কী (৯) মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (১০) প্রফেসর রঈস আহমদ সিদ্দীকী (১১) চৌধুরী গোলাম রসূল মেহের (১২) মাওলানা মাহেরুল কাদেরী (১৩) মাওলানা আব্দুস সাকুর ছাহেব ফারুকী (১৪) আল্লামা বাহজাতুল বেতার (১৫) মাওলানা আব্দুল আযীয মায়মুন (১৬) মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াইছ নাদবী (১৭) সূফি আব্দুর রব ছাহেব এম এ (১৮) মাওলানা সায়্যিদ আবু বকর গযনবী (১৯) মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী (২০) মাওঃ সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদী (২১) মাওলানা সায়্যিদ আবুল খায়র বারক (২২) আমাাতুল্লাহ তাছনিম ছাহেবে মরহুমাহ (২৩) মুহাম্মদ আল হাসানী উরফে মুহাম্মদ মিয়া মরহুম (২৪) মৌলবী ইছহাক জালিস নাদবী প্রমূখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩]

পুরানে চেরাগ গ্রন্থে আবুল হাসান আলী নাদবী যাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে পড়া বিষয়গুলোই তুলে ধরেছেন। তিনি ছোট বেলায় আযাদকে

কখন দেখেছেন, কিভাবে দেখেছেন, কেমন দেখেছেন, কতবার দেখেছেন, কাদের সাথে দেখেছেন, নিজেদের মধ্যে কি কথোপকথন হয়েছে, এ সব বিষয়গুলো তিনি স্মৃতি থেকে মনে করে করে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি মুহূর্তের মধ্যেই যে কোন একটি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখে দিতে পারতেন। তার সম্পর্কে এমনই একটি ছোট ঘটনা আবুল হাসান আলী নাদবী এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন যে, একদা আল্লামা শিবলী একটি ইলমী মজলিসে তার প্রিয় যোগ্য ছাত্রদের নিকট থেকে কোন বিষয়ে একটি লেখা চাইলেন। ছাত্ররা ছিল ইলমী যোগ্যতায় বড় পারদর্শী। তারা সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে শিবলীর হাতে দিল, কিন্তু তিনি লেখাগুলো দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি কয়েকবার তাদের দিয়ে প্রবন্ধটি লিখালেন কিন্তু একটি বারও তা তার কাছে মনঃপুত হলোনা। পাশেই এক কোনায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বসা ছিলেন। তিনি সবই শুনতে ছিলেন। শিবলী তাকে ডেকে তিনি কি চাচ্ছেন তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তৎক্ষণাৎ একটি প্রবন্ধ লিখে শিবলীর হাতে দিলেন। শিবলী তা পড়ে বললেন, আমি এটাই চাচ্ছি। আবুল কালাম আযাদ সম্পর্কে এমনই ছোট ছোট বহু মনে পড়া ঘটনা আবুল হাসান আলী নাদবী এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

আবুল হাসান আলী নাদবী একেবারে ছোট সময় থেকেই আবুল কালাম আযাদকে একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন। মেমোরিয়াল হলে "হিন্দু মুসলিম ঐক্যের আহ্বান" শিরোনামের উপর একটি সেমিনারে আবুল কালাম আযাদ উপস্থিত হয়েছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলীসহ আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেলে হলের এক কোনায় সকলেই আবুল কালাম আযাদের ইমামতিতে নামায আদায় করেন। আবুল হাসান আলী নাদবীও সেখানে তাদের সাথে নামায আদায় করেন। এখানেই তিনি তাকে সর্বপ্রথম অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেন। এ বিষয়টিও তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আবুল হাসান আলী নাদবী তাকে দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পান যখন তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন এবং ইউপির মন্ত্রী পন্ডিত গোবিন্দ বলভপাহ্নের বাসায় এসেছিলেন। সে সময় আবূল হাসান আলী নাদবী দুই তিন বন্ধু মিলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। পরিচয় দিলে তিনি তাকে চিনে ফেলেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল নিজের সদ্য লিখতে থাকা *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রঃ)* গ্রন্থের উপর একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য

অনুরোধ করা। তখন আবুল কালাম আযাদ এ গ্রন্থের উপর একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এ বিষয়গুলোও *পুরানে চেরাগ* গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন। আবুল হাসান আলী নাদবী তার সাথে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ করেছিলেন যখন তিনি কংগ্রেসের মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ১৯৩৯ সালে লক্ষ্মৌতে হাফেয মুহাম্মদ ইব্রাহিমের বাসায় আবস্থান করেছিলেন। আবুল হাসান আলী নাদবী তার সাথে চতুর্থ বার সাক্ষাৎ করেছেন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কারলটন হোটেলে। সেখানে কয়েকজন বন্ধু যেমন মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান খান নাদবী, মাওলানা মুহাম্মদ উয়াইস নাদবী, মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, মাওলানা নাজেম নাদবী প্রমূখদেরকে নিয়ে আবুল হাসান আলী নাদবী মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও আরো কয়েকবার উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। একবার যখন আবুল কালাম আযাদ আহমদ নগর জেল থেকে মুক্ত হয়ে কাশ্মীরে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন। এরপর আরেকবার ১৯৫১ সালে, যখন তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হয়ে ইউরোপ সফরে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর অনুরোধে দিল্লিতে আসেন। এ দুই সময়েও উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ ঘটে। এভাবেই আবুল হাসান আলী নাদবী তার সাথে সাক্ষাতের বিষয়গুলোকে একটা একটা করে এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এক কথায়, আবুল হাসান আলী নাদবী মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন, তার সাথে অনেক বার সাক্ষাত হয়েছে। এক সাথে বসে কথা বলেছেন, পরামর্শ করেছেন, নিজের লিখিত গ্রন্থ হাদিয়া দিয়েছেন। এই ধরনের বহু প্রসঙ্গ তিনি তার লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন এক জায়গায় তার সাথে সাক্ষাতের প্রসঙ্গটি এভাবে তুলে ধরেন।

> دوسری ملاقات پار لیمنٹ ہاؤس میں ان کے دفتر میں ہوئی اس ملاقات میں میرے عزیز دوست
> ڈاکٹر سعید رمضان مصری ساتھ تھے مولانا نے ان سے مختصراً عربی میں گفتگو کی اور انڈونیشیا کی
> "ماشومی" پارٹی کے متعلق دریافت کیا، تیسری ملاقات نئی دہلی میں مولانا کی قیام گاہ پر ہوئی
> جس میں مولانا عمران خان صاحب ساتھ تھے ہم لوگ ندوہ کے ایک کام کے لئے حاضر ہوئے
> تھے مولانا نے اس سے بڑی دلچسپی لی -8

মাওলানা আব্দুল বারী নাদবীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবুল হাসান আলী নাদবী তার সম্পর্কেও অনেক কিছু লিখেছেন। আব্দুল বারী নাদবী ছিলেন তৎকালীন

সময়ের একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। 'উলামায়ে কিরামদের মাঝে তার গুরুত্ব ছিল অনেক। প্রখ্যাত বুযুর্গ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর সাথে তার ছিল গভীর সম্পর্ক। হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) যখনই লক্ষ্ণৌতে আসতেন তখনই তার বাড়িতে অবস্থান করতেন। তার বাড়িটি ছিল দেখারমত খুবই চমৎকার একটি বাড়ি। বড় বড় কামরা বিশিষ্ট প্রশস্ত একটি বাড়ি। মাঝখানে বিশাল হল রুম, চতুর্দিকে হাজারো প্রকারের গ্রন্থ দিয়ে সুসজ্জিত। সামনে রয়েছে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি বড় বিশ্রাম খানা যেখানে বসার জন্য চেয়ার পাতা রয়েছে। এ সবই আবুল হাসান নাদবী তার এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেণ।

আব্দুল বারী নাদবী ছিলেন একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত। দর্শন বিষয়ে তার ছিল প্রচুর জ্ঞান। তিনি দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করে এ বিশাল বাড়ীটি তৈরী করেছেন। আবুল হাসান আলী নাদবীর ভাষায় "আমার জানামতে হিন্দুস্থানে কোন ব্যক্তিই স্বীয় লেখালেখির মাধ্যমে এতবড় রাজকীয় প্রাসাদ তৈরী করতে পারেনি যা তিনি করতে পেরেছেন"। এটা ছিল আব্দুল বারী নাদবী সাহেবের একটি বড় বৈশিষ্ট বা যোগ্যতা। আব্দুল বারী নাদবী নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সনদ তার কাছে ছিলনা। ইংরেজী ভাষাও তিনি নিজে থেকেই প্রয়োজন মত শিখে নিয়েছিলেন কিন্তু খোদা প্রদত্ত মেধা ও যোগ্যতাবলে এবং নিজ প্রচেষ্টাগুণে এতটাই যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যে, পোনায় অবিস্থিত তৎকালীন সময়ের সুপ্রসিদ্ধ দাকান কলেজে ফার্সীর লেকচারার হিসেবে নিয়োগ পান এবং তিনি উর্দু ও ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় লেকচার প্রদান করতেন। আব্দুল বারী নাদবী সাহেবের এ সব বিষয়গুলোকেও আবুল হাসান আলী নাদবী *পুরানে চেরাগ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল বারী নাদবী যখন আহমদাবাদে গুজরাট কলেজে চাকরি করেন তখন তিনি একটি সেমিনারে নওয়াব ছদরে ইয়ারে জংগ মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শেরওয়ানীর ইঙ্গিতে *মাযহাব ওয়া আকলিয়াত* শিরোনামে দর্শন বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যটি পরবর্তীতে *মাযহাব ওয়া আকলিয়াত* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। তার বক্তব্যটি এতটাই খ্যাতি অর্জন করে যে পরবর্তীতে এটি তার যোগ্যতার সনদ হয়ে যায়। উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান হিসাবে যখন তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তখন কেউ কেউ অভিযোগ তোলে যে, এমন এক ব্যক্তিকে দর্শন বিভাগের প্রধান করা হচ্ছে যার দর্শন বিভাগ তো দুরের কথা অন্য কোন বিষয়েও তার কোন সনদ নেই, বিশ্ববিদ্যায়ের চ্যান্সেলর

হাবীবুর রহমান শেরওয়ানী তখন আব্দুল বারী নাদবী লিখিত *মাযহাব ওয়া আকলিয়াত* গ্রন্থটি দেখিয়ে বললেন, "এ গ্রন্থটি তার যোগ্যতার সবচেয়ে বড় সনদ, তার হাতে দর্শন ইসলাম গ্রহণ করেছে"। আব্দুল বারী নাদবীর এ সব বিষয়গুলোকেও আবুল হাসান আলী নাদবী তার *পুরানে চেরাগ* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

মোট কথা আবুল হাসান আলী নাদবী পুরানে চেরাগ গ্রন্থের মাধ্যমে তৎকালীন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ, বুযুর্গ, ওস্তাদ ও বন্ধু-বান্ধবদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, অবদান ও তাদের সাথে ঘটে যাওয়া টুকরো কাহিনীগুলো তুলে ধরেছেন যা থেকে পাঠক অনেক শিক্ষণীয় বিষয় অবগত হতে পারবে।

২. *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)*

আবুল হাসান আলী নাদবীর আরেকটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)*। এতে মুজাহিদে আযম মুসলিহে উম্মত হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী *(রহঃ* এর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত* সিরিজের অন্তর্ভূক্ত। হিন্দু ও ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ বালাকোট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ঘটনা পরম্পরা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের বিরূপ সমালোচনা করেন। W .W. Hunter লিখিত *The Indian Musalmans* গ্রন্থে বৃটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মুজাহিদে ইসলাম হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ *(রহঃ)* এর কঠোর সমালোচনা করা হয়, এমনকি তাঁকে দস্যু, মৃগীরোগী এবং তার মুরীদদের ভন্ড, গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। আবুল হাসান আলী নাদবী এ সব অভিযোগ তথ্য ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে সায়্যিদ আহমদ শহীদের তাকওয়া, ত্যাগ, সাংগঠনিক দক্ষতা, পরোপকার, আল্লাহর পথে জান কুরবানী করার অদম্য স্পৃহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরতে এ গ্রন্থ রচনা করেন।[৫]

গ্রন্থটি ২ খণ্ডে লিখিত। প্রথম খণ্ডে তার জন্ম থেকে বাইয়াতে ইমামত পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। ২৫টি অধ্যায়ে ৫৫৬ পৃষ্ঠা জুড়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদ *(রহঃ)* এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে মজলিসে তাহক্বীক্বাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্মৌ।

সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) গ্রন্থটি যখন ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় তখন গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চারশো। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থটিতে একটি ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকাতে তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন পাশাপাশি তার বংশের নছব নামা ও বংশের কয়েকজন বড় মাপের বুযুর্গদের পরিচিতি তুলে ধরেন। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পাওয়ার পর পাঠক মহলে দারুন সাড়া জাগে। পণ্ডিত ও লেখক সমাজ গ্রন্থটি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশংসা বাণী লিখে পত্র পত্রিকায় ছড়াতে থাকে। প্রশংসা সম্বলিত চিঠি পত্রও লেখকের কাছে আসতে থাকে। এ গ্রন্থটি বিভিন্ন মজলিস ও মসজিদে এত বেশী পাঠ হতে থাকে যে অনেকেরই এ গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয় মুখস্ত হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রন্থের কপিগুলো শেষ হয়ে গেলে ১৯৪১ সালে গ্রন্থটি দ্বিতীয় বার প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় প্রকাশের কপি গুলোও অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। পাঠক প্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে আবারো গ্রন্থটিকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশ করা হয়। তবে এবার প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখা আরো অনেক বৃদ্ধি করা হয় এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হয়। এভাবে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্রন্থটি সাতবার উর্দু ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। ১৯৯৪ সালে ৮ম বার প্রকাশ পায় গ্রন্থটি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গ্রন্থটি আট বার প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক মহলে গ্রন্থটির পাঠক প্রিয়তা অনুমান করা যায়।

৮ম বারে প্রকাশিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮৮। ১ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রকাশের সন, প্রকাশকের নাম, স্থান ও গ্রন্থটির একটি সূচিপত্র দেওয়া হয়েছে। ১৭ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আবুল হাসান আলী নাদবী লিখিত ষষ্ঠবার প্রকাশের একটি ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকাটিতে লেখক নিজের কিছু মতামত, গ্রন্থটির গ্রহণ যোগ্যতা, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বর্ধিত করণ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) কে নিয়ে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত আরো কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ২০ পৃষ্ঠা থেকে ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেছেন এবং যারা বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থ লেখায় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। ২৩ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চতুর্থ প্রকাশের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থ লেখার ধারণা কিভাবে তৈরী হলো, কিভাবে গ্রন্থটি সম্পন্ন হলো, এর প্রথম প্রকাশ কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশ পেয়েছে, গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক ব্যবস্থা কিভাবে হয়েছে, এ বিষয়গুলো এখানে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

এ ভূমিকাতে লেখক তুলে ধরেছেন যে, যখন তিনি একটু বুঝতে শিখলেন তখনই পারিবারিক বিভিন্ন আলোচনার আসরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর কথা

প্রায়ই শুনতেন। তার বংশের সবচেয়ে বয়স্ক ও বুযুর্গ ব্যক্তি মৌলবী সায়্যিদ খলিলুদ্দীন (রহঃ) চরম ভক্তি এ শ্রদ্ধার সাথে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং তার কাছেই নাদবী সাহেব সর্ব প্রথম সায়্যিদ আহমদ সম্পর্কে আলোচনা শুনেছেন। তবে তার অন্তরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে বড় ভাই ডাক্তার মৌলবী সায়্যিদ আব্দুল আলীর অবদান সবচেয়ে বেশী। তারই পরামর্শে নাদবী সাহেব ছাত্র অবস্থায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) কে নিয়ে লেখা *তেরভী ছদ্দী কা মুজাহিদে আজম* প্রবন্ধের আরবীতে অনুবাদ করেন। এ প্রবন্ধটি অমৃতসরের তাওহীদ নামক পত্রিকায় মাওলানা মহিউদ্দীন আহমদ কাচুরী ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। পরবর্তীতে এই অনুদিত প্রবন্ধটি আলমানার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং *তরজমাতুস সায়্যিদিল ইমামি আহমদাবনি ইরফানিস শহীদ* নামে গ্রন্থরুপে প্রকাশ পায়। এ বিষয়গুলো নাদবী সাহেব এ ভূমিকাতে তুলে ধরেছেন। তার পিতা হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) লিখিত *আরমুগানে আহবাব* গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। নাদবী সাহেব এ গ্রন্থ পাঠ করে সায়্যিদ আহমদ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানতে ও লিখতে দারুণ ভাবে উৎসাহিত হন। এছাড়া মাওলানা মাসউদ আলম নাদবীর মনোমুগ্ধকর আলোচনাও তাকে এ গ্রন্থ লেখায় বেশ উৎসাহিত করেছিল। এ বিষয়টিও তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন।

লেখক কোথায় এ গ্রন্থ লেখার সুচনা করেন, এর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কোন এলাকা ভ্রমণ করেছেন, কোন কোন শায়েখদের শরনাপন্ন হয়েছেন, কাদের পরামর্শ নিয়েছেন এ সবই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ লেখার সময় তিনি টুং এলাকা কয়েকবার সফর করেছেন এবং সেখান থেকে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা পেয়েছেন। মাওলানা জাফর ইকবাল, মাওলানা হাকীম সায়্যিদ হাসান মুছান্না, খাজা গুলজার মুহাম্মদসহ আরো কিছু শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বগণ এ গ্রন্থ লেখা ও প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। এ সবই তিনি এর ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন। ৩৫ থেকে ৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল্লামা সুলায়মান নাদবী (রহঃ) এর একটি ভূমিকা রয়েছে। যাতে তিনি গ্রন্থটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪৩ থেকে ৫৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য ও যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে এর একটা তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থগুলোর তালিকা নিম্নরূপঃ

(ক) *মা'আছিরুল আবরার 'ফারসী'ঃ* এ গ্রন্থটি কতগুলো চিঠির সমষ্টি যা শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন সময়ের বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ হযরত শাহ সায়্যিদ আবু সাইদ বেরেলবী (রহঃ) এর নামে লিখেছিলেন। চিঠিগুলোতে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং বুযুর্গদের মৃত্যু সন তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) *ওয়াকায়ে আহমদী (উর্দু)ঃ* সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ইতিহাস সম্বলিত এ গ্রন্থটি নওয়াব ওয়াযিরুদ্দৌলা মরহুম কর্তৃক নিযুক্ত এমন কিছু ব্যক্তি রচনা করেছেন যাদের মধ্যে সায়্যিদ সাহেবের একান্ত ঘনিষ্ট জন, তার সফরের ও হজ্বের সাথী এবং তার খাদেম ছিলেন। তারা তাদের জানা ও প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন এবং কাতেব তা লিখে ফেলেছেন।

(গ) *মানযুরাতুসসুয়াদা (ফার্সী)*ঃ এই গ্রন্থের পূর্ন নামঃ *মানযুরাতুস সুআদায়ি ফী আহওয়ালিল গযাতি ওয়াস সুহাদান*। এ গ্রন্থের আরেকটি ঐতিহাসিক নাম হল *তারীখে আহমাদিয়া* (উর্দু)। এ নামের মাধ্যমে মুলত উক্ত গ্রন্থের সংকলনের তারিখ বের হয়ে আসে। মৌলবী সায়্যিদ জাফর আলী নাকভী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে।

(ঘ) *মাকতুবাত (ফার্সী) ঃ* এ গ্রন্থটি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ), মাওঃ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) ও সায়্যিদ হামীদুদ্দীন (রহঃ) এর চিঠির সমষ্টি।

(ঙ) *আরমুগানে আহবাব (উর্দু)* ঃ এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আলী নাদবীর পিতা মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আঃ হাই রহ. এর একটি ভ্রমণ বিষয়ক সাহিত্য গ্রন্থ। ১৩১২ সালে আঃ হাই রহ. বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন, বিভিন্ন বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নজনের কাছে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনেছেন সেগুলো তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(চ) *নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামি ওয়ান নাওয়াযির (আরবী)*ঃ হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) রচিত এ গ্রন্থটিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার মনীষীদের জীবনী ও তাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

(ছ) *মাখযানে আহমদী (ফরাসী)ঃ* এ গ্রন্থটি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর বড় ভাতিজা মৌলবী সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে সায়্যিদ শহীদ (রহঃ) এর সম্পর্কে বহু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

(জ) *সাওয়ানেহে আহমদী (উর্দু)ঃ* এ গ্রন্থটি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ). এর এর জীবনী নিয়ে লেখা একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মৌলবী মুহাম্মদ জাফর মানসিরী এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

(ঝ) *ওয়াছায়াল ওয়াযীর আলা তরীক্বতীল বাসীর ওয়ান নাযীর (ফারসী)ঃ* নওয়াব ওয়াযিরুদ্দৌলা মরহুম এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, অধিনস্থ ও পরিবারের লোকদেরকে সুন্নতের অনুসরণ, শরীয়তের বিধান পালন ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর মতাদর্শে চলার জন্য গুরুত্ত্বারোপ করেছেন। পাশাপাশি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

(ঞ) সায়্যিদ শহীদ আহমদ (রহঃ) এর খলীফাদের কয়েকটি গ্রন্থ যেমনঃ মাওলানা বেলায়েত আলী আজিমাবাদীর গ্রন্থ *দাওয়াত*, মাওলানা সাখাওয়াত আলী (রহঃ) এর গ্রন্থ *নাসায়েহে উসুল*, মাওলানা কারামত আলীর গ্রন্থ *যখিরায়ে কারামত*, পীর মরত্বযা খান রামপুরির গ্রন্থ *আহসানুল ওয়াসায়া*, *দাফেয়ুল ফাসাদ ও নাফেউল ইবাদ*, মুফতী এলাহী বখস কান্ধলবীর গ্রন্থ *মুলহিমাতে আহমদিয়া*।

উপরোক্ত এ গ্রন্থগুলোসহ আরো বহু গ্রন্থ থেকে আবুল হাসান আলী নাদবী তার রচিত *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ* (রহঃ) গ্রন্থের জন্য তথ্য উপাত্ত্ব সংগ্রহ করেন। এ বিষয়গুলো *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)* গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠা থেকে ৫৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।
৫৫ পৃষ্ঠা থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর জীবনীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সায়্যিদ সাহেবের যুগ, তেরশত শতাব্দীর বিশ্বে ইসলামের অবস্থা, হিন্দুস্তানের সার্বিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা, নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি তেরশত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকাও তুলে ধরা হয়েছে। তাছাউফ ও তরিক্বত লাইনের প্রসিদ্ধ কয়েকজন শায়েখের তালিকাও দেয়া হয়েছে এখানে। ৮৫ পৃষ্ঠা থেকে মূল গ্রন্থ শুরু হয়েছে। এ অংশটি মোট পঁচিশটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। ৮৫ থেকে ১০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথম অধ্যায় যাতে সায়্যিদ আহমদ

শহীদ (রহঃ) এর বংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বংশের কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ যেমন আমির সায়্যিদ কুতুবুদ্দিন ও হযরত সায়্যিদ শাহ আলামুল্লাহ (রহঃ) এবং তাদের সন্তানসহ আরো কয়েজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও তাদের সন্তানদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৯ থেকে ১১৮ পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর জন্ম, বংশীয় ধারা, শিক্ষা, খেলাধুলা, সৃষ্টির সেবা, আল্লাহর ইবাদত, জিহাদের প্রতি আগ্রহ, সংযম প্রদর্শন, লক্ষ্মৌ সফর ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

১১৯ পৃষ্ঠা থেকে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়ে তার আধ্যাত্বিক ইলম অর্জনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দিল্লিতে অবস্থান, শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ, শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহঃ) এর সংশ্রবে কিছুদিন অবস্থান, বাইয়াত গ্রহণ, শিক্ষা সমাপ্তি করণ, শরীয়তের খেলাফ বিষয়াবলী থেকে নিজেকে সংরক্ষণ, আধ্যাত্বিক উন্নতি সাধন, রায়বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১৩১ থেকে ১৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়ে নওয়াব আমীর খানের সেনাদলে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর যোগদান, সেনা ছাউনিতে আত্মশুদ্ধি মুলক কার্যক্রম ও দ্বীনের দাওয়াত, নবাব আমীর খানের ইংরেজদের সাথে সন্ধি, সায়্যিদ সাহেবের পক্ষ থেকে সন্ধির বিরোধিতা ও সেনা ছাউনি ত্যাগ ইত্যাদি বিষয় আলোচেনা করা হয়েছে।

দিল্লিতে তৃতীয় বার আগমন, আকরাবাদী মসজিদে অবস্থান, তালীম তরবিয়তের সূচনা, প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন, বিভিন্ন এলাকা সফর, সফরের বরকত ও প্রভাব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে ১৪৯ থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পঞ্চম অধ্যায়ে।

১৮৩ থেকে ২৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রায়বেরেলী ও লক্ষ্মৌর বিভিন্ন এলাকা সফর ও তার হাতে সেখানকার আলেম ও মাশায়েখদের বায়আত গ্রহণের কথা আলোচনা করা হয়েছে।
অষ্টম অধ্যায় থেকে পঁচিশতম অধ্যায়ে তথা ২৩৫ থেকে ৫৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে সায়্যিদ আহমদ শহীদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর এর বিভিন্ন এলাকা সফর, হজ্বের সফর, রায়বেরেলী, নাছিরাবাদ, এলাহাবাদ, বেনারস,

আজিমাবাদ, মির্জাপুর, হায়দারাবাদ, শিকারপুরসহ হিন্দুস্তানের আরো বহু এলাকায় অবস্থান, সেখানকার লোকদের দ্বীনের সঠিক জ্ঞান প্রদান, জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান, সেখানকার লোকদের জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ, কুসংস্কার দূরীকরণ, হিন্দুয়ানী কুসংস্কার রোধ করণ, জিহাদের ফজিলত, উদ্দেশ্য উপকরণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৩. *হায়াতে আব্দুল হাই রহ.*

হায়াতে আব্দুল হাই নামক গ্রন্থটি আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবীর লিখিত একটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি তিনি তার পিতা হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই হাসানীক নিয়ে লিখেছেন। গ্রন্থটি তিনি ১৯৭০ সনে লিখেন। সর্বপ্রথম মুফতী আতীকুর রহমান দারুল মুছান্নিফীন দিল্লী থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এর এক যুগ পর এ গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার পাকিস্তান থেকে প্রকাশ করা হয়। এর পর আনীস চিশতী পুনরায় গ্রন্থটি হিন্দুস্থান থেকে প্রকাশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে কপিগুলো শেষ হয়ে যায়। সর্বশেষ ২০০৪ সালে সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।[৬]

সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৯। ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সূচীপত্র রয়েছে। ৯ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আবুল হাসান আলী নাদবীর নিজের লিখিত একটি ভূমিকা রয়েছে। এখানে তিনি নিজের লেখালেখির সূচনা কিভাবে হয়েছে, সর্বপ্রথম কোন গ্রন্থ লিখেছেন এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। নাদবী সাহেব সর্বপ্রথম সায়্যিদ আহমদ শহীদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) কে নিয়ে লেখা *মুজাহিদে আজম* উর্দু প্রবন্ধের আরবী অনুবাদ করেন। তার লিখিত আরবী অনুবাদটি পরবর্তীতে মিশর থেকে প্রকাশিত আল্লামা সায়্যিদ রশীদ রেজা মরহুমের সম্পাদনায় প্রকাশিত আল মানার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় এবং *তরজমাতুস সায়্যিদিল ইমামি আহমাদাবনি ইরফানিশ শহীদ* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এর পর তিনি বড় বড় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ* (রহঃ) (দুই খণ্ডে), মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর জীবনী, মাওলানা ফজলুর রহমান গানজে মুরাদাবাদীর জীবনী, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরীর জীবনীসহ আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু কখনো তার বুর্যুগ পিতার জীবনী লেখার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসেনি। সর্বপ্রথম প্রফেসর নজীব আশ্রাফ নাদবী মরহুম যিনি ছাত্র অবস্থায় হাকীম আঃ হাই (রহঃ)কে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন তিনিই হাকীম সাহেবের জীবনী লেখার জন্য তাকে বেশী উৎসাহিত করেন। পরবর্তীতে সুফী আব্দুর রবও হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ)

এর জীবনী লেখার জন্য নাদবী সাহেবকে দারুন ভাবে পিরাপিরি করেন এবং এক পর্যায়ে তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এভাবেই আবুল হাসান আলী নাদবী তার পিতার জীবনী লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়গুলো তিনি বিস্তারিতভাবে এ ভূমিকাতে তুলে ধরেন। এ গ্রন্থ লেখার পূর্বে হাকীম আঃ হাই (রহঃ) কে নিয়ে উর্দু ভাষায় আর কোন পূর্নাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। তবে লেখকের বড় ভাই ডাক্তার আঃ আলী (রহঃ) ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত ভাবে স্বীয় পিতা আব্দুল হাই (রহঃ) এর জীবনী লিখেছেন যা *তরজমায়ে মুছান্নেফ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। বড় ভাইয়ের এ গ্রন্থ থেকে লেখক বড় ধরনের সাহায্য নিয়েছেন। এছাড়া *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী* গ্রন্থের লেখক মৌলভী সায়্যিদ মুহাম্মদ ছানী সাহেবের কাছে সংরক্ষিত মূল্যবান নথিপত্র, চিঠিপত্র ও পত্রিকা থেকেও লেখক অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ সকল বিষয়গুলোও তিনি এ ভূমিকাতে তুলে ধরেছেন।

২০ নং পৃষ্ঠা থেকে মূল গ্রন্থ শুরু হয়েছে। ৩৬৯ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। এতে দশটি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায়ে হাকীম আঃ হাই (রহঃ) এর বংশ ও বংশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পিতার দিক থেকে হাকীম সাহেবের বংশ ধারা হযরত হাসান (রাজিঃ) পর্যন্ত পৌছেছে। আর মায়ের দিক থেকে হযরত হুসাইন (রাজিঃ) পর্যন্ত পৌছেছে। তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অসংখ্য বড় বড় ওলী বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শাইখুল ইসলাম আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ আলমাদানী। যিনি একজন উচু স্তরের ওলি-আল্লাহ ছিলেন এবং শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর ভাগিনা ছিলেন। তার বংশে এত অসংখ্য বুযুর্গ, ‘উলামা, মাশায়েখ জন্ম নিয়েছেন যা খুব কম বংশের মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজী সায়্যিদ রুকনুদ্দীন, কাজী সায়্যিদ আহমদ, হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ ফজীল, হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসহাক, দেওয়ান খাজা আহমদ, সায়্যিদ খাজা আহমদ নাছিরাবাদী, হযরত সায়্যিদ শাহ আলামুল্লাহ (রহঃ)সহ আরো অসংখ্য বুযুর্গ ও অলি আল্লাহ এ বংশে আবির্ভুত হয়েছেন। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও ওলী আমীরুল মুমিনীন ওয়াল মুজাহিদীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)সহ আরো বহু বুর্যুগ এবং ওলী আগমন করেছেন এ বংশেই। ভারত উপমহাদেশে তাছাউফ চর্চায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তার একটা বড় অংশ এ বংশ থেকেই এসেছেন অথবা এ বংশের ওলী বুযুর্গদেরই খলীফা ছিলেন অথবা তাদের খলীফাদের খলীফা ছিলেন। যেমন সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর খলীফাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিয়াজী নুর মুহাম্মদ ঝানঝানুবী আবার তার খলীফাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হাজী

এমদাদুল্লা মুহাজীরে মক্কী, শায়খ মুহাম্মদ থানুবী, আবার তাদের খলীফাদের মধ্য অন্যতম হলেন মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা আশ্রাফ আলী থানুবী (রহঃ)। এভাবে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য ওলী বুযুর্গ আমীর কুতুবদ্দীন (রহঃ) এর বংশ থেকে তৈরী হয়েছে। এমনিভাবে মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) এর বংশীয় ধারাও আমীর কুতুবুদ্দীন (রহঃ) পর্যন্ত পৌছেছে। এ বিষয়গুলো হায়াতে আব্দুল হাই গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া হাকীম সাহেবের পিতা মৌলবী হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দীন (রহঃ), দাদা মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল আলী (রহঃ), নানা মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাসবী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। হাকীম সাহেবের দাদা মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল আলী (রহঃ) বড় বুযুর্গ ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। তিনি সরকারী তফসীল অফিসে চাকরি করা সত্বেও খুবই সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর খলীফাও ছিলেন। হাকীম সাহেবের নানা মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাসবীও বড় বুযুর্গ লোক ছিলেন এবং সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। হাকীম সাহেবের পিতা মৌলবী হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দীন সাহেব ও বড় বুযুর্গ লোক ছিলেন এবং স্বনামধন্য লেখক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। পূর্বপুরুষদের এ সকল বিষয়গুলোও হায়াতে আব্দুল হাই গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে ৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর জন্ম, শৈশব, শৈশবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা অর্জনের জন্য এলাহাবাদ, ফতেহপুর, ভূপাল, লক্ষ্মৌ এলাকায় সফর, ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যা সম্পন্ন করণ, আধ্যাত্মিক চর্চায় মনোনিবেশ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দুজন আধ্যাত্মিক শায়েখ মাওলানা সায়্যিদ আব্দুস সালাম হাসবী ও সায়্যিদ শাহ যিয়াউন্নবী সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

লেখাপড়া সমাপ্ত করে হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) ধর্মীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সফর করেন। সেখানকার বড় বড় আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের দরসে অংশ গ্রহণ করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে অনুমতি গ্রহণ করেন। তাদের সংশ্রবে কিছুদিন অবস্থান করে তাছাউফের জ্ঞানও অর্জন করেন। এ বিষয়গুলো তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৩৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর নাদওয়াতুল 'উলামার সাথে সম্পৃক্ততা, তার যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা, নাদওয়াতুল 'উলামায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব,

নাদওয়াতুল ‘উলামার নাজেম মাওঃ সায়্যিদ মুহাম্মদ আলীর বিশেষ সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৬৭ থেকে ১৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নাদওয়াতুল ‘উলামার উস্তাদের মাঝে মতবিরোধ, ছাত্রদের অসন্তোষ ও ধর্মঘটের ডাক, আল্লামা শিবলীর ইন্তেকাল ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২০১ থেকে ২২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নাদওয়াতুল ‘উলামায় শিক্ষা সচিব পদে হাকীম আব্দুল হাইকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করণ, নাদওয়ার উন্নতিতে তার অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা, তার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ জলসাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ২৩০ পৃষ্ঠা থেকে ২৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আঃ হাই (রহঃ) এর পারিবারিক জীবন, জীবিকা নির্বাহের জন্য ডাক্তারী পেশা গ্রহণ, ক্লাশে পাঠদান, ওয়াজ নছিহত, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।
আব্দুল হাই (রহঃ) আরবী ভাষায় একটি জীবনী বিষয়ক খুবই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন *নুযহাতুল খাওয়াতির* নামে। এতে প্রায় সাড়ে চার হাজার মনীষীর জীবনী তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি সমগ্র বিশ্বে একটা প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এছাড়া আরো কয়েকটি আরবী কিতাবও লিখেছেন। এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে ২৭৯ পৃষ্ঠা থেকে ৩২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। দশম অধ্যায়ে ৩২৪ থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) এর উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তম্মধ্যে *ইয়াদে আইয়্যাম*, *গুলে রনা* গ্রন্থ দুটি খুবই প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া *মুনতাহাল আফকার ফী শরহি তালখীসুল আখবার*, *তাযকিরাতুল আবরার*, *কিতাবুল গিনা*, *কুরাবাদ্বীন*, *আরমুগানে আহবাব*, *তবিবুল আয়িলাহ*, *শরহে সাবআয়ে মুয়াল্লাকাহ*, *রইহালাতুল আদব ওয়া সামামাতুত তুরাব*, *তালীমুল ইসলাম*, *নূরুল ঈমান*, প্রভৃতি গ্রন্থগুলো তিনি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।
সায়্যিদ আব্দুল হাই (রহঃ) নাদওয়াতুল “উলামার পরিচালক থাকাকালীন সময়ে প্রথম জীবনে বেতন গ্রহণ করলেও শেষের দিকে কোন বেতন গ্রহণ করেননি। বরং ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এ বিষয়টি তুলে ধরতে আবুল হাসান আলী নাদবী রহ. লিখেন

چنانچہ آپ نے مدد گار ناظم کی تنخواہ جو اس وقت پچاس روپے تھے ی ترک کردی اور مطب
محلہ بازار تھا . ۏلاں شروع کیا- جہاں سکونت تھی ی اک ی کمرہ میں ی آپ نے مطب کا سلسلہ
شروع کردیا، پہلے تھی . یہ میں ی جو آپنی ہونہوالدہ ماجدہ کی خدمت میں ی تھی ....

دی-০৭

মোট কথা হাকিম আঃ হাই রহ. এর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. *কারওয়ানে যিন্দেগী* (সাত খণ্ডে)ঃ
আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী লিখিত অন্যতম জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে *কারওয়ানে যিন্দেগী।* গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় সাত খণ্ডে রচিত। এটি মূলত তার একটি আত্মজীবনী। এ গ্রন্থে নাদবী রহ. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের জীবনের প্রতিটি অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জন্ম, জন্মস্থান, মাতৃবংশ, পিতৃবংশ, পূর্ব পুরুষদের অবস্থা, শৈশব, শৈশবে ঘটে যাওয়া স্মৃতি, ঘটনা, শিক্ষা, শিক্ষার জন্য ভ্রমণ, কোথায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, শিক্ষকদের পরিচিতি, মাদরাসা সমূহের পরিচিতি, সমকালীন ধর্মীয় পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব, সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ‘উলামায়ে কিরাম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়াও কখন কোথায় সফর করেছেন, কি জন্য সফর করেছেন, সফরে কাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, কখন কি কি গ্রন্থ লিখেছেন, গ্রন্থ লেখার প্রেক্ষাপট, উৎস, গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ, বিভিন্ন সেমিনারে ভাষণ প্রদান, বিভিন্ন প্রত্রিকায় লেখালেখি করণ সবই তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। এক কথায় তিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু তিনি দেখেছেন, যা কিছু করেছেন, যা কিছু স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠেছে, যা কিছু অন্তঃকরণে জেগে উঠেছে সবই তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

এ গ্রন্থের সাত খণ্ডই মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্মৌ প্রকাশ করেছে। ২০০5 সালে প্রকাশ পাওয়া ১ম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৫১৮ যা ১৮টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। ৭ থেকে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি ভূমিকা রয়েছে। ১৫ পৃষ্ঠা থেকে

৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, প্রথম অধ্যায়ে স্বীয় বংশ, জন্মস্থান, পরিবেশ, শৈশব, বাল্যকালের কিছু স্মৃতি তুলে ধরেছেন। ৫১ পৃষ্ঠা থেকে ৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে শৈশবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, লক্ষ্মৌতে অবস্থান, কিতাবের প্রতি গভীর আগ্রহ, খেলাফত আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। ৭৭ পৃ. হতে ১৩৩ পৃ. পর্যন্ত পিতার ইন্তেকাল, প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য নাদওয়াতে ভর্তি হওয়া, পরবর্তীতে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন, দারুল উলূম দেওবন্দে কিছুদিন অবস্থান, লাহোরে অবস্থান করে হযরত মাওলানা আহমদ আলী (রহঃ) এর ক্লাশে বসে উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) নামক গ্রন্থ রচনা, হযরত থানবী (রহঃ) এর মজলিসে আসা যাওয়া, আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ, লেখকের তত্ত্বাবধানে আননাদওয়া পত্রিকা তৃতীয়বার প্রকাশ করণ, আরবী গ্রন্থাবলী রচনা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থের ১৩৫ থেকে ২২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে।

আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৯৪১ সালে তৎকালীন জামাতে ইসলামীতে যোগদান ও পরবর্তীতে জামাতে ইসলামী ত্যাগ করে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর দ্বীনি দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে অষ্টম-দশম অধ্যায়ে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর ইন্তেকাল, পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে নাদবী সাহেবের হেজায গমন, হজ্ব পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ, হজ্বের সফরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে ৩১২ পৃ. থেকে ৩২৫ পৃ. পর্যন্ত ১১তম অধ্যায়ে। দ্বিতীয় বার হজ্ব ব্রত পালন, নাদওয়াতুল 'উলামার সদস্য হওয়া ও দায়িত্ব গ্রহণ, আধ্যাত্মিক শায়খ হযরত রায়পুরী (রহঃ) এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তার দরবারে আসা যাওয়া এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে ১২তম অধ্যায়ে ৩২৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

আবুল হাসান আলী নাদবী দ্বিতীয় বার হজ্বব্রত পালন শেষে মৌলবী মইনুল্লা নাদবী এবং মৌলবী আব্দুর রশীদ নাদবীকে নিয়ে হিজায থেকে মিশর সফর করেন। সেখানে বিভিন্ন সেমিনারে ভাষণ প্রদান করেন, 'উলামায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ শেষে মত বিনিময় করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়

নিয়ে আলোচনা করেন। মিশরের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন। এ বিষয়গুলো তুলে ধরেন ১৩তম অধ্যায়ে। প্রসঙ্গক্রমে মিশরের উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কেও কিছু আলোচনা এখানে তুলে ধরেন।

১৯৫১ সালের জুন মাসে তিনি সুদান ও দামেশক সফর করেন। এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস যেয়ে মসজিদে আকসায় ঈদের নামায আদায় করেন। এ ছাড়া সেখানকার ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন, ইসলামী পণ্ডিতদের সাথে সাক্ষাৎ, সেখানকার সেমিনারগুলোতে ভাষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে ১৩তম অধ্যায়ে ৩৯৩ পৃ. পর্যন্ত।

দারুল উলূম দেওবন্দে ভাষণ প্রদান, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্ব প্রথম পাকিস্তান ভ্রমণ, লাহোরে গমন, দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দাওয়াত প্রদান, দামেশক ভ্রমণ, লেবানন ও তুরস্ক ভ্রমণ, বাগদাদ ও করাচী ভ্রমণ এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে চৌদ্দ ও পনেরতম অধ্যায়ে ৪৯৫ পৃ. থেকে ৪৩৯ পৃ. পর্যন্ত। প্রসঙ্গক্রমে শামের এক প্রখ্যাত বুযুর্গ শায়খ আহমদ হারুন আল আসালীর পরিচিতিও এখানে তুলে ধরেন।

আবুল হাসান আলী নাদবী (রহঃ) এর জীবনের একটি বড় বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে তার বড় ভাই ডাক্তার আব্দুল আলী সাহেবের ইন্তিকাল, বড় ভাইয়ের ইন্তিকালে তিনি দারুণ ভাবে ব্যথিত হয়েছেন। কারণ, তার পিতা হাকীম আব্দুল হাই (রহঃ) তার শৈশবে ইন্তিকাল করলে বড় ভাই আব্দুল আলী (রহঃ) এর স্নেহেই তিনি লালিত পালিত হন। এ বিষয়টি তুলে ধরেন এ গ্রন্থের ১৬তম অধ্যায়ে। এছাড়া হায়দারাবাদ ভ্রমণ, বার্মা ভ্রমণ, কুয়েত ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ও এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

সতেরতম অধ্যায়ে জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিষ্ঠা ও রাবেতায়ে আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জামেয়ার বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ ও মরহুম বাদশা ফয়সালের সাথে তার সাক্ষাতের বিষয়টিও এখানে তুলে ধরেন।

নাদবী (রহঃ) এর আধ্যাত্মিক শায়খ হযরত রায়পুরী (রহঃ) এর ইন্তিকাল ও আহমদ আলী (রহঃ) এর ইন্তিকালের বিষয়টি তুলে ধরা হয় ১৮তম অধ্যায়ে। নাদবী সাহেব ১৯৬৩ সালে ইউরোপ সফর করেন। এ সফরে তিনি লন্ডন, কেমব্রীজ, অক্সফোর্ড,

এডম্বরা, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভাষণ প্রদান করেন। স্পেনের মীর্ডড, সুল্লা, কর্ডভা, গ্রানাডা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করেন। ইউরোপ সফরের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তার নিকট আন্দুলুস দর্শন। 'আন্দুলুস' দর্শন করে স্পেনে মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করে দারুণ ভাবে ব্যথিত হন। এ সব বিষয়গুলো অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করেন।

কারওয়ানে যিন্দেগী ২য় খণ্ডটি মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০৫ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা রয়েছে তিনশত একানব্বইটি। যা পনেরটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডটি ছিল ১৯৬৫ইং সালের পূর্বের অবস্থা প্রসঙ্গে। আর এই দ্বিতীয় খণ্ডটি হল ১৯৬৬ইং সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা নিয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পর এ গ্রন্থের অধ্যায়গুলো সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে নিজের লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আরবী গ্রন্থ যেমন *আরকানে আরবায়াহ*, *নুযহাতুল খাওয়াতির (৮ম খণ্ড)*, *জান্নাতুল মাশরিক*, *আত্তারীখ ইলাল মাদীনাহসহ* তার লিখিত আরো কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও নাদবী সাহেবের পিতাকে নিয়ে লেখা *হায়াতে আব্দুল হাই রহ.* নামক গ্রন্থ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয় বিদারক ঘটনা তুলে ধরেন। ১৯৬৭ সালে রাবেতায় আলমে ইসলামীর একটি কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য সৌদি গিয়েছেন। সে সময় নাদবী সাহেব কয়েকজন সাথী নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের চলন্ত গাড়ি কিছু একটার সাথে ধাক্কা লেগে কয়েক পল্টি খেয়ে উল্টে যায়। আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহে সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বেঁচে যান। এ বিষয়টি এ অধ্যায়ে তুলে ধরেন। নাদবী সাহেবের মাতার ইন্তিকালের বিষয়টিও এখানে তুলে ধরা হয়। ১৯৬৯ সালে আবুল হাসান আলী নাদবী দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে অবসর নিতে চাইলে মজলিশে শুরার সকলেই তাকে পূর্বের দায়িত্বে বহাল থাকার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়টিও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও হায়দারাবাদ ভ্রমণ, হেজায ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৬৭ সালে মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, এ যুদ্ধে মিশর পরাজিত হয়। ইসরাইল সরকার বাইতুল মুকাদ্দাস, দরিয়ায়ে আরদুন এর পশ্চিম তীর ও সিনাই

পর্বত দখল করে নেয়। এ বিষয়টি নিয়ে একটি বিশ্লেষনাত্মক লেখা তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়।

১৯৬৭ সালে আবুল হাসান আলী নাদবী মক্কায় পৌঁছলে সেখানকার *আননাদওয়া* নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার একজন সাংবাদিক নাদবী সাহেবের নিকট থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নেন। এ বিষয়টিও তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়।

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধের সময় ভারত পূর্ব পাকিস্তানের পাশে দাড়ায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলাদেশ নামে নতুন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভুত হয়। এ বিষয়টি তুলে ধরা হয় এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এছাড়াও ভারতের মুসলমানদের জন্য মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৭৩ সালে আবুল হাসান আলী নাদবী আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন ও ইরাক সফর করেন। এ দেশগুলোর ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করেন। এ অঞ্চলগুলোর কৃষ্টি- কালচার, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে। নাদওয়াতুল ‘উলামার পঁচাশিতম বাৎসরিক জলসা ১৯৭৫ সালে বড় জাকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় দেশের প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিতবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ‘উলামায় কেরাম উপস্থিত হন। বর্হিদেশ থেকেও বিজ্ঞ ‘উলামায় কিরামগণ এ জলসায় উপস্থিত হন। এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয় এ গ্রন্থর অষ্টম অধ্যায়ে।

১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে নাদবী সাহেব শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ বছরই ইন্দিরা গান্ধিও নাদবী সাহেবের বাড়িতে আসেন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য। এ বিষয়টি নাদবী সাহেব তুলে ধরেন নবম অধ্যায়ে। ১৯৭৭ সালে নাদবী সাহেব আমেরিকা সফর করেন। এ সফরে বিভিন্ন সেমিনারে ভাষণ প্রদান করেন। আমেরিকার ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করেন। এ বিষয়টি তুলে ধরা হয় এ গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে।

১৯৭৮ সালে নাদবী সাহেবের পাকিস্তান সফর, পাকিস্তানের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ, বিভিন্ন সেমিনারে ভাষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয় ১১তম অধ্যায়ে। ১৯৮০ সালে নাদবী সাহেবের বাদশা ফয়সাল এওয়ার্ড লাভের বিষয়টিও তুলে ধরা হয় ১২তম অধ্যায়ে।

এছাড়াও নাদবী সাহেবের শ্রীলংকা সফর, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টার উদ্বোধন, কুয়েত সফর ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় এ খণ্ডের শেষদিকে।

কারওয়ানে যিন্দেগী তৃতীয় খণ্ডটি মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্মৌ প্রকাশ করে। ২০০১ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে তিনশত তেত্রিশ। এ খণ্ডটি তেরটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।

১৯৮৪ সালে আম্মানে "ইসলামী তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন একাডেমী" কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে যোগদানকে কেন্দ্র করে আবুল হাসান আলী নাদবী কয়েকটি দেশ সফর করেন। প্রথমে যান আম্মানে, সেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। আসহাবে কাহাফের গুহা প্রত্যক্ষ করেন। এর পর যান ইয়েমেনে। ইয়েমেনের রাজধানী ছানআয় অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ প্রদান করেন। সেখানের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করেন নাদবী সাহেব। এ বিষয়গুলো ১ম অধ্যায়ে আলোচনা করেন।

১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে নাদবী সাহেব এক ঐতিহাসিক সফরে বাংলাদেশে আসেন। ইসলামী ফাউন্ডেশনের একটি সেমিনারে ও চট্টগ্রামে পটিয়া মাদরাসায় অনুষ্ঠিত একটি জলসায় গুরুত্বপূর্ন ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৮৪ সালের মে মাসে পাকিস্তানের করাচিতেও একটি সফর করেন। এ বিষয়গুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে একটি ঐতিহাসিক চিঠি প্রেরণ, ইন্ধিরা গান্ধীকে হত্যা, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু মসজিদ মন্দিরে পরিনত করণ, লন্ডন, অক্সফোর্ড, ও লুক্সেম বার্গে কিছুদিন অবস্থান, এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে।

মুসলিম পার্সোনাল 'ল' বোর্ডের গুরুত্ব, বাবরী মসিজদ প্রসঙ্গ, তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রাবেতায়ে আদবে ইসলামীর জলসায় অংশগ্রহণ, নাদওয়াতুল 'উলামায় রাবেতায়ে আদবে ইসলামীর জলসা, মালেশিয়া ভ্রমন, সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে ভাষণ প্রদান এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ থেকে নবম পর্যন্ত অধ্যায়গুলোতে।

দশম অধ্যায়ে ইরান প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। আয়াতুল্লাহ খোমিনী প্রসঙ্গ, ফেরকায়ে ইছনা আশারার আকীদা ও শিয়া প্রসঙ্গ, এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে দশম অধ্যায়ে।

১৯৮৭ সালে মীরাঠে এক ভয়াবহ ও ধংসাত্মক সংর্ঘষ সৃষ্টি হয়। শিশু, নারী ও যুবকেরা দারুণ জুলুমের শিকার হয়। এ বিষয়টি তুলে ধরা হয় ১১তম অধ্যায়ে।

৫. আলমুরত্বাযা

আবুল হাসান আলী নাদবী (রহঃ) রচনা করেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাদিঃ) এর জীবন ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ আলমুরত্বাযা। গ্রন্থটি প্রথমে তিনি আরবীতে লেখেন, পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি তা উর্দুতে অনুবাদ করেন। প্রথম প্রকাশের সময় পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৬৪। তিন মাসের মধ্যে গ্রন্থের কপিগুলো শেষ হয়ে গেলে ১৯৮৯ সালে পুনরায় প্রকাশ করা হয়। তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে ১৯৯০ সালে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে পুনরায় প্রকাশ করা হলে বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দাড়ায় ৪৮০। ২০০৫ সালে বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আবুল হাসান আলী নাদবী হযরত আলী (রাজিঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ও প্রমাণের ভিত্তিতে এটি রচনা করেন। ৪৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত আলমুরত্বাযা গ্রন্থের প্রথম থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত তিনি হযরত আলী (রাজিঃ) এর কাব্য প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, সাহসিকতা, জন্ম, পরিবার, হিযরত, ইসলাম গ্রহণ, রাসূলুল্লাহর সাথে সম্পর্ক, হযরত ফাতিমা (রাজিঃ) এর সাথে বিয়ে, জিহাদে অংশ গ্রহণ, খিলাফত পরিচালনা, ইসলামের জন্য কুরবানী, খারিজীদের সাথে যুদ্ধ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাজিঃ) এর হিফাযাতে কঠোর ভূমিকা পালন, যুদ্ধের পটভূমি, হযরত আবু বকর (রাজিঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হযরত উসমান (রাজিঃ) ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাজিঃ) এর সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ঈমানী সম্পর্কের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

নবম অধ্যায়ে ৩৪৩ থেকে ৩৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত হাসান (রাজিঃ) ও হযরত হুসাইন (রাজিঃ) এর তাকওয়া-ইখলাস, কর্ম ও জীবনধারা, কারবালার ঘটনা, ইয়াজিদের ভূমিকা, কুফাবাসীদের অসহযোগিতা, হুসাইন (রাজিঃ) এর শাহাদাত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দশম অধ্যায়ে ৩৮৩ থেকে ৪১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আহলে বাইয়াতের পূত:পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনাচার সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া গ্রন্থের শেষ দিকে ৪১৫ থেকে ৪৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফিরকায়ে ইসনা আশারিয়ার ইমামতের আকীদার একটি সমীক্ষাও তুলে ধরেছেন। ৪৩৩-৪৪১ পর্যন্ত খোলাফায়ে আরবাআঁহ সম্পর্কে একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। এছাড়া হযরত আলী (রাজিঃ) তার খেলাফত কালে যেসব বিপদ, ফেৎনা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ রয়েছে এ গ্রন্থে।

এ গ্রন্থটিতে লেখার নমুনা নিম্নরূপ:

حضرت علی رضہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم کی اوٹنی عضباء پر نکلے، راستہ مس ے حضرت ابو بکر رضہ
سے ملاقات ہوگئی، حضرت ابو بکر رضہ نے فرمایا تم امیر ی کی حسٹ ے ث ے ے سے چل رہے ہو یا مامور کی
حسٹ ے ث ے ے سے؟ حضرت علی نے کہا مامور کی حسٹ ے ث ے ے سے، دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا حضرت ابو بکر کا
رہنمائی مس ے لوگوں نے مناسک حج ادا کئے، جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے لوگوں مس ے ان
باتوں کا اعلان کر دیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے ہداٹ ے ے دی تھی ے ے-৩৮

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও আবুল হাসান আলী নাদবীর আরো কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ নিম্নরূপ

১) *মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দ্বীনী দাওয়াত*
২) *সাওয়ানেহে মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী*
৩) *তাযকিরায়ে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া*
৪) *তাযকিরায়ে ফজলুর রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী*
৫) *হযরত ইবরাহীম আঃ কা দাওয়াতি উসলূব*
৬) *হযরত মুসা আঃ কী পয়গম্বরানা হিকমাত*
৭) *সীরাতে মুহাম্মদী দোয়াউকে আয়েনাহ মে*
৮) *হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী (রহঃ)*
৯) *হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী আওর হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী কে হেফাযতে দ্বীন*
১০) *হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী*
১১) *তাযকেরায়ে হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী- আহওয়াল ওয়া কারনামে*
১২) *সাওয়ানেহে মাহবূবে এলাহী হযরত নেযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)*
১৩) *সদরে ইয়ারে জঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শিরওয়ানী*

তথ্য সূত্রঃ

১) আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, 'সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. কিছু স্মৃতি, কিছু পরিচিতি', *সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকাঃ আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৯০

২) পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

৩) আবুল হাসান আলী নাদবী, *পুরানে চেরাগ*, ১ম খণ্ড, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ২য় প্রকাশ ১৯৭৫, পৃ. ১৫

৪) পূর্বোক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৫৭

৫) ড. আফম খালিদ হোসেন, 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার ইতিহাস চর্চা', *আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪

৬) আবুল হাসান আলী নাদবী, *হায়াতে আব্দুল হাই*, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৪, পৃ. ভূমিকা

৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

৮) আবুল হাসান আলী নাদবী, *আলমুরতাযা*, লক্ষ্ণৌঃ মজলিসে তাহকীক্বাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, ২০০৫, পৃ. ৮৭

মাওলানা মুহাম্মাদ ছানী হাসানী নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম ছাত্র মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী। তার পিতার নাম সায়্যিদ রশীদ আহমদ হাসানী। তিনি লক্ষ্ণৌ এলাকায় অবস্থিত রায়বেরেলীর দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লায় ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার দিন জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি ছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবীর ভাগিনা। তার পিতা ও দাদা উভয়েই বড় আলেম ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। মুহাম্মাদ ছানী হাসানী দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় নিজ মামা আবুল হাসান আলী নাদবীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শুরু করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নাদওয়াতুল 'উলামাতেই লেখাপড়া করেন। মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুরেও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কিছুদিন অবস্থান করেন। তার প্রসিদ্ধ উস্তাদদের মধ্য মাওলানা শাহ হালীম আতা সালুনী, মাওলানা আব্দুস সালাম কুদওয়ায়ী নাদবী, মাওলানা নাজেম নাদবী, মাওলানা সায়্যিদ হামিদুদ্দীন, শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ), মাওলানা আসাদুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী উল্লেখযোগ্য।[২]

তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও তাবলীগ জামাতের মুরুব্বী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর সান্নিধ্য অর্জন করে আধ্যাত্মিক ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। মাও. সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা আহমদ লাহোরী, হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী (রহঃ) এর সংশ্রবে থেকেও ইলমী তারাক্কী অর্জন করেন।

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী লেখালেখির জগতে দারুন সুনাম অর্জন করেন। *মাহনামা রিদওয়ান* নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি বহু গ্রন্থও রচনা করেন। উর্দু জীবনী সাহিত্যেও তার অবদান অতুলনীয়। ছোট বড় মিলে প্রায় ১৪টির মত গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. *হায়াতে খলীলঃ*

মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী রচিত অন্যতম জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে *হায়াতে খলীল*। গ্রন্থটিতে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহঃ) এর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। মূলত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবীর ইশারায় মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৯৬ হিজরীতে তানবীর প্রেস লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটিতে দুটি খণ্ড রয়েছে। ১ম খণ্ডে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলবীর একটি বাণী এবং মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি ভুমিকা রয়েছে। ১২টি অধ্যায়ে সাজানো এ গ্রন্থটিতে খলীল আহমদ সাহারানপুরীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে বংশ ও জন্মস্থান, ২য় অধ্যায়ে পারিপার্শিক অবস্থা ও বংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ৩য়

অধ্যায়ে জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে শিক্ষা অর্জন পর্যন্ত, ৪র্থ অধ্যায়ে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর সান্নিধ্য অর্জন, পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাদরাসায়ে মাযাহেরুল উলূমে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন, সপ্তম অধ্যায়ে তার শিক্ষাদান পদ্ধতি, মাদরাসার ব্যাবস্থাপনা, অষ্টম অধ্যায়ে শেষ হজ্ব এবং মদীনার যিয়ারত, নবম অধ্যায়ে হিজরতের ইচ্ছা এবং মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান, দশম অধ্যায়ে অসুস্থতা ও মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে ১১তম অধ্যায় থেকে ১৮তম অধ্যায় পর্যন্ত সাজানো হয়েছে যার মধ্যে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহঃ) এর গুণাবলী ও বৈশিষ্টাবলী, নিয়মানুবর্তীতা, বায়আত ও আধ্যাত্মিকতা, চিন্তাভাবনা ও ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও তার মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ, সমসাময়িক ‘উলামা মাশায়েখদের সাথে তার সুসম্পর্ক, গ্রন্থ রচনা ও তার খলীফাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. *হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ.:*
মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী রচিত তার আরেকটি জীবনী সাহিত্য গ্রন্থ হচ্ছে *হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ)*। এ গ্রন্থটিতে ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী হযরত শায়খ আহমাদ শেরহেন্দী (রহঃ) এর বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি ২০০৬ সালে মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশ করা হয়। ৩৮ পৃষ্ঠার এই ছোট পুস্তিকায় প্রথমে আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি ভুমিকা রয়েছে। গ্রন্থটিতে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর জন্ম, বংশ, শিক্ষা, আধ্যাত্মিক সাধনাসহ তার শায়খ, মুরীদ ও খলীফাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ সুন্নতের অনুসারী, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যের আওয়ায প্রতিষ্ঠাকারী একজন মরদে মুজাহিদ। তিনি বাদশাহ আকবরের ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দুয়ানী রুসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানান। এ কারণে তাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, জেলেও যেতে হয়েছে কিন্তু তিনি সঠিক ও সত্যের আওয়াজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পিছু হটেননি। এ বিষয়গুলো এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

বাদশাহ আকবরের সময়টা ছিল খুবই জঘন্য ধরণের। সে নামে মুসলমান হলেও তার কাজ কর্মে, আদেশে সবই হিন্দুয়ানী ও ইসলাম বিদ্বেষী কার্যক্রম প্রকাশ পেতো। সে তার দরবারের লোকদের কপালে হিন্দুদের মতো টিকলি, গলায় পইতা লাগাতে বাধ্য করতো, সুদ ও শুকরকে হালাল মনে করতো। এমনকি সে মুসলমানদেরকে গরু যবেহ করতেও নিষেধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার দরবারে তাকে সেজদা করা হতো, কুরআন হাদীস ও ইসলামের বিষয়াবলী নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা হতো, শিরক, বিদআত, মাযার পূজা, ব্যক্তিপূজা সমাজে প্রকাশ্যে খুব জোরে সোরে বিস্তার লাভ করেছিল। ইসলামের শাশ্বত কালিমা বাদ দিয়ে নিজের নাম দিয়ে কালিমা তৈরী করে তা

মানুষকে পড়তে বাধ্য করা হতো। হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্মের আবিস্কার করে তা অনুসরণ করতে মানুষদেরকে বলা হতো। মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. বাদশাহ আকবরের এ সকল মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষদেরকে বিশেষ করে মুসলমানদের সচেতন করতে থাকেন। এ বিষয়গুলোই এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. *হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী ঃ*

এ গ্রন্থটি মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী রচিত আরেকটি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে তাবলীগ জামাতের সাবেক আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলবীর জীবনী ও তার দ্বীনি খেদমতের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি ২০১২ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় যার মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ১০৪টি। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী ছিলেন তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মুরব্বী ও আমীর হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর সুযোগ্য ছেলে। পিতার ইন্তেকালের পর মাওলানা ইউসুফও দীর্ঘদিন বিশ্ব তাবলীগ জামাতের আমীর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ গ্রন্থটিতে তার জন্ম, শৈশব শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ, হজ্বের সফর, পাকিস্তান সফরসহ তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় সফরের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার পিতা-মাতা উভয়ে বড় বুযুর্গ ও আমলদার ব্যক্তি ছিলেন এবং তার শৈশবকালের প্রতিটি বিষয়ে তারা বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তার লেখাপড়া, চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথোপকথন, আমল-আখলাক, প্রতিটি বিষয়ে পিতা-মাতা তাকে সুন্দর তরবিয়তে গড়ে তোলেন। এই তরবিয়তের কারণেই মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী শৈশবকাল থেকেই সদালাপী ও সুন্দর আচরণের অধিকারী হয়েছিলেন। এই সকল বিষয়গুলো এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও তার উচ্চ শিক্ষা, বিবাহ, প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকাল, দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম হজ্ব, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলবীর ইন্তেকাল ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানানো যায় এ ব্যাপারে দেশের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ওলামায়ে কিরাম যেমন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা যাফর আহমদ থানবী প্রমুখ স্বনামধন্য আলেমদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করেন এবং সকলের পরামর্শ অনুযায়ী মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবীকে বিশ্ব তাবলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দেন। এ বিষয়গুলো এ গ্রন্থে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী (রহঃ) দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *আমানিউল আহবার* ও *হায়াতুস সাহাবা* রচনা করেন। এ গ্রন্থ দুটি সম্পর্কেও এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

মাওলানা ইউসুফ কান্দলবীর বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী বর্ণনা করেন:

در حصف ی ی ی ی مولانا محمد یوسف صاحب کا تھی . یہ حال تھا، خدا نے آپ کو علم و عقل کی دولت تھی . ی عطا فرمائی تھی ی عشق او مستی، درد و سوز کی نعمت سے تھی نوازا تھا ی -علم و عقل کا تو مظاہرہ والد ماجد کی زندگی میں عشق کی یادہا آہنگ تھا جو بظاہر دبی ی ہوئی ر ی تھی ی لیکن ... اندر سلگ رہی ، ی تھی ی ی والدماجد کے انتقال کے بعد بھر . ڑ ک اٹھی ڑ ی ٣

৪. *ছাদেকীনে ছাদেকপুর:* (صادق پور ی ی .) صادقین

মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী লিখিত একটি অন্যতম জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে *ছাদেকীনে ছাদেকপুর*। ভারতীয় ইসলামের ইতিহাসে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইসলামের প্রচার প্রসার ও ইসলামের আওয়াজকে বুলন্দ করার জন্য বালাকোটের ময়দানে তিনি যে ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর শাহাদাতের পর তার একনিষ্ঠ অনুসারীদের মধ্যে যারা তার মতাদর্শ বাস্তবায়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ছাদেকপুরের বাসিন্দাগণ উল্লেখযোগ্য। *ছাদেকীনে ছাদেকপুর* গ্রন্থটির মধ্যে মুহাম্মদ ছানী হাছানী নাদবী ছাদেকপুরের বাসিন্দাদের ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যারা ছিলেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর একনিষ্ঠ অনুসারী এবং তার শাহাদাতের পরেও তার মতাদর্শ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমি রায়বেরেলী থেকে সর্বপ্রথম ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ১৪৮টি। গ্রন্থটিতে সায়িদ আহমাদ শহীদ রহ. এর অনুসারীদের মধ্যে ছাদেকপুরের বাসিন্দারা হলেন:

১. মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী

১. মাওলানা এনায়েত আলী গাযী।

২. মাওলানা আব্দুল্লাহ আযীমাবাদী

৩. মাওলানা আব্দুল করীম

৪. মাওলানা ইয়াহইয়া আলী আযীমাবাদী

৫. মাওলানা আহমাদুল্লাহ জাফরী

৬. মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী

তথ্যসূত্রঃ

১. ইরফান আব্বাসী, 'মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ছানী হাসানী রায়বেরেলী রহ'., *মাহনামা রিদওয়ান*, লক্ষ্মৌ, সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৮৪, সম্পাদক, মুহাম্মাদ হামযাহ হাসানী, পৃ. ১৪৩

২. সায়্যিদ মাহমুদ হাসান হাসানী নাদবী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ছানী হাসানী*, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, রায়বেরেলী, প্রথম প্রকাশ-২০১৯, পৃ. ১১৫

৩. সায়্যিদ মুহাম্মাদ ছানী হাসানী নাদবী, *হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলবী*, মাকতাবায়ে ইসলাম, লক্ষ্মৌ, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ. ৩৬

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর উর্দু জীবনী সাহিত্য

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় শিক্ষা লাভ করে লেখালেখির জগতে যারা সুনাম অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীও উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন জীবনীকার, ইসলামী ইতিহাসবিদ, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার, সু-সাহিত্যিক ও একজন বড় মাপের আলেম। বিভিন্ন বিষয়ে এক ডজনের অধিক গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করে উর্দু সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী জীবনী সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন সাহাবীদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ *সিয়ারুস সাহাবা ১ম খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম খণ্ড*, তাবেয়ীদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ *তাবেয়ীন*, সুলায়মান নাদবীর জীবনী নিয়ে লেখা *হায়াতে সুলায়মান* ইত্যাদি। নিম্নে তার এ সকল গ্রন্থগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. *সিয়ারুস সাবাহা তৃতীয় খণ্ড:*

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর লিখিত জীবনী সাহিত্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে *সিয়ারুস সাবাহ, তৃতীয় খণ্ড* হচ্ছে তার সর্ব প্রথম রচনা সংকলন। এ গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশের সময় নাম দেওয়া হয়েছে *মুহাজেরীনে দুওম*। এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, সাহাবীদের জীবনী সিরিজ লেখার ধারাবাহিকতায় দারুল মুছান্নিফীন থেকে যে কয়টি খণ্ড রচনা করা হয় তার মধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি রচনা করেন অন্য আরেকজন লেখক। তার নাম হাজী হাজী মঈনুদ্দীন নাদবী। তার লিখিত ১ম ও ২য় খণ্ডটি *খুলাফায়ে রাশেদীন* এবং *মুহাজেরীন, জিলদে আওয়াল* নামে প্রকাশ করা হয়। আর এই সিরিজের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডটি রচনা করেন শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী। মূলত শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী ও হাজী হাজী মঈনুদ্দীন নাদবী দুজন আলাদা ব্যক্তি।[১] শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী লিখিত *সিয়ারুস সাবাহ, তৃতীয়* খন্ডে ঐ সকল মুহাজির সাহাবায়ে কিরামদের জীবনী, তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবদান আলোচনা করা হয়েছে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন। গ্রন্থটিতে প্রায় ১০০ জন সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

২. *সিয়ারুস সাহাবা ষষ্ঠ খণ্ড:*

এ গ্রন্থটি শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীর জীবনী সাহিত্য বিষয়ক ২য় গ্রন্থ। এটি ১৯৩২ সালে সর্বপ্রথম দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৩১৮টি। এই খণ্ডে হযরত হাসান (রাজিঃ), হযরত হুসাইন (রাজিঃ), হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাজিঃ) এর জীবনী, আখলাক, ফযীলত এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবদানসহ তাদের জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের সময়ে ঘটে

যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়েও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও করা হয়েছে। গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত সিরিজের ৪২ নম্বর গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ১ থেকে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত হাসান ইবনে আলীর জীবনীসহ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে। ৩৭ থেকে ১৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাজিঃ) এর জীবনী, তার শাসনামল, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ও অবদান আলোচিত হয়েছে। ১৪১ থেকে ২৪৪ পৃ. পর্যন্ত হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাজিঃ) এর জীবনী, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, তার ও পরিবারের হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঘটনা ও সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ২৪৫ থেকে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাজিঃ) এর জীবনী, বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনাবলী, তার ইলমী যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে।

৩. *সিয়ারুস সাহাবা (*৭ম খণ্ড):

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী রচিত এ গ্রন্থটি *সিয়ারুস সাহাবা* সিরিজের শেষ খণ্ড। এই খণ্ডে প্রায় ১৫০ জন ঐ সকল সাহাবায়ে কিরামদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন অথবা যারা মক্কা বিজয়ের পুর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু হিজরত করেননি এবং ঐ সকল সাহাবীদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে যারা রিসালাতে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সময়ে ছোট ছিল। এ গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়।

৪. *তাবেয়ীন*:

শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী রচিত এ গ্রন্থটি ১৩৫২ হিজরী ১৯৩৭ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয় যার মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে ৫৭৪টি। এ গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামদের সংশ্রব প্রাপ্ত ৯৬জন গুরুত্বপূর্ণ তাবেয়ীদের জীবনী, তাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক দাওয়াতী কর্মকান্ড, রাজনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অসামান্য অবদানের বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । গ্রন্থটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত সিরিজের ৫২নং গ্রন্থ। গ্রন্থটির শুরুতে নওয়াব ছদরে ইয়ারে জংগ মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানীর একটি ভূমিকাও রয়েছে। *তাবেয়ীন* এ গ্রন্থে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তাবেয়ীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

ক. ইব্রাহিম বিন ইয়াযিদ তাইমি
খ. ইব্রাহিম বিন ইয়াযিদ আন নাখয়ী
গ. আহনাফ বিন কায়েস
ঘ. ইসমাইল (প্রমূখ)

৫. *হায়াতে সুলায়মান:*

এ গ্রন্থটি শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী রচিত একটি উল্লেখযোগ্য জীবনী বিষয়ক সাহিত্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর জীবনী এবং ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যাঙ্গনে তার বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯৭৪ সালে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আল আযমী, *শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী: হায়াত ওয়া খেদমাত*, আদাবী দায়েরাহ, আযম গড়, ২০০৭, পৃ. ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়
উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যে নাদওয়াতুল ‘উলামার অবদান

১. উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যে আল্লামা শিবলী নুমানীর অবদান

২. আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্য

৩. মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্য

প্রবন্ধ সাহিত্য

উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। প্রায় সকল লেখক প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করেছেন। যখন থেকে পত্রিকার জন্ম তখন থেকেই প্রবন্ধ ব্যাপক হারে লিখা হতে থাকে। উর্দু প্রবন্ধের মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যিকগণ তাদের গদ্য সাহিত্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। স্যার সায়্যিদ আহমদ, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ, মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালীসহ প্রসিদ্ধ লেখক ও সাহিত্যিকগণ উর্দু প্রবন্ধের মাধ্যমে তাদের মতাদর্শ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধ সাহিত্য বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়। উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যে নাদওয়াতুল 'উলামা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্র শিক্ষকগণ যে ভূমিকা পালন করতেছেন তার দৃষ্টান্ত প্রশংসনীয়। আল্লামা শিবলী নুমানী, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, আব্দুস সালাম নাদবী, শাহ মঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী ও আব্দুস সালাম কুদওয়ায়ী নাদবীসহ নাদওয়াতুল 'উলামার অসংখ্য ছাত্র শিক্ষকগণ তাদের প্রবন্ধের মাধ্যমে উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। নিম্নে নাদওয়াতুল 'উলামার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রবন্ধ আলোচনা করা হলো।

উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যে আল্লামা শিবলী নু'মানীর অবদান

আল্লামা শিবলী নুমানী শুধু একজন লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। তিনি যেমনিভাবে রচনা করেছেন জীবনী সাহিত্য, কাব্য সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য তেমনি রচনা করেছেন অসংখ্য উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্য। তার প্রবন্ধগুলো তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক উর্দু পত্রিকাগুলোতে ছাপা হতো। বিশেষ করে *আন-নাদওয়া* লক্ষ্ণৌ, *ওয়াকিল*, *যামিনদার*, *হামদর্দ*, *মুসলিম গেজেট* লক্ষ্ণৌ, *আল-হেলাল* কলিকাতা, *আলীগড় ইনস্টিটিউট*, *মাআরেফ আলীগড়*, *তাহযীবুল আখলাক* আলীগড়, *দাকান রিভিউ* হায়দারাবাদ প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতে ছাপা হতো। 'নাদওয়াতুল 'উলামা' থেকে প্রকাশিত *আন-নাদওয়া* পত্রিকাটি তারই উদ্যোগে প্রকাশিত হতো। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আল্লামা শিবলী নিজেই। এ পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে দারুণ সুনাম অর্জন করে। শিবলী এ পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় কলামের পাশাপাশি একটি প্রবন্ধও লিখতেন। শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন আল্লামা শিবলী। শিবলী নুমানীর এ সকল প্রবন্ধগুলোর কিছু তার জীবদ্দশাতেই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন: একটি হচ্ছে *রাসায়েলে শিবলী* নামে, অপরটি *মাকালাতে শিবলী* নামে। *রাসায়েলে শিবলী* নামক প্রবন্ধ সমগ্রটি ১৮৯৮ সালে রোযবাজার ইলেক্ট্রিক প্রেস, হাল বাজার, অমৃতসর থেকে ছাপা হয়। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত শিবলীর প্রবন্ধগুলো হচ্ছে: ১) ইসলামী হুকূমাতী

আওর শাফাখানে, ২) ইসলামী কুতুবখানে, ৩) তারাজিম, ৪) আল-জিযিয়া, ৫) ইসলামী মাদারেস, ৬) হুকূকুয যিম্মিয়্যীন, ৭) মেকানিকস আওর মুসলমান ইত্যাদি।

শিবলী নুমানীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত *মাকালাতে শিবলী* নামক প্রবন্ধ সমগ্রটি ১৯২৩ সালে রঙ্গীন প্রেস দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *হিন্দুস্তান মে ইসলামী হুকুমাত কা আসর তামাদ্দুন পর*, *মুসলমানোকী ইলমী বে তাআসসুবী*, *আল মু'তাযেলা ওয়াল ই'তিযাল*, *বুরজ ভাষা আওর মুসলমান*, *উলূমে জাদীদাহ* ইত্যাদি। এ দুটি গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে তার প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে শিবলী নুমানীর সকল প্রকাশিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলো একত্রিত করে দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী, আযমগড় থেকে *মাকালাতে শিবলী* নামে আট খণ্ডে প্রকাশ করা হয় এবং এই খণ্ডগুলোকে নিম্ন লিখিত তারতীবে সাজানো হয়।

- প্রথম খণ্ড (ধর্মীয় বিষয়ক)। ১ম খণ্ডটি ধর্মীয় বিষয়ক প্রবন্ধাবলী দিয়ে সাজানো যাতে প্রায় ৮টি প্রবন্ধ রয়েছে । এই খণ্ডে কিছু কিছু এমন প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলোতে মূলত বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর ছুড়ে দেয়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু কিছু প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।
- দ্বিতীয় খণ্ড (সাহিত্য বিষয়ক)।
- তৃতীয় খণ্ড (শিক্ষা বিষয়ক)।
- চতুর্থ খণ্ড (সমালোচনা বিষয়ক)।
- পঞ্চম খণ্ড (ইতিহাস বিষয়ক-০১।
- ষষ্ঠ খণ্ড (ইতিহাস বিষয়ক-০২)।
- সপ্তম খণ্ড (দর্শন বিষয়ক)।
- অষ্টম খণ্ড (সংস্কার ও রাজনৈতিক বিষয়ক)

নিম্নে আল্লামা শিবলী নুমানীর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. *"ইউরোপ আওর কুরআন কে আদিমুছ্ ছিহ্হাত হুনে কা দা'ওয়া"* :

২৫ এপ্রিল ১৯১৪ সালে "লন্ডন টাইমস" পত্রিকায় দাবী করা হয়েছিল যে, কুরআন মাজীদের কিছু প্রাচীন এমন নুছখা বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় যা এই কুরআন থেকে ব্যতিক্রম এবং যেগুলোর বিশুদ্ধতার বিষয়টি বর্তমান কুরআন থেকেও অধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লামা শিবলী যখন এই প্রবন্ধটি পড়লেন তখন এর উত্তরে লিখলেন *ইউরোপ আওর কুরআন কে আদিমুছ্ ছিহ্হাত হুনে কা দা'ওয়া।* এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আমাদের মাঝে বিদ্যমান কুরআনটি সঠিক এবং বিশুদ্ধ। এতে

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা আরবের লোকদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা, কুরআন মুখস্ত করে তা ইয়াদ রাখার ফজীলত, কুরআন মুখস্ত করার প্রতি হুজুর (সঃ) এর উৎসাহ ও গুরুত্ব, অপরকে কুরআন শিখানোর গুরুত্ব ও ফযীলত ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে বহু হাদীস বর্ণীত হওয়ার কারণে স্বয়ং হুজুর (সঃ) এর যুগেই অসংখ্য সাহাবাদের পবিত্র কুরআন মুখস্ত ছিল এবং এ ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। এটা শুধু পবিত্র কুরআনেরই মুজেযা যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কুরআন মুখস্ত করে চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কুরআন নাযিলের সময় হুযুর (সঃ) নিজেই যায়েদ ইবনে ছাবেত এবং অন্যান্য সাহাবীদেরকে পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো লিখিয়ে দিতেন এবং তারা মুখস্ত করে নিতেন। এ বিষয়গুলো এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

২. *কুরআন মাজীদ মে খোদা নে কসম কিউ খায়ী:*

বিরুদ্ধবাদীরা পবিত্র কুরআনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। এগুলোর মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ তায়ালা মানুষদেরকে কসম খেতে নিষেধ করেছেন অথচ আল্লাহ নিজেই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে কসম খেয়েছেন। আল্লামা শিবলী বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, কুরআনের যেখানে বিভিন্ন কসম এসেছে, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাক্ষ্য। যেমন, আল্লাহ তাআলা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এগুলোর যখন কসম খেয়েছেন তখন এগুলোকে সাক্ষ্য রেখেছেন যেন এই বস্তুগুলো আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের সাক্ষী এবং আল্লাহ তায়ালারই নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে।

৩. *উলূমুল কুরআন:*

প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত এই প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে জানা যায় যে, আমাদের পূর্ববর্তী আসলাফগণ কুরআনের বিষয়গুলো নিয়ে এমনভাবে গবেষণা করতেন যে, এক একটি সুক্ষ্ম বিষয় নিয়ে অথবা ফাছাহাত-বালাগাত নিয়ে শত শত পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন অথচ আমাদের অবস্থা হলো গবেষণা তো দূরের কথা আমাদের সন্তানগণ বরকতের জন্য হলেও তা পড়তে ভুলে বসেছে। অথচ এই কুরআন হচ্ছে আমাদের নাজাতের মাধ্যম। এ বিষয়টি তিনি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনের বিষয়াদি নিয়ে পূর্ববর্তীদের যারা গবেষণা করেছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম তুলে ধরেছেন। যেমনঃ মুহাম্মদ বিন ফরীদ ওয়াছতী, আব্দুল কাহের জুরজানী, রুম্মানী, খাত্তাবী, ইবনে সুরাকাহ, কাযী আবু বকর বাকিল্লানী প্রমূখ যারা কুরআন বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে বিশাল গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এ সকল বিষয় শিবলী নুমানী এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

এই প্রবন্ধে বহু বিবাহ নিয়ে এ বিষয়টিও তুলে ধরেছেন যে, ইসলাম যেমনিভাবে একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে চারটি পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে তেমনি এ ক্ষেত্রে ইনছাফ করার বিষয়টিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অনেক সচেতন ব্যক্তি এমন আছেন, যারা কুরআনের এই একাধিক বিয়ের বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দেন কিন্তু কুরআনের আরেকটি বিষয় তথা "ইনসাফ" এর বিষয়টি থেকে পরিপূর্ণ রূপে দুরে

থাকে। অথচ কুরআন একাধিক বিয়েকারীগণকে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ তথা সমতার বিধান প্রতিষ্ঠা করতেও আদেশ প্রদান করেছে। এ ক্ষেত্রে আল্লামা শিবলী খলীফা মানসূরের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যে, খলীফা মানসূর একদা দ্বিতীয় বিবাহ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। স্ত্রী বিষয়টি অবগত হলে মনে মনে দারুন কষ্ট পেলেন এবং খলীফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, একের অধিক বিবাহ বৈধ নয়। খলীফা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে স্ত্রীকে বুঝানোর জন্য ইমাম আবু হানীফাকে ডেকে আনলেন এবং তার নিকট জানতে চাইলেন, মুসলমানদের জন্য কয়টি বিবাহ বৈধ? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বললেন, চারটি। খলীফা পর্দার অন্তরালে বসে থাকা তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, ইমাম সাহেবের কথা শুনে নাও। খলীফার এই কথা শুনে ইমাম সাহেব তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তবে খলীফা মানসূরের জন্য একের অধিক বিবাহ বৈধ নয়। খলীফা এর কারণ জানতে চাইলে ইমাম আবু হানীফা বললেন, স্ত্রীর প্রতি আপনার তাকানোর ভাব-ভঙ্গিমা ও কথাবার্তার ধরণ দেখে আমি আঁচ করতে পেরেছি যে, আপনি স্ত্রীর প্রতি ইনসাফ করছেন না, এ জন্য আমার মতামত হচ্ছে আপনি তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তা বাদ দিয়ে দিন। আল্লামা শিবলী এই উদাহরণটি দিয়ে এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একজন সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা একজন খলীফা অথবা একজন ধনাঢ্য বা স্বচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যদি স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ বা সমতা বিধান করার সম্ভাবনা না থাকে যার প্রতি কুরআন গুরুত্ব আরোপ করেছে তবে ঐ ব্যক্তির জন্য ইসলাম দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করে না।

৪. *নও মুসলিমূ কো দূবারাহ হিন্দু হু জানে সে বাচানে কে লিয়ে তামাম বেরাদারানে ইসলাম কি খেদমত মে ফরইয়াদ:*

এই প্রবন্ধটি মাকালাতে শিবলী অষ্টম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি মুসলিম গেজেট লক্ষ্ণৌতে **১৯১২** সালে মার্চ মাসে প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে নও মুসলিমদেরকে পুনরায় হিন্দু হওয়া থেকে ফিরানো এবং এ জন্য কিছু কর্ম কৌশল অবলম্বন করতে ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। সাথে সাথে নও মুসলিমদের অবস্থা ও তাদের এলাকার চিত্র তুলে ধরেছেন।

কিছু কিছু এলাকায় নও মুসলিমদের অবস্থা এমন যে, তারা কালেমার শব্দগুলোও বলতে পারে না। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের নাই। মুসলমানদের হাতে তৈরী কোন জিনিসও তারা খায় না। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ, রুসম-রেওয়াজ সবই হিন্দুদের মত, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তারা মারা গেলে তাদেরকে দাফন করা হয় আর হিন্দুদেরকে আগুনে পুরানো হয়। তাদের এলাকায় কোন মসজিদ থাকলে তা নামকে ওয়াস্তে, সেখানে ভুলেও নামায আদায় হয় না। এ সকল নও মুসলিমদেরকে হিন্দুগণ গিয়ে বুঝাতো, তোমাদের বাপ দাদাকে মুসলিম বাদশাগণ জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়েছে। অতএব তোমরা ইসলাম ধর্ম বাদ দিয়ে পুনরায় হিন্দু হয়ে যাও, অমনি তারা

হিন্দু হয়ে যেত। আল্লামা শিবলী এ বিষয়টি এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে ফিরাতে সচেতন মুসলিমদেরকে কিছু কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

৫. খাতুনানে কওম কী ইয্যত আওর ইয়াদগার:

শিবলী নুমানীর এ প্রবন্ধটি ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে *আন-নাদওয়া* পত্রিকার পঞ্চম খণ্ড, ৭নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যা মাকালাতে শিবলীর অষ্টম খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইসলাম নারীদেরকে অনেক ইয্যত ও সম্মান দান করেছে। পবিত্র কুরআনে নারীদের নামে সূরাতুন-নিসা নামে একটি সূরাও উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিবলী নারীদের সম্মান বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর যখন সর্বপ্রথম ওহী নাযীল হয় এবং জিব্রাইল (আঃ) রসূল (সঃ) কে বুকে চেপে ধরেন, তখন মানবীয় স্বভাব সুলভ ভয় পেয়ে রাসূল (সঃ) কাপতে থাকেন। বাসায় আসার পর হযরত খাদীজা (রাজিঃ) রাসূল (সঃ) এর ভীতিকর অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মা ইউখযীকাল্লাহু আবাদান" অর্থাৎ "আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না"। এখানে রাসূল (সঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সুচনা লগ্নে রাসূল (সঃ) কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে হযরত খাদীজা (রাজিঃ) এক মহান সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনিভাবে হজ্বের এক মহান রোকন হচ্ছে ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো, এটাও করা হয়ে থাকে হযরত হাজেরা (আঃ) এর অনসুরণে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর আদেশে হযরত হাজেরা (আঃ) এর পুত্র ইসমাইল (আঃ)কে জনমানবহীন মক্কার প্রান্তরে রেখে আসেন তখন হযরত ইসমাইল (আঃ) পানির পিপাসায় ছটফট করতে থাকেন। পানির তালাসে হযরত হাজেরা (আঃ) ছাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে আবার মারওয়া থেকে ছাফা পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করেন। আল্লাহ তার এই দৌড়ানোর অবস্থাকে এতটাই পছন্দ করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তার এই দৌড়ানোর বিষয়টিকে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে তার অনুসরণে সকল হাজীদের উপর ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানোকে ওয়াজিব করে দিলেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নারী জাতিকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী বানালেন। এই বিষয়টি শিবলী নুমানী এই প্রবন্ধে তুলে ধরেন। যেমন: শিবলী বলেন:

اور مذہبی اصطلاحات شعائر میں عورتوں کا خاص حصہ ہے جو مردوں کو نصیب نہیں ہے۔ حج کا

ایک بڑا رکن صفا اور مروہ میں دوڑنا حضرت ہاجرہ رض کی تقلید ہے مکہ اسلام کی جڑ ہے۔ اسکو خدا

نے ام القری کہا جس طرح قرآن مجید میں جو آیات محکمات ہے انکو خدا نے ام الکتاب فرمایا

اور کعبہ کو حرم کہتے ہیں ... لقب قرآن مجید میں ایک مستقل

سورۃ النساء عورتوں کے احکام میں ... سورۃ ہے ... کیا

ان امورسے یہ ظاہرہیں ۔ ہیں ہوتا کہ مذہبی شعارمیں یہ عورتوں کو ایک یہ مخصوص اور ممتاز درجہ حاصل ہے١-

লক্ষৌতে অবস্থিত ঐতিহাসিক ইসলামী বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম নাদওয়াতুল ‘উলামা যা ১৮৯৮ সালে ইসলামের প্রচার প্রসার ও কুরআন হাদীসের সঠিক শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত রুপ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম বিশ্বের একটি অন্যতম ইসলামী শিক্ষালয় হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম ভবন নির্মাণে বিশাল অংকের আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারা ছিলেন কয়েকজন সৌভাগ্যশীল নারী। এ বিষয়টিও এই প্রবন্ধে শিবলী নুমানী তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানে পূর্বের ন্যায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে নারী জাতির প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

৬. *মুসলমানোঁকী গুযাশতা তালীম:*

এ প্রবন্ধটি দ্বিতীয় খণ্ডের একটি শিক্ষামূলক ৩৬ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ। এতে মুসলমানদের শিক্ষার উৎস ও মুসলমানদের শিক্ষা প্রচার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষা করা, কুরআন বুঝার জন্য হাদীস শিক্ষা করা, হাদীসের সংকলন ও সংরক্ষণের ধারাসমূহ জানা, কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য নাহু-সরফ শিক্ষা করা, ইউনানী দর্শন শিক্ষা করা, ফিকাহ শিক্ষা করা, উসূলুল ফিক্হ শিক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাসহ এ সকল বিষয়াবলীর ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে। সাহাবায়ে কিরামদের যুগে বিশেষ করে খলীফা মানসুর ও মামুন প্রমূখের সময় জ্ঞান চর্চার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রবন্ধের শেষের দিকে দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুবাদ হয়ে আসা শতাধিক বইয়ের তালিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশেষ করে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের শিক্ষা সচেতনতা ও শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

৭. *মাদরাসায়ে দারুল উলূম:*

এ প্রবন্ধটি দীর্ঘ্য ৪০ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে নিযামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নিযামিয়ার প্রসঙ্গ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন আল্লামা শিবলী। এ মাদরাসার অবদান ও ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর প্রশংসাও করেছেন তিনি। তবে মাদরাসায়ে নেযামিয়াকে প্রথম মাদরাসা মানতে রাজি নন। কারণ এর পুর্বেও বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা প্রথমে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ের বাগদাদের প্রায় ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন শাসকের যুগে যেমন আব্বাসী যুগে নুরুদ্দীন ও সালাউদ্দীনের

যুগে, তুর্কি আমলে, ভারতে, ইউরোপে কোথায় কোন মাদরাসা ছিল তার একটা তালিকাও তিনি তুলে ধরেন এ প্রবন্ধে।

যেমন: তিনি এ প্রবেন্ধর এক জায়গায় লিখেন-

اور تعجب ہے کہ علامہ ابن خلکان بھی اس سے متفق ہیں کہ اسلامی دنیا میں جس
نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی وہ دولت سلجوقیہ کا وزیر نظام الملک طوسی تھا اولیت کی تحدید تو ہم
نہیں کرسکتے مگر یہ بتاسکتے ہیں کہ نظام الملک سے پہلے علمی عمارتوں کے آثار موجود تھے 400
ہجری میں حاکم مصر نے مصر میں ایک بڑا مدرسہ بنوایا، بہت سی اس پر وقف کیں، اور فقہا
و محدثین درس و تدریس کے لئے مقرر کئے سلطان محمود غزنوی نے بھی ہندوستان کی بے انتہا
دولت کا ایک حصہ اس عمدہ کام میں صرف کیا۔ سومنات کی فتح سے واپس جا کر 410 میں
غزنین میں ایک نہایت عالیشان مدرسہ بنوایا، ایک کتب خانہ بھی اس میں شامل
تھا۔[২]

৮. *ইহইয়ায়ে উলুম আওর রেডিকেল:*

আল্লামা শিবলী নুমানীর এ প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালের মে মাসে *দাকান রিভিও* নামক পত্রিকাতে প্রকাশ করা হয়। মাসিক *আলীগড়* পত্রিকায় আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে রেডিকেল ছদ্মনামে এক ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখে এবং এতে আরবী ভাষাকে মুর্খ জাহেলদের ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করে। উক্ত প্রবন্ধের জবাবে আল্লামা শিবলী আলোচ্য প্রবন্ধটি লিখেন। আলীগড় পত্রিকায় আরবী শিক্ষার বিরোধিতায় যে সব মন্তব্য করা হয়েছে এর প্রচন্ড বিরোধিতা করেন আল্লামা শিবলী এবং সুক্ষ্ম যুক্তির মাধ্যমে এর জবাব প্রদান করেছেন এই প্রবন্ধে। আরবী ভাষাকে মুর্খ জাহিলদের ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করা ও আরবী ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে তারও জোড় বিরোধিতা করেন আল্লামা শিবলী। আল্লামা শিবলীর মতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইংরেজী শিখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই বলে আরবী ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। আরবী ভাষাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা জাতির অধঃপতন ছাড়া আর কিছু নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন এই প্রবন্ধে।

যেমন: তিনি বলেন:

حقیر نے ثابت کر دیا کہ قوم واقعی ذلت کے احر ۔ ی درجہ پر پہہ ح پ گی ر یہ ہے کوی نکہ کوئی ر ی قوم اس وقت
ذ ایل ہیں ۔ ہیں ہوئی ی جب تک وہ خود اپنے آپ کو ذ ایل نہ سمجھے ۔ ی اور یہ درجہ اب قوم نے حاصل کر لیا
ہے ৩

৯ . *মুল্লা নিযামুদ্দীন রহ .*

মাকালাতে শিবলীর ৩য় খন্ডে সন্নিবেশিত এ প্রবন্ধে আল্লামা শিবলী দরসে নেযামীর প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। অনেকেই দরসে নেযামী বলতে সেলযুক বাদশাহ নেযামুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নেযামিয়ার সিলেবাস বুঝে থাকে কিন্তু আল্লামা শিবলীর মতে দরসে নেযামীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন লক্ষ্মৌর মোল্লা নিযামুদ্দীন রহ. যিনি ১১৬১ হিজরী ৯ জুমাদাল উলা ইন্তেকাল করেন। এ বিষয়টি তিনি এ প্রবন্ধে তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এ কথাও উল্লেখ করেন যে, মোল্লা নিযামুদ্দীনের দরসে নেযামীতে যে সকল বিষয় পাঠ্যসূচী ছিল বর্তমানে তাতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বহু নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যেমন: তিনি বলেন

اس موقع پہ یہ بتادسا ی ۔ ھی ۔ ی ضروری ہے کہ موجودہ درس جو نظامیہ کے نام سے مشہور ہے- در اصل
درس نظامیہ میں نہیں بہت سی کتابیں ہے- ی الیی ی اضافہ ہوگئی ہیں جو ملا نظام الدین ی ۔ صاحب کے
عہد میں ی موجود تھی ۔ نہ تھیں ی ی .8

১০. *মুজাহিদানে ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হাররানী:*

মাকালাতে শিবলীর পঞ্চম খন্ডে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো *মুজাহিদানে ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হারানী।* আল্লামা শিবলী নুমানী এ প্রবন্ধে ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস এবং ইসলামের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কারক ও দ্বীনের দায়ী। ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামের প্রচার প্রসারে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। আল্লামা শিবলী এ প্রবন্ধে ইবনে তাইমিয়ার জীবনী তুলে ধরার পাশাপাশি ইসলামের খেদমতে তার অবদান ও তার সংস্কারমূলক কাজের বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এ প্রবন্ধে শিবলী নুমানী সংস্কারকের সংজ্ঞা প্রদান করে ইবনে তাইমিয়াকে একজন প্রকৃত সংস্কারক হিসেবে ঘোষণা করেন। সংস্কারকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিবলী লিখেন:

جد دیا رفارمر کے لئے ہیں ی ی ۔ شرطیں ضروری ہیں ۔

مذھب یا علم یا سیاست میں کوئی مفید انقلاب پیدا کردے

جو حال اس کے دل میں آیا ہو، کسی کی تقلید سے نہ آیا ہو، بلکہ اجتہاد ہو-

جسمانی مصیبتیں اٹھا جان پر کھیلا ہو، ہوس فروشی کی ہو، یہ شرائط قدما میں تھی بہت کم پائے جاتے ہیں اور

ہمارے زمانہ میں تو رفارمر ہونے کے لئے صرف یورپ کی تقلید کافی ہے-[৫]

১১. *যেবুন নিসা:*

মোঘল বাদশাদের মধ্যে বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর একজন প্রসিদ্ধ বাদশা ছিলেন। যেবুননেসা ছিলেন তারই প্রথম সন্তান। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত ও ভদ্র মহিলা। তিনি বহু কবিতাও রচনা করেন তাই কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন।[৬]

আল্লামা শিবলী নুমানী এ প্রবন্ধে যেবুননেসা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিন ইন্টারভিউ-এ যেবুন নেসা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। শিবলী উক্ত প্রবন্ধটি পড়ে তার জবাবে *যেবুননেসা* নামক প্রবন্ধটি লিখেন। এ প্রবন্ধটি আননাদওয়া পত্রিকা খণ্ড-৬, সংখ্যা-৯, অক্টোবর ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১২. ইবনে রুশদ:

ইবনে রুশদ ছিলেন একজন মুসলিম দার্শনিক যাকে এরিষ্টটলের সমমনা মনে করা হয়ে থাকে। আল্লামা শিবলীর মতে, ইবনে রুশদ ইসলামের ইতিহাসে একজন হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্ব যিনি দর্শনের বহু গ্রন্থ রচনা করেন। আল্লামা শিবলী এ প্রবন্ধে ইবনে রুশদ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তার গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

তথ্যসুত্র:

১) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *মাকালাতে শিবলী*, দারুল মুছান্নেফীন, আযমগড়, অষ্টম খণ্ড, ১৯৩৮, পৃ. ৮০,
২) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৭-৩৮
৩) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী খণ্ড -৩, পৃ. ১৭৭
৪) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, খণ্ড- ৩, পৃ. ১০১
৫) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, খণ্ড-৫, পৃ. ০৬
৬) সায়্যিদ সালাহউদ্দীন আবদুর রহমান, *সালাতীনে হিন্দ কি আদাবী খিদমত*, মনযিল একাডেমী, করাচী, ২০০৫ পৃ. ৩১২

আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্য

নাদওয়াতুল 'উলামার যে সকল কলামিষ্টগণ উর্দু সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে আল্লামা সুলায়মান নাদবী অন্যতম। তিনি যেমনিভাবে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, সীরাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন তেমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার প্রবন্ধগুলো বেশিরভাগ দারুল মুছান্নিফীন এর মুখপাত্র *মাআরিফ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি যখন নাদওয়াতুল 'উলামায় থাকাকালীন *আন-নাদওয়া* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন তার অনেকগুলো প্রবন্ধ *আন-নাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তৎকালীন আল হেলাল, মাখযান ও অন্যান্য পত্রিকায়ও তার প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলোকে একত্রিত করে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে *মাকালাতে সুলায়মান* নামে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। তিন খণ্ডে প্রকাশিত *মাকালাতে সুলায়মান* এর ১ম খন্ডে ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, ২য় খণ্ডে ইলমী বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং ৩য় খণ্ডে ধর্মীয় বিষয়ক প্রবন্ধাবলী দিয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নে *মাকালাতে সুলায়মান* প্রবন্ধগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

➢ *মাকালাতে সুলায়মান ১ম খণ্ডঃ*

মাকালাতে সুলায়মান এর ১ম খণ্ডে সোলায়মান নাদবীর ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলী দিয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ খণ্ডটি ১৯২২ সালে সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করেন। পনেরটি প্রবন্ধের এ খণ্ডটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৬। এ খণ্ডটিতে ঐ সকল প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা হিন্দুস্তানের ইতিহাসের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত। *মাকালাতে সুলায়মান* এর ১ম খণ্ডের প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপঃ

১. *হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানো কে আহদ মে হিন্দু কি তালিমী আওর ইলমী তারাক্কী:*

সুলায়মান নাদবীর এ প্রবন্ধটি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে কি কি ধরণের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে, তারা কি ধরণের উন্নতি লাভ করেছে, এ বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুলায়মান নাদবী এ প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে হিন্দু ইতিহাসবিদ, হিন্দু ফার্সী কবি, হিন্দু ফার্সী সাহিত্যিক, হিন্দু অভিধান লেখক, হিন্দু অনুবাদক, হিন্দু গায়ক ও হিন্দু চিত্রকরদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধটি

১৯১৮ সালে *মা'আরিফ* পত্রিকায় জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্তানে মুসলিম বিজয়ীদের আগমনের পূর্ব থেকেই মুসলমানদের এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসা যাওয়া ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে সুলায়মান নাদবী এ বিষয়টি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দুস্তানে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষায় তেমন একটা উন্নত ছিল না। হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে প্রথা অনুযায়ী শুধু ব্রাম্মণ শ্রেণীদের শিক্ষা অর্জনের অনুমতি ছিল। আর তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও সীমিত কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাম্মণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীদের শিক্ষা অর্জনের অনুমতি ছিল না। মুসলিম শাসকগণ এ দেশে আগমন করে হিন্দু ধর্মের সকল শ্রেণীদের মাঝে শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি ব্যাপক করে দিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা অর্জনের পথ প্রশস্ত করে দিলেন। সুলায়মান নাদবী এ বিষয়গুলো আলোচ্য প্রবন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এ দেশের হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندو قوم وہ تھی ی قوم کے سایہ تک سے گریز کرتی تھی ی
اور اس کو ماء پھ ناپاک اور نجس ہستی تصور کرتی تھی ی ، کیا اس وقت میں ی کوئی یہ خیال کر سکتا تھا ی
کہ کسی زمانہ میں ی ہندو قوم تھی اس قدر روادار اور وسیع ی ا اء یال ہو جائے گی کہ وہ دوسری قوم
کے ساتھ کل کام کرے گی ، اس کی زبان سیکھے گی ، اس کے علوم و فنون پڑھے گی ،
اس کے تمدن و معاشرت کو احسا یر کرے گی اور اسکے ساتھ شاگردی واستادی کا رشتہ قائم
کرے گی لیکن ی دو سو برس ہی کے اندر ان خیالات بڑا العر ی ی آگیا- اور اب وہ مسلمان
ارباب کمال کے پہلو بہ پہلو بیٹھ ے لگے- ابتدائی بے تعصبی ہندوؤں کی ی علمی ترقی
کا زینہ ی ہے-১

জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুদের উন্নতিতে মুসলমানদের অবদানের বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে সুলায়মান নাদবী বলেন-

ہندوں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا ی علمی احسان یہ ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ہندوں دھرم
کے مطابق تعلیم ی ی ہندوؤں کے ایک ی مخصوص طبقہ ی حکم تھا- ی کہ وید کا کوئی فقرہ

اگر کسی شورد کے کان میں ۔ پڑجاتا ایسی میں ۔ سدیسہ پلا دیا جائے- برہمنوں کے علاوہ
ہندووٴں کے دیگر ۔ طبقوں میں ۔ یاتو علم مطلق نہ تھا ۔ یا بہت ہی کم تھا ۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ مذہباً
ان کو تعلیم ۔ ۔ کے حاصل کرنے کی مطلقاً اجازت نہ تھی۔ ۔ مسلمانوں نے ہندوستاں آکر
تعلیم ۔ ۔ کو ہندووٴں کے ہر طبقہ تک عام کر دیا-٢

২. *সুলতান টিপু কি চান্দ বাতি:*

এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* পত্রিকায় ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে সুলতান টিপু শহীদ ও তার বাবা হায়দার আলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্মুখী শত্রুদের কঠিন চাপের মুকাবেলায় তাদের দেশ পরিচালনায় তাদের সৎ সাহস, ইস্পাত সদৃশ তাদের দৃঢ়তা, অবিচলতা ও তাদের দক্ষতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

৩. *খেলাফত আওর হিন্দুস্তান:*

সুলায়মান নাদবীর এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯২০ এবং অক্টোবর ১৯২১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখক ইসলামী খেলাফতের সাথে হিন্দুস্তানের সম্পর্ক কতটুকু গভীর ও পুরানো তা তুলে ধরেছেন। রাসূল (সঃ) এর যুগ থেকেই ইসলাম প্রচারের জন্য আরবের লোকদের এ দেশে আসা যাওয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে খেলাফতে রাশেদা, বনু উমাইয়া শাসক ও বনু আব্বাসীয় শাসকদের সময়ে তাদের বহু প্রতিনিধি সময়ে সময়ে এ দেশে আগমন করে। তৎকালীন সময়ে এ দেশীয় রাজাগণ ও মুসলমানগণ তাদের খেলাফতকে স্বীকৃতি প্রদান করে। খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সময় এ দেশের বহু রাজা-বাদশা তার আমল আখলাক ও ইনসাফে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আরবদের নামে নিজেদের নাম রাখে। খোলাফায়ে রাশেদার সময় থেকে আব্বাসীয় শাসক পর্যন্ত প্রায় সকল যুগেই প্রতিনিধিয়ে খেলাফত এদেশে আগমন করেন। এ সকল প্রতিনিধিদের মধ্য হতে প্রায় ২৯ জনের একটি তালিকাও সুলায়মান নাদবী এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও সুলতান মাহমুদ গযনবী, ইলতুতমিশ, মুহাম্মদ শাহ তুঘলক সহ পরবর্তী কয়েকজন মুসলিম রাজা বাদশাদের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে।

৪. *হিন্দুস্তান মে ইসলাম কি ইশায়াত কেউ কার হুয়ী:*

এ প্রবন্ধটি ১৯২৪ সালে *মাআরিফ* পত্রিকায় জানুয়ারী, মে, এবং আগস্ট এই তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সুলায়মান নাদবী

হিন্দুস্তানে ইসলামের প্রচার প্রসারের মাধ্যম এবং দ্রুতগতিতে ইসলামের সম্প্রসারণের কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। অনেকেই অভিযোগ তুলেছে যে, হিন্দুস্তানে যেখানে পূর্বে কোন মুসলমান ছিলনা সেখানে এক হাজার বছরের মধ্যে ৭ কোটি মুসলমান (তৎকালীন সময়ের হিসাব অনুযায়ী) কিভাবে হলো? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুলায়মান নাদবী এ প্রবন্ধটি লিখেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছে যে, ইসলাম হিন্দুস্তানে তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে। সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন দলিল প্রমাণের মাধ্যমে এই ভ্রান্ত ধারণাও দুর করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম ধর্মে কোনো প্রকারের জোর-জবরদস্তি নেই। ইসলামের উন্নতি সেভাবেই হয়েছে যেভাবে অন্যান্য ধর্মের হয়েছে।

৫. *বদনসীব কাশমীর আওর আদলে শাহজাহান কা নকশে সাঙ্গী:*

এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* পত্রিকায় ১৯২৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাদশাহ শাহজাহানের সময় কাশ্মীরের মুসলমানরা খুবই সুখে শান্তিতে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা খুবই লাঞ্ছনার সাথে জীবন যাপন করছে। তাদের কিছু কিছু মসজিদকে সরকারী অফিস ও সরকারী কর্মকর্তাদের বাসস্থান বানানো হয়েছে। সুলায়মান নাদবী অত্যন্ত আফসোসের সাথে কাশ্মীরের এই করুণ চিত্র আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

৬. *হিন্দুকাশ আলমগীরকে আহাদ কী দু আজীব কিতাবী:*

এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* ১৯২৯ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সুলায়মান নাদবী জামেয়া মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে সেখানে এক সপ্তাহের জন্য গমন করেন। এ সুযোগে তিনি সেখানকার লাইব্রেরীতেও ঘুরে ঘুরে দেখেন। সেখানে দুর্লভ দুটি কিতাব চোখে পড়ে যা বাদশা আলমগীরের সময় লিখিত। এই কিতাব দুটি সম্পর্কেই মূলত এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. *লাহোরকা এক ফালাসাফী আলাত সায:*

এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* আগষ্ট ১৯৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১০. *লাহোর কা এক ফালাকী আলাত সায খান্দান*।

১১. *নান্দাহ কি সায়র:*

এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* পত্রিকায় ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিহার প্রদেশের একটি স্থানের নাম নান্দাহ। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের বহু নিদর্শন বিদ্যমান

রয়েছে। সেই এলাকাতে সুলায়মান নাদবী ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণ ও সেখানকার কিছু চিত্র নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

১২. *তাজমহল আওর লাল কের্ল'আকে মে'মার:*
আলোচ্য প্রবন্ধে সুলায়মান নাদবী তাজমহল এবং লাল কেল্লার প্রকৃত নির্মাণকারী সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। অনেকের ধারণা, এই দুই স্থাপনার নির্মাণকারী হচ্ছেন কোন ইটালিয়ান। কিন্তু আল্লামা সুলায়মান নাদবী এই প্রবন্ধে উক্ত ধারণা খণ্ডন করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, তাজমহল এবং লাল কেল্লার প্রকৃত নির্মাণকারী হচ্ছেন নাদেরুল আসর উস্তাদ আহমদ লাহোরী। এ প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালে *মাআরিফ* পত্রিকায় ফেব্রুয়ারী, মার্চ এবং এপ্রিল এই তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩. *উস্তাদ আহমদ মে'মারকে খান্দান কি এক আওর ইয়াদগার:*
সুলায়মান নাদবী এই প্রবন্ধে শাহ আওরংগজেব আলমগীরের কন্যা যেবুন্নেসা বেগমের দরবারের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একটি দুর্লভ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি রচনা করেছেন মোল্লা ইমামুদ্দীন রিয়াযি যিনি মোল্লা লুতফুল্লার ছেলে এবং তাজ মহলের নির্মাণকারী উস্তাদ আহমদ লাহোরীর নাতি। এ বিষয়টিই সুলায়মান নাদবী আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি ১৯৩৭ সালে *মা'আরিফ* মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৪. *মোল্লা খায়রুল্লাহ মুহান্দেস কে চান্দ নয়ে রসায়েল:*
এ প্রবন্ধে মোল্লা খাইরুল্লাহ মুহান্দিসের লিখিত কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন মোল্লা লুতফুল্লার ছেলে এবং তাজমহলের নির্মাণকারী আহমদ লাহোরীর নাতী। মোল্লা খায়রুল্লাহ ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। পাশাপাশি একজন ডাক্তার এবং সূফি ছিলেন। এ বিষয়গুলো এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি ১৯৫০ সালে *মাআরিফ* ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৫. *কুনূজ:*
এ প্রবন্ধটি *মাআরিফ* ১৯৪৪ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে 'কুনূজ' নামীয় স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুনুজ একটি স্থানের নাম তবে এটি কোন স্থানের নাম এ বিষয়ে কয়েকটি ধারণা রয়েছে। কতিপয় আরবীয় পর্যটক ও ভূগোল বিশারদগণের মতে সিন্দুর একটি এলাকাকে কুনুজ বলা হয়। আবার কারো মতে, ফাখরাবাদ জেলায় অবস্থিত আওদ এলাকায় কানপুরের নিকটবর্তী একটি স্থানের

নাম কুনূজ। সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে ‘কুনূজ’ নামীয় এলাকার সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন এ প্রবন্ধে।

১৬. *ছনদ মা‘আফী জিযয়া:*

এ প্রবন্ধটি ১৯৩৭ সালে *মাআরিফ* অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনামলে অমুসলিম যিম্মীদের নিকট থেকে যিজিয়া নামে যেই কর আদায় করা হতো তা নিয়ে ইংরেজ ও হিন্দু লেখকগণ অনেক বানোয়াট এবং অসংলগ্ন কথা বলতে থাকে। এর জবাবে সুলায়মান নাদবী এই প্রবন্ধ লিখেন। এখানে তিনি এমন কিছু তথ্য ও দলিল প্রমাণ তুলে ধরেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের নিকট থেকে কখনো জোর পূর্বক জিযিয়া আদায় করা হতো না বরং গরীবদেরকে সাধারণত ক্ষমা করে দেয়া হতো এবং অধিকাংশ গরীব কৃষকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা হতো না।

১৭. *খুতবায়ে ছদারাত শুবায়ে তারিখে হিন্দ আযমানায়ে উসতাঃ*

এ প্রবন্ধটি মূলত সুলায়মান নাদবীর একটি ভাষণ যা তিনি ১৯৪৪ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত একটি সভায় প্রদান করেছিলেন। এ প্রবন্ধটি ১৯৪৫ সালে *মাআরিফ* পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮. *হিন্দুলআছল আওর হিন্দুবিল নসল:*

এই প্রবন্ধে হিন্দুস্তানে ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে বৃটিশ শাসন পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুস্তানে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া মুসলিম শাসকদেরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) ঐ সকল মুসলিম শাসক যারা সম্পূর্ণ রূপে বিদেশী। (২) ঐ সকল মুসলিম শাসক যারা জন্ম সূত্রে হিন্দুস্তানী কিন্তু তাদের মা-বাবা- উভয়ে হিন্দুস্তানী নয়। (৩) ঐ সকল মুসলিম শাসক যারা বাবার দিক থেকে বিদেশী কিন্তু মায়ের দিক থেকে হিন্দুস্তানী। (৪) ঐ সকল মুসলিম শাসক যাদের মা-বাবা উভয়ে হিন্দুস্তানী। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত শেষ দুই প্রকার মুসলিম শাসক তথা যারা পিতা মাতার এক দিক থেকে বিদেশী অপর দিক থেকে হিন্দুস্তানী এবং যারা পিতা মাতা উভয় দিক থেকে হিন্দুস্তানী। এই দুই প্রকার মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাকালাতে সুলায়মান ২য় খঃ

এ খণ্ডটি শাহ মুঈনুদ্দীন নাদবী ১৯৬৮ সালে দারুল মুছান্নিফীন আজমগড় থেকে প্রকাশ করেন। *মাকালাতে সুলায়মান* এর ২য় খন্ডে বিভিন্ন বিষয়ে সুলায়মান নাদবীর ২১টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যা নিম্নরুপঃ

১ . *হিন্দুস্তান মে ইলমে হাদীসঃ*

সুলায়মান নাদবী এ প্রবন্ধে হিন্দুস্তানে হাদীস চর্চার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। হিন্দুস্তানে কখন থেকে হাদীস চর্চা শুরু হয়, সর্ব প্রথম হাদীস চর্চাকারী কে ছিলেন, কোন কোন স্থানে হাদীস চর্চা হয়, কে কে হাদীস চর্চা করেছেন, কোন কোন দেশ থেকে তারা আগমন করেছেন। তাদের বংশ পরিচিতি কি, ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে। যেমন, হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস (হাদীস চর্চাকারী) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুলায়মান নাদবী লিখেনঃ

ہجری 93 مس ے مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا اور فتح کیا یہ ملک اس وقت سے سسر ے ے ی
صدی ہجری کے شروع تک عربوں کے قبضہ مس رہا 159ھ مس خلیفہ مہدی کے
حکم سے جو فوج ہندوستان کی طرف روانہ ہوئی ربیع بن صبح ے السعدی البصری تھی .
جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل تھا ان بزرگوں مس ے تھے ے جنہوں نے
احادیث ے کے منتشر اوراق کے یکجا کرنے مس ے سب سے پہلے حصہ لیا تھا ے -৩

২. *ফারাঙ্গী মহল আওর ইলমে হাদীসঃ*

এই প্রবন্ধটি ১৯২৮ সালে *মাআরিফ* পত্রিকায় অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ইলমে হাদীস বা হাদীস চর্চায় ফারাঙ্গী মহল এলাকার ‘উলামায়ে কিরামদের অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

৩. *হিন্দুস্তান মে ইলমে হাদীস কী তারীখ কে চান্দ গমসুদাহ আওরাক:*

এই প্রবন্ধটি ১৯২৯ সালে *মাআরিফ* পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সুলায়মান নাদবী ইলমে হাদীস চর্চায় এমন কিছু ব্যক্তিদের অবদানের কথা আলোচনা করেছেন যারা ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম।

৪. *হিন্দুস্তান মে কুতুবে হাদীস কি নায়াবী কে বা‘য ওয়াকে‘আতঃ*

এই প্রবন্ধটি ১৯২৯ সালে *মাআরিফ* ফেব্রুয়ারী সখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে হাদীস শাস্ত্রের দুর্লভ গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. রুবায়ী:

এই প্রবন্ধে উর্দু কাব্য শাস্ত্রের একটি প্রকার রুবায়ী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও আরো কিছু প্রবন্ধ এ খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিম্মরূপঃ

(৬) মুহাম্মদ বিন ইমরুল ওয়াকীদী আওর সীরাত মে 'উলামায়ে মুসতাশরীকীন কী এক নয়ী গলতী (৭) ফের ওয়াকেদী ইমাম যুহুরী পর এলযাম (৮) সুন্নত (৯) ফের বহছে সুন্নত (১০) আরব ওয়া আমেরিকাহ (১১) ইসলামী রছাদ খানী (১২) কুতুব খানায়ে ইস্কান্দারিয়া (১৩) ইসলামী হিন্দুস্তান কা আহদে আখের আওর উলূমে জাদীদাহ (১৪) রুমান কেথেলিক তারীখ কী চান্দ মান ঘরত কাহানীয়া (১৫) মির্যা বাদল কিয়া আযীম আবাদী না থে (১৬) হাকীম সানায়ী কে সানীনে ওমর (১৭) হিযায কে কুতুবখানে (১৮) ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী মে উর্দু কা খাযানাহ (১৯) কুতুব খানয়ে হামিদীয়া ভূপাল।

মাকালাতে সুলায়মান, ৩য় খণ্ডঃ

মাকালাতে সুলায়মান তৃতীয় খণ্ডটি শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করেন। এই খণ্ডে সুলায়মান নাদবীর প্রায় ২৪টি ধর্মীয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলো নিম্নরুপ-

(১) উলূমুল কুরআন (২) আসমাউল কুরআন (৩) মুকাররারাতুল কুরআন (৪) আরদে হারাম কুরআন মাজীদ কী নযর মে (৫) পয়গামে আমন ইয়া'নী মুহাব্বাতে ইলাহী আওর মাযহাবে ইসলাম (৬) আলকুরআন ওয়া ফালাসাফাতুল জাদীদাহ (৭) মাসআলায়ে ইরতেকা আওর কুরআন মাজীদ, জানুয়ারী ১৯০৮ (৮) ঈমান বিল গাইব, আন-নাদওয়া, ডিসেম্বর ১৯০৮ (৯) কুরআন মাজীদ পর তারীখী এতেরাযাত, মাআরিফ পত্রিকায় ১৯১৬ সালের আগষ্ট ও ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১০) আসাতিরুল আওয়ালীন, আল হিলাল, ১৯১৫ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১১) তাযকারে নুযূলে কুরআন, মাআরিফ জুলাই ১৯১৬ (১২) আইয়্যামে সিয়াম পর নযরে ছানী, মাআরিফ জানুয়ারী ১৯৩২ (১৩) লফযে ছলাত কুরআন শরীফ মে, মাআরিফ অক্টোবর ১৯২৭ (১৪) খলীলুল্লাহ কি বাশারিয়্যাত, মাআরিফ, এপ্রিল-মে ১৯৩৭ (১৩) যবহে আযীম, মাআরিফ, মার্চ ১৯৩৭ (১৪) কুরবানী কা একতেসাদী পাহলো, মাআরিফ, মার্চ- ১৯৩৭ (১৫) সুদ আওর ছুহুফে আম্বিয়া, আন-নাদওয়া, জুন-১৯০৯ (১৬) কিয়ামত, আননাদওয়া,ডিসেম্বর- ১৯০৯ (১৯) আয়াতে এসতেখলাফ, মাআরিফ- অক্টোবর ১৯২০ (২০) কুরআনে পাক কা

তারীখী এ'যায, মাআরিফ ফেব্রুয়ারী-১৯৩৯ (২১) ইসলাম দুনো জাহান কী বাদশাহী, মা'আরিফ, ডিসেম্বর- ১৯৪১ (২০) জবর ওয়া কদর, মা'আরিফ ডিসেম্বর-১৯৪৫

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর প্রবন্ধ সম্পর্কে সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান ১ম খণ্ডের ভূমিকায় যে মতামত পেশ করেছেন তাতেই সুলায়মান নাদবীর প্রবন্ধ সমূহের সাহিত্যমান নির্ণয় করা যায়। তিনি লিখেন:

وہ جب کسی موضوع پر قلم اٹھا ئے تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ اس عالم رنگ وبو سے ہٹ کر کسی
اور عالم میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہر طرف صرف تلاش تجسس، تحقیق وتدقیق اور محنت
وریاضت ہی کی سر ... گیا فرہک اور ان ہی کی بہار آفریں قوس وقزح میں گم ہو کر اپنی
تحریر کو قلم بند فرمارہے ہیں ان ہر ... صد ... یف اور ان کا ہر مقالہ اس کی ... ھادت ہے-ان
کا سحد ... ہ اور ... تی رنگ ان کا اصلی اسلوب بیان ہے- جس سے اردو زباں کو بڑا وزن اور
قار حاصل ہوا- 8

তথ্যসূত্র :

১. সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, *মাকালাতে সুলায়মান*, ১ম খণ্ড, দারুল মুছান্নিফীন, সন-১৯২২, পৃ. ১১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২
৩. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী, *মাকালাতে সুলায়মান* ২য় খণ্ড, ১৯৬৮, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, পৃ. ২
৪. সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, *মাকালাতে সুলায়মান*, ১ম খণ্ড, দারুল মুছান্নিফীন, সন-১৯২২, পৃ. ০২

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর প্রবন্ধ সাহিত্য

দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী যিনি তার জীবনের অর্ধেক সময়কেই গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি যেমনি একজন জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ ছিলেন তেমনি একজন সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। তার অধিকাংশ প্রবন্ধগুলো কাব্য সাহিত্য বিষয়ে ছিল। তার প্রবন্ধসমূহ তৎকালীন উর্দু পত্রিকা যেমন *আন-নাদওয়া*, *মাআরিফ*, *আল-হেলাল ওয়াকিল* এবং *যিল্লে সুলতান* ভূপাল ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। ড. শাবাব উদ্দীন লিখিত *আব্দুস সালাম নাদবী কী আদাবী খেদমাত* গ্রন্থে শুধু *আন-নাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত আব্দুস সালাম নাদবীর ৪৩টি প্রবন্ধ এবং মা'আরিফ পত্রিকায় প্রকাশিত তার ২৩৫টি প্রবন্ধের একটি তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] পরবর্তীতে তার এই অসংখ্য প্রবন্ধগুলো হতে কিছু কিছু প্রবন্ধ একত্রিত করে *মাকালাতে আব্দুসসালাম* নামে গ্রন্থরূপ দেয়া হয় এবং দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড় থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশ করা হয়। ২০১১ সালে দারুল মুসান্নেফীন থেকে প্রকাশিত নতুন সংস্করণে গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৮। এ সংকলনে উক্ত প্রকাশনা সংস্থার ডাইরেক্টর ইশতিয়াক আহমাদ জিল্লীর নতুন সংস্করণের ভূমিকাসহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীর একটি ভূমিকা রয়েছে। এ গ্রন্থে আব্দুস সালাম নাদবীর প্রায় পঁচিশটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তার প্রবন্ধগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলোঃ

১. *দেওয়ানে হাছরত:*

এ প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ কবি হাছরত মুহানীর দেওয়ান তথা কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি ১৯১৭ সালে প্রসিদ্ধ পত্রিকা *মাআরিফ* মার্চ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধটিতে হাসরত মুহানীর কাব্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। হাছরত মুহানী তার কাব্যে ফার্সী মুহাবেরা ও ফার্সী তারকীব বেশী ব্যবহার করেছেন। তার কবিতায় জটিলতা বা কাঠিন্যতার কোন রূপ লক্ষ্য করা যায় না এবং হুসনে কালামের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছেন। এ বিষয়গুলো এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন এক স্থানে আব্দুস সালাম নাদবী লিখেন:

شعرلکھ کے مخاطب صرف دو ہوتے ایک یں معشوق اور دوسرا واعظ لیکن یں ان سے جو بے
تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے-وہ بعض اوقات فحاشی اور بے حیائی تک پہونچ جاتی ہے حسرت کا کلام
یوں بھی ۔ عموما اس قسم کی بازاری باتوں سے خال ہے [২]

২. *মছনবী খাব ওয়া খেয়াল:*

আঃ সালাম নাদবীর এ প্রবন্ধটি *মা'আরিফ* পত্রিকায় অক্টোবর ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে মীর আছর দেহলবীর একটি মছনবী *খাব ওয়া খেয়াল* সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কাব্য বৈশিষ্টও তুলে ধরা হয়েছে এবং তার সম্পর্কে তৎকালীন খ্যাতিমান কয়েকজন কবি সাহিত্যিকদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। মীর আছর দেহলবী ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি খাজা মীর দরদের ছোট ভাই এবং তারই নিকট বায়আতকৃত একজন শিষ্য। তিনি বড় ভাই মীর দরদের নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন। তার রঙ্গেই কাব্য চর্চা করেন এবং সারা জীবন কাব্য চর্চার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তার রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে একটি ছোট দেওয়ান এবং মছনবী *খাব ওয়া খেয়াল* উল্লেখযোগ্য। তবে তার প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির পিছনে তার রচিত মছনবী *খাব ওয়া খেয়াল*ই সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে। এ বিষয়গুলো আব্দুস সালাম নাদবী এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তার কাব্য সাহিত্য নিয়ে মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ, মুন্সি শ্রী রাম এম. এ প্রমূখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাও তিনি এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের শেষে মীর আছর দেহলবীর মছনবীর বৈশিষ্ট আলোচনা করতে গিয়ে তার মছনবীর বিভিন্ন অংশও এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তার মছনবীর বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এক স্থানে আব্দুস সালাম নাদবী লিখেন:

تشبیہات میں یہ میر اثر نے فلق وسم ۔ ی کی طرح بال کی کھال ہیں ۔ ہیں نکالی ہے بلکہ نہایت یہ یہ محسوس
اور مادی تشبیہات سے کام لیا ہے کہ اس وجہ سے مطلب میں یہ کہیں ہیں پیچیدگی
ہیں تھا ۔ ہیا اور سنسکرت کوئی ساہے اور سحر ۔ پل تشبیہات کو ہمارے شعراء کی نازک
خیالی نے ایک یہ مدت سے چھوڑ دیا ہے، اس لئے ہم یہ ہیں ۔ ہیں بتاسکتے کہ اردو شاعری پر تھا شا کا کیا اثر
تھا یہ ؟ اور وہ کب تک قائم رہا؟ لیکن یہ میر اثر نے جابجا ہندی تشبیہات سے کام لیا ہے جن سے
ثابت ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ تک اردو شاعری ہندی اثر ہوئی تھی یہ یہ [৩] -

৩. *মুশায়েরাহ:*

আব্দুস সালাম নাদবীর এ প্রবন্ধটি মাআরিফ ১৯৩৩ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিতে তিনি কাব্য সাহিত্য আসর তথা কাব্য সাহিত্য জলসার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। উর্দু কাব্য সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কাব্য সাহিত্য জলসা। এর সূচনা আরবের উকাযের মেলা থেকে হয়েছে। আরবের উকাযের মেলায় কাব্য সাহিত্যের জলসা অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে লোকেরা সারা বছরের বিশেষ ঘটনাবলী কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতো। তবে তারা কাসীদার নিয়ম নীতি খুব একটা অনুসরণ করতো না। পক্ষান্তরে ইরানের ফার্সী ভাষা ভাষীরা নিয়মনীতির অনুসরণ করে সাহিত্যাসরে কাব্য চর্চা করতো। হিন্দুস্তানের উর্দু ভাষীরাও উর্দু ভাষায় ফার্সীর অনুসরণে নিয়মনীতি লক্ষ্য রেখে উর্দু কাব্য চর্চা অব্যাহত রেখেছে। আব্দুস সালাম নাদবী এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও উর্দু সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে উর্দু কবিদের মুশায়েরার বিভিন্ন চিত্র, বিভিন্ন কাব্যজলসার বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪. *শায়ের বতূরে পেশেকে:*

এ প্রবন্ধটি মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ* পত্রিকায় মে ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি আরবী ফার্সী ও উর্দুর ঐ সকল কবিদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন যারা কাব্য চর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটাকে আয়ের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আরবী কাব্য সাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে কাব্য সাহিত্য চর্চাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা দারুন অপছন্দনীয় বিষয় ছিল। যে সকল কবি সাহিত্যিকগণ কাব্য সাহিত্য চর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাদেরকে অবজ্ঞা ও ঘৃনার চোখে দেখা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আরবী কাব্য সাহিত্য চর্চায় এর প্রচলন শুরু হয়ে যায়। আর ফারসী কাব্য চর্চায় ব্যাপক হারে এর প্রচলন ঘটে। উর্দু কাব্য যেহেতু ফারসীর অনুকরণ করে তাই উর্দু কাব্য চর্চায়ও এর প্রচলন ঘটতে থাকে। আব্দুস সালাম নাদবী এ বিষয়গুলো এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। আরবী কাব্য সাহিত্যের শুরুতে কবিদের মর্যাদা বক্তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কারণ তৎকালীন সময়ে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও বংশীয় মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি কবিতা দারুন প্রভাব বিস্তার করতো। এমনভিাবে কারো মানহানী বা বংশীয় অমর্যাদা করণের ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ কবির একটি কবিতাই যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতো। শুধু তাই নয়, নীচু বংশীয় লোকদের

ক্ষেত্রেও অনেক সময় একটি কবিতা সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করে দিত আবার উচুঁ বংশীয় লোকদেরকেও অনেক সময় একটি কবিতা নীঁচু বংশে পরিণত করে দিত। কখনো প্রসিদ্ধ সম্মানজনক ব্যক্তিকেও অসম্মানের পাত্র বানিয়ে দিত। আবার অপ্রসিদ্ধ, অখ্যাত লোকদেরকেও পরিচিত করে দিত। আব্দুস সালাম নাদবী এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমনঃ আরবে "বনু আনফুন্‌নাকাহ" (যার অর্থ উষ্ট্রির নাকের পুত্র) নামে একটি প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল। এই নামে প্রসিদ্ধি হওয়ার কারণ হলো, এই গোত্রে জাফর নামক এক ব্যক্তি ছিল যার পিতা একটি উষ্ট্রি জবেহ করে গোশত মানুষের মধ্যে বন্টন করতে ছিল কিন্তু সে স্বীয় পুত্র জাফরের কথা ভুলে গিয়েছিল। তখন তার মা তাকে বাবার নিকট থেকে অংশ আনতে বলল। জাফর যখন পিতার নিকটে গোশত আনতে গেল তখন উষ্ট্রির মাথা ব্যতীত তার নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। তখন সে মাথাটির নাকের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে উহা নিয়ে আসতে লাগল। এ দৃশ্যটি ছিল খুবই হাস্যকর ও অপমান জনক যা মানুষের মুখে মুখে বেশী বেশী আলোচিত হয়ে গিয়েছিল। আর এই আলোচনার ব্যাপকতা এত বেশী ছিল যে, এ গোত্রটি এই অপমানজনক শব্দ 'বনুআনফুননাকাহ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল এবং এলাকাবাসীরা তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। পরবর্তীতে একদা এই গোত্রের এক ব্যক্তি আরবের প্রসিদ্ধ কবি 'হাতিয়া'কে দাওয়াত দিয়ে তাকে খুব আদর আপ্যায়ন করল এবং তাকে হাদিয়া তোহফা দিল। তখন কবি এই গোত্রের প্রশংসায় কয়েকটি পংক্তি রচনা করলেন যার একটি পংক্তির ভাব অর্থ হলো এমন, "এই গোত্রের লোকেরা হচ্ছে নাকের সমতুল্য আর অন্যান্য গোত্রের লোকেরা হচ্ছে লেজের সমতুল্য"। সুতরাং উষ্ট্রির নাকের বিপরীতে লেজ যেমন মূল্যহীন ঠিক তেমনি এই গোত্রের সামনে অন্য গোত্র মূল্যহীন। কবির এই উক্তিটিকে এই গোত্রের লোকেরা নিজেদের জন্য গর্ব হিসেবে গ্রহণ করল এবং এটি তাদের জন্য সম্মানের কারণ হয়ে গেল। এভাবে আব্দুস সালাম নাদবী কবিতার প্রভাবের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

আরবে 'মুলহেক' নামী একজন গরীব ব্যক্তি ছিলেন যার বিবাহের উপযুক্ত কয়েকজন মেয়ে ছিল। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা ও অপরিচিতির কারণে মেয়েদেরকে উপযুক্ত পাত্রের নিকট বিবাহ দিতে পারছিলেন না। তখন তারা 'আশা' নামীয় একজন প্রসিদ্ধ কবিকে বাসায় দাওয়াত করলো। যার কবিতায় কারো প্রশংসা করা হলে সে হয়ে যেত সমাজের উচুঁ শ্রেণীর লোক আর কারো ব্যাপারে কুৎসা রটনা করা হলে সে হয়ে যেত খুবই নিম্নমানের লোক। মুলহেকের বাসায় কবি খানা-পিনা শেষ করে যখন মুলহেকের পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত

হলেন। তখন তিনি মুলহেক কে বললেন, 'আমি তোমার মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'। কবি তখন উকাজের মেলায় গিয়ে মুলহেকের প্রশংসায় কয়েকটি কাসীদা পাঠ করলেন। কাসীদা পাঠ শেষ হতেই সম্ভ্রান্ত গোত্রের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মুলহেকের নিকট তার মেয়েদের বিবাহের প্রস্তাব দিতে লাগল এবং তাদের চাইতে উন্নত ব্যক্তিদের সাথে তার মেয়েদের বিবাহ হয়ে গেল। এভাবেই আব্দুস সালাম নাদবী সমাজে কবিদের কবিতার প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

আব্দুস সালাম নাদবী এ প্রবন্ধে সে সব আরবী, উর্দু ও ফার্সী কবিদের কথাও উল্লেখ করেছেন যারা কাব্য চর্চার মাধ্যমে সমাজে, রাজ দরবারে বা সর্ব সাধারণের নিকট অনেক সম্মানের পাত্র হয়েছেন। অনেকেই এর মাধ্যমে অনেক ধন সম্পদ ও পুরস্কার অর্জন করেছেন। অনেক কবি এমনও আছেন যারা কাব্য চর্চার মাধ্যমে কারো প্রশংসা বা বদনাম করতে পছন্দ করতেন না। আবার এমনো অনেক কবি আছেন যারা কাব্য চর্চায় কারো প্রশংসা বা বদনাম করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এমনও অনেক কবি আছেন যারা জীবিকার তাকিদে কাব্য চর্চাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আবার অনেক কবি এমনও ছিলেন যারা তেমন একটা সম্মান অর্জন করতে পারেননি। আব্দুস সালাম নাদবী এ বিষয়গুলোকে এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৬. *আশরাফ আলী খান ফাগা:*

আব্দুস সালাম নাদবী "*আশরাফ আলী খান ফাগা*" নামক প্রবন্ধে প্রথম যুগের একজন উর্দু কবি আশরাফ আলী খান ফাগার কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। যার আলোচনা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধটি *মাআরিফ* এপ্রিল **১৯২২** সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আশরাফ আলী খান ফাগার একটি উর্দু দেওয়ান রয়েছে। প্রসিদ্ধ কবি 'মীর' *নুক্কাতুশশোয়ারা* গ্রন্থের মধ্যে ফাগার কাব্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আযাদও *আবে হায়াত* গ্রন্থে ফাগার দেওয়ানের কাব্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আশরাফ আলী খান ফাগা তৎকালীন বড় বড় কবি যেমন: মিরযা সওদা ও মীর এ সকল কবিদের সমতুল্য ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি উর্দু কাব্য সাহিত্যের আলোচনায় না আসার কারণ কি? সে বিষয়গুলো আব্দুস সালাম নাদবী এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

৬. *আকবর কা সানজিদাহ কালাম:*

এ প্রবন্ধটিও *মাআরিফ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে আব্দুস সালাম নাদবী কবি আকবর এলাহাবাদীর কাব্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এবং তার কাব্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

৭. *তাযকেরায়ে মাছহাফী কালমী:*

এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ* আগষ্ট ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আব্দুসসালাম নাদবী এই প্রবন্ধে পূর্ববর্তী উর্দুর প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের কলমী নুসখা তথা হাতের লেখা কপিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৮. *আসী:*

এ প্রবন্ধটি আব্দুস সালাম নাদবীর একটি সমালোচনা ধর্মী প্রবন্ধ। "আসী" মূলত হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আলীম সাহেবের কাব্য উপাধী। তিনি ছিলেন একজন উঁচূমাপের সূফী ও বুযুর্গ লোক এবং অধিকাংশ সময়ে সূফীয়ানা ধরণের কাব্য চর্চা করতেন। তার একটি দেওয়ানও প্রকাশিত হয়েছে। মৌলবী ইয়ামীন সাহেব হাশেমী (এম এ এল এল বি উকিল গাজীপুর) শাহ আব্দুল আলীমের কবিতাগুলোকে নতুন পদ্ধতিতে সাজিয়ে প্রকাশ করেছেন এবং এর নাম রেখেছেন '*আসী*'। মূলত এই প্রবন্ধে আব্দুস সালাম নাদবী '*আসী*' নামক কাব্য গ্রন্থ নিয়েই আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ* এপ্রিল ১৯৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৯. *জামে ছহবায়ী:*

এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ* জুন ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। আব্দুস সামি ছাহেব পাল আছর ছহবায়ী রচিত কিতয়াত ওয়া রুবাইয়াত সম্বলিত একটি ছোট কাব্য গ্রন্থ *জামে ছহবায়ী* নামে প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধে উক্ত *জামে ছহবায়ী* কাব্য গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. *কুল্লিয়াতে আযীয:*

এই প্রবন্ধটি মাআরিফ এপ্রিল ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১১. *এক কদীম দখনী শেয়ের:*

এই প্রবন্ধটি মাআরিফ জুলাই ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১২. *নুগমায়ে দিল:*

এই প্রবন্ধটি মাসিক *মাআরিফ*, জানুয়ারী ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হাকীম জমীর হাসান খান দিল শাহজাহানপুরী রচিত কাব্য সমষ্টি *নুগমায়ে দিল* সম্পর্কে আব্দুস সালাম নাদবী এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

১৩. *জাহানে আরযু:*

সায়্যিদ আনোয়ার হুসাইন আরযু লাখনুবী রচিত তার একটি দেওয়ান *জাহানে আরযু* নামে প্রকাশ করা হয়। আব্দুস সালাম নাদবী এই গ্রন্থের কাব্য বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি *মা'আরিফ* ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৪. *বাহারিস্তান:*

প্রবন্ধটি *মাআরিফ* জানুয়ারী ১৯৪১ সংখ্যায় প্রকশিত হয়। এই প্রবন্ধে মাওলানা যফর আলী খান রচিত কাব্য সমষ্টি *বাহারিস্তান* নামক গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. *খুতবায়ে ছদারত:*

আঞ্জুমানে জামেয়ায়ে আদাবিয়া কানপুর কর্তৃক আয়োজিত একটি সাহিত্য সমাবেশে আব্দুস সালাম নাদবী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে *খুতবায়ে ছদারত* নামে প্রবন্ধ হিসাবে ১৯৪৩ সালে *মাআরিফ* জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৬. *মুশায়েরাহ নুমায়েশ আযমগড় :*

এই প্রবন্ধটি আব্দুস সালাম নাদবীর একটি ভাষণ যা তিনি দারুল মুছান্নিফীন আযমগড়ে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে প্রদান করেছিলেন। এ ভাষণটি পরবর্তীতে প্রবন্ধ হিসেবে *মাআরিফ* এপ্রিল ১৯৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে উর্দু গযলের তারীখী ও তানকীদি আলোচনা স্থান পেয়েছে।

১৭. *মিরআতুশ শু'আরা:*

আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি মাআরিফ এপ্রিল ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮. *সফক:*

আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি মাআরিফ মে ১৯৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯. *গুলেবাংগ*,

আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ* ১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২০. *উর্দু শায়েরী মে ইনকিলাব কেউ কার পয়দা হুয়ী:*
আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ* জুন, জুলাই, আগষ্ট-১৯৫৩ এই তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

২১. *উর্দু গযল:*
আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ*-১৯৫৪ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২২. *মাওয়াদে শের:*
আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি মাআরিফ জুন-১৯৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।

২৩. *দিহলী আওর লাখনোবী কী শায়েরী আওর এক কা দোসরে পর আছর:*
আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি *মাআরিফ*-জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর-১৯৫৬ সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হয়।

২৪. *উর্দু শায়েরী আওর ফন্নে তানকীদী:*
আব্দুস সালাম নাদবীর এই প্রবন্ধটি মাআরিফ মে, জুন, জুলাই-১৯৬১ এই তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মাকালাতে আব্দুস সালাম গ্রন্থে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলো ছাড়াও আরো প্রায় তিনশতাধিক প্রবন্ধ *আব্দুস সালাম নাদবী কী আদাবী খেদমাত* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যা তৎকালীন আন-নাদওয়া এবং মাসিক *মাআরিফ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তথ্যসুত্রঃ

১. ড. শাবাব উদ্দীন, *আব্দুস সালাম নাদবী কী আদাবী খেদমাত*, শিবলী ন্যাশনাল পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, আযমগড়, ইউপি, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯, পৃ. ৩০৩
২. মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, *মাকালাতে আব্দুস সালাম*, দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী, আযমগড়, প্রথম সংস্করণ, সাল-২০১১, পৃ. ৬
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

চতুর্থ অধ্যায়

উর্দু কাব্য সাহিত্যে নাদওয়াতুল ‘উলামার অবদান

১. উর্দু কাব্য সাহিত্যে আল্লামা শিবলী নুমানীর অবদান

২. আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু কাব্য সাহিত্য

৩. আব্দুস সালাম নাদবীর উর্দু কাব্য সাহিত্য

৪. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর উর্দু কাব্য সাহিত্য

৫. মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবীর উর্দু কাব্য সাহিত্য

উর্দু কাব্য সাহিত্যে আল্লামা শিবলী নুমানীর অবদান

উর্দু সাহিত্য জগতে আল্লামা শিবলী একজন ইতিহাসবিদ, একজন বিশিষ্ট জীবনীকার, একজন প্রবন্ধকার, একজন আধুনিক গদ্য লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু একজন কবি হিসেবে তেমন একটা পরিচিতি লাভ করেননি। অথচ তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। কারণ তিনি কাব্য চর্চার তুলনায় ইতিহাস ও গদ্য রচনার প্রতি বেশী মনযোগী ছিলেন। এ কারণেই তিনি লেখালেখির জগতে কাব্য চর্চার তুলনায় জীবনী সাহিত্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যেই ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন।

শিবলী নুমানী নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিকভাবে কাব্য চর্চা করতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেছেন এবং তার কবিতায় যে সকল কাব্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার মাধ্যমে তাকে একজন প্রকৃত কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তার কবিতার মধ্যে মছনবী, মুসাদ্দাস, কাসীদা, মরছিয়া, গজল, কিত'য়াত, রুবা'ঈয়াত সবই পাওয়া যায়। এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী ও আকবর এলাহাবাদীর মত একজন আধুনিক কবি হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়।

মাওলানা যুফারুল মুলক *মজমুয়ায়ে কালামে শিবলী* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন, যদি শিবলী তার যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সব বাদ দিয়ে শুধু উর্দু কবিতা রচনার কাজেই লিপ্ত হয়ে যেতেন তবে তিনি কাব্য জগতে মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী থেকেও অগ্রসর হয়ে যেতেন।[১]

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছাত্র জীবন থেকেই কিতাব অধ্যায়নের পাশাপাশি ছোট ছোট কবিতা লিখতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছড়া-কবিতায় মনযোগ দিয়েছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি কবিতা পড়তেন। স্মৃতি শক্তি ভাল হওয়ায় তা মনেও রাখতে পারতেন। ১৮৭৬ সাল থেকে শিবলী নুমানীর কাব্যচর্চায় গতি চলে আসে। তিনি উর্দু কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে কারো নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাব্যচর্চা শিখেননি তবে খাজা আযীয এবং তার প্রসিদ্ধ উস্তাদ মৌলবী ফারুক চিরিয়াকুটিকে মাঝে মধ্যে ফার্সী কবিতা দেখাতেন এবং পরামর্শ নিতেন। কিন্তু উর্দু কবিতার ক্ষেত্রে তিনি কারো নিকট খুব কমই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কবিতার বিভিন্ন বই পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমেই তার মধ্যে কাব্য চর্চার বেশিরভাগ যোগ্যতা অর্জন হয়েছিল। তবে গাজীপুরের মাদরাসায়ে চশমায়ে রহমতে থাকা অবস্থায় শামশাদ লক্ষ্ণৌবীর নিকট কিছুদিন কাব্য চর্চা করেছেন।[২]

আল্লামা শিবলী উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই কাব্য চর্চা করতেন। তিনি যখন লেখাপড়া সমাপ্ত করেন তখন তিনি পিতা ও কয়েকজন প্রতিবেশীর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন পথিমধ্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় একটি ফার্সী কাসীদা রচনা করেন। এভাবে তার ফার্সী ভাষায় কাব্য চর্চার বিষয়টি ফুটে উঠে। তবে তিনি উর্দুতেই বেশীরভাগ কাব্যচর্চা করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উর্দু কবিতা রচনা করতেন। তার উর্দু কবিতাগুলোকে একত্রিত করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে কবিতাসমষ্টি বের হয়। সর্বশেষে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী শিবলীর সকল কবিতা একত্রিত করে *কুল্লিয়াতে শিবলী* নামে প্রকাশ করেন।

প্রথম জীবনে উর্দুতে কাব্যচর্চা করলেও মাঝামাঝি সময়ে ফার্সী ভাষাতে কবিতা লিখতেন। তবে জীবনের শেষ দিকে এসে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উর্দুতেই বহু কবিতা রচনা করেন।

আল্লামা শিবলী শৈশবকালে খুব কবিতা বলতেন। মেধাশক্তি ভাল হওয়ায় তা মনেও রাখতে পারতেন এবং প্রয়োজনে তা ভালোভাবেই উপস্থাপন করতে পারতেন। তার শৈশবের এক উস্তাদ বর্ণনা করেন, "শৈশবকালে শিবলী নুমানীর একটি চাদরের প্রয়োজন হলে তিনি একটি কাগজে চাদরের বিষয়টি ছন্দাকারে পিতার নিকট এভাবে লিখলেনঃ

পدرجسکا ہو صاحب تاج ہو

پسر اس کا چادر کو محتاج ہو۔[৩]

ইহা দেখে তার পিতা অনেক খুশি হলেন। তাকে একটি চাদর উপহার দিলেন।

আল্লামা শিবলী প্রথম যুগে কবিতার প্রতি বড় আসক্ত ছিলেন। এ কারণেই সে যুগে তিনি কবিতায় নিজেকে 'তাছনিম' ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। সে যুগে মুন্সি আমীরুল্লাহ তাছলিম লক্ষ্ণৌবী খুবই প্রসিদ্ধ একজন কবি ছিলেন। তার জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে আল্লামা শিবলী 'তাছলিম' শব্দের ওজনে 'তাছনিম' শব্দ দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে আনন্দ বোধ করতেন। তিনি তার কবিতায় 'তাসনিম' শব্দটি এভাবে ব্যবহার করেনঃ

ضعف میں بھی یہ مرے تیر فغاں میں زور ہے

روک لے اسکر کہاں آسماں میں زور ہے

نیست تھی اس کی کمر پر تو نے ثابت کر دیا۔

واہ وا تسنیم کیا تیرے بیاں میں زور ہے۔[৪]

অবশ্য পরবর্তীতে চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসলে নিজেকে 'শিবলী' হিসেবে প্রকাশ করতে শুরু করেন।

ছাত্র যুগ থেকেই কবিতা লেখার প্রতি শিবলীর দারুণ আগ্রহ ছিল। তার এক উস্তাদের কথা থেকে জানা যায় যে, তিনি এক রাতে হঠাৎ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখেন যে, শিবলী এক কোনায় বসে বসে কিছু একটা লিখতেছে। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, সে একটি **قطعہ تاریخ** (ইতিহাস বিষয়ক কবিতার একটি অংশ) লিখতেছে।

শিবলী কবিতা লিখতে লিখতে এক সময় সমসাময়িক সকলের নিকটেই তার কাব্যিক যোগ্যতা ফুটে উঠে এবং অনেকেই তার এ যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করে। যেমন: ডেপুটি নযির আহমদ তার একটি কবিতাংশে শিবলীর কাব্যচর্চার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের চিত্র এভাবে তুলে ধরেন:

تم اپنی نثر کو لو، نظم کو چھوڑو نذیر احمد

کہ اس کے واسطے موزوں ہیں حالی آور نعمانیؔ [৫]

আল্লামা শিবলী শুধু কাব্য চর্চাই করেননি তিনি কাব্য চর্চায় অন্যকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনাও প্রদান করতেন। তিনি মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর মত ব্যক্তিকেও কাব্য চর্চার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছেন। কাব্য চর্চা সম্পর্কিত কয়েকটি চিঠিও উভয়ের মাঝে আদান প্রদান হয়। যেমন শেরওয়ানীকে উদ্দেশ্য করে শিবলী একটি চিঠিতে লেখেনঃ

غزل د"یکھی ماشاء اللہ اب تو آپ بہت پختہ کہنے لگے اب کے بھی نکتہ چ ییہ . یاں کرتا ہوں

لیکن زبردستی ڈھونڈ کر نگالی ہیں۔ [৬] "

শিবলী প্রায় পাঁচ হাজার শের (পংক্তি) লিখেছেন। তার কাব্যচর্চায় গযল, কাসীদা, মছনবী, মরছিয়া, মুসাদ্দাস, তারকিব বন্দ, কিত'আতসহ আধুনিক কাব্য বৈশিষ্টের সবই পাওয়া যায়।[৭]

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী শিবলীর কাব্যচর্চার সময়কে চারটি যুগে ভাগ করেন, যথা ঃ-

১ম যুগ ঃ শুরু থেকে ১৯৮৩ সালে আলীগড়ে অবস্থানের পূর্ব পর্যন্ত।

২য় যুগঃ আলীগড়ে থাকাকালীন ১৮৯৮ পর্যন্ত।

৩য় যুগঃ হায়দারাবাদ ও লক্ষ্ণৌ থাকাকালিন সময়কাল তথা ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত।

৪র্থ যুগঃ ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত তথা তার মৃত্যু পর্যন্ত।

আল্লামা শিবলী নুমানীর কাব্য গ্রন্থ কুল্লিয়াতে শিবলী পাঠের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তার কবিতার মধ্যে বহু ধরণের কবিতা বিদ্যমান ছিল। তার কবিতাগুলোর মধ্যে প্রশংসামূলক কবিতা, বিদ্রুপাত্মক কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা, শোক গাথাঁ কবিতা, ধর্মীয় কবিতা, ইতিহাস বিষয়ক কবিতা, প্রতিবাদী কবিতা, উৎসাহ ও প্রেরণা জাতীয় কবিতা ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়।

কাব্য চর্চার প্রথম যুগে আল্লামা শিবলী যে সকল গযল ও কাসীদা রচনা করেছেন তার মধ্যে একটি কাসীদায় সুলতান আব্দুল হামিদ খানের প্রশংসা ও গুণ কীর্তন তুলে ধরেছেন। কাসীদার নমুনা নিম্নরূপঃ

پھر بہار آئی ہے شاداب ہیں پھر دشت وچمن۔

پی گیا رشک گلستان ارم پھر گلشن

شعلہ زن پھر چمنستان میں ہوئی آتش گل

پھر صبا چلتی ہی گلشان میں بچا کر دامن

آگ پانی میں لگادی ہے کسی نے شاید

حوض میں عکس گل ولالہ ہی یا جلوہ فگن۔[۸]

দ্বিতীয় যুগে শিবলী অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এ যুগের কবিতার মধ্যে গযল, কাসীদা, মসনবী, মুসাদ্দাস সবই পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, এ সময়ে শিবলী আলীগড়ে বড় বড় কবি যেমন মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী ও আকবার এলাহাবাদীর মত বিখ্যাত কবিদের সংশ্রবে এসেছিলেন। তাদের কবিতা পড়তেন, তাদের কবিতার আসরে যেতেন। এর মাধ্যমে শিবলীর কবিতায় গতি আসে। আলীগড়ে কায়েস নামে এক কবির সাথে উঠাবসা ছিল। আব্দুল হামীদ নামে আরেক কবির সাথেও তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। এ সকল সম্পর্ক তাকে কবিতা রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছিল। এ সম্পর্কে তার লিখিত মসনবী *‘সুবহে আমদ’* বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ কবিতাটি তিনি স্যার সায়্যিদকে উদ্দ্যেশ্য করে লিখেছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রেম-ভালবাসা, কিসসা-কাহিনীর বিষয় উপেক্ষা করে জাতীয় বিষয়াবলী চিত্রায়িত করেছেন। শিবলী তার ‘সুবহে আমদ’ মসনবীর শুরুতে মুসলিম জাতির গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। যেমন- তিনি কবিতার শুরুতে লেখেন-

کیا یاد نہیں ہمیں وہ ایام۔ جو تاج تھی فرق آسماں کی

وہ قوم کہ جاں تھی جہان کی۔ جب قوم تھی مبتلائے آلام تھے

جس یہ نثار فتح واقبال۔ کسری کو جو کر چکی تھی پامال

گل کر دئے تھے چراغ جس نے۔ قیصر کو دئے تھے داغ جس نے[١0]

’সুবহে আম’ কবিতাটির শেষাংশে শিবলী মুসলমানদের উৎসাহ প্রদান করেন যে, মুসলমানগণ আবার চেষ্টা করলে তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে। পারবে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে। যেমন তিনি বলেন:

جو کہتے تھے آج کر دکھاؤ۔ کر دو جو گزشتہ کی تلافی

ثابت ہو زمانے پر اب بھی۔ گو دور فلک ہوا دگر گو

اسلاف کے وہ اثر ہیں اب بھی۔ اس راکھ میں کچھ شرر ہیں اب بھی

اس حال میں بھی روش وہی ہے۔ دن ڈھل بھی گیا طپش وہی ہے

اس جام ہے شراب باقی۔ اب تک ہے گہر میں آب باقی[١١]

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আলীগড় কলেজেরে উদ্যোগে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। আল্লামা শিবলী উক্ত অনুষ্ঠানে পূর্ণ আবেগমথিত কণ্ঠে ‘তামাসায়ে ইবরত’ নামে ১৪ বন্দের একটি মুসাদ্দাস পাঠ করেন। কবিতাটিতে অতীত ঐতিহ্যের বিষয়ে যুবকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যা শুনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ দারুণভাবে প্রভাবিত হন। নমুনা নিম্নরূপঃ-

کون تھا جس نے کھا فارس ویوناں تاراج۔

کسی کی آمد میں فدا کرحیا ...پل نے راج

کس کو کسری' نے دیا تخت وزور افسر و تاج۔

کسی کے دربار میں تاتار سے آتا تھا خراج

تجھ پہ قوم اثر کرتا ہے افسوس جس کا۔

یہ وہی تھے کہ رگوں میں ترے خون جن کا[১২]

আল্লামা শিবলী উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক কবিতাও রচনা করেছেন। ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে একটি কাসীদা পাঠ করেন। তিন বন্দের এ কাসীদায় শিবলী মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের জাগরণের কথা বলেছেন। কর্ম উদ্যমী হতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

ضرورت اب ہے گر ہمکو تو بس ہے ان بزرگوں کی

کہ جن میں خیر سے کچھ کر دکھائے بھی ہوں جوہر

فقط باتین نہ ہوں کچھ کام بھی آئے ہاتھوں سے

کہیں جو کچھ وہ منہ سے کر دکھائیں اس سے کچھ بڑھکر۔[১৩]

আল্লামা শিবলী ১৯০১ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত হায়দারাবাদে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে হায়দারাবাদে কবি দাগের মাধ্যমে উর্দু কাব্যচর্চার অবস্থা জমজমাট ছিল। সেখানে অনুষ্ঠিত বড় বড় কবিতার আসরে অংশগ্রহণ করেছেন শিবলী। কিন্তু এ সময়ে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তেমন একটা কবিতা রচনা করতে পারেননি। এখানে অবস্থানের সময় শিবলী ‘নাদওয়াতুল ‘উলামার’ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হায়দারাবাদ থেকে নাদওয়া, আবার নাদওয়া ছেড়ে হায়দারাবাদ এই দৌড়াদৌড়ির পাশাপাশি কিতাব লেখার ব্যস্ততার কারণে শিবলী কবিতা রচনার প্রতি তেমন একটা মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে এ সময়ে তিনি মাত্র একটি গযল রচনা করেছেন। [১৪]

গযলের নমুনা নিম্নরূপঃ

اثر کے پیچھے دل خزیں ۔ نے سراغ چھوڑا نہیں کہیں گا

گئے ہیں نالے جو سوئے گردوں تو اشک نے رخ کیا زمیں کا [১৫]

১৯০৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত তথা তার মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাকে আল্লামা শিবলীর উর্দু কাব্যচর্চার স্বর্ণযুগ মনে করা হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রতিবাদে তিনি এ সময়ে বহু গযল, কবিতা রচনা করেন। তিনি ছিলেন প্রতিবাদ মুখর। এ সময়ে তার রচিত প্রতিটি কবিতায় তার দরদমাখা প্রতিবাদীকণ্ঠ ভেসে উঠে। এ সময়ে কানপুরের একটি মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া ও কয়েকজন মুসলিমের শাহাদাতের ঐতিহাসিক ঘটনা, বলকানের যুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ রদ, বিশ্বযুদ্ধ, তারাবলিসের লড়াই, নাদওয়ার ছাত্র ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটনাবলী শিবলীকে দারুণভাবে ব্যথিত করে তোলে। তার হৃদয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তিনি ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে এ সকল ঘটনাবলীর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বহু গযল, কবিতা রচনা করেন।

তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন পত্রিকা যেমন লাহোরে '*যামিনদার*', দিল্লিতে '*হামদর্দ*', লক্ষৌতে '*মুসলিম গেযেট*' এবং কলিকাতায় '*আল হেলাল*' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এ সকল পত্রিকাগুলোতে সে সময় প্রসিদ্ধ মুসলিম লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ের লেখাগুলো ছাপা হতো। আল্লামা শিবলী এ সকল পত্রিকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করে নিয়মিত লিখতেন। তার একেকটা প্রবন্ধ ও কবিতার ক্ষুরধার লেখনী এমন ছিল যে, পাঠকদের উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করতো। ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখেও তার ছোটগল্প ও কবিতা শোনা যেত। এক, দুইটা লেখা প্রকাশিত হলেই পাঠকগণ লেখককে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। এক সময় শিবলী প্রকাশ হয়ে যেতেন। এরপর 'ওয়াছছাফ' ছদ্মনাম
ব্যবহার করে লিখতেন। পাঠকরা এখানেও তাকে খুঁজে বের করে ফেলতেন। এরপর 'ওয়াছছাফ' ছদ্মনাম পরিহার করে 'শিবলী' নাম দিয়েই নিজ লেখাগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন

এ সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে ইংরেজ কর্তৃক কানপুরের মেছেলী দালান মসজিদ গুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ঘটনায় বড়দের সাথে ছোট ছোট শিশুরাও শাহাদাত বরণ করেন। এর প্রতিবাদে সারা ভারতের

মুসলমানরা গর্জে উঠে । শিবলীও তার ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা মুম্বাই থেকে এর প্রতিবাদ জানান। রচনা করেন কয়েকটি প্রতিবাদী কবিতা। যেমন তিনি লিখেনঃ -

کل مجھ کو چند لاشئے بے جاں کھا نظر پڑے ۔ جا کے تو زخموں سے چور ہیں ۔ -

طفل کچھ خورد سال ہیں جو چپ ہیں ۔ خود کفن پہ کہہ رہا ہے ہم بے قصور ہیں ۔ - [১৬]

১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গের ফলে মুসলমানগণ দারুণ অস্থির ও পেরেশান হয়ে যান। এরপর আবার ১৯১২ সালে বলকানের যুদ্ধের কারণে মুসলমানদের অবস্থা আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থা হয়ে যায়। মুসলমানগণ দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ে এ সময়ে আল্লামা শিবলী রচনা করেন "শহরে আশুবে

ইসলাম"। এই কবিতার মাধ্যমে শিবলী তুরস্কের উপর বলকান রাষ্ট্রের আক্রমনের প্রতিবাদ জানান। [১৭]

শহরে আশোব কবিতায় শিবলী লিখেন

حکومت پر زوال آیا تو پھر نام ونشان کب تک

چراغ کشتہ محفل سے اٹھے گا دھواں کب تک

قبائے سلطنت کے گر فلک نے کر دئے پرزے۔

قضائے آسمانی میں اڑیں گی دھجیاں کب تک[১৮].

"শহরে আশেবে ইসলাম" কবিতায় প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, যখন লক্ষ্মৌর একটি জলসায় তা পাঠ করা হয় তখন সভাপতি থেকে শুরু করে সাধারণ ছোট বড় সকলের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়। [১৯]

কবিতার আরেকটি অংশ নিম্নরূপঃ

زواں دولت عثمان زوال شرع وملت ہے

عزیزو فکر فرزند و عیال وخانماں کب تک

برستاراں خاک کعبہ دنیا سے اگر اٹھے

تو پھر یہ احترام سجدہ گاہ قدسیاں کب تک

جو گونج اٹھیگا عالم شور ناقوس کلیسا سے

تو پھر یہ نعرہ توحید و گلبانگ اذاں کب تک[২০]

বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্ককে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে ড. আনসারীর নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল তুরস্কে যায়। তারা যখন তুরস্ক থেকে ফিরে আসছিলেন সে সময় শিবলী মুম্বাই ছিলেন। তিনি সেখানে বসেই উক্ত চিকিৎসক দলের প্রশংসায় একটি কবিতা লিখেন "খায়রে মুকাদ্দাম ও আনসারী"। এ কবিতায় তিনি ড. আনসারীর চিকিৎসক দলকে স্বাগতম জানিয়ে তাদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা তুলে ধরে তাদের প্রশংসা করেন ।যেমন তিনি বলেনঃ -

ادا کرتے ہیں ہم شکر جناب حضرت باری۔ کہ آئے خیریت سے

ممبراں وفد انصاری۔ ہزاروں کوس جا کر بھائیوں کی تم

خدمت کی۔ یہی تھا۔ درد اسلامی یہی تھی رسم غم خواری[২১]

নাদওয়াতুল ‘উলামার শিক্ষা ও সংস্কারমূলক আন্দোলনে আল্লামা শিবলী অসামান্য অবদান রাখেন। কিন্তু শিবলী নুমানীর সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে একটা পক্ষ মেনে নিতে পারেনি। তারা শিবলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলে। শিবলী ছিলেন জেদী লোক। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে **১৯১৩** সালে নাদওয়া থেকে ইস্তফা দেন। ছাত্ররা শিবলীকে সমর্থন করে ক্লাস বর্জন করে ধর্মঘটের ডাক দেয়। তিন মাস ধর্মঘট চলে। এতে কিছুটা হাঙ্গামা তৈরি হয়। এ প্রেক্ষিতে শিবলী দুটি কবিতা লিখেনঃ- ১. জঙ্গে যারগিরী(**جنگ زرگری**) ২.নাদওয়াতুল ‘উলামা আওর জঙ্গে মুআয়িনায়ে আগয়ার(**ندوۃ العلماء اور جنگ معائنہ اغیار**)

যেমন তিনি লিখেনঃ

آتا ہے اب معائنہ ندوہ کا مشن ۔جو اختراع مجمع حکمت شعار ہے

مجن ۔ سے کچھ شریک نزاع ہیں۔کچھ ابتداء سے بانی آغاز کار ہے[২২]

শিবলী স্যার সায়্যিদ আহমদের শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারমূলক কার্যক্রমের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের প্রতি তার নতজানুর নীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করতেন। শিবলীর মতে, স্যার সায়্যিদ যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা পেশ করেছেন তা তার নিজস্ব নয় বরং ইংরেজদের বানানো চিন্তাধারা। শিবলী স্যার সায়্যিদ আহমদের এ বিষয়গুলো কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন–

کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا ہزاروں میں یہ بات

روش سید مرحوم خوشامد تو یہ نہ تھی

بات مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلاف

ان کی جو بات تھی آورو تھی آمد تو نہ تھی ۔[২৩]

১৯১৪ সালে শিবলী নুমানী ইন্তেকাল করেন। সে সময় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। আল্লামা শিবলী মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বযুদ্ধ নিয়েও একটি কবিতা লিখেন। ‘জঙ্গে ইউরোপ আওর হিন্দুস্তানী’ কবিতার প্রথমাংশে লিখেনঃ

ایک جرمنی نے مجھ سے کہا ازرہ غرور

آسان نہیں ہے فتح تو دشوار بھی نہیں

برطانیہ کی فوج ہے دس لاکھ سے بھی کم

اور اس پہ لطف یہ ہے کہ تیار بھی نہیں [২৪]

মুসলিম ইউনিভার্সিটি সম্পর্কেও শিবলী কয়েকটি কবিতা লিখেন। যেমন 'মুসলিম ইউনিভার্সিটি মুসলমানু কী খাব কি তামীর" " ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন কমিটি, 'ইউনিভার্সিটি আওর এলহাক', 'মুসলিম ইউনিভার্সিটি কে নেছাবে তালীম' প্রভৃতি।

تھی سفارت کی جو تجویز بظاہر موزوں

اہل مجلس بھی بظاہر نظر آتے تھے خاموش

دفعتاً دائرہ صدر سے اٹھا اک شخص

جس کے آزادی تقریر تھی غارت گر ہوش ۔ [২৫]

আল্লামা শিবলী নু'মানী কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। মুসলিম লীগের বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লীগের কর্মকান্ডের বিরোধীতায় শিবলী কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। শিবলীর মতে, মুসলিম লীগ দেশের জন্য বড় ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছে। তারা দেশের মানুষের মাঝে ফাটল তৈরী করছে। শিবলী সর্বদা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সমর্থক ছিলেন। যাতে তারা সকলে এক প্লাটফর্মে দাড়িয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে পারে। *মুসলিম লীগ* নামের কবিতাগুলোতে এ বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। ২৫

যেমন মুসলিম লীগ নামক একটি কবিতায় তিনি লিখেনঃ

جناب لیگ سے میں نے کہا کہ اے حضرت

کبھی تو جا کے ہمارا بھی ماجرا کیسے

کلیم طور پہ کرتے تھے غرض قوم کا حال

تو آپ شملہ پہ کچھ حال قوم کا کیسے ۔ [২৬]

শিবলী আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ). এর পরিবারের বিষয়েও কবিতা লিখেছেন। শিবলী নুমানীর জীবনের সর্ব শেষ কবিতাটি ছিল "আহলে বায়ত রসূল (সঃ) কি যিন্দেগী' । এ কবিতায় রাসূল (সঃ) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাজিঃ) এর পারিবারিক জীবনের দুঃখ দুর্দশা ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি লিখেন

افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال

گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا

گھس گھس گئی تھیں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں

چکی کے پسنے کا جو دن رات کام تھا۔ [২৭]

শিবলী নুমানী তথা ভর্ৎসণামূলক বা বিদ্রুপাত্তক কবিতাও লিখেছেন। শিবলীর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শুধু আকবর এলাহাবাদীর কবিতায় শায়েরী পাওয়া যায়। এই ধরণের কবিতা অনেক সময় সমাজ সংস্কারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

বলকানের যুদ্ধের সময় স্যার আগা খান একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে তুর্কীদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ায় চলে আসে, তাহলে তারা আক্রমন থেকে বেঁচে যাবে। এই প্রবন্ধ পড়ে মুসলমানগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আল্লামা শিবলীও দারুন ব্যথিত হন। তিনি একটি দীর্ঘ বিদ্রুপাত্তক বা কবিতা রচনা করে এর জবাব প্রদান করেন। তিনি 'স্যার আগাখান কা খেতাব তুর্কো সে' নামক কবিতা রচনা করেন। কবিতার একটি অংশ নিম্নরুপ :

ترک سے حضرت آغا نے یہ ارشاد کیا

کیوں ہوئے بے فائدہ یورپ میں گرفتار الم ۲۸

তার বা বিদ্রুপাত্তক কবিতার মধ্যে 'ইউনিভার্সিটি আওর এলহাক', 'গরজে নিয়ায বাহ জনাবে মালিকুল মূলক', 'লীগ কী দায়েমুল মরযী কী ইল্লতে আছলী', 'বুম্বাই কী ওয়াফাদার আঞ্জুমান' কবিতাগুলো উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা শিবলী নুমানী রাজনৈতিক কবিতাও লিখেছেন। মির্যা এহসান আহমদ ছাহেবের মতে, মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী এবং আবুল কালাম আযাদ কাব্য জগতের প্রতিটি অঙ্গনেই বিচরণ করেছেন। তথাপিও ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা শিবলীই অগ্রগামী।[২৯]

আল্লামা শিবলী ধর্মীয় কবিতাও রচনা করেছেন। শিবলী উপলব্ধি করেছিলেন, যে মুসলিম তরুণ যুবকেরা ইসলামী সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালচার ভুলে গিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে এবং নিজেদের জন্য তারা অধঃপতন ডেকে আনছে। লাঞ্ছনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচার উপায় একটাই আর তা হলো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা। যেমনিভাবে প্রথম যুগের মুসলমানগণ ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্মানের সুউচ্চ আসন লাভ করেছিলেন তেমনিভাবে আজও মুসলমানগণ ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী সংস্কৃতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে অধঃতনের হাত থেকে রক্ষা করে নিজেদের জন্য সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে পারবে। এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিবলী রচনা করেন 'ইসলামকে যাওয়াল কা আছলী সবব' নামক কবিতা । এ কবিতায় মুসলমানদের অধঃপতনের কারণগুলো তুলে ধরে লিখেন-

اعتقادات میں ۔ ہے سب سے مقدم توحید ،

آپ اس وصف کو ڈھونڈیں ۔ تو کہیں ۔ نام نہیں ۔۔

کون ہے شاہ ۔۔ شرک سے خالی اس وقت

کون ہے جس پہ فریب ۔۔ ہوس خام نہیں ۔۔ ৩০

আল্লামা শিবলী নুমানী ঐতিহাসিক কবিতাও রচনা করেছেন। যেমন একটি কবিতা 'ঈছার কী আ'লা তরীন নযীর' এ কবিতার একটি অংশে মুসলমানদের ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে, উহুদের যুদ্ধে একটি ভ্রান্ত গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, "হুজুর (সঃ) শহীদ হয়ে গিয়েছেন" এই মিথ্যা গুজব যখন মদীনায় পৌছল তখন মুসলমানগণ অস্থির হয়ে পড়লেন। বনী দীনারের এক মহিলা অবস্থা জানার জন্য অস্থির হয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে যাচ্ছেন । কেউ কেউ তাকে সংবাদ দিচ্ছে, তোমার স্বামী, ছেলে, পিতা সবাই যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এসব সংবাদের প্রতি মহিলার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তিনি অস্থির হয়ে ছুটে চলছেন যুদ্ধের ময়দানের দিকে আর জানতে চাচ্ছেন, রাসূল (সঃ) কেমন আছেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন রাসূল (সঃ) জীবিত আছেন, শহীদ হননি, তখন মহিলা শান্ত হলেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে 'ইছার কী আ'লা তরীন নযীর' কবিতায় শিবলী লিখেন-

موقع جنگ پہ پہنچی تو یہ لوگوں نے کہا

کیا کہیں ۔۔ یہ تجھ سے کہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں ۔۔ -

تھا بی ۔ نے لڑائی میں ہے شہادت پائی ۔

سر ۔ ے والد تھے ۔ ہوئے ۔ بیر ستم

سب سے بڑھ کر کہ شوہر تھے ۔ ہوا ۔ شہید

گھر کا گھر صاف ہوا، ٹوٹ پڑا کوہ الم

اس عفیفہ نے سب سن کر کہا تو یہ کہا

یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہ امم

سب نے دی اس کو بشارت کہ سلامت ہیں حضور

گرچہ زخمی میں ہیں سرو سینہ ہ ر ہ وپہلو وشکم

بڑو کے اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا یہ تو کہا

تو سلامت ہے تو پھر ہیں ح پہ ہے سب رنج والم

میں یہ بھی یہ اور باپ شوہر بھی برادر بھی فدا [৩১].

শিবলী একটি মরছিয়াও রচনা করেছেন। তিনি তার ভাই মুহাম্মদ ইসহাক ছাহেব বি. এ এল. এল. বি ওকীল হাইকোর্ট এর মৃত্যুতে এই মরছিয়াটি রচনা করেন। এই মরছিয়াটিকে উর্দু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মরছিয়াগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।[৩২]

শিবলী নুমানী কম বেশী প্রায় ৫০০০ হাজার শেয়ের রচনা করেছেন। তিনি কাব্যের প্রায় সব ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। তার কবিতায় গযল কাসীদা, মছনবী, মরছিয়া, মুসাদ্দাস, তারকীব বন্দ, কিতআত, মুসাদ্দাস, মুখাম্মাস এবং আধুনিক কবিতা সবই পাওয়া যায়।[৩৩]

তার একটি অনুবাদমূলক কবিতাও রয়েছে। যেমন: এক ইংরেজ কবি কান্দাহার ও কাবুলের যুদ্ধের একটি চিত্র তুলে ধরে কবিতা লিখেছেন। কবিতায় সেনা অফিসারদের প্রশংসা করা হয়েছে। উক্ত সৈন্য দলের এক ইংরেজ আযমগড়ে বদলি হয়ে আসলে তিনি শিবলীকে উক্ত কবিতাটি উর্দুতে অনুবাদ করতে অনুরোধ করলে সেটা তিনি উর্দুতে অনুবাদ করে দেন। কবিতাটির নমুনা নিম্নরূপঃ

لوسنو، تیغ وسناں کی داستاں۔روایت و طبل ونشان کی داستاں

پہلوانان جہاں کی داستاں۔شاہ کے اعزاز وشان کی داستاں

حکمران بحر وبر کی فتح ہے۔قیصر ہندوستان کی فتح ہے ۔ [৩৪]

তথ্যসুত্রঃ

১. আব্দুল লতীফ আযমী, *মাওলানা শিবলী কা মরতবাহ উর্দূ আদব মে*, শিবলী একাডেমী, কারওয়াল বাগ দিহলী, ১৯৪৫, পৃ. ২০৩

২. ড. শামস বদায়ুনী, *শিবলী কি আদাবী ওয়া ফিকরী জিহাদ*, দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড়, ২০১৩, পৃ. ৭২

৩. সুলায়মান নাদবী, *মাওলানা শিবলী উর্দু শায়েরী কে লেবাস মে*, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, আযমগড়, দারুল মুছান্নিফীন, নতুন সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৪৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৬

৫. যুফর আহমদ সিদ্দিকী, *শিবলী*, সাহিত্য একাডেমি, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৮, পৃ. ৭৫-৭৬

৬. মঈনুদ্দীন আহমাদ আনসারী, *শিবলী মাকাতিব কী রুশনী মে*, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৭, উর্দু একাডেমী, সিন্ধ, করাচী, পৃ. ১৭৪-১৭৫

৭. যুফর আহমদ সিদ্দিকী, ৭৫-৭৬

৮. শিবলী নুমানী, কাসীদায়ে মাদহে সুলতান আব্দুল হামীদ, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৬

৯. শিবলী নুমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৭

১০. শিবলী নুমানী, সুবহে উমীদ, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ২৭

১১. শিবলী নুমানী, সুবহে উমীদ, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৬০

১২. শিবলী নুমানী, *তামাশায়ে ইবরত*, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৬৫

১৩ . শিবলী নুমানী, কাসীদায়ে উর্দু, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৬৭

১৪. সুলায়মান নাদবী, মাওলানা শিবলী উর্দু শায়েরী কে লেবাস মে, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, আযমগড়, দারুল মুছান্নিফীন, নতুন সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১৬-১৭

১৫. সুলায়মান নাদবী, পৃ. ১৭

১৬ শিবলী নুমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী* পৃ.

১৭. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, *শিবলী ও সিরাজী*, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, হোসেন মুহাম্মদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ২০০৩ জুন, ২য় সংস্করন, পৃ. ৫০২

১৮. শিবলী নুমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী* পৃ. ৮০

১৯. সুলায়মান নাদবী, পৃ. ১৫

২০. সুলায়মান নাদবী, পৃ. ১২০

২১. শিবলী নুমানী, খয়রে মুকাদ্দাম ড. আনসারী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ১২২

২২. শিবলী নুমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ১৮৯

২৩. শিবলী নুমানী, স্যার সায়্যিদ কি সিয়াসী বালাগাত কা আমদ ওয়া আওরদ, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, ১৯৯৮

২৪. শিবলী নুমানী , *জংগে ইউরোপ আওর হিন্দুস্তান*, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ১৯৪

২৫. শিবলী নুমানী , ইউনিভার্সিটি ডেপুটেশন, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ১৮২

২৫. নাথ সিদ্দীকি, *শিবলী নুক্কাদোকী নযর মে*, ইলিয়াস ট্রেডার্স, ১৯৭৬, পৃ. ১৭৯

২৬. শিবলী নুমানী, মুসলিম লীগ, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ১৩৪

২৭. শিবলী নুমানী, আহলে বাইত রসূল (সঃ) কি যিন্দেগী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ.৮৬

২৮. আব্দুল লতীফ আযমী, বি. এ জামেয়া, *মাওলানা শিবলী কা মরতবাহ উদূ আদব মে*, শিবলী একাডেমী কারওয়াল বাগ দিহলী, ১৯৪৫, পৃ. ২০২,

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।

৩০. শিবলী নুমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, পৃ. ৮৮-৮৯

৩১. যুফর আহমদ সিদ্দীকি, *শিবলী*, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৭৬

৩২. শিবলী নুমানী, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, ইসলাম কে যাওয়াল কা আছলি সবব, পৃ. ৮৮-৮৯

৩৩. নাথ সিদ্দীকি, *শিবলী নুক্কাদোকী নযর মে*, ইলিয়াস ট্রেডার্স, ১৯৭৬- পৃ. ১৭৯

৩৪. যুফর আহমদ *সিদ্দীকি*, পৃ. ৭৬

আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু কাব্য সাহিত্য

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম ছাত্র এবং পরবর্তীতে এর শিক্ষা সচিব আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী যেমনিভাবে সর্ব বিষয়ে কলম চালিয়েছেন তেমনি উর্দু কাব্যচর্চায়ও অবদান রেখে উর্দু কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে তার কাব্য চর্চার বিষয়টি সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন একটা ফুটে উঠেনি। আল্লামা শিবলীর কাব্য চর্চা যেমনিভাবে তার জীবনী সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে ঢাকা পড়ে গেছে ঠিক তেমনি আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু কাব্যচর্চাও সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর লেখালেখির কারণে তা চাপা পড়ে গেছে। তবে তার মধ্যে কাব্য প্রতিভা ছিল অসাধারণ। কিন্তু জীবনী সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলী রচনার প্রতি তার ঝোঁক বেশি ছিল। এরপরও তিনি অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাব্য চর্চা করতেন। ছাত্র জীবন থেকেই তার মধ্যে কাব্য চর্চার প্রতি আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। দারুল উলুম নাদওয়াতুল 'উলামায় যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখন ১৯০২ সালে "আখের ওয়াক্ত" নামে তার একটি কবিতা লাহোরের *মাখযান* পত্রিকায় ছাপা হয়। এর কিছুদিন পর তিনি আরেকটি উর্দু কবিতা লিখে *মাখযান* পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। মাখযানের পরিচালক যদিও তা ছাপায়নি তথাপিও বুঝা যায় সুলায়মান নাদবীর মাঝে কাব্যচর্চার প্রতি আগ্রহ ছাত্র জীবন থেকেই ছিল। পরবর্তীতে ১৯০৩ সালে বাঙ্কীপুর পাটনা থেকে প্রকাশিত "বিহার" নামক পত্রিকায় তার একটি গযল ছাপা হয়। গযলের নমুনা নিম্নরূপ-

ﮯ ﺵ ﻋﻠﮧ ﺭ ﮦ ﻏﻢ ﭘﺲ ﻣﺮﺩﻥ ﺟﻮ ﮭﺮ . ﮈ ﮎ ﺟﺎﺗﮯ ﻣﯿﮟ ،ﮯ

سنگ ہائے لحد کشتہ چٹک جاتے مں ،ہ

اسی ے ے توبہ سے بہتر نہ توبہ کرنا

اور توبہ سے یہ محو ے . ار بہک جاتے مں ،ہ

قطرہ ر خون جگر ہجر مں ے ان سدے

اشک بن کر مری آ . ںکھوں سے سک ڈ ے جاتے مں ،ہ [১]

সুলায়মান নাদবী গ্রামের মকতবে যখন পড়তেন তখন বিশেষ বিশেষ দিনে দুই গ্রুপের মাঝে কাব্য প্রতিযোগিতা হতো। কখনো একটি ক্লাশের ছাত্রদেরকে দুই গ্রুপ করে অথবা দুটি ক্লাশের ছাত্রদের মাঝে এই প্রতিযোগিতা হতো এবং এটি খুব আনন্দের সাথে স্বতস্ফুর্তভাবে অনুষ্ঠিত হতো। সুলায়মান নাদবী এ সকল কাব্য চর্চার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন।

১৮৯৮ সালে যখন ফুলওয়ারী মাদরাসার ছাত্র ছিলেন তখন সেই এলাকায় বড় ধুমধামের সাথে কাব্য চর্চা হতো। তিনি মাদরাসায় যেই রুমে থাকতেন, তার পাশের রুমেও রীতিমত কাব্য চর্চা হতো।

সুলায়মান নাদবী এ সব মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। এভাবে কাব্য চর্চার প্রতি তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কাব্য চর্চার যোগ্যতাও তার মধ্যে তৈরী হতে থাকে।[২]

দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্রদের অনুষ্ঠানে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সুলায়মান নাদবী "কওম কি তুম সে উমীদ" নামক একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি ১৯০৪ সালের ২২শে অক্টোবর পাটনার "আলপান" পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতাটিতে তিনি ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেন।

যেমন তিনি বলেনঃ

دوستو! تم کون کھے ـ ی ہو اپنی خبر

زندگانی کرتے ہو غفلت سے کوی ں اپنی بسر

سوئے ہو منزل پہ تم اور قافلہ رخصت ہوا

لو اٹھو ؕ ! اب رات گزری آگیا وقت سحر

جا قوم تم کہیار کھے ـ ی ہے تم سے آرزو

کوی ں جمی رہتی ہے تم پر قوم کی ہر دم نظر ৩

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সাধারণত প্রসিদ্ধ কবি আমীর মিনাইর ধাঁচে ও ঢঙ্গে কাব্য চর্চা করতেন এবং আমীর মিনাইর হাজারো কবিতা তার মুখস্ত ছিল।[৪]

তার কবিতার যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম যুগ ছাত্র যামানার যুগ। এ যুগের কাব্য চর্চায় কবি আমীর মিনাইর অনুসরণ পরিপূর্ণ রূপে লক্ষ্য করা যায়।

তার এই যুগের গযলের নমুনা নিম্নরূপঃ

بجلی کی طرح قبر پہ آئے جلے گئے

اب تک ہمارے دل کو وہ تڑپائے جاتے مں ،ی

پہلے تو چھپر ؕ تے تھے ـ ی تصور مں ـ ی بار بار

اب کوی ں شب وصال وہ شرجاتے مں ،ی ۔ ৫

তার কাব্যচর্চার দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে ১৯১৪ সালের পর দারুল মুছান্নিফীনে অবস্থানের পর থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে তিনি বহু গযল রচনা করেন। এ সময়ে রচিত তার একটি গযলের নাম **راز درون پردہ** "রায দরদিনে পরদাহ"। তিনি যখন কোন সফরে বের হতেন এবং ট্রেনে ভ্রমণ করতেন তখন তার গযল রচনার গতি বেড়ে যেত এবং ট্রেনে বসে বসে গযল রচনা করতেন। তার রচিত

অধিকাংশ গযল ভ্রমণের সময় রচিত হয়েছে। মুযাফফরপুর ভ্রমণের সময় রচিত তার একটি গযলের অংশ নিম্নরূপ-

یہ کیسی بے کس ضبط محبت کی الہی ہے

م بھی . مگر اس کا نا زبان تک آ سکتا

یہ مہدیں کو کس طرح مری محبت کا لھس . آئے

قسم تک تو مہ ھارے نام کی مس کھا سکتا [৬]

তার কাব্য চর্চার তৃতীয় যুগ হচ্ছে ১৯৪২ সালের পর থেকে তথা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর সাথে আধ্যাত্মিক সুসম্পর্ক তৈরী হওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে। এই সময়ে তিনি প্রায় ৩৯টির অধিক গযল এবং তিনটি কিতয়াত রচনা করেছেন। এ সময়ের গযল কবিতায় আধ্যাত্মিকতার বিষয় বেশী লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের গযলের নমুনা নিম্নরূপ:

جس دن سے مرے دل مس سر ی یاد بسی ہے

ہر اک کو مس سر ے سوا کھو ل گیا ہوں

ہر سمت نظر آتے مس ہر وقت وہ مجھ کو

دوری مسافت کا گلہ کھو ل گیا ہو [৭]

১৯৪৯ সালে সুলায়মান নাদবী হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াযযমায় যান। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে بروقت حاضری مکہ معظمہ مس (বরওয়াক্ত হাজেরী মক্কা মুয়াযযামা মে) নামক কবিতা রচনা করেন। নমুনা নিম্নরূপ

دیدہ دل اگر ہو باز راز رہے نہ راز مس

حھا نکتی مس حقیقہ دیں آسہ . مجاز مس

ان کے کرم کے ہم نثار ان کی عطا کیا شمار

دے دیا عاصیوں کو بار اپنے حرم ناز مس [৮]

১৯৪৩ সালে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর ইন্তেকালের পর তার মধ্যে কাব্য চর্চার গতি স্তিমিত হয়ে যায়। এ সময়ে দশ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র দুটি না'ত ও সাত-আটটি গযল রচনা করেছেন।

হজ্বের সফরে মদীনা তায়্যিবায় উপস্থিত হয়ে রাসূল (সঃ) এর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করে তার শানে একটি না'ত পাঠ করেন, যার নমুনা নিম্নরূপ-

آہستہ قدم ۔ یہ جگہ، ۔ گمہ، پست صدا ہو
خوابید ۔ یہ ہما ۔ ں روح رسول عربی ہے
اے زائر ۔ ۔ ۔ نبوی یاد رہے یہ
بے قاعدہ یاں جنبش ۔ بے ادبی ۔ ہے
کیا شان ہے اللہ رہے محبوب سی ۔ ۔ کی
محبوب خدا ہے وہ جو محبوب سی ۔ ۔ ہے ৯

প্রিয় উস্তাদ আল্লামা শিবলীর ইন্তেকালের পর সুলায়মান নাদবী দারুন ব্যথিত হন। তিনি দরদ ভরা কণ্ঠে তার শানে একটি মরছিয়া রচনা করেন।[১০]

তিনি স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নুমানীর অনুসরনে ঐতিহাসিক কবিতা (**درس مساوات**) 'দরসে মুসাওয়াত' নামে রচনা করেন। এ কবিতায় খলীফা হারুনুরশীদ এবং ইবনে আনাস ইবনে মালেকের মাঝে সৃষ্ট একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন।

آرزو تھی ۔ ۔ یہ ۔ لیفہ کو مدینہ ۔ جا کر
جائیں ۔ ۔ محروم علما در سے مرے لخت جگر
حکم پہونچا یہ خلافت سے کہ اے بن انس
مجمع عام میں ۔ جا سکتے ہیں ۔ ۔ مرے پسر
اس لئے آج یہ بہتر ہے کہ تعلیم ۔ ۔ حدیث ۔ ۔
آپ دے خاص انہیں ۔ شاہی ایواں میں ۔ آکر ১১

সুলায়মান নাদবীর বয়স যখন ৩৩ বছর তখন ১৯১৭ সালের ১২ এপ্রিল তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর ইন্তেকালে ব্যথিত হৃদয়ে তার প্রতি শোক প্রকাশ করে একটি হৃদয়গ্রাহী *মরছিয়া* **مرگ یار** "মুরগে ইয়ার" শিরোনামে রচনা করেন। যেমন তিনি বলেন:

ہم سفر ۔ میں ۔ وہ دلبر نہ ہوا
شمع اس راہ میں ۔ اس رخ انور نہ ہوا
سر ۔ ۔ جو آئے فلک سے بدف ان کا میں ۔ تھا ۔
قلم کہئے نہ کبھی ۔ ۔ اس کو جو مجھ پر نہ ہوا [১২]

তথ্যসুত্র:

(১) খালীক আনজুম, *সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী*, আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দু, প্রকাশ ১৯৮৬, প্রবন্ধ- মাওলানা সুলায়মান নাদবীঃ কুচায়ে শায়েরী মে, লেখক রফআত সারুশ, পৃ. ২২৪-২২৫

(২) ড. নাঈম সিদ্দীকি, *আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীঃ শখসীয়্যাত ওয়া আদাবী খেদমাত*, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, মাকতাবায়ে ফেরদাউস লক্ষ্ণৌ, পৃ. ২৫৭

(৩) খালীক আনজুম, পৃ. ২৬-২৭

(৪) ড. নাঈম সিদ্দীকী, পৃ. ২৫৯

(৫) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

(৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

(৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

(৮) ড. নাঈম সিদ্দীকী পৃ. ২৭৭

(৯) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

(১০) সায়্যিদ মুহাম্মাদ হাশেম, *সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীঃ হায়াত আওর আদাবী কারনামে*, শু'বায়ে উর্দু, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৫ , পৃ. ৩৭৩

(১১) ড. নাঈম সিদ্দীকী, পৃ. ২৮২

(১২) খালীক আনজুম, পৃ. ২৩১

আব্দুস সালাম নাদবীর কাব্যচর্চা

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী উর্দু সাহিত্যের এক অনন্য নাম। উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় তিনি বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন গদ্য লেখক, জীবনীকার, প্রবন্ধকার, ইতিহাসবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও কবি। জীবনী ও প্রবন্ধ সাহিত্যে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। গদ্য সাহিত্য চর্চা ছিল তার জীবনের ব্রত। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত লেখালেখিতেই ব্যস্ত ছিলেন। তবে মাঝে মধ্যে শখের বশে কবিতাও লিখতেন। তিনি যে কবিতা লিখতেন তা অনেকেই জানে না। তার গদ্য সাহিত্য চর্চা নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন বই পুস্তকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার পদ্য সাহিত্য বা কবিতা নিয়ে খুব একটা আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে প্রফেসর কবির আহমাদ জায়সী *মাকাতীব ওয়া আশয়ারে মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী* নামক গ্রন্থে মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর পত্র সাহিত্যের আলোচনার পাশাপাশি কাব্য সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর কবিতা সমষ্টি বহু কষ্টে একত্রিত করে আলোচ্য গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠা জুড়ে তুলে ধরেছেন। আব্দুস সালাম নাদবীর কাব্য চর্চার বিষয়টি বলতে গেলে একেবারেই অজানা ছিল। এর কারণ হলো তিনি নিজেও স্বীয় রচিত কবিতাগুলোর প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দিতেন না। ফলে তার লিখিত কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে গেছে বা নষ্ট গেছে। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার পকেটে সদ্য লিখা কবিতার একটি চিরকুট পাওয়া যায়, যার দ্বারা বুঝা যায়, তিনি শেষ জীবনে এসেও কবিতা চর্চার প্রতি তার ঝোঁক বিদ্যমান ছিল।[১]

তার কবিতার একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

حرم ہے دل سے یا عرش بریں ہم ڈھونڈتے ہیں ہے گے کہیں ہے سے

ہوا مرنے پہ آشنا زور محبت تا ہے یہ قصہ ہیں ہے سے

ہے بجھے دل کا چراغ اجالا دے شمع وہ آج روئے آسیں ہے ہے سے

جو اس جستجو میں ہے گم خود سے ہو نکلے گئے دنیا ہے ودیں ہے سے

تقدیر ایسی ہی چاندنی میں ہے جو چمکے گی تو تم سے مہ جبیں سے

صدا اس بام تک اب بھی ہے نہ پہنچا کر آئے اسے عرش بریں ہے سے۲

তথ্যসূত্র:

১. প্রফেসর কবির আহমদ জায়সী, *মাকাতীব ওয়া আশয়ারে মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী*, মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০৬, পৃ. ০৭

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর কাব্য সাহিত্য

নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম সদস্য ও উপদেষ্টা হলেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী যার পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্রদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী যেমনিভাবে উর্দু জীবনী সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্যে অবদান রেখেছেন তেমনি তিনি কাব্যচর্চাতেও অবদান রেখেছেন। তার প্রতিটি রচনার পাশাপাশি তার প্রতিটি কবিতাও উর্দু সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তবে তার গদ্য সাহিত্যের তুলনায় তার কাব্য সাহিত্য একেবারেই নগন্য। এরপরও তার প্রতিটি কবিতাই সাহিত্য মানাত্তীর্ণ।

আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাব্য সাহিত্য যেমনিভাবে তাদের গদ্য সাহিত্যের সামনে ঢাকা পরে গেছে ঠিক তেমনিভাবে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর কাব্য সাহিত্যও তার অন্যান্য সাহিত্য ভাণ্ডারের সামনে চাপা পড়ে গেছে। তিনি যদি কাব্যচর্চা চালিয়ে যেতেন তবে কবি আকবর এলাহাবাদীর মতে, তিনি একজন বড় মাপের কবি হতে পারতেন।[১]

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী শৈশব কাল থেকেই কাব্য চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তার মেধা শক্তি খুব ভাল ছিল। এদিক সেদিক যেখানেই দু একটা কবিতা শুনতে পেতেন সেটা তার মুখস্ত হয়ে যেত। তিনিও আবার সেটা যে কোন স্থানে মনে চাইলেই পড়তেন বা কাউকে না কাউকে শুনিয়ে দিতেন।[২]

কলেজ জীবনে তার কাব্য চর্চায় অনেকটা গতি আসে। আল্লামা শিবলী নুমানীর শিরুল আযম ও মুয়াযানায়ে আনীছ ওয়া দবীর পাঠ করে কাব্য চর্চার বিষয়ে দারুন উপকৃত হন।[৩]

কবি আকবর এলাহাবাদীর উৎসাহ উদ্দীপনায় তার কাব্য চর্চার গতি আগের চেয়েও বেড়ে যায়। ১৯১৩ সালে গালিবকে নিয়ে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর একটি লেখা *আদীব* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আকবর এলাহাবাদী তার লেখাটি পড়ে বিমোহিত হয়ে যান এবং দরিয়াবাদীর মাঝে কাব্য প্রতিভা দেখতে পান। কবি আকবর এ লেখাটির প্রশংসায় তার নিকট পত্র লিখলে কাব্য চর্চায় তার উৎসাহ উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়। এভাবে আকবর এলাহাবাদীর সাথে তার পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে

উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। তিনি গযল লিখতেন আর আকবর এলাহাবাদীর নিকট থেকে তা সংশোধন করিয়ে নিতেন।[৪]

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত সময়কে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর কাব্য চর্চার প্রথম যুগ আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় তিনি গযল রচনা করেন এবং গযল লিখে আকবর এলাহাবাদীর নিকট থেকে তা সংশোধন করিয়ে নিতেন। এরপর ১৯১৮ থেকে ১৯২২ এই চার বছর তার কাব্য চর্চা বন্ধ থাকে। ১৯২২ সালের দিকে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের 'নাতিয়া কালাম' পাঠ করে তার মধ্যে পুনরায় কাব্য চর্চার প্রেরনা জেগে উঠে। এবার তিনি নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রশংসায় না'তিয়া কবিতা রচনা করতে থাকেন। ১৯৪৪ পর্যন্ত তার এ ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৪ সালের পরে গদ্য সাহিত্য রচনার ব্যস্ততায় তার আর কাব্য সাহিত্য চর্চা করার সুযোগ হয়ে উঠেনি।[৫]

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত তার কাব্য চর্চার প্রথম যুগে প্রায় ৪টি গযল রচনা করেন।

এ গযলগুলোর অধিকাংশই তিনি *যুদ পেশিমা* নামক ড্রামা বিষয়ক গ্রন্থে অন্তর্ভক্ত করেন। অবশিষ্ট তিনটি গযল তার লিখিত অসম্পূর্ণ ড্রামা *বদ সারাশত* নামক ড্রামায় অন্তর্ভূক্ত করেন।

তার গযলের নমুনা নিম্নরূপ:

جذبات دل کا عکس جو میرے سخن میں ہے

اک لطف میں نو بھی طرف کلام کہیں میں ہے

کس نے کہا کہ سیر گل و یاسمین میں ہے

لطف حیات عشق کے سوز و محن میں ہے

غربت میں کوئی لاکہ مسافر نواز ہو،

حاصل کہا وہ لطف جو بزم وطن میں ہے[৬]

১৯২২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তার কাব্য চর্চার ২য় যুগে তিনি নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর শানে নাতিয়া কবিতা রচনা করেন।

তার নাতিয়া কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:

پڑھ صل علی حق کے محبوب کی ہوں باتیں

رحمت کی گھٹ ماس ہوں اور نور کی برساس ے ے

وعدے مں ہے شفاعت کے ے سکدیں کی مں ہے باس ے ے

آقائے دوعالم د یکھو تومد اراس ے ے

غم خواری امت سے اک ے آن ہس ہے غافل

ظاہر مں ے تو ہے پردہ پردے مں ے ملاقاس ے ے ৭

তথ্যসূত্র:

১. সলীম কুদওয়ায়ী, *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী*, সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৫৫
২. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, *আপবীতি*, মাকতাবায়ে ফেরদাউস, মাকারেম নগর, বারোলিয়া, লক্ষৌ, ১৯৭৮, পৃ. ৩১৮
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
৪. সলীম কুদওয়ায়ী. পৃ. ৫৫
৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৫
৬. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, *তাগাযযুলে মাজেদী*, সংকলক: হাকীম আব্দুল কবী দরিয়াবাদী, মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী একাডেমী, লক্ষৌ, ১৯৭৯, পৃ. ১৪
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবীর উর্দু কাব্য চর্চা

মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী হচ্ছেন নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম ছাত্র এবং বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলী নাদবীর ভাগিনা। তিনি যেমনি একজন জীবনীকার, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক তেমনি একজন কবি। তার কাব্যচর্চায় আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলের প্রশংসা, ধর্মীয় বিষয়, আধ্যাত্মিক উস্তাদ ও শায়েখদের প্রশংসা ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠেছে। খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে তার সময়কার 'উলামায়ে কিরাম পর্যন্ত বহু ওলী বুযুর্গদের কথাও তুলে ধরেছেন তিনি তার কবিতায়। তার সমস্ত কবিতাগুলো একত্র করে *মিযাবে রহমত* নামে মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্মৌ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশ করা হয়। তার কবিতাগুলোর মধ্যে না'ত তথা রাসূলের প্রশংসামূলক কবিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এরপর হামদ ও মোনাজাত তথা আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনার বিষয়েও অনেকগুলো কবিতা রয়েছে। আল্লাহর নামের তাছবীহ যেমন: 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ',' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' এই তাসবিহগুলো নিয়েও অনেকগুলো কবিতা রয়েছে। আরবী বারটি মাসের মধ্যে রমযান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক বেশী। এ মাসের ফযীলত ও মাহাত্ম সম্পর্কে তিনি রচনা করেছেন সাতটি কবিতা, যার মধ্যে রয়েছে *রমযান কী আমদ*, *উসকে পয়াম*, *বেদায়ে রমযান*, *শবে কদর* ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন আল্লামা শিবলী। যেমন *সুকূতে কুদুস*, *ফাসাদাতে হিন্দ*, *মুসলমানূকী বে বসী*, *ইখওয়ানুল মুসলিমীন*, *মাসজিদে আয়াসুফিয়া* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তার একটি কবিতা *মাশহাদে বালাকোট* যা একটি দেওয়ান সমতুল্য যার মধ্যে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ), শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) ও তাদের সাথে জীবন উৎসর্গকারী একনিষ্ঠ অনুসারীদের জীবনাতিহাস তুলে ধরেছেন মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী।

আধ্যাত্মিক শায়খ ও মুরব্বী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আহমদ লাহুরী, মাওলানা আব্দুস শকুর ফারুকী, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী, হযরত মাওলানা অসীউল্লা ফাতাহপুরী, হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ফারুকী প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কেও পৃথক পৃথক কবিতা রচনা করেছেন। এ ছাড়াও শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী সম্পর্কে ৮টি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ১৬টি তারানা বা সংগীতও রচনা করেছেন যার মধ্যে নাদওয়াতুল 'উলামা সম্পর্কিত তারানা খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী, ডা. মাওলানা আব্দুল আলী হাসানী, সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল হাসানী প্রমুখদের সম্পর্কেও কবিতা রচনা করেছেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের বিষয়েও কবিতা রচনা করেছেন। তিনি হজ্বে গিয়েছেন । হজ্বের গুরুত্ব, মাহাত্ম, হজ্ব বিষয়ে নিজের আবেগ, অনুভূতি নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন।

ডাক্তার আব্দুল্লাহ আব্বাস নাদবী মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবীর কাব্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন।

جو لوگ میری طرح ناواقف ہیں ان کو یہ خیال ہو گا کہ مولانا محمد ثانی حسنی مرحوم کی طبیعت

موزوں تھی و مناجات کے اشعار کہہ لیتے تھے بات صرف اسی قدر نہیں ہے، ان کی

طبیعت میں بلا کی روانی تھی جوش تھا احساسات کا ابال تھا -جو شعر بن کر ان کی زبان سے نکلا

کرتا تھا ۱.

মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবীর হামদ জাতীয় কবিতাগুলোর মধ্যে আল্লাহপাকের একত্ববাদ প্রকাশ করা হয়েছে এভাবেঃ

اللہ ایک ہی ہے اور ہے الہ سب کا

سب ہیں فقیر اس کے وہ بادشاہ سب کا

زمیں اس نے بنائی اور آسمان بنایا

اک لفظ کن سے اس نے سارا جہاں بنایا

نیکی بدی کا مالک خلاق دو جہاں ہے

ہے پاک جسم و جان سے بے عیب ولا مکان ہے ২

মাওলানা মুহাম্মাদ ছানী হাসানী নাদবী হামদ জাতীয় কবিতার শেষের দিকে বান্দার প্রতি আল্লাহপাকের দয়া ও মেহেরবানীর বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন:

اے خدا بندوں پر تو ہے ماں سے زیادہ مہربان

ماں سے زیادہ تو ہے مشفق ماں سے زیادہ غم گسار

ہے اللہ تو ہے رحمان تو ہے والی تو رحیم

تو ہے رب العالمین تو مالک یوم القراب. ৩

মুনাজাত কবিতার একটি অংশে আল্লাহর নিকট তিনি প্রার্থনা করছেন এভাবে:

علم دے، رزق دے، ہر مرض دور کر، دل کو ذکر الہی سے معمور کر

ہر غم و فکر کو ہم کافور کر تو ہے ستار ہر عیب مستور کر

دے خوشی و مسرت ہمیں تو صبح و شام ہے مالک سر ہے ہم غلام.8

নাত জাতীয় কবিতাংশে রাসূল (সাঃ) এর প্রশংসা ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে:

سارا جہاں تھا کفر کی سے چھائی رات تھی کالی

بھیجا خدا نے ایک نبی کو جس نے بنا توحید کی ڈالی

سارا عالم ہو گیا روشن ہوؤں نے راہ تھی پالی

نام محمد کتنا پیارا—ذات گرامی کتنی عالی.৫

পবিত্র রমযান মাসের আগমনী বার্তা *আগিয়া মাহে সিয়াম* কবিতায় তুলে ধরেছেন এভাবে:

آگیا ماہ صیام لے کے رحمت کا پیام

روح پرور روز و شب—برکتوں کے صبح و شام

رحمتیں ہی رحمتیں مغفرت کا اذن عام

وے ہوئے جنت کے در - آتش دوزخ حرام

شر ذلیل و خوار ساہے شیطین زیر دام

دل میں مستی جذب و شوق لب پہ پاکیزہ کلام ৬

১৯৬৭ সালে বায়তুল মুকাদ্দাস ও আরবের অন্যান্য এলাকাগুলোতে ইহুদীদের নির্যাতন ও দখলদারীত্বের অবস্থা অনুধাবন করে ছানী হাসানী নাদবী দারুন ব্যথিত হন এবং রচনা করেন *সালাম উন পর জিনহুনে কুদুস পর জানী নিছওয়ার কী*। এই কবিতায় তিনি ইহুদী কর্তৃক নির্যাতিত ও শাহাদাত বরণকারীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় তুলে ধরেছেন। এই কবিতা রচনায় তিনি আল্লামা ইকবালের প্রসিদ্ধ কাব্য "শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া" এর ধারা অবলম্বন করেছেন। যেমন, তিনি কবিতার শুরুতে বলেন:

جس امت نے خدا سے خیر امت کا لقب پایا

اٹھا رحمت کا سایہ کیوں اسی امت کے سر پر سے؟

وہ جن کو مل چکا تھا انتم الاعلون کا مژدہ

نگاہ عصر میں کیوں ہیں ذلیل و خوار بد تر سے؟

یہ کیوں بکھرے پڑے ہیں جابجا تسبیح کے دانے

یہ کیوں توڑے گئے ہیں گوہر نایاب آج پتھر سے. ৭

তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমীর ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী (রহঃ)। তারই ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী পরবর্তীতে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং বিশ্ব তাবলীগের নেতৃত্ব প্রদান করেন। মাওলানা ছানী হাসানী নাদবী মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবীর প্রশংসা কবিতায় তুলে ধরেন। যেমন তিনি বলেন:

حضرت یوسف اپناک رو سکو

ملیع دس داعی راہ لعیں کے راہبر

جلوت ان کی خوب تھی اور خلوت ان کی خوب تر

زندگی تھی پاک ان کی پاک سے پاکیزہ تر

تھے کریم ابن الکریم ابن الکریم !

اہل دل اہل نظر کے جان جاں نور نظر

والد ماجد سے ورثہ میں انھیں حاصل ہوا

قلب مضطر، چشم تر - آہ سحر، سوز جگر [৮]

তথ্যসূত্রঃ

১. সায়্যিদ মাহমুদ হাসান হাছানী নাদবী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ছানী হাসানী*, সায়্যিদ মুহাম্মদ শহীদ একাডেমী, লক্ষ্ণৌ, প্রথম প্রকাশ- ২০১৯, পৃ. ৩২৩

২. মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী, *মিযাবে রহমত*, মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্ণৌ, ২০১০, পৃ. ৪১

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

পঞ্চম অধ্যায়

উর্দু পত্র সাহিত্যে নাদওয়াতুল 'উলামা

১. আল্লামা শিবলী নুমানীর উর্দু পত্র সাহিত্য
২. আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু পত্র সাহিত্য
৩. মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর উর্দু পত্র সাহিত্য
৪. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর উর্দু পত্র সাহিত্য
৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর উর্দু পত্র সাহিত্য

উর্দু পত্র সাহিত্য

উর্দু ভাষায় পত্র সাহিত্যের ইতিহাস মূলত দুইশ বছরের। উর্দু ভাষায় লিখিত প্রাচীন চিঠিগুলোর মধ্যে ১৮০৩ সালের একটি চিঠি পাওয়া যায়। এই চিঠিটি ফকীরাহ বেগম মির্যা মুহাম্মদ জহির উদ্দীন আলী বখত আযফারী দেহলবীর নিকটে লিখেছিলেন। উর্দু ভাষার ইতিহাসে প্রথম পত্র সমষ্টি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮২৫ সালে *নামায়ে গালিব* নামে, যার মধ্যে মির্যা গালিবের চিঠিগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ১৮৬৬ সালে মৌলবী যিয়াউদ্দীন খান দেহলবী রচিত *ইনশায়ে উর্দু* প্রকাশিত হয় যার মধ্যে কিছু উর্দু চিঠি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ১৮৮৬ সালে রজব আলী বেগ সুরুরের লেখা কিছু চিঠি সমগ্র *ইনশায়ে সুরূর* নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে গোলাম গাউস বেখবর এর কিছু চিঠি সমগ্র *ফাগানে বেখবর* নামে প্রকাশিত হয়। এভাবেই আস্তে আস্তে বিভিন্ন জনের উর্দু পত্র সমষ্টি প্রকাশিত হতে থাকে এবং উর্দু পত্র সাহিত্যের উন্নতি হতে থাকে।

উর্দু পত্র সাহিত্যের যুগকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- প্রথম যুগ।
- দ্বিতীয় যুগ।

প্রথম যুগ রজব আলী বেগ সুরুর থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ হুসাইন আযাদ পর্যন্ত। এ সময়ে পত্র সাহিত্যে যাদের নাম আলোচনায় আসে তাদের নাম নিম্নরূপ।

- রজব আলী বেগ সুরুর (১৭৮৭-১৮৬৯)
- মীর্যা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯),
- মীর্যা গাউস বেখবর (১৮২৫-১৯০৪)
- ওয়াজেদ আলী শাহ আখতার (১৮২৩-১৮৮৭)
- স্যার সায়্যিদ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)
- আমীর মিনাই (১৮১৯-১৯০০)
- দাগ দেহলবী (১৮৩১-১৯০৫)
- মুহসিনুল মুলক (১৮৩৭-১৯০৭)
- মুহাম্মাদ হুসাইন আযাদ (১৮৩০-১৯১০)

পত্র সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে যাদের নাম আলোচনায় আসে তাদের নাম নিম্নরূপঃ

- ডেপুটি নযীর আহমদ (১৮৩৬-১৯১২)

- আল্লামা শিবলী নুমানী (১৮৫৭-১৯১৪)
- মাও. আলতাফ হুসাইন হালী (১৮৩৭-১৯১৫)
- আকবর ইলাহাবাদী (১৮৪৬-১৯২৯)
- শাদ আযীম আবাদী (১৮৪৬-১৯২৭)
- মাহদী আযাদী (১৮৭১-১৯২১)
- মাও. মুহাম্মাদ আলী জাওহার (১৮৭৮-১৯৩১)
- মুন্সি প্রেম চান্দ (১৮৮০-১৯৩৬)
- আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮)[১]

মীর্যা গালিবের চিঠিগুলোকে উর্দু পত্র সাহিত্যের প্রথম উচ্চমান সম্পন্ন নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং উর্দু সাহিত্যে তার চিঠিগুলোর বিশেষ মূল্যায়ন রয়েছে।[২]

এ পর্যন্ত অসংখ্য চিঠি ছাপানো হয়েছে। তবে মীর্যা গালিব, স্যার সায়্যিদ আহমদ, আলতাফ হোসাইন হালী, শিবলী নুমানী, হুসায়ন মুহাম্মদ আযাদ, ডেপুটি নযীর আহমদ, মাহদী ইফাদী, ইকবাল এবং আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের চিঠিগুলোকে উর্দু সাহিত্যে ব্যাপক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।[৩]

আল্লামা শিবলী নুমানীর উর্দু পত্র সাহিত্য

উর্দু পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে আল্লামা শিবলী নুমানীর চিঠিগুলোরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিবলীর চিঠিগুলোতে পত্র সাহিত্যের সকল বৈশিষ্ট্য না পাওয়া গেলেও গালিবের চিঠির অনেক বৈশিষ্ট্যই তার চিঠিগুলোতে পাওয়া যায় আর এ কারণেও শিবলীর চিঠিগুলো পত্র সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।[৪]

শিবলী নুমানীর চিঠিগুলোর একটি বড় বৈশিষ্ট হলো, তার চিঠিগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তিনি যা বুঝাতে চান তা সবই বুঝে আসে। তার চিঠিগুলোতে কোনরূপ কাঠিন্যতা বা দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করা যায় না।

তার চিঠিগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, শিবলী শুরুতে আরবী, ফার্সী ভাষায় চিঠি লিখতেন। পরবর্তীতে আলীগড়ে যাবার পর থেকে তিনি উর্দুতে চিঠি লেখা শুরু করেন।

আল্লামা শিবলী নিজেই তার চিঠিগুলো একত্রিত করেননি বরং তার বিশেষ শিষ্য আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী চিঠিগুলো একত্রিত করেন, যা তার একটি চিঠি দ্বারা বুঝে আসে।

যেমন: শিবলী নুমানী মাওঃ হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেন:

سید سلیمان ندوی میرے خطوط جمع کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے کچھ ہیں تو وات غلطی سے محفوظ ہونگے[৫]

তবে তিনি সবগুলো চিঠি জমা করার অনুমতি দেননি বরং কিছু কিছু বিশেষ চিঠি জমা বা একত্রিত না করার প্রতিও বিশেষ খেয়াল রেখেছেন যেমন: শিবলী তার এক শিষ্য মুহাম্মাদ সামিকে লিখেন:

قدر خاص ہوں ایسے خطوط کسی سلیمان کے پاس نہ بھیجیں، فرصت کے وقت میں خود دیکھ کر فیصلہ کرونگا[৬]-

নিজের লেখা চিঠিগুলো জমা করার আগ্রহ শিবলীর মধ্যে তেমন একটা ছিল না। এই ধারণা এসেছিল সর্বপ্রথম তার এক শিষ্য রশীদুদ্দীন আনসারীর নিকট থেকে। তিনি ১৯০৩ সালে স্বীয় ওস্তাদ আল্লামা শিবলীর চিঠিগুলো একত্রিত করার আগ্রহের কথা তিনি যখন আল্লামা শিবলীকে জানালেন তখন শিবলী এর উত্তরে লিখলেন-

میرے خطوط بالکل بدمزہ ہوتے ہیں -ان کو تم کیا جمع کر سکتے ہو- مجھے آتا اوروں کو کیا آئے گا[৭]-

পরবর্তীতে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী শিবলীর লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করে *মাকাতীবে শিবলী* নামে দুই খণ্ডে দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী থেকে প্রকাশ করেন। *মাকাতীবে শিবলী* নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত চিঠিগুলো ছাড়াও শিবলীর আরো ৮২টি চিঠি যা তিনি আতিয়া বেগম এবং জোহরা বেগম ফয়েজীর নামে লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলো মুহাম্মাদ আমীন যোবাইরী একত্রিত করে *খুতূতে শীবলী* নামে প্রকাশ করেন।

*মাকাতীবে শিবলী*র ১ম খন্ডে প্রায় ৪৫ জনের নিকট লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে, তারা হলেনঃ

১. সায়্যিদ আহমদ খান

২. নওয়াব মুহসিনুল মুলক

৩. মৌলবী মাহদী আলী খান

৪. শায়খ হাবীবুল্লাহ

৫. শিবলী নুমানীর মামা মাওলানা মুহাম্মাদ সলীম, উকীল

৬. মাষ্টার মুহাম্মাদ ইসহাক বিএ, এলএলবি

৭. মৌলবী হাকীম মুহাম্মাদ ওমর

৮. মৌলবী মুহাম্মাদ সামী

৯. মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী

১০. প্রফেসর আব্দুল কাদের

১১. মুন্সী মুহাম্মাদ আমীন

১২. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

১৩. মাও. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী

১৪. আবুল কালাম সায়্যিদ আব্দুল হাকীম দিসনুবী

১৫. মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই (নাজেমে নাদওয়া)

১৬. মৌলবী সায়্যিদ নওয়াব আলী (প্রফেসর বারোদাহ কলেজ)

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ আলী (নাজেমে নাদওয়া)

১৮. মোল্লা আব্দুল কাইয়ুম হায়দারাবাদী

১৯. শায়খ রশীদুদ্দিন আনসারী

২০. হাকীম গোলাম গওছ ভাওয়ালপুরী

২১. চৌধুরী সায়্যিদ নযীরুল হাসান রেদওয়ান

২২. তলাবায়ে দারুল উলূম নাদওয়া (নাদওয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে)

২৩. মাওলানা মুফতী আব্দুল্লাহ মুহতামিম

২৪. মুন্সি সায়্যিদ ইফতেখার আলম

২৫. সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুহসিন খান

২৬. আহমদ মুরতাযা

২৭. মুন্সি শরফুদ্দীন রামপুরী

২৮. মাওলানা শাহ সুলায়মান ফুলওয়ারী

২৯. মৌলবী আব্দুল গণী

৩০. মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরী

৩১. সম্পাদক, জারায়েদে ইসলামী

৩২. মৌলবী আব্দুল্লাহ বেলুচী

৩৩. মুহতামিম, দারুল আখবার, আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, মুযাফফরনগর

৩৪. সম্পাদক, আননাজের, লক্ষ্ণৌ।

৩৫. মাষ্টার শাকের, সম্পাদক, রিসালায়ে আদীব, ইলাহাবাদ

৩৬. মৌলবী যুফর আলী

৩৭. সম্পাদক, রোযনামাহ যামীনদার, লাহোর।

৩৮. ফাতেমায়ে খানম, ছাহেবযাদীয়ে মাওলানা মরহুম

৩৯. হামীদ হাসান নুমানী

৪০. মৌলবী হুসাইন আতাউল্লাহ হায়দারাবাদী

৪১. মৌলবী হামেদ হাসান নুমানী

৪২. মৌলবী হুসাইন আতাউল্লাহ

৪৩. মৌলবী হামেদ হাসান কাদেরী

৪৪. নওয়াব ওকারুল মুলক

৪৫. মাষ্টার মুহাম্মদ শীফা ছাহেব

শিবলী নুমানী উর্দু ভাষায় তার প্রিয় ছাত্রদের নিকট ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকটেও বহু পত্র লিখেছেন। তার এ সকল পত্রগুলোকে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী *মাকাতীবে শিবলী* ২য় খণ্ডে তুলে ধরেছেন। যে সকল ছাত্রদের নিকট পত্র লিখেছেন তারা হলেন-

- মাওলানা হামীদুদ্দীন বি. এ.
- সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী
- মৌলবী মাসউদ আলী নাদবী
- মৌলবী জিয়াউল হাসান
- মৌলবী আব্দুস সালাম নাদবী
- মৌলবী আব্দুল বারী নাদবী
- মৌলবী হাজী মঈনুদ্দীন নাদবী
- মৌলবী সায়্যিদ আবু জাফর নাদবী
- ছফিউদ্দৌলা হুসসামুল মুলক নওয়াব সায়্যিদ আলী হাসান খান
- মৌলবী রিয়ায হাসান খান সাহেব
- এম মাহদী হাসান ছাহেব
- যামানা পত্রিকার সম্পাদক

শিবলী নু'মানী ১৮৯২ সালে মিশর এবং তুরস্ক সফর করেন। শিবলী নুমানীর অভ্যাস ছিল, যেখানেই সফরে যেতেন সেখানে নামী-দামী লাইব্রেরীতে যেতেন এবং পছন্দ হওয়া বইগুলো কিনে নিতেন। এমনিভাবে তুরস্ক ও মিশরেও তিনি নামী দামী লাইব্রেরীতে যেয়ে বিভিন্ন বই পুস্তক কিনে নিতেন। মিশর ও তুরস্ক সফরে থাকাকালে শিবলী নুমানী তার কয়েকটি চিঠিতে সেখানকার গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানিয়ে সায়্যিদ আহমদ খানের নিকট চিঠি লিখেছেন। যেমন: তিনি একটি চিঠিতে লিখেন:

قلمی کتابیں ۔۔ یہاں بہت کم مصر میں ملیں ۔ کبھی ۔ ۔ کبھی ۔ ہاتھ آجاتی ہیں اسلئے صرف مطبع کتابیں ۔۔
خریدی جاسکتی ہیں لیکن ۔ ۔ ان کی تعداد ۔ معتدبہ ہے امام غزالی کی تمام کتابیں ۔۔ اور
رسالے موجود ہیں بو علی کا بہت کا نسخہ بھی اس قدر ہے ۔ صد ۔ تصنیفات ہیں ۔۔ کہ کہیں ۔۔ نہ
کی ارسطو کی کتاب کے اصلی ترجمے نہایت ۔ ۔ قدیم ۔ خط میں ۔ موجود ہیں ۔۔ -[৮]

মাস্টার মুহাম্মদ ইসহাক ছাহেব বিএ, এলএলবি এর নিকট আল্লামা শিবলী প্রায় ২৫টি চিঠি লিখেছেন। তার মধ্যে ১৮৯৭ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে *আলফারুক* গ্রন্থের প্রকাশনার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে লিখেন-

روق کے چند اجزاء کان پور میں مطبع نامی لفافوں ۔ چھپ رہے ۔ ہے کے لئے دے آیا ہوں ۔ ۔۔ ۔ خط جاتے ہیں ۔۔ ،
ایک ۔ بے ٹکٹ ہے - الگ کر پرڈ بُک پوسٹ میں ۔ ڈالو اپنے یا اوراق مطبوع ہیں ۔۔ ان کو پیکٹ ،
میرے ولایت کریکے ۔ نکسں ۔۔ صاحب کے نام بھیج دو، اور اوپر میرا نام دیا کیا ہو ۔[৯]

আল্লামা শিবলী যখন নাদওয়াতুল 'উলামায় আসেন এবং নাদওয়াকে মনে প্রাণে ভালবেসে নাদওয়ার উন্নতিতে ব্যাপক অবদান রাখতে শুরু করেন তখন শিবলীর কিছু কিছু কর্ম ও চিন্তাধারার সাথে নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যান্য সদস্যদের সাথে অমিল দেখা দেয়। শিবলী নুমানী বিষয়টি বুঝতে পারেন। এ বিষয়টি তুলে ধরে শিবলী ১৯০২ সালের ২৪শে আগস্ট মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেন-

ندوہ کی ۔ پرچھائی کارروائی ۔ کو بعض نے مجھ ۔۔ ۔ دلایا کہ ارکان ندوہ مجھ سے بدظن رہتے ہیں ۔۔ میں ۔ ۔
کسی کے خیا ۔ لات پر کوئی بار نہیں ۔ ۔۔ ڈال سکتا ۔ ۔ خود منافق بننا اور دوسروں کا منافق بنانا کیا ضرور

میں نے مولوی عبدا لباری صاحب کو اس معاملہ میں ایک خط لکھا ہے ان پر نگوھکے اور
اب وجہ کو با قاعدہ آزاد کرد یے ہے ১০-

নাদওয়াতুল ‘উলামার বার্ষিক জলসাগুলোতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত হতেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও জাতীয় বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করতেন। শিবলী এমনই একটি জলসার চিত্র তুলে ধরে ১৯১২ সালের মার্চ মাসে মৌলবী রিয়ায হাসান খান এর নিকট লেখা একটি চিঠিতে লিখেন:

کو یہ معلوم ہو گا کہ اس آپلل ندوۃ العلماء کا سالانہ جلسہ جو چھ ی اپرل سے میں دن تک
منعقد ہوا اس میں نہایت اہم مذہبی اور قومی مطالب میں ہونگے اور طریقہ کار روائی آغاز کیا
جائے گا یہ امر بھی قابل کہ ھاضں ہیں جلسہ کی شرکت کے لئے سید رسد رضا جو
مصر و شام کے سب سے بڑے عالم ہیں مصر سے روانہ ہو کر چکے اور مارچ 22 آجائیں
گے ১১

মূলত আল্লামা শিবলী নুমানীর এই চিঠিগুলো উর্দু পত্র সাহিত্যের এক অনন্য নিদর্শন যেগুলোতে তার জীবন চরিতের একটি বিশাল অংশ ফুটে উঠেছে। তার এ সকল উর্দু চিঠিগুলো ১৮৮২ সাল থেকে নিয়ে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে তার ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিশাল এক ডায়েরী যেগুলোতে তিনি তুলে ধরেছেন ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, বন্ধু বান্ধব প্রসঙ্গ, লেখালেখি প্রসঙ্গ, নাদওয়া প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, দারুল মুছান্নিফীন প্রসঙ্গ ইত্যাদি। মূলত এই চিঠিগুলোতে আল্লামা শিবলী নুমানীর জীবনের বেশির ভাগ চিত্রই ফুটে উঠেছে আর তা উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ডক্টর শামস বদায়ুনী, *শিবলী কী আদাবী ওয়া ফিকরী জিহাত*, দারুল মুসান্নেফীন শিবলী একাডমৌ, আযমগড়, প্রকাশকাল-২০১৩, পৃ. ৩৬

২. আব্দুল লতীফ আযমী, *মাওলানা শিবলী কা মরতবাহ উর্দু আদব মে*, শিবলী একাডেমী করওয়াল বাগ, দিহলী, ১৯৪৫ পৃ. ১০৬

৩. মইনুদ্দীন আহমদ আনছারী, *শিবলী মাকাতীব কী রুশনী মে*, উর্দু একাডেমী, সিন্দ করাচী, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৭, পৃ. ১০

৪. মঈনুদ্দীন আহমদ আনছারী, *শিবলী মাকাতীব কী রুশনী মে*, উর্দু একাডেমী, সিন্দ করাচী, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৭, পৃ. ৪০
৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *মাকাতীবে শিবলী*, দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড়, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯
৬. পূর্বোক্ত- ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০
৭. পূর্বোক্ত- ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩
৮. পূর্বোক্ত- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪
9. পূর্বোক্ত- ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০
১০.উমায়ের মানযার, *শিবলী: মাকাতীবে শিবলী*, *আওর নাদওয়াতুল 'উলামা*, এপ্লাইড বক্স, নয়া দিল্লী, ২০১৫,   পৃ. ৩৮।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ.

আল্লামা সুলায়মান নাদবীর উর্দু পত্র সাহিত্য

নাদওয়াতুল ‘উলামার অন্যতম ছাত্র হলেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। তিনি ১৯২৮ সাল থেকে তথা নাদওয়াতুল ‘উলামায় যখন লেখাপড়া করেন তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে চিঠি লেখা শুরু করেন। তিনি প্রথম প্রথম আরবীতে চিঠি লিখতেন, পরবর্তীতে সবগুলো চিঠি তিনি উর্দুতেই লিখেন। আরবীতে লেখা তার পাঁচটি চিঠির সন্ধ্যান পাওয়া যায়। তার চিঠিগুলোতে বেশিরভাগ সাহিত্য বিষয় বা ইলমী বিষয় ফুটে উঠেছে। গ্রন্থ লেখা বা গ্রন্থ প্রকাশনা, নাদওয়াতুল ‘উলামা প্রসঙ্গ, নাদওয়াতুল ‘উলামায় মনোমালিন্যর বিষয়, ওস্তাদদের নিকট থেকে উপদেশ চাওয়া, প্রিয় ছাত্রদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিছু কিছু চিঠিতে ‘জামাতে ইসলাম’ নামীয় রাজনৈতিক দলসহ আরো অন্যান্য দলের প্রসঙ্গ, তাযকিয়া বা আধ্যাত্মিক ও আত্মশুদ্ধি প্রসঙ্গ ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। সুলায়মান নাদবী ১৯২৮-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মাওলানা মাসউদ আলম নাদবীর নিকটেই প্রায় ১৪৫টি চিঠি লিখেছেন।[১]

সুলায়মান নাদবী তার চিঠিগুলোতে সাধারনত *عزیزی* আযিযী, *عزیزم* আযিযাম, *برادرم* বেরাদারাম, মাখদুমে মুকাররম (*مخدوم مکرم*), কখনো মাখদুমে মুহতারাম দামা মাজদুহু (*مخدوم محترم دام مجدہ*), কখনো মাখদুমীল মুতা‘ দামাল্লাহু মাজদুহু (*مخدومی المطاع دام اللہ مجدہ*), কখনো মাখদুমে মুহতারাম দামা কারামাহু (*مخدوم محترم دام کرمہ*), কখনো শুধু মুহতারাম (*محترم*) বা মুকাররাম *مکرم* ইত্যাদি শব্দ দিয়ে সম্বোধন শুরু করতেন। সর্ব উপরে যেই স্থান বা শহর থেকে চিঠি লিখেছেন, সেই স্থানের নাম উল্লেখ করতেন। কখনো করতেন না, সম্বোধনের পর ‘আসসালামু আলাইকুম’ বাক্য লিখে শুরু করতেন। আবার চিঠির উত্তর লেখার সময় কখনো কখনো ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলেও চিঠি লেখা শুরু করতেন। সর্বশেষে বেশিরভাগ চিঠিতে ‘ওয়াস সালাম’ শব্দ দিয়ে শেষ করতেন। চিঠির শেষে কখনো নিজের নাম লিখে সন তারিখ উল্লেখ করতেন। আবার কখনো চিঠির শুরুতেও সন তারিখ উল্লেখ করতেন।

১৯৩২ সালের ২১ ডিসেম্বর মাওলানা মাসউদ আলম নাদবীর নিকটে লেখা একটি চিঠিতে ভ্রমণ এবং *খ্যায়াম* গ্রন্থ বিষয়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখেনঃ

اعظم گڑہ، عزیزم سلمہ

السلام علیکم—

کی شام انشاء اللہ 23 کو پہنچوں گا اور ندوہ میں قیام کروں گا بجائے قدیم کے جلسہ کی وجہ سے

لاہور کی انجمن خدام الدین میں مولانا سید علی صاحب رئیس کے پاس حمام کا

ایک قلمی رسالہ اور ایک جلد رباعیات حماشاید مولانا کے کالج میں عطیہ ہو جانے والی ہیں

فوراً جا کر مولانا سے یہ دونوں چیزیں لے لیجیے میری طرف سے کہیے کہ اگر وہ ... تو 24 کو

کسی وقت رسالہ پر ان سے گفتگو کر لوں-

والسلام سید سلیمان ۲۱ دسمبر ۱۹۳۲[২]

সুলায়মান নাদবী *লুগাতে জাদীদাহ* لغات جديدة নামে একটি অভিধান লিখেন। আধুনিক শব্দাবলীর অর্থ ও ব্যবহার রূপ তুলে ধরেন *লুগাতে জাদীদাহ* গ্রন্থে ।বিভিন্ন জনের নিকট এই অভিধান প্রেরণ করতেন। এমনি একটি প্রসঙ্গ নিয়ে ১৯৩৭ সালের ২৪ জুলাই মাওলানা মাসউদ আলম নাদবীকে লেখা একটি চিঠিতে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লিখেন -

اعظم گڑھ

عزیزی سلمکم اللہ تعالی

میں پرسوں ترسوں واپس آگیا- آپ کے خطوط ڈاکٹر صاحب کو میں نے لکھ دیا ہے- لغات

جدیدہ کے نئے ایڈیشن کا ایک نسخہ جاتا ہے- اگر ہو سکے تو اخبار میں کسی سے ریویو

کرادیجیے گا-[৩]

সুলায়মান নাদবীর প্রায় চিঠিগুলো একত্রিত করে ডক্টর আবু সালমান শাহজাহানপূরী খুতূতে *সুলায়মানী* নাম দিয়ে 'ইদারায়ে তাছনীফ ওয়া তাহকীক পাকিস্তান, করাচী' থেকে প্রকাশ করেন। সুলায়মান নাদবী এই চিঠিগুলো স্বীয় ওস্তাদ, বুযুর্গ, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, বিভিন্ন সংগঠক, প্রিয় ছাত্র ও বন্ধু বান্ধবদের নামে এই চিঠিগুলো লিখেছেন। সুলায়মান নাদবী যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠিগুলো লিখেছেন তা নিম্নরূপ-

১. নওয়াব ছদরে ইয়ারে জঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজীব আবাদী

৩. নওয়াব সায়্যিদ আলী হাসান খান

৪. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ কুরাইশি

৫. আব্দুল কাইয়ুম ইবনে আব্দুল হাকীম

৬. প্রফেসর মাইমুন আব্দুল আযীয

৭. ডাক্তার সায়্যিদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইরফান

৯. খাজা আব্দুল ওয়াহিদ

১০. হুমায়ুন মির্যা ব্যারিষ্টার

১১. ডক্টর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ চুগতায়ী।

১২. হাফীয জালানধারী

১৩. নাছির উদ্দীন হাশেমী।

১৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

১৫. আল্লামা ইমতেয়ায আলী খান আরশী

১৬. সাগের নেযামী

১৭. আছর ছহবায়ী

১৮.অহিদ উদ্দীন নেযামী

১৯. মাওলানা গোলাম রসূল মেহের

২০. সায়্যিদ রঈস আহমদ জাফরী

২১. নওয়াব সায়্যিদ শামসুল হাসান

২২. সায়্যিদ আলতাফ আলী বেরলবী

২৩. মুহাম্মদ আমীন যুবায়বী

২৪.ড. গোলাম মোস্তফা খান

২৫. মৌলবী নেজাম উদ্দীন হুসাইন নেযামী

২৬. আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইন মাহদী

২৭. মালেক রাম

২৮. সায়্যিদ আবু আছেম আবু খালেক

২৯. মৌলবী মাশিয়াতুল্লাহ কাদেরী

৩০. সায়্যিদ ওয়াহিদ আহমদ কায়ছার নদবী

৩১. আসলাম

৩২. মাওলানা আব্দুর রাযযাক কানপুরী

৩৩. মাওলানা সায়্যিদ আশরাফ নাদবী।

৩৪. ডাক্তার গোলাম মোহাম্মদ

৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ আলী হায়দারাবাদী

৩৬. আব্দুল আযীয কামাল

৩৭. তামকীন কাসেমী

৩৮. মুফতী মুহাম্মদ ইবরাহিম ফরিদী সামস্তাপুরী

৩৯. প্রফেসর জহির আহমদ সিদ্দিকী

৪০. মুহাম্মদ হুসাইন শামীম

৪১. মৌলবী আব্দুল বারী নাদবী

৪২. মৌলবী আব্দুর রহীম।

৪৩. শায়খ ওয়াহিদ আহমদ বদায়ূনী।

যেমন: খাজা আব্দুল ওয়াহিদ লাহুরীর একটি চিঠির উত্তরে ১৯২৭ সালের মে মাসে লেখা সুলায়মান নাদবীর একটি চিঠির ধরন নিম্নরূপ।

دارا امصہ . غدیں . اعظم گڑہ

مئی 7ر 1927

محترم! علیکم السلام

آپ نے مجھے 1 اپریل خط لکھا تھا ی ، جو 14 اپریل کو پہنچا تھا میں ی - اس سے پہلے ہا ی، ں سے

لاہور کے لئے روانہ ہو چکا تھا ی -واپسی کے بعد خط پڑھا-

افسوس ہوا کہ آپ سے بروقت سا . ی زنہ ہو سکا اور نہ اطلاع ہی کے سکا پھر کا ھ . ے کی جلدی

تاہم آپ کی یاد فرمائی نہ رہی- ی کہ عنایت ی ی کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا ی -یار زندہ صحبت باقی والسلام-

سدیہ سلیمان [8]

আল্লামা ইমতিয়ায আলী খান আরশী *মা'আরিফ* পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় ছাপানোর জন্য সুলায়মান নাদবীর নিকট একটি আর্টিকেল প্রেরণ করেন। কিন্তু আর্টিকেলটি মার্চ সংখ্যায় প্রকাশ না হওয়ায় বিষয়টি অবহিত করে ইমতিয়ায আলী খান আরশীকে সুলায়মান নাদবী একটি চিঠিতে লিখেন:

اعظم گڑھ

محترمی دام! السلام علیکم

آپ کا مضمون مارچ میں شاید نہ آ سکا۔ میں نہ آئے، پرچہ چھپنے کے بعد آپ کے پاس تھی ۔

– مہربانی فرما کر آپ اپنا پورا نام لکھئے – فروری 42ء معارف میں جس مضمون سے آپ کو

اختلاف ہے کیا اس کے خلاف کچھ واقعاتی دلائل آپ کے پاس ہیں، اگر ہو تو مطلع فرمائیے –

سیدنا عمر فاروق کے مکاتبات وخطبات جمع کیجئے ۔ کنز العمال موطا امام مالک، مسند دارمی تو مطبوعہ ہیں

مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ قلمی باقی صحاح وسنن ومسانید تو موجود ہیں، علاوہ

ازیں طبری اور بلاذری بھی ملاحظہ ہو –

22 مارچ 30ء سلیمان ندوی[৫]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী মাওঃ আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর নিকট বহু চিঠি লিখেছেন। এই সব চিঠিগুলো জমা করা সম্ভব হয়নি, কিছু চিঠি নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বৃষ্টিতে ভিজে সাদা হয়ে গেছে। কিছু পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কিছু আবার হারিয়ে গেছে বা খুজে পাওয়া যায়নি। অথবা গুরুত্ব না দেওয়ায় তা যত্ন করে রাখা হয়নি। যেগুলো খুজে পাওয়া গেছে সেগুলোকে জমা করে গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত এই চিঠিগুলোতে তার জীবনের প্রতিটি চিত্র ফুটে উঠেছে।[৬]

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর মতে, তার নিকট লেখা ১৯১২ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সুলায়মান নাদবীর প্রায় ৩৯৭টি চিঠি জমা হয়েছে এবং প্রায় ৪০/৫০টির মত চিঠি বিভিন্ন কারনে নষ্ট হয়ে গেছে।[৭]

অনেকেই সুলায়মান নাদবীর পত্রগুলোকে একত্রিত করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী তার ৩৬৭টি চিঠি নিয়ে প্রায় ১০০০টি টিকাসহ *মাকতুবাতে সুলায়মানী* নামে ছিদকে জাদীদ বুক এজেন্সি লক্ষ্ণৌ থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশ করেন।

সুলায়মান নাদবীর লেখা চিঠিগুলোর সমষ্টি বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করেছেন।

যেমন:

১. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর নিকট লেখা চিঠিগুলো তিনি *মাকতুবাতে সুলায়মান* নামে ০২ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।

২. মাওলানা মাসউদ আলম নাদবীর নিকট লেখা সুলায়মান নাদবীর প্রায় ১৪৬টি চিঠি একত্রিত করে তিনি *মাকাতীবে সুলায়মান* নামে প্রকাশ করেন।

৩. সুলায়মান নাদবী নিজেই তার লেখা কিছু চিঠি একত্রিত করে *برید فرنگ* *বারিদে ফিরিঙ্গ* (ইউরোপের ডাক) নামে প্রকাশ করেন। সুলায়মান নাদবী ইউরোপের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যখন ইউরোপ তথা লন্ডন গিয়েছিলেন তখন সেখানকার বিভিন্ন অবস্থা ও নিজেদের বিভিন্ন ঘটনাবলী চিঠিতে লিখে হিন্দুস্তানে বিভিন্ন জনের নিকট প্রেরণ করতেন যাতে করে এ দেশের সর্ব সাধারণ তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এই চিঠিগুলোই পরবর্তীতে সুলায়মান নাদবী *বারিদ ফ্রেংগ* নামে প্রকাশ করেন।

৪. গোলাম মোহাম্মদ এম. এ এর নিকটে লেখা সুলায়মান নাদবীর অনেকগুলো চিঠি একত্রিত করে *তাযকিরায়ে সুলায়মান* নামে তিনি প্রকাশ করেন।[৮]

৫. এছাড়াও বিভিন্ন জনের নিকট লেখা প্রায় ১৪৪টি চিঠি একত্রিত করে আবু সালমান শাহজাহানপূরী *খুতূতে সুলায়মানী* নামে প্রকাশ করেন।

তথ্যসূত্র:

১ মাসউদ আলম নাদবী, *মাকাতীবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী*, মাকতাবায়ে চেরাগ রাহ, লাহোর, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ. ১০-১১

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৪. ডক্টর আবু সালমান শাহজাহানপুরী, *খুতূতে সুলায়মানী*, ইদারায়ে তাছনীফ ওয়া তাহকীক পাকিস্তান, করাচী ১৯৯৮, পৃ. ২২

৫. পূর্বোক্ত- পৃ. ১২৯

৬. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, *মাকতুবাতে সুলায়মানী*- ১ম খণ্ড, ছিদকে জাদীদ বুক এজেন্সি, কাচারী রোড, লক্ষৌ, ১৯৬৩, পৃ. ৫

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৮. ড. সায়্যিদ মুহাম্মাদ হাশেম, *সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: হায়াত আওর আদাবী কারনামে*, শু'বায়ে উর্দু, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৫ পৃ. ৩৯৮-৩৯৯

মাওঃ আব্দুস সালাম নাদবীর উর্দু পত্র সাহিত্যঃ

উর্দু সাহিত্যের একটি শাখা হচ্ছে উর্দু পত্র সাহিত্য। এ শাখায় অনেকেই কাজ করেছেন। মীর্যা গালিব, মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদ, স্যার সায়্যিদ আহমদ খাঁন, মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী, আকবর ইলাহাবাদী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ডেপুটি নাযীর আহমাদ ও আল্লামা শিবলীসহ বহু উর্দু কবি, সাহিত্যিক ও লেখকগণ উর্দু পত্র সাহিত্যের ময়দানে অবদান রেখেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানীর তত্ত্বাবধানে দারুল উলূম নাদওয়াতুল ‘উলামায় গড়ে উঠা মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী উর্দু সাহিত্য জগতে লেখালেখির মাধ্যমে যেমনি একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে পেরেছেন তেমনি উর্দু পত্র সাহিত্যের ময়দানেও এক অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আব্দুস সালাম নাদবী জীবনে বহু ব্যক্তিবর্গের নিকটে পত্র বা চিঠি লিখেছেন। তার এ সকল চিঠি অনেকেই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন আবার অনেকেই তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়ে ফেলে দিয়েছেন বা অযত্নে রেখে দেয়ায় তা নষ্ট হয়ে গেছে। মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর ইন্তেকালের পর প্রফেসর কবীর আহমাদ জায়সী তার লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করতে প্রয়াস চালান এবং বহু তালাশের পর প্রায় ৪৭টি চিঠি একত্রিত করে *মাকাতীব ওয়া আশয়ারে মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী* নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করেন।[১]

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী তার এ চিঠিগুলো তৎকালীন সময়ের নামিদামী লেখক, সাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী যাদের নিকট যে কয়টি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা নিম্নরূপঃ

১. মৌলবী মাসউদ আলী নাদবীর নিকট ২টি চিঠি
২. আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর নিকট ১টি চিঠি
৩. সায়্যিদ আব্দুল হাকীম দিসনাবীর নিকট ১টি চিঠি
৪. নওয়াব সায়্যিদ শামসুল হাসান এর নিকট ১টি চিঠি
৫. ড. সায়্যিদ আব্দুল আলীর নিকট ১টি চিঠি
৬. মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নিকট ১টি চিঠি
৭. মাওলানা হাবীবুর রহমান খাঁন শেরওয়ানীর নিকট ১১টি চিঠি

৮. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর নিকট ২০টি চিঠি
৯. মাওলানা আব্দুল বারী নাদবীর নিকট ১টি চিঠি
১০. নাম উল্লেখ নেই এমন একটি চিঠি

এ সব চিঠিগুলোতে আব্দুস সালাম নাদবী কখনো পরামর্শ দিয়েছেন, কখনো পরামর্শ নিয়েছেন, কোনটিতে সাহিত্য প্রসঙ্গ এনেছেন, কোনটিতে কারো শোকগাঁথা প্রকাশ করেছেন, কোনটিতে ব্যক্তিগত বিষয়ে মত বিনিময়ে করেছেন ইত্যাদি।

যেমন, নওয়াব সায়্যিদ আলী হাসানের ইন্তেকালের সংবাদ শুনে তার ছেলে নওয়াব সায়্যিদ শামসুল হাসান এর নিকট আব্দুস সালাম নাদবী একটি চিঠি লিখেন যা নিম্নরূপঃ

مکرمی السلام علیکم

جناب نواب صاحب مرحوم کی وفات سانحہ ایسا دردانگیز . یں . سانحہ ہے جس کے اظہار کے لئے مجھ

کو مناسب الفاظ نہیں . ہیں ملتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سر سے ایک بڑے بزرگ سایہ

ا ٹھ گیا ہے خداوند تعالی آپ کو اور آپ کے خاندان کو صبر جمیل . ی عطا فرمائے اور آپ کو نواب

صاحب کا صحیح قائم مقام کرے

والسلام عبد السلام

33نومبر 1933عیسائی ۲

মোটকথা, আব্দুস সালাম নাদবী যেমনি একজন বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন তেমনি তার চিঠিগুলোতেও সাহিত্যমান পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. প্রফেসর কবীর আহমাদ জায়সী, *মাকাতীব ওয়া আশয়ার: মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী*, মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী ফাউন্ডেশন, টি পি ইস্ট্রিট, মুমবাই, ২০০৬, পৃঃ ৭
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর উর্দু পত্র সাহিত্য

নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম উপদেষ্টা ও সদস্য হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী। তিনি যেমনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক তেমনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পত্র সাহিত্যিক। তিনি তার জীবনে অসংখ্য পত্র বা চিঠি লিখেছেন। তার প্রতিটি রচনা যেমনিভাবে উর্দু সাহিত্যে মূল্যায়ন করা হয় তেমনি তার প্রতিটি চিঠি বা পত্রকেও উর্দু সাহিত্যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী তার এ সকল চিঠিগুলো কখনো বন্ধুদের নিকটে লিখেছেন, কখনো কোন প্রসিদ্ধ লেখকের নিকট লিখেছেন, কখনো আত্মীয় স্বজনের কাছে লিখেছেন, কখনো কোন সাংবাদিকের নিকট লিখেছেন, কখনো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট লিখেছেন। তবে তার চিঠিগুলোর বেশির ভাগই নিকটতম বন্ধু বান্ধব যারা লেখক বা কোন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন তাদের কাছেই বেশি লিখেছেন।

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর চিঠিগুলোতে বিভিন্ন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। যেমনঃ গ্রন্থলেখা প্রসঙ্গ, প্রবন্ধ লেখা প্রসঙ্গ, পত্রিকায় লেখা ছাপানো বা লেখা পাঠানো প্রসঙ্গ, কুশল বিনিময়, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, বিভিন্ন ভাষা প্রসঙ্গ, সাংবাদিকতা প্রসঙ্গ, সাহিত্য প্রসঙ্গ, ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড প্রসঙ্গ, আর্থিক প্রসঙ্গ, বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গ, কারো মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গ ইত্যাদি হাজারো প্রসঙ্গ তার চিঠিগুলোতে উঠে এসেছে।

মাও. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর চিঠিগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। যেমনঃ একটি হচ্ছে *'রুকআতে মাজেদী'* নামে। এর মধ্যে প্রায় ৭৮টি চিঠি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মাওঃ আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী এই চিঠিগুলো গোলাম মুহাম্মাদ হায়দারাবাদীর নিকট লিখেছিলেন। পরবর্তীতে গোলাম মোহাম্মাদ হায়দারাবাদী নিজেই ১৯৮১ সালে *'রুকআতে মাজেদী'* নামে দুই খণ্ডে তার এই পত্রগুলোকে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায়ও তার এই পত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছে।[১]

দেশের ও দেশের বাহিরে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর অসংখ্য বন্ধু বান্ধব ছিল, সকলেই তার নিকট চিঠি লিখতেন। তিনি প্রতিটি চিঠির উত্তর দেয়াকে আবশ্যক মনে করতেন। চিঠি লেখা ও চিঠির উত্তর দেয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিদিনের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখতেন। এই নির্দিষ্ট সময়ে চিঠি লেখা এবং চিঠির উত্তর দেয়ার কাজটি আঞ্জাম দিতেন।

ড. হাশেম কুদওয়াইর মতে, ১৯৫৩ সাল থেকে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী তার নিজের লেখা চিঠিগুলোর একটি নকল কপি রেখে দিতেন। ১৯৫৩ থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তার চিঠিগুলোর নকল কপির সংখ্যা প্রায় এগারো হাজারের কাছাকাছি।[২]

তার এ সকল চিঠিগুলোর মধ্যে শোঁক গাথা চিঠিও ছিল অসংখ্য। এ সকল শোঁকগাথা চিঠিগুলোতে কখনো পিতাহারা সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কখনো সন্তানহারা পিতাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কখনো সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কখনো মা হারা সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। এমনিভাবে কখনো স্বামীহারা স্ত্রীকে আবার কখনো স্ত্রীহারা স্বামীকে আবার কখনো ভাইহারা ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিগুলো পাঠক সমাজে দারুন প্রভাব বিস্তার করতো।[৩]

তার চিঠিগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ্যই এমন ছিল যে, এগুলোতে তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। যার দ্বারা পবিত্র কুরআন ও দ্বীনের প্রতি তার গভীর আকর্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।

তার চিঠিগুলোর একটি বড় বৈশিষ্ট এই যে, তিনি বাক্যের মধ্যে আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দের ব্যবহার এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, তাতে নতুনত্বের ঢং চলে এসেছে।[৪]

ড. হাশেম কুদওয়ায়ীও মাও. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর চিঠিগুলো একত্রিত করে 'ইদারায়ে ইনশায়ে মাজেদী কলকাতা' থেকে ১৯৮২ সালে *মাকতুবাতে মাজেদী* নামে ১ম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।

মাকতুবাতে মাজেদী ১ম খণ্ডটি দুটি ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সাহিত্য বিষয়ক চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে। ২য় ভাগে তার লিখিত শোঁক গাথা বিষয়ক চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে।

মাকতুবাতে মাজেদী ১ম খণ্ডে যাদের নিকট লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

১. সায়্যিদ আল আবা ছাহেব মাহরবী আওয়ারাহ
২. মুহাম্মাদ বিন ওমর ছাহেব হায়দারাবাদী
৩. সায়্যিদ লোকমান সাহেব
৪. খাজা হামীদুদ্দীন শাহেদ সাহেব
৫. আব্দুর রউফ সাহেব, (হক পত্রিকার সম্পাদক, লক্ষ্ণৌ)
৬. শওকত থানবী
৭. জাফর আলী খান সাহেব আছর লক্ষ্ণৌবী

৮. আমীন সালুনবী

৯. খাজা মুহাম্মদ শফী দেহলবী

১০.শায়খ মমতাজ হুসাইন ছাহেব জৌনপুরী

মাকতুবাতে মাজেদী এর ১ম খন্ডে ৪২০ পৃষ্ঠা জুড়ে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর অসংখ্য চিঠি সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি চিঠির নমুনা নিম্নরূপ:

دریاباد

30 اپریل 1957ع

بسم اللہ

کرم گسترو علیکم السلام

شربت "روح پرور" واقعی اس موسم میں ایک تحفہ اور روح پرور ہے- ہمیں ... دو دو

-اجر کو اضعافا مضاعفا کرنے والی- جنتان ذوافنان ومدھامتان کی شان لئے ہوئے-

والسلام دعاگو عبد الماجد

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী উল্লেখিত চিঠিটি হাকীম বুনইয়াদ আলী মিরাঠীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন। হাকীম বুনইয়াদ আলী ইউনানী হাকীম ছিলেন। তিনি আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে ‘রুহ পরওয়ার’ নামীয় দুই বোতল শরবত হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উক্ত চিঠিটি লিখিছিলেন আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী।[৫]

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর লেখা আরো কিছু চিঠি একত্রিত করে ড. মুহাম্মাদ হাশেম কুদওয়ায়ী *মাকতুবাতে মাজেদী ২য় খণ্ড* নামে ১৯৮৭ সালে ইদারায়ে ইনশায়ে মাজেদী কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এই খণ্ডটিতে ১৪ জন একনিষ্ঠ বিশেষ বন্ধুদের নিকট লেখা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর প্রায় ৩৮৮টি চিঠি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

চৌদ্দজন বন্ধুদের নাম নিম্নরূপ:

১. সায়্যিদ আল আবা আওয়ারাহ মারহারবী

২. মুহাম্মাদ গরীব সাহেব
৩. মাওলানা আব্দুল বারী ছাহেব নাদবী
৪. মৌলবী ছিবগাতুল্লাহ শহীদ আনছারী ফিরিঙ্গি মহল্লী
৫. ডাক্তার আব্দুস সাত্তার সিদ্দীকী সাহেব, প্রফেসর ও ছদর আরবী বিভাগ, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি
৬. পণ্ডিত সুন্দর লাল ছাহেব এলাহাবাদী
৭. মালিক গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব, গভর্ণর জেনারেল, পাকিস্তান, করাচী।
৮. চৌধুরী খালিকুজ্জামান ছাহেব, ঢাকা
৯. ডাক্তার রফীউদ্দীন ছিদ্দীকী ছাহেব, ভাইস চ্যান্সেলর, পেশোয়ার, ইউনিভার্সিটি
১০. ড. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, করাচী
১১. শোয়াইব কোরেশী ছাহেব
১২. যাহেদ শওকত আলী
১৩. সেক্রেটারী খেলাফত কমিটি, খেলাফত হাউয, বোম্বাই
১৪. কুতুবুদ্দীন আহমদ ছাহেব[৬]

ড. আবু সালমান শাহজাহানপুরীও মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর লেখা অনেকগুলো চিঠি একত্রিত করে *খুতূতে মাজেদী* নামে 'ইদারায়ে তাছনীফ ওয়া তাহকীক' পাকিস্তান করাচী থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশ করেন। *খুতূতে মাজেদী* নামক গ্রন্থে প্রায় ১১৬ জন লোকের নিকট আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে।

খুতূতে মাজেদী গ্রন্থে যাদের নিকটে লেখা চিঠিগুলো একত্রিত করা হয়েছে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন,

১. মাওলানা গোলাম রসূল মেহের
২. খাজা হাসান নিযামী
৩. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী
৪. শওকত থানবী
৫. ড. ইউসুফ হুসাইন খান
৬. বাবায়ে উর্দু মৌলবী আব্দুল হক

৭. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী

৮. হায়াতুল্লা আনসারী

৯. মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী

১০. ড. খুরশিদ আহমাদ

১১. আল্লামা নিয়ায ফাতাহপুরী

১২. ড. শওকত সবযওয়ারী

১৩. রয়ীস আহমদ জা'ফরী

১৪. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান

১৫. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া

১৬. প্রফেসর আলে আহমদ সুরুর

১৭. জুশ মালিহাবাদী

১৮. শায়খে তাবরীয খান

১৯. ড. আবু সালমান শাহজাহানপুরী

২০. প্রফেসর মুহাম্মদ আশরাফ খান [৭]

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর চিঠিগুলো উর্দু সাহিত্যের একটি অন্যতম ভাণ্ডার। তিনি যেমনি একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ উর্দু পত্র সাহিত্যিক। তার প্রতিটি চিঠিতে সাহিত্যের খোরাক পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্রঃ

১. ড. তাহসীন ফেরাকী, *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী আহওয়াল ওয়া আসার*, ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসুলামিয়া, লাহোর, ১৯৯৩ পৃ. ২৫৫

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮,

৩. সলীম কুদওয়ায়ী, *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী*, সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, নতুন দিল্লী, পৃ. ৫০

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৫. ড. হাশেম কুদওয়ায়ী, *মাকতুবাতে মাজেদী ১ম খণ্ড*, ইদারায়ে ইনশায়ে মাজেদী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ৩১

৬. ড. হাশেম কুদওয়ায়ী, *মাকতুবাতে মাজেদী ২য় খণ্ড*, ইদারায়ে ইনশায়ে মাজেদী, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩,

৭. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, *খুতূতে মাজেদী*, সংকলক: ড. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, ইদারায়ে তাছনীফ ওয়া তাহকীক, পাকিস্তান, করাচী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ৫-৭

শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর পত্র সাহিত্যঃ

নাদওয়াতুল ‘উলামার অন্যতম ছাত্র শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী যিনি লেখালেখির জগতেই নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি যেমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন তেমনি তিনি কলম চালিয়েছেন পত্র সাহিত্যেও। তার পত্রগুলো সাহিত্য মানাত্তীর্ণ। তিনি এই চিঠি বা পত্রগুলো লিখেছিলেন নিজ শায়খ, বুযুর্গ ও বন্ধু বান্ধবদের নিকট।

তিনি যাদের নিকট এই চিঠি বা পত্রগুলো লিখেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১) হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া।

২। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী।

৩) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান কাসেমী।

৪) জনাব আব্দুল আযমী মরহুম।

৫) মাওলনাা কাযী আতাহার মুবারক পূরী।

শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহঃ) এর নিকট লেখা মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর প্রায় ৮টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায় । তিনি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) এর নিকটে বাইয়াত হওয়ার বিষয়ে আবেদন করে এবং তার নিকট কিছু পরামর্শ চেয়ে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন। বাকীগুলোতে বিভিন্ন সময়ে নিজের আমল ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতি ও অবনতির বিষয়গুলো জানিয়ে পত্রগুলো লিখেছিলেন।

যেমন প্রথম চিঠিতে লিখেন:

جناب والا کے سوا کوئی ے ایسی ے ے ے . صیب ے نظر ہیں . ے آتی جو اس حالت امداد و دست

گیری کر جناب والا سے غائب ے ے تعلق و عقیدت برسوں سے ہے . گرامی مولانا

علی میاں سے بارہا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ ان کو سے عزیز . انہ تعلق ہے اس لئے انہوں

نے مجھے . کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں ے حاضری کا مشورہ دیا [১]

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবীর নিকটে লেখা মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর ১টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহঃ) এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে এক ধরনের শোক প্রকাশের মত করে আবুল হাসান আলী নাদবীর নিকট চিঠিটি লিখেছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ উসমান কাসেমীর নিকট লেখা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর প্রায় ১১টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি চিঠির নমুনা নিম্নরুপ:

مکرمی

السلام علیکم

آپ کا خط ملا میں کل سفر سے آگیا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو لکھ چکا ہوں کہ میں

لکھ کر بھیج دیا تھا جو ڈاک سے ضائع ہو گیا اور اس کی کوئی کاپی تھی میرے پاس نہیں

ہے لیکن اس معاملہ میں آپ سے اس قدر شرمندگی ہے کہ میں انشاءاللہ دو چار دن کے اندر

ضرور دوبارہ لکھ کر ضرور بھیج دونگا مگر وہ مختصر ہو گا اصل مقصود یہ ہے کہ اس مجموعہ میں دار

المصنفین کے جذبات کی بھی ترجمانی ہو جائے وہ مختصر تاثرات سے بھی ہو جائیگی 2

19 مئی 64 عیسائی معین الدین

জনাব আব্দুল লতীফ আযমীর নিকট লেখা মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর প্রায় ৮টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়।

মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরীর নিকট মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর লেখা প্রায় ৫৮টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়।

তথ্য সূত্র

১. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আল আযমী, *শাহ মুঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী হায়াত ওয়া খিদমাত*, আদাবী দায়েরাহ, আযমগড়, ২০০৭ পৃ. ১৩৬।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

উর্দু সাংবাদিকতায় নাদওয়াতুল ‘উলামার অবদান

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাদওয়াতুল ‘উলামার কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক

১. আল্লামা শিবলী নু‘মানীর সাংবাদিকতা

২. আল্লামা সুলায়মান নাদবীর সাংবাদিকতা

৩. মাওঃ আব্দুস সালাম নাদবীর সাংবাদিকতা

৪. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সাংবাদিকতা

৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবীর সাংবাদিকতা

উর্দু সাংবাদিকতায় 'নাদওয়াতুল 'উলামা'র অবদান

'নাদওয়াতুল 'উলামা' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও অবদান পর্যবেক্ষণ করলে একটি বাস্তবতা ফুটে উঠে যে, এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি উর্দু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নাদওয়াতুল 'উলামার অবদান চোখে পড়ার মতো। মানুষের মন মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার জন্য সক্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ভাষা আর তাদের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সাংবাদিকতা, সঙ্গত কারণেই এ দুটির উপর নাদওয়ার কার্যক্রম বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল।

সাংবাদিকতার জগৎকে সুবিন্যস্ত করতে নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্র শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। নাদওয়াতুল 'উলামা গবেষণা কর্ম ও সচেতনতা সৃষ্টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। নাদওয়াতুল 'উলামা আন্দোলনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ আন্দোলনটি ছিল মূলত আত্মসচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টির আন্দোলন, এ জন্য প্রয়োজন ছিল এ আওয়াজকে ধারাবাহিক ভাবে ধ্বনিত করে যাওয়া এবং সঠিক চিন্তা চেতনা নতুন প্রজন্ম পর্যন্ত বরাবর পৌঁছাতে থাকা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাদওয়াতুল 'উলামা সাংবাদিকতাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

নাদওয়াতুল 'উলামা সাংবাদিকতার ময়দানে দু'ভাবে অবদান রাখছে।

(১) এ প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। যেমনঃ এখান থেকে হিন্দি, উর্দু, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

(২) এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকগণ অত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পত্রিকায় সম্পাদনা ও লেখালেখির মাধ্যমে এবং এ প্রতিষ্ঠানের বাহিরে অন্যান্য পত্রিকায় সম্পাদনা ও লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতার ময়দানে অবদান রেখে চলেছেন।

নাদওয়া থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত দুটি প্রসিদ্ধ পত্রিকা হলোঃ

১. আন-নাদওয়া

২. তা'মীরে হায়াত

নাদওয়াতুল 'উলামার কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক:

নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্র শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণের মধ্যে অনেকেই সাংবাদিকতার ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। উস্তাদদের মধ্যে যারা সাংবাদিকতার ময়দানে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আল্লামা শিবলী নুমানী, মাওলানা হাবিবুর রহমান শেরওয়ানী, মাওঃ আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওঃ আব্দুল্লাহ ইমাদী প্রমূখ।

নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সাংবাদিকতার ময়দানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। যাদের অনেকেই পরবর্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষা সচিব, পরিচালক ও মহাপরিচালক ইত্যাদি বিভিন্ন পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হলেন- আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী, শাহ মঈনুদ্দিন আহমাদ নাদবী, সায়্যিদ ওয়াজেহ রশীদ নাদবী, মাওলানা সাঈদুর রহমান নাদবী, মাওলানা নজরুল হাফিজ নাদবী প্রমূখ।

আল্লামা শিবলী নুমানীর সাংবাদিকতা

আল্লামা শিবলী নুমানী ছিলেন বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে সেরা ধর্মবিদ, চিন্তানায়ক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ, সমালোচক, জীবনীকার, সংস্কারক, স্বতন্ত্র লেখনীভঙ্গীর অধিকারী, প্রবন্ধকার, আযাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক, আধুনিক কালের বিশিষ্ট ফার্সী ও উর্দু কবি।[১]

আল্লামা শিবলী নুমানী যেমনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তেমনি তিনি সাংবাদিকতার ময়দানেও অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ পত্রিকা যেমন *আন-নাদওয়া*, *দৈনিক আযাদ*, *ওকিল*, *হামদর্দ*, *যামিনদার*, *দাকান রিভিউ* প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতার জগতকে উজ্জ্বল করেছেন।

আল্লামা শিবলী নু'মানী দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামার শিক্ষা সচিব ছিলেন। আগস্ট ১৯০৪ থেকে মে ১৯০৫ পর্যন্ত নাদওয়া থেকে প্রকাশিত আন-নাদওয়া পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[২]

এর পূর্বে আলীগড়ে থাকা অবস্থায় সেখান থেকে প্রকাশিত *আলীগড় মানথলী* নামক একটি পত্রিকার উর্দু অংশ তিনি চার বছর সম্পাদনা করেছেন। সাংবাদিকতার ময়দানে তার ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, এ ছাড়াও ইসলামী দুনিয়ার সাংবাদিকতার ধরণ ও ভিত্তি সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং *আন-নাদওয়া* পত্রিকায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ ময়দানে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।[৩]

আন-নাদওয়া পত্রিকার ধরণ শ্রেণী বিন্যাস ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯০৩ সালের ২৩ অক্টোবর মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানীকে লেখা একটি চিঠিতে তার সাংবাদিকতার বিষয়ে দক্ষতার প্রমাণ মিলে। চিঠিতে শিবলী লিখেন-

(۱) اس لامی خبروں کو میں نے نکال ڈالا-(۲) ایڈیٹر کی تقسیم یوں ہو نگی کہ ہر مہینہ میں نصف
رسالہ کا مضمون آپ اور نصف کا میں بھیجا کروں باہر سے جو مضامین آئیں وہ بالائی امدنی ہو گی۔
(۳) مضمون نگاروں کا یا کسی اور کا مضمون اس وقت تک نہ چھپنے پائے جب تک میں یا آپ اس کو
دیکھ نہ لیں (۴) معاوضہ مضامین کے لئے پچاس روپے ماہوار مخصوص ہوں گے-صلہ حسب

عمدگی مضامین باختلاف مراتب دیاجائیگا (۵) اصل دشوار طبع کی ہے آگرہ کو میں ہرگز گوارا نہیں کرسکتا ندوہ کارسالہ کم از کم اردوئے معلی اور مخزن سے زیادہ خوش خط اور نفیس الطبع ہو-

[৪]

অনুবাদ: ইসলামী সংবাদগুলো আমি সংগ্রহ করব। সম্পাদনার বন্টন এভাবে হবে যে, প্রতি মাসে পত্রিকার অর্ধেক লেখা আপনি এবং বাকী অর্ধেক আমি করব। বাহিরের কারো লেখা আমি অথবা আপনি দেখার আগ পর্যন্ত ছাপানো যাবে না। লেখার জন্য পারিশ্রমিক পঞ্চাশ রুপি নির্ধারিত হবে যা লেখার মান হিসেবে প্রত্যেককে প্রদান করা হবে। ছাপানোর কাজটাই মূল সমস্যা। আগ্রায় ছাপানোটা আমার পছন্দ নয়। নাদওয়ার পত্রিকা কমপক্ষে উর্দুয়ে মুয়াল্লা এবং মাখযান থেকে অধিক সুন্দর ও চমৎকার ছাপা হওয়া চাই।

নিম্নের চিঠিটা আল্লামা শিবলীর সাংবাদিকতার ইতিহাসে বড় ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ, এতে তিনি পত্রিকার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সাইজ, পুরুতা ও প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। ইউরোপে প্রচলিত পত্রিকা প্রকাশনার পদ্ধতি তুলে ধরে শিবলী লিখেন:-

یورپ میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی علمی رسالہ نکلنا چاہتے ہیں تو قریبا سال بھر کے لئے مضامین تیار کرلیتے ہیں تب ا ۔ کلہ یے ہیں- الندوہ کے لئے بھی یہ ہونا چاہئے اور چونکہ بڑی وقت چھپنے کی ہے اس لئے میری تو یہ رائے ہے کہ دو تین مہینے کا ذخیرہ اس طرح چھپوالیا جائے کہ صرف ٹائیٹل پیج اور علمی خبروں کا اضافہ کردینے کے بعد رسالہ بن جائے--[৫]

অনুবাদ: ইউরোপের নিয়ম হল, যখন কোন ইলমী পত্রিকা বের করতে চায় তখন তারা প্রথমে সারা বছরের জন্য লেখা প্রস্তুত করে, এরপর পত্রিকা বের করে। আননাদওয়ার জন্যও এটা হওয়া উচিৎ। যেহেতু ছাপানোর কাজে লম্বা সময় লেগে যায় তাই আমার মতামত হচ্ছে, দুই তিন মাসের লেখা এক সাথে এমন ভাবে ছাপানো হোক যেন পরবর্তীতে শুধু টাইটেল পেজ এবং ইলমী সংবাদগুলো সংযোজন করলেই একটি পত্রিকা হয়ে যায়।

আল্লামা শিবলী আননাদওয়া পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি করেন। এতে প্রায় বিভিন্ন বিষয়ে তার শতাধিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। আননাদওয়া পত্রিকায় যে সকল বিষয়ে তার প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

(১) ধর্মীয় প্রবন্ধ
(২) সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ
(৩) শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ
(৪) সাহিত্য সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ
(৫) জীবনী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ
(৬) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ
(৭) দার্শনিক প্রবন্ধ
(৮) জাতীয় বিষয়ক প্রবন্ধ।

১৯০৯ সালের জুনে আননাদওয়ায় প্রকাশিত তার একটি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের লেখার ধরন নিম্নরূপ যা "মিছর কি ইউনিভার্সিটি" শিরোনামে ছাপা হয়।
এই প্রবন্ধে তিনি মিশরের একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সময়ে এর উন্নতি ও অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন, যেমন লেখক বলেন-

ہمارے ناظرین کو معلوم ہو گا کہ مصر کی قومی یونیورسٹی جس کا نام جامع مصریہ ہے اس کو قائم ہوئے صرف ایک سال کی مدت ہوئی اتنے تھوڑے سے زمانہ میں اس نے نہایت ترقی کی اور اس کی ترقی کی رفتار روز بروز بڑھتی جاتی ہے- یورپ کی سلطنتوں نے اس کی تائید واعانت پر آمدگی ظاہر کی ہے- چنانچہ اٹلی نے اطلاع دی ہے- کہ کیمسٹری کا جو کارخانہ یونیورسٹی میں قائم کیا جائیگا اس کے تمام آلات اور سامان اٹلی کی سلطنت ہدیہ ارسال کرے گی- حال میں احمد توفیق راغب نے ساڑے سات ہزار روپۓ یونیورسٹی فنڈ میں عیانت کئے ہیں [৬]

অনুবাদ: সকলেরই জানা আছে যে, মিশরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যার নাম 'মিশর বিশ্ববিদ্যালয়' মাত্র এক বছর হলো তা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তা দারুন উন্নতি লাভ করেছে। অগ্রগতির জোয়ার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইউরোপের রাষ্ট্র প্রধানগন এর প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। সুতরাং ইটালী ঘোষনা দিয়েছে যে, পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারের সকল মেশিনারী ও উপকরণ ইটালীর সরকার উপঢোকন হিসেবে প্রেরণ করবে। সম্প্রতি আহমদ তৌফিক রাগেব সাড়ে সাত হাজার রূপী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে দান করেছেন।

শিবলী নুমানীর শিক্ষা বিষয়ক আরেকটি প্রবন্ধ হচ্ছে تعلیم قدیم وجدید 'তালীমে কাদীম ওয়া জাদীদ'। এ প্রবন্ধটি *আননাদওয়া* পত্রিকার ৭ম খণ্ড ৯ম সংখ্যায় সেপ্টেম্বর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এ দুটোর মাঝে কোনটি কি অপ্রয়োজনীয়? এ দুটোর মাঝে কি কোন বিরোধ আছে? এগুলোর মধ্যে কোন সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? উভয়টি মিলে কিভাবে চলা যায়? এ সব প্রশ্ন রেখে তিনি প্রবন্ধটি শুরু করেন। এর জবাবও তিনি দিয়েছেন। নাদওয়া, আলীগড় ও দেওবন্দ সব শিক্ষার একটা স্বতন্ত্র গুণ আছে তা তিনি তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শুরুটা এভাবে করা হয়েছে-

کیا ان میں سے کوئی غیر ضروری ہے ؟ کیا ان دونوں میں تعارض ہے ؟ کیا ان میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے ؟ دونوں مل کر کیونکر کام کرسکتے ہیں ؟[৭]

অনুবাদ: এ গুলোর মাঝে কোনটি কি অপ্রয়োজনীয়? এ গুলোর মাঝে কোন বিরোধ আছে কি? এগুলোর মধ্যে কোন সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? উভয়টি মিলে কিভাবে চলা যায়?

শিবলী নুমানীর আরেকটি শিক্ষা বিষয়ক **প্রবন্ধ** درس نظامیۃ 'দরসে নেযামিয়াহ' ১৯০১ সালের ১১ ডিসেম্বর *আননাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে দরসে নেযামীর উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দরসে নেযামীর প্রধান প্রবর্তক মুল্লা নিযামুদ্দীন ও তার পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের কথা তিনি তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। তিনি মোল্লা নিযামুদ্দীনের বিশেষ ছাত্র মাওলানা আব্দুল আলী বাহারুল উলূম এর অবদান, বিশেষ করে দরসে নেযামীর পাঠ্য গ্রন্থ তৈরীতে তার অবদানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে এর বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। যেমন তিনি দরসে নেযামিয়াহ সম্পর্কে লিখেন-

درس نظامیۃ ہندوستان کی علمی تاریخی اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایاں لفظ ہے۔ ہندوستان میں آج کلکتہ سے پیشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں ہیں۔ کوئی عالم عالم نہیں مانا جاسکتا جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے اسی طریقۂ درس کے موافق تعلیم حاصل کی ہے۔[৮]

অনুবাদ: 'দরসে নিযামিয়াহ' হিন্দুস্তানের ইলমী ইতিহাস ও ইলমী ভাষার সর্বাধিক প্রচলিত শব্দ। হিন্দুস্তানে অদ্যাবধি কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষার ধারা প্রচলিত আছে সব ঐ দরসেরই শাখা, প্রশাখা। কোন আলেমকে আলেম হিসেবে মনে করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত না হয় যে, সে ঐ পাঠ্য অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করেছে।

শিবলী নুমানীর আরেকটি দার্শনিক প্রবন্ধ 'ফালাসাফায়ে ইউনান আওর ইসলাম: ইজরামে ফালাকী اجرام فلکی: فلسفۂ یونان اور اسلام *আননাদওয়া* ৩য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা নভেম্বর ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে শিবলী নুমানী গ্রীক দর্শনের কথা আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি সৌরজগৎ সম্পর্কে আফলাতুন ও এরিষ্টটলের দর্শনকে ভুল প্রমাণিত করে কুরআন হাদীসের আলোকে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন এক স্থানে তাদের মতামত তুলে ধরে বলেন-

افلاطون اور ارسطو وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ آسمان سخت اور ٹھوس ہیں۔ اور وہ کسی طرح
ٹوٹ یا پھٹ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ان میں روح اور عقل ہے۔ اور ان کی روح اور عقل ہم
سے بہ مدارج اعلی اور افضل ہے۔ تمام عالم کا انتظام انہی کے دست قدرت میں ہے اور دنیا میں
جو کچھ ہوتا ہے انہی کے اشاروں سے ہوتا ہے۔[৯]

অনুবাদ: আফলাতুন এবং এরিষ্টটলের মতামত হচ্ছে আসমান কঠিন এবং ভরাট। উহা কিছুতেই ভাঙবেনা ও ফাটবে না, পাশাপাশি উহাতে রুহ এবং আকল আছে, উহাদের রুহ এবং আকল আমাদের চাইতেও বেশী শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা উহারই কুদরতি হাতে বিদ্যমান। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে উহারই ইশারায় হয়ে থাকে।

শিবলী নুমানী উপরোক্ত দর্শনকে ভুল সাব্যস্ত করে বলেন-

حقیقت یہ ہے کہ آسمان کے جو اوصاف یونانی حکماء بیان کرتے ہیں متکلمین اس کو اس
وجہ سے بھی تسلیم نہ کرسکتے تھے کہ وہ نص قرآنی کے خلاف ہیں قرآن مجید میں صاف آیا
ہے کل فی فلک یسبحون تمام ستارے آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ [১০]

অনুবাদ: বাস্তব সত্য হল যে, ইউনানী দার্শনিকগণ আসমানের যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করে থাকেন সেগুলো যুক্তিবিদরা এ কারণেও মানতে নারাজ যে, উহা সরাসরি কুরআনের আয়াতের বিপরীত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সকল নক্ষত্রসমূহ আসমানে সন্তরণ করছে।

আননাদওয়া পত্রিকা ছাড়াও তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলোতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। এ ছাড়াও তিনি তৎকালীন লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'মুসলিম গেজেটে' বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

মুসলিম গেজেট ১৯১২ইং ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় শিবলীর একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'মুসলমানো কী পলিটিকেল কারোট' প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। হিন্দু মুসলিম ঐক্য নিয়েও আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধে। লেখার নমুনা নিম্নরূপঃ-

غرض دلائل اگرچہ غلط ہیں لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ پولیٹکل خواب سے بیدار ہونے کا وقت آگیاہے ہم کو اچھی طرح سمجھ لیناچاہئے کہ جس چیز کو ہم پالیٹکس سمجھتے تھے وہ پالیٹکس کی تحقیر تھی- ہماری پالیٹکس کا کعبہ دراصل بتکدہ تھا- ہماری پالیٹکس جس کی آواز کلمۂ شہادت کی طرح ولادت کے دن سے ہمارے کانوں میں پڑی صرف یہ تھی ابھی وقت نہیں آیاہے ابھی ہمکو پالیٹکس کے قابل بنناچاہئے ابھی صرف تعلیم کی ضرورت ہے ہماری تعداد کم ہے- اس لئی نیابتی اصول سلطنت ہمارے موافق نہیں "

আন-নাদওয়া পত্রিকায় আল্লামা শিবলী নুমানীর আরো যে সকল প্রবন্ধ ছাপা হয় তা নিম্নরুপ।

ক্রঃ নং	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা	সংখ্যা
১	মুল্লা নিযামুদ্দীন আলাইহির রহমাহ	আন-নাদওয়া	ফেব্রুয়ারী-১৯০০
২	নাদওয়া আওর নেছাবে তালীম	আন-নাদওয়া	১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা জুমাদাল উখরা ১৩২২
৩	ফন্নে নাহু কী মুরাওওয়াজা কিতাবে	আননাদওয়া	১ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা , ১৩২২হি.
৪	হাওয়া কা রুখ দুসরী তরফ	আননাদওয়া	৮ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯১১
৫	রিয়াসাতে হায়দারাবাদ কী মাশরিকী ইউনিভার্সিটি	আননাদওয়া	ষষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, মার্চ ১৯১৯
৬	ইবনে রুশদ	আননাদওয়া	১ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা
৭	মুজাদ্দিদানে ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া হার্‌রানী	আননাদওয়া	৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৮	মুতানাব্বী	আননাদওয়া	২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা জুন-১৯০৫
৯	মুআবেদানে মাজূস	আননাদওয়া	২য় খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-১৯০৫

১০	যেবুন নিসা	আননাদওয়া	২য় খণ্ড ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯০৯
১১	মৌলবী গোলাম আলী আযাদ বিলগেরামী	আননাদওয়া	২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা এপ্রিল-১৯০৫
১২	ফরীদ ওয়াজিদী বেক	আননাদওয়া	৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা সেপ্টেম্বর-১৯০৮
১৩	ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলাম	আন-নাদওয়া	১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
১৪	ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলাম: ইউনানী মানতেক কী গলতিয়া	আন-নাদওয়া	১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা সাবান ১৩২২
১৫	ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলাম: আজরামে ফালাকী	আন-নাদওয়া	৩য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, নভেম্বর-১৯০৬
১৬	ফালসাফায়ে ইউনান আওর ইসলাম: ফালসাফায়ে কদীম ও জাদীদ	আন-নাদওয়া	২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
১৭	জযব ইয়া কাশাশ	আন-নাদওয়া	ষষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা
১৮	মাসআলায়ে ইরতিকা আওর ডারউইন	আন-নাদওয়া	৪র্থ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা জুন-১৯০৭
১৯	ফালসাফা আওর ফার্সী শায়েরী	আন-নাদওয়া	৪র্থ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা সেপ্টম্বর-১৯০৭
২০	হাকায়েকে আশইয়া আওর মা'শুকে হাকীকী	আন-নাদওয়া	৭ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, জুলাই-১৯১০
২১	নাদওয়াতুল 'উলামা কা ইজলাসে সালানা আওর ইলমী নুমায়েশ গাহ	আন-নাদওয়া	৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
২২	নওমুসলিম রাজপুত আওর হেফাযতে ইসলাম	আন-নাদওয়া	এপ্রিল ১৩, ১৯০৮
	নওমুসলিমো কে দূবারাহ হিন্দু	মুসলিম গেজেট	১১ মার্চ-১৯১২

২৩	হো জানে সে বাচানে কে লিয়ে তামাম বেরাদারানে ইসলাম কি খেদমত মেঁ ফরইয়াদ	লক্ষ্মৌ	
২৪	কার রাওয়ায়ী আনজুমানে ওয়াকফ আলাল আওলাদ	আন-নাদওয়া	মে ১৯০৯
২৫	ওয়াকফে আওলাদ কি কার রাওয়ায়ী কাহা তক পৌঁচি	আন-নাদওয়া	সেপ্টেম্বর-১৯০৯
২৬	আওকাফে ইসলামী	আন-নাদওয়া	জানুয়ারী ২৬ , ১৯১৪
২৭	ওয়াকফে আওলাদ	আন-নাদওয়া	ডিসেম্বর-২৮ , ১৯০৮
২৮	আ হযরত (সঃ) কি মুফাসসাল ও মুসতানাদ সাওয়ানেহে উমরী মুরাততাব কারনে কি তাজবীয	আন-নাদওয়া	৯ম খণ্ড , ১ম সংখ্যা জানুয়ারী-১৯১২
২৯	এক আওর আফতাবে ইলম গুরুব হু গায়া	আন-নাদওয়া	অক্টোবর-১৯০৯
৩১	ইসবাতে ওয়াজিবুল ওজূদ	আন-নাদওয়া	সেপ্টেম্বর-১৯১০
৩২	নাদওয়াতুল ‘উলামা কা গিয়ারওয়া সালানা ইজলাস বেনারস মেঁ আওর ইলমী নুমাইশ	আননাদওয়া	মার্চ ১৯০৬
৩৩	নাদওয়াতুল ‘উলামা কিয়া কার রাহা হায়	আন-নাদওয়া	সেপ্টেম্বর- ১৯০৬
৩৪	নাদওয়া কি নঈ যিন্দেগী কা আগায	আন-নাদওয়া	আগষ্ট ১৯০৮
৩৫	খাতুনানে কওম কি ইয্যত আওর ইয়াদ গার	আন-নাদওয়া	আগস্ট-১৯০৮
৩৬	এক মাযহাবী ইউনিভার্সিটি	আন-নাদওয়া	অক্টোবর-১৯০৮
৩৭	দারুল উলূম নাদওয়াতুল ‘উলামা কে সাঙ্গে বুনিয়াদ কা আযীমুশ শান জলসা	আন-নাদওয়া	সেপ্টেম্বর-১৯০৮

৩৮	এক মাযহাবী মাদরাসায়ে আযম কি ইমারত কে লিয়ে তামাম হিন্দুস্তান কে মোসলমানূ সে দরখাস্ত	আন-নাদওয়া	নভেম্বর ১৯০৮
৩৯	জলসায়ে দস্তারন্দি নাদয়াতুল 'উলামা মেঁ	আন-নাদওয়া	জানুয়ারী-১৯০৭
৪০	হিযহাইন্স স্যার আগা খান নাদওয়াতুল 'উলামা মেঁ	আন-নাদওয়া	মার্চ-১৯১০
৪১	দারুল ইকামাহ কে কামরো কি তৈয়ারী	আন-নাদওয়া	জুন ১৯০৯
৪২	মিশর কি ইউনিভার্সিটি	আন-নাদওয়া	জুন-১৯০৫
৪৩	ভূপাল মে নাদওয়াতুল 'উলামা কা ওয়াফদ	আন-নাদওয়া	অক্টোবর-১৯০৫
৪৪	নাদওয়াতুল 'উলামা কা নয়া দাউর	আন-নাদওয়া	মার্চ-১৯০৬
৪৫	আল বাশীর আওর নাদওয়াতুল 'উলামা	আন-নাদওয়া	ফেব্রুয়ারী-১৯, ১৯১২
৪৬	দারুল উলূম নাদওয়া কী এক আওর খুসূসিয়াত	আন-নাদওয়া	নভেম্বর-১৯০৬
৪৭	ইলমী গুরুহ	আন-নাদওয়া	জুন-১৯০৯
	বিবিধ প্রবন্ধ		
৪৮	আদলায়ে সারহাদী কা মুখতাছার দাওয়াহ	আন-নাদওয়া	এপ্রিল-১৯০৯
৪৯	হুযুরে নিযাম কি চালিসওয়ে সালেগারাহ	আননাদওয়া	জানুয়ারী-১৯০৬
৫০	মাওলানা হালী কি যারাহ নাওয়াযী	আন-নাদওয়া	ডিসেম্বর-১৯০৭
৫১	হায়! নাওয়াব মুহসিনুল মুলক মারহুম	আন-নাদওয়া	৪র্থ খণ্ড ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর-১৭, ১৯০৭

লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত মুসলিম গেজেট পত্রিকায় আল্লামা শিবলীর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. আঙ্গরেজী কুরআন মজীদ কা তরজমা আওর নাদয়াতুল 'উলামা, মুসলিম গেজেট, ফেব্রুয়ারী- ১৯১২।
২. মজলিসে ইলমে কালাম, মুসলিম গেজেট , ৪ মার্চ, ১৯১২।
৩. মুসলমানূ কি পলিটিক্যাল কারোয়াট- (১ম কিস্তি), মুসলিম গেজেট, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২
৪. মুসলমানূ কি পলিটিক্যাল কারোয়াট- (২য় কিস্তি) মুসলিম গেজেট, ৪ মার্চ ১৯১২
৫. মুসলমানূ কি পলিটিক্যাল কারোয়াট- (৩য় কিস্তি), মুসলিম গেজেট, ৯ অক্টোবার-১৯১২
৬. লিডারুকা কাসূর হায় ইয়া লিডার বানানে ওয়ালু কা, - ১৮ মার্চ ১৯১২।

লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত *আযাদ* পত্রিকায়ও শিবলীর কয়েকটি প্রকাশিত হয়- যার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. ইবনে রুশদ, ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮
২. আল মামুন, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯
৩. ইশায়াতে কুতুবে কাদীমা, ৩ এপ্রিল ১৮৯৬
৪. মাসআলায়ে আর্মেনিয়া, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬

কলকাতা থেকে মাওঃ আবুল কালাম আযাদ সম্পাদিত আল-হিলাল পত্রিকায়ও শিবলীর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ 'এক আহাম তাযবীয' যা ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সালে *আল হিলাল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
এ ছাড়াও আল্লামা শিবলীর সাহিত্য বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় হয় তা নিম্নরূপ। এ প্রবন্ধগুলো মাকালাতে শিবলী ২য় খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১. ফন্নে বালাগাত, আন-নাদওয়া, খ. ৪, সংখ্যা-৫, রমযান ১৩২২ হিজরী
২. শেরুল আরব, আন-নাদওয়া, খ. ১
৩. ফারসী শায়েরী কী তারজীহি খুসূসীয়াত, আন-নাদওয়া খ. ৫, সংখ্যা-০৩, এপ্রিল-১৯০৮
৪. স্যার সায়্যিদ মরহুম আওর উর্দু লিটারেচার, মোহামেডান এঙ্গলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, আলীগড়, মে ১৯৯৮।

৫. এমালা আওর সিহ্হাতে আলফাজ, মোহামেডান এঙ্গলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, আলীগড়, মার্চ-১৮৯৮।
৬. উর্দু হিন্দি, মাআরিফ, অক্টোবর-১৯১৬।
৭. ভাষা, যবান আওর মুসলমান, আন-নাদওয়া, অক্টোবর-১৯০৬।
৮. তুহফাতুল হিন্দ, আন-নাদওয়া, ফেব্রুয়ারী-১৯১১।

আল্লামা শিবলী নুমানী আন-নাদওয়া পত্রিকায় যেমনভাবে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন তেমনিভাবে এই পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ শাযরাত বা সম্পাদকীয় কলাম ও সম্পাদকীয় নোটও লিখেছেন। আল্লামা শিবলীর এ সকল সম্পাদকীয় কলাম বা সম্পাদকীয় নোটগুলো বিভিন্ন বিষয়ে ছিল। যেমনঃ ধর্মীয় বিষয়ক, সাহিত্য বিষয়ক, দেশ ও জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিষয়ক, বিভিন্ন কিতাবের পরিচিতি বিষয়ক, কৃষ্টি-কালচার বিষয়ক, সভ্যতা ও সংস্কার বিষয়ক ইত্যাদি।
আন-নাদওয়া পত্রিকায় লিখিত আল্লামা শিবলীর কতগুলো উল্লেখযোগ্য শাযরাত বা সম্পাদকীয় কলামের শিরোনাম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রঃ নং	সম্পাদকীয় শিরোনাম	সংখ্যা
১	আন-নাদওয়া কী যরুরত	আগষ্ট ১৯০৪
২	ইসলাম	নভেম্বর ১৯০৪
৩	আন নাদওয়া কি দাওর	মার্চ ১৯০৫
৪	শিমলা মে নাদওয়া কা ডিপোটেশন	আগস্ট ১৯০৫
৫	ভূপাল মেঁ নাদওয়াতুল ‘উলামা কা ওয়াফদ আওর হুযুরে সরকার আলীয়া খাল্লাদাল্লহু তায়ালা কী ফরাযী	অক্টোবর ১৯০৫
৬	হুযুরে নেযাম কী চালীসওয়ে সাল গেরাহ আওর আরাকীনে নাদওয়াতুল ‘উলামা কা তাহনিয়াত নামা	জানুয়ারী ১৯০৬
৭	নাদওয়াতুল ‘উলামা কা নয়া দাওর আওর উসকা জলসায়ে সালানা (বেনারস মেঁ)	মার্চ ১৯০৬
৮	নাদওয়াতুল ‘উলামা কা গিয়ারাহওয়া সালানা ইজলাস মাকামে বেনারস	এপ্রিল ১৯০৬
৯	ফেহেরেস্তে চান্দাহ সারমায়ে মুসতাকেল দারুল উলূম দর জলসায়ে আম বেনারস	এপ্রিল ১৯০৬
১০	মাবলাগ পাঁচ সূ রূপিয়ে কা আতিয়াহ	আগষ্ট ১৯০৬

১১	নাদওয়া কা আসর	আগষ্ট ১৯০৬
১২	দারুল উলূম মেঁ এক ইংরেজ	আগষ্ট ১৯০৬
১৩	নাদওয়াতুল 'উলামা কিয়া কর রাহা হায়	ডিসেম্বর ১৯০৬
১৪	ইংরেজী খাঁ ত্বলেবুল ইলম কে লিয়ে ওয়াযিফাহ	নভেম্বর ১৯০৬
১৫	ওয়াযায়েফ কী জরুরত	নভেম্বর ১৯০৬
১৬	দারুল উলূম নাদওয়া কি এক খুসূসিয়াত	নভেম্বর ১৯০৬
১৭	দস্তার বন্দী কা জলসা	ফেব্রুয়ারী ১৯০৭
১৮	মুযাফফরপূর কা এক জলসা	ফেব্রুয়ারী ১৯০৭
১৯	জনাব নওয়াব সাহেব ঢাকা	ফেব্রুয়ারী ১৯০৭
২০	মৌলবী শরফুদ্দীন ছাহেব, জজ হাইকোর্ট, কলকাতা	ফেব্রুয়ারী ১৯০৭
২১	জনাব শাহ সুলায়মান সাহেব আওর নাদওয়া	ফেব্রুয়ারী ১৯০৭
২২	মজলিসে তায়ীদ, মাকাসিদে নাদওয়াহ	মার্চ ১৯০৭
২৩	কাবেলে কদর ফয়াযী	মার্চ ১৯০৭
২৪	দারুল উলূম কী তালীম কা তাআজ্জুব আঙ্গীয নমুনাহ	মার্চ ১৯০৭
২৫	নাদওয়াহ কা তরীকায়ে তালীম	মার্চ ১৯০৭
২৬	আওরঙ্গযেব	ডিসেম্বর ১৯০৭
২৭	কুতুব খানায়ে নাদওয়াহ	ডিসেম্বর ১৯০৭
২৮	আন নাদওয়াহ মেঁ ফালসাফিয়ানাহ মাযামীন	অক্টোবর ১৯০৭
২৯	নাদওয়াহ কে আরকানে জাদীদ	নভেম্বর ১৯০৭
৩০	নাদওয়াহ মেঁ ইলমে কিরাত কী তালীম	নভেম্বর ১৯০৭
৩১	জনাব অনারেবল মৌলবী সায়্যিদ শরফুদ্দীন ছাহেব জজ হাই কোর্ট কলকাতা আওর দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা কা মুয়ায়িনাহ	নভেম্বর ১৯০৭
৩২	মাওলানা হালী কি যারাহ নেওয়াযী	ডিসেম্বর ১৯০৭

৩৩	মুয়ায়েনায়ে দারুল উলূম	জানুয়ারী ১৯০৮
৩৪	যিন্দাহ যুবায়দাহ খাতুন	ফেব্রুয়ারী ১৯০৮
৩৫	এক মাযহাবী মাদরাসায়ে আযম কী ইমারত কে লিয়ে তামাম হিন্দুস্তান কে মুসলমানো সে দরখাস্ত	ফেব্রুয়ারী ১৯০৮
৩৬	কিয়া হাম তারাক্কী কার রাহে হে	জুন ১৯০৮
৩৭	সাচ্চী আওর মুফীদ হামদর্দী	জুন ১৯০৮
৩৮	নাদওয়া মে ভাষা কী তালীম	জুলাই ১৯০৮
৩৯	দারুল উলূম নাদওয়াহ কী খূশ কিসমতি	আগস্ট ১৯০৮
৪০	দারুল ইকামাহ	নভেম্বর ১৯০৮
৪১	দরজায়ে তাকমীল	নভেম্বর ১৯০৮
৪২	সাঙ্গে বুনিয়াদ দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা কা হায়রত আঙ্গীয আযীমুশশান জলসা	ডিসেম্বর ১৯০৮
৪৩	সালে নূ	ফেব্রুয়ারী ১৯০৯
৪৪	কারওয়ায়ী আঞ্জুমানে ওয়াকফে আলাল আওলাদ	মে ১৯০৯
৪৫	দারুল ইকামাহ কে কামরু কী তৈয়ারী	জুন ১৯০৯
৪৬	মাস্তুরাত কে লিয়ে এক কাবেল তাকলীদ মেছাল	জুন ১৯০৯
৪৭	মিশর কি ইউনিভার্সিটি	জুন ১৯০৯
৪৮	হায়দারাবাদ কা দারুল উলূম	জুন ১৯০৯
৪৯	দরজায়ে তাকমীল কে লিয়ে ওয়ায়েফ	জুন ১৯০৯
৫০	বে তাআসসবী কী এক হায়রত আঙ্গীয মেছাল	জুলাই ১৯০৯
৫১	হুযুর সরকারে আলীয়াহ ভূপাল কী বে নযীর ফায়াযী	ডিসেম্বর ১৯০৯
৫২	ওয়াকফে আওলাদ কার রাওয়ায়ী কাহা তক পৌঁচী	ডিসেম্বর ১৯০৯
৫৩	এক আওর আফতাবে ইলম গুরুব হুগিয়া	অক্টোবর ১৯০৯
৫৪	মাওলানা শের আলী ছাহেব মুদাররেসে আলা দারুল উলূম নাদওয়া	জানুয়ারী ১৯১০

৫৫	দারুল উলূম মে তালাবা কী কাসরত	জানুয়ারী ১৯১০
৫৬	নাদওয়াতুল 'উলামা কী ইমারত আওর খুলূসে মাযহাবী কা এক আজীব মানজার	ফেব্রুয়ারী ১৯১০
৫৭	হাযহাইন্স সার আগা খান নাদওয়াতুল 'উলামা মেঁ	মার্চ ১৯১০
৫৮	আন-নাদওয়া কে মাযামীন	মে ১৯১০
৫৯	মাদরাসায়ে দেওবন্দ	মে ১৯১০
৬০	হুমার কে ইলইয়াদাহ কা আরবী তরজমাহ	জুলাই ১৯১০
৬১	কুতুব খানায়ে নাদওয়াতুল 'উলামা মে এক আওর এযাফাহ	জুলাই ১৯১০
৬২	ছিগায়ে তাছহীহে ইগলাত	জুলাই ১৯১০
৬৩	দারুল মুছান্নিফীন	আগষ্ট ১৯১০
৬৪	আলীগড় ওয়া দেওবন্দ	আগষ্ট ১৯১০
৬৫	তরজমায়ে কুরআন মাজীদ	আগষ্ট ১৯১০
৬৬	ইশায়াতে ইসলাম	আগষ্ট ১৯১০
৬৭	ইসবাতে ওয়াজিবুল ওয়াজূদ	ডিসেম্বর ১৯১১

মোট কথা আল্লামা শিবলী নুমানী একজন প্রতিযশা সাংবাদিক ছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মত প্রসিদ্ধ সাংবাদিকও তার নিকট থেকে সাংবাদিকতার বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেয়েছেন। আননাদওয়া পত্রিকায় সম্পাদনা ও লেখালেখি ছাড়াও তৎকালিন মুসলিম গেজেট, হামদর্দ, ওয়াকিল, যামিনদার, আল হিলাল প্রভৃতি প্রত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতার জগতে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০,

২. ড. শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম, *ইয়াদগারে শিবলী*, দ্বীন মুহাম্মদ প্রেস, লাহোর, ১৯৭১, পৃ. ৩০০

৩. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, *আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: শখসিয়্যাত ওয়া আদাবী খিদমাত*, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৭৯, পৃ.৩২০

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৩২২

৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৩২২, ৩২৩

৬. শিবলী নু'মানী, মাকালাতে শিবলী, দারুল মুছান্নিফীন আযমগড়, ১৯৩৮, খ. ৮, পৃ. ১০৪
৭. পূর্বোক্ত , খ.৩, পৃ. ১৩৮
৮. পূর্বোক্ত, খ.৩, পৃ. ১০৪
৯. পূর্বোক্ত, খ.৭, পৃ. ২৬
১০. পূর্বোক্ত ,খ.৭, পৃ. ২৬
১১. পূর্বোক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৪

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সাংবাদিকতা

নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্রদের মধ্য থেকে যারা উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। তিনি ছিলেন একাধারে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা দার্শনিক, পণ্ডিত, বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা, খেলাফত আন্দোলন তথা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা, শিক্ষাবিদ, জীবনীকার, প্রবন্ধকার ও একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক।

১৯০১ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 'দারুল উলূম নদওয়াতুল 'উলামা'য় ভর্তি হন এবং ১৯০৬ সালে সেখান থেকে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯০৫ সালে তিনি আল্লামা শিবলীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দস্তারবন্দি অনুষ্ঠানে তাঁর অনবদ্য আরবী বক্তৃতা শুনে আল্লামা শিবলী তার নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তার সুযোগ্য শিষ্যের মাথায় পড়িয়ে দেন।[১]

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে যেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তেমনি সাংবাদিকতার ময়দানেও প্রচুর লেখালেখির মাধ্যমে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সুলায়মান নাদবী তৎকালীন সময়ে *আননাদওয়া*, *আল-হিলাল* এবং *মাআরিফ* এর মত যুগান্তকরী উচ্চমান সম্পন্ন প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলোতে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করার কারণে তিনি সাংবাদিকতার ময়দানে এক অনন্য স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২]

১৯০৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত মাঝখানে দুই তিন বৎসর বাদ দিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ তার সাংবাদিকতার ধারা চলমান থাকে। তার মধ্যে *আননাদওয়া* পত্রিকায় ছয় বছর, সাপ্তাহিক *আলহেলাল* পত্রিকায় ছয় মাস এবং *মাআরিফ* পত্রিকায় ৪৫ বছর পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।[৩]

সুলায়মান নাদবী জীবনের শুরু থেকেই লেখালেখিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং নাদওয়াতুল 'উলামায় আসার পূর্বেই লেখালেখির সূচনা করে ফেলেছেন। তিনি ১৮৯৯ সালে দরভাঙ্গা মাদরাসার বার্ষিক জলসায় সর্ব প্রথম একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯০২ সালের মে মাসে তার আরেকটি প্রবন্ধ 'আখেরী ওয়াকত' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯০৩ সালে দিশনা গ্রামে অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ইছলাহ' এর একটি সভায় 'ইলম আওর ইসলাম' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন যা ১৯০৫ সালে *আলীগড় মানথলী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে আরবী ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইলমে হাদীস, মানতিক এবং ইমাম বুখারীর বিষয়েও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন যা ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৪]

ছাত্র অবস্থায় ইলমে হাদীসের উপর লেখা সুলায়মান নাদবীর একটি প্রবন্ধ *আননাদওয়া* পত্রিকায় ছাপা হলে মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী তা পড়ে লেখাটির ভূয়সী প্রশংসা করে শিবলী নুমানীকে একটি চিঠি লিখেন। আল্লামা শিবলী *আননদাওয়া* জুন ১৯০৬ সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে মাওলানা হালীর উল্লেখিত চিঠি নকল করতে গিয়ে এভাবে আনন্দ প্রকাশ করে লিখেন-

ہم کو اس بات کی خوشی ہے کہ جو مضمون ہمارے دار العلوم کے ایک طالب علم کا پچھلے پرچہ میں
شائع ہوا۔ وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ جناب مولوی الطاف حسین حالی کے ایک خط حال میں
ہم کو لکھا ہے ৫

অনুবাদ: আমাদের জন্য খুশির সংবাদ যে, আমাদের দারুল উলূমের এক ছাত্রের যেই প্রবন্ধটি গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জনাব মৌলবী আলতাফ হুসাইন হালী সম্প্রতি আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন।

তার বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ ১৯০৬ সাল থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৬ সালটি ছিল সুলায়মান নাদবীর শিক্ষা সমাপ্তির বছর। ঐ বছরই মাওঃ আবুল কালাম আযাদ আননাদওয়া পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি অমৃতসরে চলে যান। তখন শিবলী নুমানী সুলয়মান নাদবীকে *আননাদওয়া* পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন।[৬]

সুলায়মান নাদবী *আননাদওয়া* পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। সে সময় ডিসেম্বর ১৯০৮ ও জানুয়ারী ১৯০৯ সংখ্যায় তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "মাযামীনে ঈমান বিলগাইব আওর মুকাররারাতুল কোরআন" প্রকাশ পায়। আল্লামা শিবলী তার লেখনির গতিতে আনন্দ প্রকাশ করে লিখেন:

دونوں پرچوں میں تمہارا مضمون بہت اچھا نکلا – اب تم کو تصنیفی سلیقہ آچلا – البتہ عبارت کی کمزوری
باقی ہے –وہ بھی جاتی رہے گی –৭

অনুবাদ: উভয় সংখ্যায় তোমার প্রবন্ধ খুবই ভাল ছাপা হয়েছে। এখন তোমার মাঝে লেখালেখির যোগ্যতা চলে এসেছে। তবে বাক্য বিন্যাসে দুর্বলতা আছে। সেটাও দূর হয়ে যাবে।

সুলায়মান নাদবী ১৯০৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত *আননাদওয়া* পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মূলত এই সময়টা ছিল *আননাদওয়া* পত্রিকার স্বর্ণযুগ। এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত সুলায়মান নাদবীর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ *আননাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আল্লামা সুলায়মান নাদবীর যে সকল প্রবন্ধ *আননাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
১.	ইলমুল হাদীস	মে-১৯০৫
২.	ইমাম বুখারী	মার্চ- ১৯০৬
৩.	ফরমারওয়ানে ইসলাম	মে ১৯০৬
৪.	কাযা ওয়া কদর আওর কুরআন	জুলাই- ১৯০৬
৫.	ইমাম মালেক	আগস্ট ১৯০৬
৬.	আল কুরআন ওয়াল ফালাসাফাতুল জাদীদাহ	সেপ্টেম্বর ১৯০৬
৭.	কুওয়্যাতে বাছীরাহ আওর নূর	অক্টোবর- ১৯০৬
৮.	ইলমে হায়াত আওর মুসলমান	মে-১৯০৭
৯.	মাওলানা বাহরুল উলূনম	মে ১৯০৭
১০.	আরবী যবান কী ওয়াসা'আত	আগষ্ট ১৯০৭
১১.	মুসলমান আওর বেতায়াছছুবী	সেপ্টেম্বর- ১৯০৭
১২.	আরাব কে ইউরোপিয়ান সায়্যাহ	সেপ্টেম্বর- ১৯০৭
১৩.	তাবকাতুল আরদ আওর মুসলমান	অক্টোবর-১৯০৭
১৪.	বারনাবা কী ইঞ্জিল	অক্টোবর-১৯০৭
১৫.	মাসআলায়ে ইরতেকা আওর কুরআন	ডিসেম্বর-১৯০৭
১৬.	‘উলামায়ে সালফ আওর ইসতেগনা	ডিসেম্বর ১৯০৭
১৭.	মুসলমান আওরতূকী বাহাদুরী	ফেব্রুয়ারী-১৯০৮
১৮.	মাদ্দাহ কে আজযায়ে তারকীবী	ফেব্রুয়ারী- ১৯০৮
১৯.	হযরত আয়েশাহ রাজি.	এপ্রিল-১৯০৮
২০.	তামাদ্দুনে ইসলাম	অক্টোবর-১৯০৮
২১.	ইবনে খালকান	নভেম্বর-১৯০৮
২২.	ইমান বিল গায়েব	ডিসেম্বর- ১৯০৮
২৩.	মুকার্‌রারাতুল কুরআন	জানুয়ারী-১৯০৯
২৪.	খাতুনানে ইসলাম কী শুযাআত	জানুয়ারী- ১৯০৯
২৫.	ইসলাম আওর তামাদ্দুন	ফেব্রুয়ারী- ১৯০৯
২৬.	ইসলামী রুসদখানে	মার্চ ১৯০৯ ও জুন-১৯০৯
২৭.	সুদ আওর ছুহুফে আম্বিয়া	জুলাই-১৯০৯
২৮.	ছাহাবাহ কী তা'দাদ	সেপ্টেম্বর-১৯০৯
২৯.	কিয়ামত	অক্টোবর ১৯০৯
৩০.	জংগে উহুদ	অক্টোবর ১৯০৯
৩১.	তাহরীমে শরাব	নভেম্বর-১৯০৯

৩২.	মাকাতীবে শিবলী	নভেম্বর ১৯০৯
৩৩.	মাদিয়াত আওর খোদা কা ওয়াজুদ	জানুয়ারী ১৯১০
৩৪.	ইশতেরাকিয়্যাত আওর ইসলাম	মে-১৯১১
৩৫.	মুসতাশরীকীনে ইউরোপ	আগষ্ট ১৯১১
৩৬.	কুতুব খানায়ে ইস্কান্দারিয়া	ডিসেম্বর-১৯১১
৩৭.	সাইন্স ফানায়ে মাদ্দাহ কা কায়েল হুগিয়া	জানুয়ারী-১৯১২

সুলায়মান নাদবীর এ সকল প্রবন্ধ আজও গবেষকদের জন্য উৎস হিসেবে কাজ করে। এগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে এমন যা পূর্নাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমনঃ সীরাতে আয়েশা, ইমাম মালেক, খাওয়াতীনে ইসলাম কি বাহাদুরী।[৮]

১৯১৬ সালে *আননাদওয়া* পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ২২ বছর পর ১৯৪০ সালে পুনরায় আল্লামা সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে মাওঃ আবুল হাসান আলী নাদবী ও মাওঃ আব্দুস সালাম নাদবীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি চালু করা হয়। ২য় পর্বের আন নাদওয়াতেও সুলায়মান নাদবীর ৮টির অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৯]

যেমনঃ

ক্রমিক নং	প্রবন্ধ	সংখ্যা
১.	নাদওয়াতুল 'উলামা কী তারীখ কা পহলা ছফহা	জানু-ফেব্রু-১৯৪০
২.	গাইরে মাযহাবী আরবী তালীম	মার্চ-১৯৪০
৩.	খোতবায়ে আছনাদ	এপ্রিল- ১৯৪০
৪.	সীরাত কা মুখতাছার পয়াম	মে-১৯৪০
৫.	মেরী মুহসেন কিতাবী	নভেম্বর- ১৯৪০
৬.	সীরায়ে হিন্দে পূরব	ফেব্রু-মার্চ,এপ্রিল, মে- ১৯৪১
৭.	আয়ান ওয়া আরকানে নাদওয়া	এপ্রিল- ১৯৪২
৮.	আরবী মাদারেস কা নয়া নেযাম	মে-১৯৪২

সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত *আন-নাদওয়াতে* 'মেরী মুহসেন কিতাবে' শিরোনামের অধীনে তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ লেখকগণ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতেন যাদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ সিন্ধি, হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, আব্দুল বারী নাদবী, মানাজেরে আহসান গিলানী, মিয়া বশির আহমদ (সম্পাদক হুমায়ুন), সায়্যিদ তলহা (প্রফেসর ওরিয়েন্টাল কলেজ লাহোর) মাওলানা

ইযায আলী, শাহ আলী আতা, প্রফেসর নওয়াব আলী, সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, এবং স্বয়ং আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ।

আননাদওয়া পত্রিকা ছাড়াও তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রসিদ্ধ পত্রিকা *আলহেলাল* এর সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। *আলহেলাল* ছিল তৎকালীন সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা যা মূলত স্বাধীনতার সেনানী ও প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছিল।

> মাওলানা আবু আলী আছারী আজমী *আলহেলাল* সম্পর্কে লিখেছেন
>
> الہلال ایک ادبی صحیفہ ہی نہیں بلکہ یہ اپنے دور کی تمام ملی و قومی وسیاسی و بین الا قوامی تحریکوں کی انسائیکلو پیڈیا ہے جس سے بہتر آج تک لٹریچ پیدا نہ ہو سکا۔ مولانا ابو الکلام کچھ بھی نہ ہوتے تو الہلال کی یہ جلدیں جو ارباب ادب کی الماریوں اور میزوں کی زینت ہیں۔ ان کی عظمت کے ثبوت کے لئے کافی تھیں۔ الہلال کا ایک ایک لفظ لعل و گہرے تولا جاتا تھا اور وہ جو حکم دیتا تھا وہ وحی منزل ہو جاتا تھا جس کی تعمیل فرض وواجب ہو جاتی تھی۔ [১০]

অনুবাদ: *আল-হিলাল* কেবল একটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাই নয়, এটি সমস্ত ধর্মীয়, জাতীয়, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের এনসাইক্লোপিডিয়া। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন সাহিত্য এখনো জন্ম হয়নি। মাওলানা আবুল কালামের আর কোনো পরিচয় যদি নাও থাকত, তাও আলহেলালের এই ভলিউমগুলো যা আজ বড় বড় সাহিত্যসেবীদের আলমারী ও পাঠাগারকে অলংকৃত করে আছে, তার যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ ছিল। আল হেলালের একেকটি শব্দ ছিল মুক্তা খচিত বর্ণমালায় রচিত। তার প্রতিটি নির্দেশনাই যেন ছিল আসমানী ওহী, যা পালন করা ছিল অবশ্য কর্তব্য'।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ যখন ১৯০৬ সালে *আননাদওয়া* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তখন মাওলানা আযাদ ও সুলায়মান নাদবীর মাঝে সুসম্পর্ক তৈরী হয়। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই মাওলানা আযাদ ও সায়্যিদ সাহেবের মাঝে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব। এ কারণেই ১৯১৪ ঈসায়ী সনে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার বিখ্যাত পত্রিকা *আল হিলাল* প্রকাশ করার পর সায়্যিদ সাহেবকে এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান করেন। তিনি তখন নাদওয়াকে ত্যাগ করা পছন্দ করলেন না। কিন্তু আল্লামা শিবলী নাদওয়া থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সায়্যিদ সাহেবও নাদওয়া থেকে বিদায় নেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অনুরোধ তখনও বরাবর চালু ছিল। তাছাড়া আলহেলাল ছিল তার একটি প্রিয় পত্রিকা, সুতরাং ১৯১৪ ঈসায়ী সনের মে মাসে নাদওয়া থেকে ইস্তফা দিয়ে সুলায়মান নাদবী *আলহিলালের* কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন।"[১১]

সুলায়মান নাদবী মাত্র ৫/৬ মাস *আলহিলাল* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। বিশেষ করে ইসলামী ও ধর্মীয় প্রবন্ধগুলো আলহেলালের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সুলায়মান নাদবী *আলহেলাল* পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর পত্রিকাটির সুনাম সুখ্যাতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। পণ্ডিত সমাজে তার লেখাগুলো আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন

سید صاحب جب الہلال میں پہونچے تو نام کا تو اب بھی ہلال ہی رہا- لیکن اہل بصیر دیکھ رہے تھے کہ ہلال بدر کامل بن گیا ہے- خود عربی کے قدیم وجدید ماخذوں کی مدد سے مسلمانوں کے لئے دینی تمدنی اور سیاسی وتاریخی ہر عنوان سے متعلق بہترین معلومات پیش کرنا یہ کام تو سید صاحب کا تھا ہی- باقی خود ہندوستان کی سیاستِ حاضرہ پر مقالہ لکھنے میں سید صاحب اپنے چیف اڈیٹر سے پیچھے نہ رہے-[১২]

অনুবাদ: সায়্যিদ সাহেব (সুলায়মান নাদবী) যখন *আলহিলালের* সাথে সম্পৃক্ত হলেন তখনও এর নাম হিলালই থাকলো। কিন্তু পণ্ডিত সমাজ দেখতে ছিল যে, নতুন চাঁদ (হিলাল) পূর্ণ চাঁদের রূপ নিয়েছে। আরবীর প্রাচীন ও আধুনিক উপাত্তের সাহায্যে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার এবং রাজনীতি ও ইতিহাস সর্ব বিষয়ে চমৎকার তথ্য উপস্থাপন করা এটা তো সায়্যিদ সাহেবেরই কাজ। এছাড়াও হিন্দুস্তানের বর্তমান রাজনীতির হাল চাল নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে সায়্যিদ সাহেব প্রধান সম্পাদক থেকেও পিছিয়ে ছিলেন না।

আলহিলালের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে মাওঃ আবুল কালাম আযাদের কিছু ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আচরণে সুলায়মান নাদবী বিরক্ত হয়ে *আলহিলাল* পত্রিকা থেকে ইস্তফা দিয়ে পুনা কলেজে ফার্সীর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সায়্যিদ সাহেব চলে যাওয়ার দরুন মাওলানা আযাদ দারুন কষ্ট পান এবং তিনি তাকে পুনরায় *আল-হিলালে* আসার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আর ফিরে আসেননি।[১৩]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আল-হিলালের সাথে যখন সম্পৃক্ত ছিলেন, ঠিক তখন চলছিল বলকান যুদ্ধ। যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার উপসংহার এখনো বাকী রয়েছে। এদিকে বৃটিশ শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে মুসলমানদের মন মস্তিস্ক রাগে ক্ষোভে জ্বলছিল। ঠিক এমনই সময়ে ১৯১৪ ঈসায়ী সনের আগষ্ট মাসে রাস্তা তৈরী করার সময় একটি মন্দির রক্ষা করার জন্য কানপুর জামে মসজিদের একাংশ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় মুসলমানদের কলিজায় আগুন ধরে যায়, প্রতিবাদ সভা করা হয়।

মুসলমানদের একটি দল যাদের মধ্যে নাবালক শিশুও ছিল, বিধ্বস্ত অংশকে ঠিক করতে গেল। ডেপুটি কমিশনার সে সব নিস্পাপ শিশুদের ওপর অবাধে গুলি চালাল। সেখানে নাবালক শিশুসহ অসংখ্য মুসলমান শহীদ হয়ে যায়। মারাত্মক ভাবে আহত হয় আরো বহু সংখ্যক। এ ঘটনার পর মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মুসলমান কবি সাহিত্যিক ও বক্তাগণের বক্তৃতা, ভাষণ ও লিখনির দ্বারা সমগ্র ভারতে আগুন লেগে যায়।

> *আলহিলাল* পত্রিকাটি এ ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিল মুসলমানদেরকে। পত্রিকাটিতে তখন আল্লামা সুলায়মান নাদবীর লিখিত বিরাট উত্তেজনাপূর্ণ একটি কলাম ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল "মাশহাদে আকবর।" কলামটির লেলিহান শিখা এত উত্তপ্ত ছিল যে, সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এ কারণে সরকার উক্ত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে। রচনাটির অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হল, এতেই লেখাটির তাপমাত্রা অনুমান করা যায়।
>
> زمین پیاسی ہے- اس کو خون چاہئے لیکن کس کا؟ مسلمانوں کا؟ طرابلس کی سرزمین کس کے خون سے سیراب ہے؟ مسلمانوں کے- مغرب اقصی کس کے خون سے رنگین ہے؟ مسلمانوں کے- خاک ایران پر کس کی لاشیں تڑپتی ہیں؟ مسلمانوں کی- سرزمین بلقان میں کس کا خون بہتا ہے؟ مسلمانوں کا- ہندوستان کی سرزمین بھی پیاسی ہے- خون چاہتی ہے کس کا؟ مسلمانوں کا- آخر کار سرزمین کان پور خون برسا اور ہندوستان کی خاک سیراب ہوئی-[১৪]

অনুবাদ: যমীন তৃষ্ণার্ত, তার পিপাসা নিবারণের জন্য প্রয়োজন রক্ত। কিন্তু কার রক্ত? মুসলমানের রক্ত? ত্রিপোলী অঞ্চল কাদের রক্তে প্লাবিত? মুসলমানদের। পশ্চিমের প্রান্তিক এলাকা কাদের রক্তে রঞ্জিত? মুসলমানদের। ইরানের ভূমিতে কাদের লাশ ছটফট করছে? মুসলমানদের বলকান এলাকায় কাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে? মুসলমানদের। হিন্দুস্তানের ভূমিও তৃষ্ণার্ত, তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু কার রক্ত? মুসলমানদের। শেষ পর্যন্ত কানপুরের ভূমিও রক্তের বন্যায় প্লাবিত হল এবং হিন্দুস্তানের যমীন পরিতৃপ্ত হলো।

উল্লেখিত প্রবন্ধ ছাড়াও *আল-হিলাল* পত্রিকায় সুলায়মান নাদবীর আরো যে সকল প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তা নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
১	আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম, ১ম কিস্তি	২ জুলাই-১৯১৩
২	আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম, ২য় কিস্তি	৯ জুলাই-১৯১৩
৩	আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম, ৩য় কিস্তি	জুলাই-১৬, ১৯১৩

৪ আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম, ৪র্থ কিস্তি ২৪ জুলাই-১৯১৩

৫ আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম, পঞ্চম কিস্তি ১লা অক্টোবর, ১৯১৩

৬ আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম, ষষ্ঠ কিস্তি ৮ অক্টোবর-১৯১৩

৭ তাযকারে নুযূলে কুরআন আগষ্ট-৬, ১৯১৩

৮ মাশহাদে আকবার আওয়াল ১৩ আগষ্ট-১৯১৩

৯ তারীখে ইসলাম কা এক গাইরে মারুফ ছফহা, ১ম কিস্তি, ১০ই ডিসেম্বর ১৯১৩

১০ তারীখে ইসলাম কা এক গাইরে মারুফ ছফহা, ২য় কিস্তি, ডিসেম্বর১৭, ১৯১৩

১১ তারীখে ইসলাম কা এক গাইরে মারুফ ছফহা, ৩য় কিস্তি, ডিসেম্বর ২৪, ১৯১৩

১২ তারীখে ইসলাম কা এক গাইরে মারুফ ছফহা, চতুর্থ কিস্তি, অক্টোবর ১, ১৯১৩

১৩ কছাছে বনী ইস্রাইল ১ম কিস্তি ডিসেম্বর-২৪, ১৯১৩

১৪ কছাছে বনী ইস্রাইল ২য় কিস্তি অক্টোবর ১৫, ১৯১৩

১৫ কছাছে বনী ইস্রাইল ৩য় কিস্তি নভেম্বর ১৯, ১৯১৩

১৬ আরবী যবান আওর ইলমী এছতেলাহা, ১ম কিস্তি আগষ্ট ২৭, ১৯১৩

১৭ আরবী যবান আওর ইলমী এছতেলাহা, ২য় কিস্তি ডিসেম্বর ৩, ১৯১৩

১৮ আফকার ওয়া হাওয়াদেস, ১ম কিস্তি ডিসেম্বর ১৭, ১৯১৩

১৯ আফকার ওয়া হাওয়াদেস, ২য় কিস্তি অক্টোবর ০৮, ১৯১৩

২০ আফকার ওয়া হাওয়াদেস, ৩য় কিস্তি অক্টোবর ১৫, ১৯১৩

২১ আফকার ওয়া হাওয়াদেস, ৪র্থ কিস্তি অক্টোবর ২২, ১৯১৩

২২ আফকার ওয়া হাওয়াদেস, ৫ম কিস্তি অক্টোবর ২৯, ১৯১৩

২৩ আফকার ওয়া হাওয়াদেস, ষষ্ঠ কিস্তি নভেম্বর-৫, ১৯১৩

২৪ উলূমুল কুরআন-১ম কিস্তি ফেব্রুয়ারী-১১, ১৯৪১

২৫ উলূমুল কুরআন-২য় কিস্তি মার্চ-২৫, ১৯১৪

২৬ উলূমুল কুরআন -৩য় কিস্তি জুলাই ০৮, ১৯১৪

২৭ আসাতীরুল আওয়ালীন- ১ম কিস্তি এপ্রিল ১৫, ১৯১৪

১৯১৪ সালে সরকার *আলহিলাল* পত্রিকা বন্ধ করে দিলে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তখন *আলহিলালের* স্থানে *আল বালাগ* নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করে।[১৫]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সম্পাদিত *আল-বালাগের* কয়েকটি সংখ্যায়ও সুলায়মান নাদবীর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা নিম্নরূপ:

১. আছারে ইসলামিয়া, ১ম কিস্তি, নভেম্বর- ১২, ১৯১৫
২. আছারে ইসলামিয়া ২য় কিস্তি, নভেম্বর- ২৬, ১৯১৫
৩. ইসলাম আওর সুশালিযম, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯১৬
৪. ইসলাহে মুয়াশারাত আওর ইসলাম, ১ম কিস্তি ফেব্রুয়ারী-১৮, ১৯১৬
৫. ইসলাহে মুয়াশারাত আওর ইসলাম, ২য় কিস্তি ফেব্রুয়ারী-২৫, ১৯১৬
৬. মাদারেসে ইসলামিয়া জামেয়ায়ে আযহার ,১ম কিস্তি, মার্চ ৩, ১৯১৬
৭ . ইসলাহে মুয়াশারাত আওর ইসলাম, ২য় কিস্তি মার্চ- ১৭, ১৯১৬

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মাসিক *মাআরিফ* **معارف** পত্রিকা। তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লামা শিবলী প্রতিষ্ঠিত ‘দারুল মুছান্নিফীনের’ দায়িত্ব যখন সুলায়মান নাদবীর হাতে আসে তখন তিনি সেখান থেকে *মাআরিফ* পত্রিকাটি বের করেন।

মাআরিফ পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে শিক্ষিত শ্রেণী ও পণ্ডিত সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগায়, সকলেই এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতো ও পড়তো। কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উক্তি থেকে *মাআরিফ* পত্রিকার গুরুত্ব উপলদ্ধি করা যায়।

মাওঃ মুহাম্মদ আলী এই পত্রিকাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতেন। তিনি এ পত্রিকা সম্পর্কে সুলাইমান নাদবীকে এক চিঠিতে লিখেন-

میرے پاس متعدد انگریزی رسالوں کی جلد نہیں بندھی ہیں- یہ شرف خاص معارف کو حاصل ہو گا
کہ مجلدات تیار کرالی جائیں-[16]

অনুবাদঃ আমার নিকট ইংরেজী পত্রিকাগুলো বাধাই করে ভলিউম আকারে রাখা হয় না, তবে এই সম্মান শুধু *মাআরিফ* পত্রিকার ক্ষেত্রেই আছে যে, বাধাই করে ভলিউম আকারে রাখা হয়।

মাওঃ আবুল কালাম আযাদ *মাআরিফ* সম্পর্কে তার এক চিঠিতে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে লিখেন

معارف کے متعلق آب کیا کہتے ہیں- صرف یہی ایک پرچہ ہے اور ہر طرف سناٹا ہے بحمد اللہ مولانا
شبلی مرحوم کی تمنائیں رائیگاں نہیں گئیں- اور صرف آپ کی بدولت ایک ایسی جگہ بن گئی جو
خدمت علم وتصنیف کے لئے وقف ہے۔[১৭]

অনুবাদঃ *মাআরিফ* সম্পর্কে কি বলব, শুধু একটি পত্রিকাই চালু আর চারদিক নিরব। আল্লাহর প্রশংসা, মাওলানা শিবলী মরহুমের আকাঙ্খা নিষ্ফল হয়নি। শুধু আপনার মাধ্যমেই এমন একটি স্থান তৈরী হয়েছে যা ইলম ও গ্রন্থ রচনার খেদমতের জন্য ওয়াকফ।

ড. ইকবাল সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে *মাআরিফ* সম্পর্কে বলেনঃ

یہی ایک رسالہ ہے جس کے پڑھنے سے حرارت ایمانی میں ترقی ہوتی ہے-[১৮]

অনুবাদ: ইহা এমন একটি পত্রিকা যা পাঠ করলে ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়।

তৎকালীন সময়ের নামী দামী প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিতগণও *মা'আরিফ* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। যেমন: আব্দুল বারী নাদবী, গোপীচান্দ, যুফর আহমদ থানবী, আব্দুস সালাম নাদবী, প্রফেসর হামীদুল্লাহ, মাহদী ইফাদী, শওকত সবযওয়ারী, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, রঈস আহমদ সিদ্দিকী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাদের ক্ষুরধার লেখনি দ্বারা পত্রিকাটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন।[১৯]

প্রকৃতপক্ষে *মা'আরিফ* পত্রিকা প্রকাশের ধারণা সর্বপ্রথম দারুল মুছান্নিফীনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শিবলী নু'মানীর মাথায় এসেছিল যখন তিনি আলীগড়ে অবস্থানরত ছিলেন। কিন্তু কোন এক কারণে তিনি তখন তা প্রকাশ করেননি তবে হায়দার উদ্দীন সেলিম নামে এক ব্যক্তি তখন '*মা'আরিফ*' নামে একটি পত্রিকা বের করে কিন্তু তিন বছর প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আল্লামা শিবলী নুমানী যখন দারুল মুছান্নিফীন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গঠনতন্ত্র তৈরী করলেন তখন সেই গঠনতন্ত্রে একটি শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত ছিল। দারুল মুছান্নিফীনে সংরক্ষিত আল্লামা শিবলী নুমানীর হাতের লেখা একটি কপি দ্বারাও পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টি জানা যায়। সেই কপিতে তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, পত্রিকার নাম হবে '*মা'আরিফ*'। প্রধান সম্পাদক হবেন শিবলী নুমানী নিজেই। পত্রিকার স্টাফদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবেন মৌলবী সুলায়মান, মৌলবী আব্দুল মাজেদ, মিষ্টার হাফীজ, মৌলবী আব্দুস সালাম। এ ছাড়াও উক্ত কপিতে পত্রিকার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পত্রিকার সাইজ, কোন কোন বিষয়ের লেখা পত্রিকায় ছাপা হবে ইত্যাদি বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা শিবলীর ইন্তেকালের কারণে তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে উস্তাদের অছিয়ত অনুযায়ী আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী যখন দরুল মুছান্নিফীন প্রতিষ্ঠা করেন তখন *মা'আরিফ* নামক একটি শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং দারুল মুছান্নিফীন প্রতিষ্ঠার দের-দুই বছর পর **১৯১৬** সালে *মা'আরিফ* নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।[২০]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী প্রতিষ্ঠিত মাআরিফ পত্রিকাটি এতটাই উচ্চমান সম্পন্ন ছিল যে, এ পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে বহু লেখকগণ সাংবাদিকতার জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। যেমন: মানাজিরে আহসান গিলানী, যুফার আহমদ উসমানী, আব্দুল বারী নাদবী, মীর অলি উদ্দীন, যুফর হুসাইন খান, মাহদী আফাদী, ইবারত হুসাইন আনোয়ার, শওকত সবযওয়ারী, খাজাহ আব্দুল হামীদ, আব্দুস সালাম খান রামপূরী প্রমূখ লেখকগণ *মা'আরিফ* পত্রিকার মাধ্যমে লেখালেখির জগতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এছাড়াও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সংশ্রবে থেকে যারা মাআরিফ পত্রিকার উল্লেখযোগ্য লেখকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আব্দুর রহমান নিগ্রামী,

শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী, সা'য়ীদ আনসারী, নাজীব আশ্রাফ নাদবী, আবু যাফর নাদবী, আবুল হাসানাত নাদবী, মুহাম্মদ উয়াইস নেগ্রামী নাদবী, মুজিবুল্লাহ নাদবী, সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী মাআরিফ পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

১. সনদ মাআফী যিজইয়ায়ে আহদে আলমগীর, এপ্রিল ১৯২৭
২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মে, জুন ১৯১৭
৩. লাহোর কা এক ফালাকী আলাত সায, মার্চ- ১৯৩৩
৪. হিন্দু কী তালীম মুসলমানূ কে 'আহদ মে, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী-১৯১৮
৫. দুনিয়ায়ে ইসলাম মে যেহনী ইনকেলাব, নভেম্বর-১৯২২
৬. হিন্দুকাশ আলমগীর কে আহদ কী দু আজীব কিতাবেঁ জুন-১৯২৯
৭. হিজায কে কুতুবখানে

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত *মাআরিফ* পত্রিকায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ লেখকদের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ইলমী ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ নিম্নে তুলে ধরা হলো। এর মাধ্যমে এ পত্রিকার গুরুত্ব ও উচ্চমান নির্ণয় করা যায়।

১. ইসলাম আওর হিন্দু মাযহাব কি বায মুশতারিক তালিমাত, মানাযিরে আহসান গিলানী, এপ্রিল ১৯৫২।
২. বাইবেল কুরআন ওয়া হাদীস কী রুশনী মে, মুহাম্মদ উয়ায়েস নাদবী, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪০।
৩. জময়ে ওয়া তাদবীনে কুরআন, সায়্যিদ সিদ্দিক হাসান, জানুয়ার-১৯৬৪।
৪. ফিকহে ইসলামী কা তারীখী পাছ মানজার, মুহাম্মদ তাক্বী আমীনী, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।
৫. ফাসাদে যামানা আওর উমূমে বলভী, মজীবুল্লাহ নাদবী, আগষ্ট-ডিসেম্বর ১৯৬২।
৬. ওয়াকফ আওর ইমাম আবু হানীফাহ, সায়্যিদ ফযলুল্লাহ, জুলাই-১৯৫৪।
৭. জেনায়েত বাওয়াজহে গাফলত, মুহাম্মদ গাউছ, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৫২।
৮. ফালসাফিয়ানাহ ওয়াহদাতুল উজূদ, আব্দুল বারী নাদবী আগষ্ট -১৯২২।
৯. ইসলামী তাছাউফ কা নাযরী ওয়া আমালী পাহলো, গোপী চান্দ নারাং, এপ্রিল ১৯৫৭।
১০. হাকীকতে মারেফত, যুফার আহমদ থানবী, জানুয়ারী ১৯৪৩।
১১. বেখওফ যিন্দেগী, মীর ওলিউদ্দীন, ডিসেম্বর ১৯৫৭।
১২. কুওয়াতে ইমানিয়া আত্তর যুহুরে গায়ব, মীর ওলিউদ্দীন, নভেম্বর- ১৯৫১।

১৩. কুরআন আওর ফালাসাফাহ, মীর ওলিউদ্দীন, ডিসেম্বর ১৯৪৭।
১৪. মালফুযাতে খাজেগানে চিশত, সবাহউদ্দিন আব্দুর রহমান, , নভেম্বর ১৯৬৪
১৫. জাহাংগীর কা ইলমী যাওক, সবাহউদ্দিন আব্দুর রহমান, জুলাই ১৯৩৬।
১৬. মাল ও মাসিয়্যাত, যুফর হুসাইন খান, জুন ১৯৪৭।
১৭. ইরতেকা কা এক নয়া নযরিয়্যা, খাজা আহমদ ফারুকী, ডিসেম্বর ১৯৪৭।
১৮. মাহিয়াতে মাদ্দাহ, আব্দুল বারী নাদবী, ডিসেম্বর ১৯১৮।
১৯. ইশতেরাকিয়্যাত আওর ফুয়ুযাত, আব্দুস সালাম নাদবী, জুন ১৯১৭।
২০. ফালাসাফাহ লি বয়ান, আব্দুস সালাম নাদবী, মার্চ ১৯১৭।
২১. ইসলাম আওর তাকমীলে আখলাক, আব্দুস সালাম নাদবী, মে ১৯৩৩।
২২. ইসলামী তীব কী মুখতাছার তারীখ, আব্দুস সালাম নাদবী, জুলাই-আগষ্ট-১৯৪৭
২৩. মাকালামাতে বরাকলে, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, নভেম্বর-ডিসেম্বর-১৯১৭।
২৪. আকলিয়াত পরস্তি পর এক নজর, মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, নভেম্বর, ডিসেম্বর-১৯৪০।
২৫. ইশরাকিয়্যাত আওর ইসলাম, মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, জুলাই-আগষ্ট-১৯৪৩।
২৬. ইসলাম কা মাআসিয়াতি নিযাম, মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, ফেব্রুয়ারী মার্চ-১৯৪৮।
২৭. হিন্দী ফালাসাফা, বশির আহমদ আহমদ ডার, জুন-১৯৯৩।
২৮. ইসলাম কা আছর ইউরুপ পর, কাজী আহমদ মিয়া আখতার, এপ্রিল-১৯২১।
২৯. মুসলমানো কী হুকুমাত মেঁ গায়রে মুসলিম আকওয়াম, মানাজিরে আহসান গিলানী, জুন ১৯৩০
৩০. আলমে বারযখ, ছানাউল্লা আমারে তুশারী, নভেম্বর-১৯৩৩।
৩১. ইসলামি নযরিয়ায়ে সিয়াসাত, হায়দার যামান সিদ্দিকী, আগষ্ট-১৯৪৬।
৩২. ইসলামী কানূনে উজরাত, মজিবুল্লাহ নাদবী, মে-১৯৬০।
৩৩. ইসলাম মে নেযামে যমীঁদারী, যুফর আহমদ উসমানী, এপ্রিল-জুন-১৯৫৩।
৩৪. তাকবীমে জালালী, ডাক্তার হামীদুল্লা, জুলাই-১৯৪৩।
৩৫. ইসলামী রুসদ খানে, শিববীর আহমদ গওরী, জানুয়ারী-১৯৬৪।
৩৬. মুসলিম ইলমে হাইয়্যাত কা ইজমালী জায়েযাহ, শিববীর আহমদ গওরী, জুন-১৯৬৫।
৩৭. মুসলমানো কা ইলম হিন্দ সে, শিববীর আহমদ গওরী, নভেম্বর-১৯৫৬।
৩৮. আকবারী দাওর কা এক মুজেদ, মইনুদ্দীন ফারুকী, মে-জুন ১৯৩৮।
৩৯. আহদে নববী মে নেযামে তালীম, প্রফেসর হামীদুল্লা, নভেম্বর-১৯৪৮।
৪০. আল্লামা ইবনে আসাকীর, যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, মে-১৯৫৮।
৪১. ইবনুল জারযী, আব্দুল হালীম চিশতী, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫৭।
৪২. মুগল ইয়া মুঙ্গল, শায়েখ এনায়েতুল্লাহ, অক্টোবর- ডিসেম্বর ১৯৪৮।

৪৩. খান্দানে চুগতাইয়াহ, শায়েখ এনায়েতুল্লাহ, অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৪৮।

৪৪. আহদে ইসলামী কা হিন্দুস্তান, রিয়াসাত আলী নাদবী, জুন- ১৯৪৫।

৪৫. খান্দানে তুগলক, সায়ীদ আনাসারী, ডিসেম্বর-১৯১৬।

৪৬. হিন্দুস্তান মে তুপ কি তারীখ, আবু যুফার নাদবী, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-১৯৫০।

৪৭. তাজ মহল কে তররাহ আওর মেমার, আব্দুল্লাহ চুগতায়ী, জানুয়ারী-১৯৩১।

৪৮. হিন্দ আহদে আওরঙ্গযেব মেঁ, নজিব আশরাফ নাদবী, ফেব্রুয়ারী-১৯২৫।

সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত *মাআরিফ* পত্রিকাটিতে প্রসিদ্ধ উর্দু লেখকগণ বহু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. এরতেকায়ে আদাবে উর্দু, মাহদী ইফাদী, ডিসেম্বর-১৯১৭

২. শিবলী সুসাইটি, মাহদী ইফাদী, জুন ১৯১৮

৩. শিবলী কী শায়েরী, মাহবুবুর হরমান কালীম, ডিসেম্বর-১৯১৮

৪. হালী ওয়া শিবলী কী মাআছিরানাহ চশমাহ, মাহদী ইফাদী, এপ্রিল- ১৯১৯

৫. ডক্টর ইকবাল কী উর্দু, মুহাম্মদ যামান, মে ১৯২৮

৬. ইকবাল আওর বরগেসা, আব্দুস সালাম খান, ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল- ১৯৪১

৭. কামালে ইকবাল কী দিক্কাতী, সায়্যিদ আব্দুল্লাহ, মার্চ এপ্রিল ১৯৪৪

৮. ইকবাল-আনা আওর তাখলীক, খাজা আব্দুল হামীদ, নভেম্বর- ডিসেম্বর ১৯৪৪

৯. আযীয লক্ষ্ণৌবী কে কছায়েদ, গোলাম মুস্তফা খান, নভেম্বর-১৯৪৫

১০. ইকবাল কে তাছাউরে খুদী কে মাখায, বাশিরুল হক, ডিসেম্বর -১৯৪৫

১১. ফালাসাফায়ে ইকবাল কা মারকাযী খেয়াল, শওকত সবযওয়ারী, ফেব্রুয়ারী-১৯৪৬

১২. লক্ষ্ণৌ কী যবান, শওকত সবযওয়ারী, ডিসেম্বর-১৯৫১

১৩. ইকবাল আওর নাটশে, আশরত হুসাইন আনোয়ার, জুলাই ১৯৫১

১৪. ইকবাল আওর জেমস ওয়ার্ড, আশরত হুসাইন আনোয়ার, আগষ্ট, নভেম্বর-১৯৫১

১৫. ইকবাল-রুমী আওর রবগুসা, আশরত হুসাইন আনোয়ার, মার্চ- ১৯৫৪

১৬. ইকবাল-রুমী আওর শঙ্কর, আশরত হুসাইন আনোয়ার, জুলাই থেকে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

১৭. মুয়াযানায়ে ইকবাল ওয়া গালিব, আব্দুল গনী, অক্টোবর-১৯৬৩

১৮. মুহসেন কাকুরী কা কালাম, আবুল লাইস সিদ্দিকী, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর-১৯৪১

১৯. মছনবী গুলযারে নাসিম কা মাখায, সায়্যিদ যহুরুল হাসান, আগষ্ট-১৯৪৬

২০. কায়েম চান্দ পুরী কা ইনফেরাদী রঙ্গ, ডক্টর মুহাম্মদ ইরফান, ডিসেম্বর-১৯৬৩

২১. উর্দু শায়েরী মে ইনকেলাব, আব্দুস সালাম নাদবী, জুলাই আগষ্ট-১৯৫৩

২২. আকবর কা সানজীদাহ কালাম, আব্দুস সালাম নাদবী, জুন ১৯১৭

২৩. ইকবাল-সুহাইল মেরী নযর মে, মিয়া এহসান আহমদ, ফেব্রুয়ারী মার্চ- ১৯৫২

২৪. গুবারে খাতের পর এক নযর, ফয়যুর রহমান আযমী, জানুয়ারী-১৯৫৯

২৫. উর্দু কে চান্দ মাযলূম আদীব, আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, আগষ্ট-১৯৬২

২৬. চকবস্ত লক্ষ্মৌবী, কিষাণ পরসাদ কুল, নভেম্বর-১৯৫২

২৭. আশ্রাফ আলী ফাগাঁ, সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৪৮

২৮. উর্দু আদব কী তারীখ কে লিয়ে নাছবুল আইন, হাফীয সায়্যিদ, আগষ্ট-১৯৪৫

২৯. শিফতাহ কা গাইরে মাতবুআহ কালাম, কালবো আলী খান, সেপ্টেম্বর-১৯৫৪

৩০.তাসকীন আওর উস কা কালাম, আবেদ রেযা বেদার, জানুয়ারী-১৯৫৩

৩১. গালিব কা সিক্কাহ শের, খাজাহ আহমদ ফারুকী, নভেম্বর-১৯৩০

৩২. খোবচান্দ যাকা আওর গালিব, খাজাহ আহমদ ফারুকী, অক্টোবর-১৯৩০

৩৩. আল হিলাল কা মুতাআলাহ, সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন, জুন-১৯৫৮

৩৪. মাওলানা আবুল কালাম, রশীদ আহমদ সিদ্দিকী, ডিসেম্বর-১৯৫৮[২১]

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ উর্দু সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো মাআরিফ পত্রিকায় ছাপানোর মাধ্যমে সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত মাআরিফ পত্রিকার সাহিত্যমান, উচ্চমান ও গুরুত্ব উপলব্দি করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। তৎকালীন মাসিক আননাদওয়া, মাআরিফ, আলহিলাল প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতে লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতার ময়দানে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মাও. আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *নবী চিরন্তন* (মূল-খুৎবাতে মাদ্রাজ, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী) প্রকাশক:দেওয়ান আব্দুল কাদের, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা ১৯৭৫,পৃ. ১১

২. ড. সায়্যিদ মুহাম্মদ হাশেম, *সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: হায়াত আওর আদাবী কারনামে*, শুবায়ে উর্দু, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়, ১৯৯৫, পৃ. ৩২৫,

৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭

৪. পুর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮-৩২৯

৫. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, *আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: শখসিয়্যাত ওয়া আদাবী খিদমাত*, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৭৯, পৃ. ৩৩৬

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮

৯. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক জালীস নাদবী, *তারীখে নাদওয়াতুল 'উলামা*, মাজলিসে সাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ, ২০১৪, খ. ১ম, পৃ. ৩১২

১০. মাও. সালমান নাসীম নাদবী, আলহেলাল কী ইদারাত আওর নাদবী ফুযালা, *তামীরে নূ* (বিশেষ সংখ্যা- ২০০৮-২০০৯), সম্পাদক: তারিক সফীক নাদবী, পৃ. ২৫

১১. পূর্বোক্ত পৃ. ২৫

১২. ড. মুহাম্মদ নাইম সিদ্দিকী, পৃ. ৩৪৯

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০

১৪. মাও. সালমান নাসীম নাদবী, পৃ. ২৫

১৫. ড. শাবাব উদ্দীন, *আব্দুস সালাম নাদবী কী আদাবী খিদমাত*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ৫৬

১৬.ড. মুহাম্মদ নাইম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৮

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৮

১৮. শায়খ মুহাম্মাদ আতাউল্লা, *ইকবাল নামাহ*, খ. ১, চিঠি নম্বর ৪, প্রকাশক শায়খ মুহাম্মাদ আশরাফ, তাজেরে কুতুব, কাশমীরী বাজার, লাহোর, পৃ. ৮০

১৯. ড. মুহাম্মদ নাইম সিদ্দীকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৮২

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৮২

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর সাংবাদিকতা

নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্রদের মাঝে যারা উর্দু সাংবাদিকতায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী অন্যতম। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার জীবনের পুরো সময়টা শুধু লেখালেখির মধ্যেই কেটেছে। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ইতিহাসবিদ, জীবনীকার, প্রবন্ধকার, কবি, সাহিত্যিক ও একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। তিনি যেমনিভাবে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তেমনিভাবে সাংবাদিকতার ময়দানেও অবিরত কলম চালিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে নাদয়াতুল 'উলামার মুখপাত্র মাসিক আন-নাদওয়া পত্রিকা ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত পত্রিকা আল-হিলালে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সাংবাদিকতার ময়দানে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[১]

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী যখন দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামায় লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আল্লামা শিবলী নুমানী অন্যান্য বিশেষ ছাত্রদের সাথে আব্দুস সালাম নাদবীর প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখতেন। আল্লামা শিবলী নুমানীর সুদৃষ্টি ও বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণে আব্দুস সালাম নাদবী সাহিত্যের ময়দানে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনিতেই আব্দুস সালাম নাদবী লেখাপড়া ও সাহিত্য পাঠে দারুণ মনযোগী ছিলেন সেখানে আল্লামা শিবলীর মতো একজন ব্যক্তিত্বের সুদৃষ্টি, তত্ত্বাবধান ও প্রভাব আব্দুস সালাম নাদবীর যোগ্যতা ও মেধাকে আরো শাণিত করে তুলেছিল।[২]

আব্দুস সালাম নাদবী ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নাদওয়াতুল 'উলামায় লেখাপড়াকালীন আব্দুস সালাম নাদবী একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি দেখে শিবলী নুমানী এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি তাকে পাঁচ রুপি পুরস্কার প্রদান করলেন। মাওলানা সায়্যিদ আনসারীর মতে, নাদওয়াতুল 'উলামার তৎকালীন ইতিহাসে আব্দুস সালাম নাদবীই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রবন্ধ লিখে আল্লামা শিবলী থেকে পুরস্কার নিয়ে বিরল সম্মান অর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, আল্লামা শিবলী নুমানী এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, ১৯০৬ সালে *আন-নাদওয়া* পত্রিকায় কোনরূপ সংশোধনী ছাড়াই প্রবন্ধটি ছাপিয়ে দেন এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাহদী আফাদীকে ১৯০৬ সালের একটি চিঠিতে এই বলে বিষয়টি অবহিত করেন যে, 'আমাদের এই নাদওয়াতে আব্দুস সালাম এমন এক উপযুক্ত ছেলে যে, সে আমাদের খালি হয়ে যাওয়া যে কোন শুণ্য চেয়ারে বসার উপযুক্ত'।[৩]

১৯০৬ সালে মাহদী আফাদীকে লেখা আরো একটি চিঠিতে আব্দুস সালাম নাদবী সম্পর্কে আল্লামা শিবলী এই বলে মন্তব্য করেন যে, 'আব্দুস সালাম খুবই উপযুক্ত একজন ব্যক্তি যিনি লেখক হতে পারবেন। ইংরেজী খুব একটা জানেনা তবে ইংরেজী শিখতেছে, নাদওয়া এই ধরনের আলোকিত ব্যক্তিদের জন্ম দিচ্ছে'।[৪]

আল্লামা শিবলী নুমানী আব্দুস সালাম নাদবীর যোগ্যতা ও মেধাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর এ কারণেই তিনি তাকে ১৯১০ সালের মার্চ মাসে নাদওয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক *আন-নাদওয়া* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বানিয়ে দেন।[৫]

আল্লামা সুলায়মান নাদবী যখন *আল-হিলাল* পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিয়ে পোনায় অবস্থিত ফরগৌমান কলেজে ফার্সীর প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন তখন এ শুণ্য পদ পূরণের জন্য একজন দক্ষ লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এ সময় মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীকেই বেছে নিলেন, কারণ তিনি আব্দুস সালাম নাদবীর যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাছাড়া আবুল কালাম আযাদ যখন *আন-নাদওয়া* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন আব্দুস সালাম নাদবীও এ পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। এই সুবাদে তখন থেকেই উভয়ের মাঝে একটা সু-সম্পর্ক তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সার্বিক দিক থেকে আব্দুস সালাম নাদবীকেই *আলহিলাল* পত্রিকার জন্য উপযুক্ত মনে করলেন এবং তার সম্পর্কে আল্লামা শিবলীর নিকট আবেদন করলেন। আল্লামা শিবলীও সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী *আল-হিলাল* পত্রিকায় ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি হচ্ছে 'আল-ইতিসাম ফিল ইসলাম' যা পাঠক সমাজে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ লেখাটি নাদওয়াতুল 'উলামায় আন্দোলন চলাকালীন ছাত্রদের মতামত তুলে ধরেছিল। মাওলানা শিব্বির আহমাদ উসমানী আল-হিলালের কয়েকটি সংখ্যায় 'আলমুরাসালা ওয়াল মুনাজারা' শিরোনামে উক্ত লেখার প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীও একই শিরোনামে শাব্বির আহমাদ উসমানীর উক্ত লিখনির উপযুক্ত জবাব প্রদান করেন।[৬]

আলহিলাল পত্রিকায় আব্দুস সালাম নাদবী বহু প্রবন্ধ লিখেন, কিন্তু তার প্রবন্ধগুলো চিহ্নিত করা যায়নি। কারণ হচ্ছে, *আল-হিলাল* পত্রিকায় যে সকল কলামিস্টগণ নিয়মিত লিখতেন তাদের কারো নামই পত্রিকায় উল্লেখ থাকতো না। আল হিলাল পত্রিকার নিয়ম ছিল, লেখকের নাম উল্লেখ থাকবেনা। সম্ভবত এ কারণেই আল্লামা শিবলী একটি চিঠিতে আব্দুস সালাম নাদবীকে লিখেছিলেন যে, 'তুমি *আল হিলাল* পত্রিকায় যাও, কোন সমস্যা নেই, তবে তুমি এ পত্রিকায় যা কিছু লিখ তার সাথে

তোমার নাম উল্লেখ করে দিও, নতুবা তোমার যোগ্যতা সকলের সামনে গোপন থাকবে এবং পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যাবে আর ভবিষ্যত উন্নতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে।[৭]

আব্দুস সালাম নাদবী তৎকালীন যে সকল পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *ওকীল* (আমরে তুষার), *আল-হিলাল* (কলিকাতা), *যিল্লে সুলতান* (ভূপাল), *আন-নাদওয়া* (নাদওয়াতুল 'উলামা), *মায়ারিফ* (দারুল মুছান্নিফীন) ইত্যাদি। এ সকল পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর মাঝে শুধুমাত্র *আন-নাদওয়া* ও *মায়ারিফ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।[৮]

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রকাশিত *আন-নাদওয়া* পত্রিকায় আব্দুস সালাম নাদবীর প্রায় ৪৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নরূপঃ

১. শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহরোয়ার্দী, মে ১৯০৬
২. ইরান কা কদীম খত, জুন ১৯০৬
৩. ইমাম মুসলিম, নভেম্বর ১৯০৬
৪. ছহীহ মুসলিম, জানুয়ারী ১৯০৭
৫. যাকাত, অক্টোবর ১৯০৮
৬. রোহবানিয়্যাত আওর ইসলাম, এপ্রিল ১৯০৯
৭. শায়খুল আশরাফ আওর উন কা ফালাসাফা, মার্চ ১৯১০
৮. ইসলাম ইসায়ী মামালেক মে, এপ্রিল ১৯১০
৯. শুকরিয়াহ ওয়া মা'যেরাত, এপ্রিল ১৯১০
১০. মুসলমানো কী জুগরাফিয়ায়ী তাহক্বিক্বাত, মে ১৯১০
১১. তাতবীকে মাযহাব আওর সাইন্স, জুন ১৯১০
১২. কদীম আরাবী মাদারেস কী ইসলাহ তুর্কী মেঁ, জুলাই ১৯১০
১৩. জাদীদ মা'লুমাত কদীম কিতাবো মেঁ, সেপ্টেম্বর ১৯১০
১৪. মাযহাব আওর আকল, অক্টোবর ১৯১০
১৫. ইটালী আওর উলূমে ইসলামিয়াহ, ডিসেম্বর ১৯১০
১৬. মাসআলায়ে ইরতেক্বা, অক্টোবর ১৯১১
১৭. ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন আওর ইউরোপ, এপ্রিল ১৯১১
১৮. মাসআলায়ে ইরতেক্বা আওর হুকামায়ে ইসলাম, সেপ্টেম্বর ১৯১১
১৯. বারাকাতে আসমানী আওর কুরআন মাজীদ, মে ১৯১২
২০. ইয়াদ গারে সালফ, জানুয়ারী ১৯১১[৯]

দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত ‘*মাআরিফ*’ পত্রিকায়ও আব্দুস সালাম নাদবীর প্রায় দুইশতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নরুপ:

১. জঙ্গ আওর আখলাক, সেপ্টেম্বর **১৯১৬**

২. মাসজিদে নববী, অক্টোবর, **১৯১৬**

৩. খোলাফায়ে আব্বাসিয়া আওর ফরিযায়ে ইশায়েতে ইসলাম, নভেম্বর **১৯১৬**

৪. দিওয়ানে হাসরত, মার্চ **১৯১৭**

৫. ইসলামী ইয়াতিম খানে, আগস্ট **১৯১৭**

৬. মছনবী খাব ওয়া খেয়াল, অক্টোবর **১৯১৭**

৭. কিয়া ইনসান কি ইজতেমায়ী যিন্দেগী তারাক্কী কার রাহীহে, নভেম্বর **১৯১৭**

৮. তারীখে আখলাকে ইউরোপ, মার্চ **১৯১৮**

৯. মুসলমানানে রুস, মে **১৯১৮**

১০. তাতারী মুসলমান আওর তালীমে ‘আরাবী, জানুয়ারী **১৯১৯**[১০]

তথ্যসূত্র:

১. ড. শাবাব উদ্দীন, *আব্দুস সালাম নাদবী কী আদাবী খিদমাত*, শিবলী ন্যাশনাল পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, আযমগড় (ইউপি), প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, পৃ. ৬

২. ড. শাবাব উদ্দীন, পৃ. ২৬

৩. মাকাতীবে শিবলী, *শিবলী নুমানী*, ২য় খণ্ড, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, ১৯৭১, পৃ. ২০৮

৪. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী, *হায়াতে সুলায়মান*, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬

৫. ড. শাবাব উদ্দীন, পৃ. ২৭

৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *দারুল উলূম নাদওয়াতুল ‘উলামা: ঐতিহ্য ও অবদান*, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১০৮

৭. ড. শাবাব উদ্দীন, পৃ. ৫৩

৮. ড. শাবাব উদ্দীন, পৃ. ৩০৩

৯. ড. শাবাব উদ্দীন, পৃ. ৩০৩-৩০৫,

১০. ড. শাবাব উদ্দীন, পৃ. ৩০৫-৩০৬,

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সাংবাদিকতা

নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম সদস্য হলেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী যিনি উর্দু সাংবাদিকতায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তৎকালীন সময়ে যে সকল আহলে কলমগণ সাংবাদিকতার ময়দানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যেমন, মাওলনা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা যুফার আলী খাঁন, হাছরত মুহানী, আব্দুল মাজীদ সালেক মুন্সি, দয়া নারায়ণ নিগাম প্রমূখ ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীও উর্দু সাংবাদিকতার ময়দানে নিজের জন্য একটি শক্ত অবস্থান তৈরী করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১]

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সাংবাদিকতার সূচনা হয় ১৯০৪ সালে 'আওধ আখবার' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে। এ সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর।

তৎকালীন সময়ের নামী দামী উর্দু পত্রিকা যেমন- *আওধ আখবার*, *রিয়াযুল আখবার*, *মাসিক আছরে জাদীদ*, *আন-নাদওয়া*, *আল-বাশীর*, *মাসিক আন-নাযীর*, *আদীব* প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। এছাড়াও লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা হামদম, বিরজ নারায়ান চকবসত এর মাসিক *ছুবহে উমীদ* এবং সুলায়মান নাদবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক *মাআরিফ* প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতেও নিয়মিত লিখতেন। শুধু তাই নয় তৎকালীন সময়ের কয়েকটি পত্রিকা বিশেষ করে মাসিক *মাআরিফ* পত্রিকায় তার নিয়মিত কলাম লিখার জন্য একটি স্থানও নির্ধারিত ছিল।

তিনি উর্দু পত্রিকাগুলো ছাড়া বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকা যেমন আইডিটি, এডুকেট, নেচার, সেটারডে রিভিউ, মর্ডান রিভিউ, ইন্ডিয়ান রিভিউ, থিয়োসোফিস্ট, ইন্ডিয়ান পোষ্ট প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতেও ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখতেন।[২]

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী সাংবাদিকতার ময়দানে বেশী অবদান রাখেন 'সাচ' পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এ পত্রিকাটিতে প্রথমে জুফারুল মূলকের সাথে যৌথভাবে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তিতে জুফারুল মূলক 'সাচ' পত্রিকা থেকে চলে গেলে আব্দূল মাজেদ দরিয়াবাদী একাই পূর্নাঙ্গরূপে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মূলত এই 'সাচ' পত্রিকার মাধ্যমেই আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী সাংবাদিকতার জগতে এক অনন্য ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। 'সাচ' পত্রিকার মাধ্যমে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতেন। পরবর্তীতে কোন এক কারণে 'সাচ' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী শিরোনাম পরিবর্তন করে 'সিদক' নাম দিয়ে পত্রিকাটি চালু করেন। কিছু দিন পর 'সিদক' পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে গেলে তিনি

আবারো শিরোনাম পরিবর্তন করে ‘সিদকে জাদীদ’ নাম দিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পরিশেষে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী ‘সিদকে জাদীদ’ পত্রিকাটিকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত চালু রাখেন যা ছিল তার সাংবাদিকতার জীবনের এক বিশাল সফলতা।[৩]

আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী এই পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় ‘সাচ্চী বাতী’ শিরোনামে একটি কলাম লিখতেন। এই কলামটি উপমহাদেশের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলোতেও এখান থেকে কলামটির নকল কপি নিয়ে প্রকাশ করা হতো।[৪]

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সাংবাদিকতার জগতে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির সময়টা হচ্ছে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ‘সিদকে জাদীদ’ পত্রিকার মাধ্যমে।[৫]

নিজস্ব পত্রিকা ছাড়াও আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী আরো যে সকল উর্দু পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্রিকা হচ্ছে আন-নাযের, আন-নাদওয়া, আদাবী যামানাহ, ছুবহে উমীদ, মাআরিফ, সাচ, সূফী, সিদক, সিদকে জাদীদ, নুকূস আল মিমবার ইত্যাদি।

নিম্নে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ পত্রিকার নামসহ উল্লেখ করা হলো:

১. আল কালাম মুআল্লিফায়ে মাওলানা শিবলী পর তানকীদী নযর, *আন-নাজের*, ১ মার্চ ১৯১০
২. তামাদ্দুন, *আন-নাদওয়া*, জুন ১৯১১
৩. এসতেমরারে মাদ্দাহ আওর ডাক্তার লিহান, *আদীব*, অক্টোবর ১৯১৬
৪. আদত কা ফালাসাফাহ আওর উনকী আহমিয়াত, *আদীব*, মার্চ ১৯১৩
৫. ইছলাহে নিযামে তালীম, *যামানাহ*, মার্চ ১৯১৯
৬. হুকুমাত কি মুদাখালাত আওর উসকে হুদূদ, *ছুবহে উমীদ*, নভেম্বর ১৯১৯
৭. কওমিয়্যাত ওয়া ইনসানিয়্যাত, *যামানা*, নভেম্বর ১৯২০
৮. মাসআলায়ে ইরতেকা আওর হুকামায়ে ইসলাম, *মাআরিফ*, জুন ১৯২১
৯. গুলামো কী ঈদ, *সাচ*, ২০ মার্চ ১৯২৫
১০. যিন্দেগী, *সাচ*, মে ১৯২৫
১১. আখোঁ কী ঠাণ্ডাক, *সাচ*, ৯ অক্টোবর ১৯২৫
১২. বিহার কা মওসুম, *সাচ*, ২ এপ্রিল ১৯২৬
১৩. ইসলাম হারীফূকী নযর মে, *সাচ*, ২ আগস্ট ১৯২৬
১৪. যিন্দাহ দিলো কী হাসরত নছীবী, *সাচ* ১৭ জানুয়ারী ১৯৩৭

১৫. মাযহাব পর কানূন কা তাযাহ হামলা, *সাচ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৯
১৬. উযরে গুনাহ, *সাচ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৯
১৭. আমরে আযীম, *সাচ* ৬ জানুয়ারী ১৯৩৩
১৮. তালবীস কী এক মেছাল, *সাচ*, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩
১৯. আপনূ কা গেলাহ, *সাচ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৩
২০. রাহে আমল, *সিদক*, ১৭ অক্টোবর ১৯৪৭
২১. অহী ওয়া নাজাত, *সিদকে জাদীদ*, ২৩ মার্চ ১৯৪৪
২২. সীরাতে নববী পর এক সুয়াল, *সিদকে জাদীদ*, ২৩ মার্চ ১৯৫৪
২৩. মুহলেকে মুতালাবাহ, *সিদকে জাদীদ*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪
২৪. মেরী যিন্দেগী কা আলমিয়াহ, *সিদকে জাদীদ*, ২১ অক্টোবর, ১৯৫৮
২৫. ইমান কা সওদা, *সিদকে জাদীদ*, ১১ নভেম্বর ১৯৬০
২৬. ইসলাম পর মুস্তাশরিকীন কী নযরে করম, *সিদকে জাদীদ*, ২৫ অক্টোবর, ১৯২৩[৬]

উল্লেখিত প্রবন্ধ ছাড়াও আরো অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী সাংবাদিকতার ময়দানে এক অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. সলীম কুদওয়ায়ী, *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী*, সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৪০
২. ড. তাহসীন ফেরাকী, *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী আহওয়াল ওয়া আছার*, ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর, ১৯৯৩, পৃ. ৬৬৫
৩. সলীম কুদওয়ায়ী, পৃ. ৩৯
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৫. মুফতী আতাউর রহমান, *মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীঃ খেদমাত ওয়া আছার*, শাহ ওলিউল্লাহ ইনস্টিটিউট, নয়া দিল্লি, ২০০৬, পৃ. ২০৮
৬. ড. তাহসীন ফেরাকী, *মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীঃ কিতাবিয়াত*, মুকতাদিরাহ কওমী যবান, ইসলামাবাদ, ১৯৩১, পৃ. ১৯-২২

শাহ মুঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবীর সাংবাদিকতা

নাদওয়াতুল 'উলামার অন্যতম একজন ছাত্র হলেন শাহ মুঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী। যিনি মাধ্যমিক স্তর থেকে নিয়ে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সবগুলো ক্লাসই নাদওয়াতুল 'উলামাতেই সমাপ্ত করেছেন। মাওলানা হাফীজুল্লাহ নাদবী, মাওলানা হায়দার হাসান টুংকি, মাওলানা আব্দুর রহমান নিগ্রামীর মত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সংশ্রবে থেকে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও সাহিত্যে যোগ্যতার উচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন। তার এই যোগ্যতার কারণেই ১৯২৪ সালে আল্লামা সুলায়মান নাদবী তাকে দারুল মুছান্নিফীনের মত যায়গায় লেখকদের সমাবেশে অন্তর্ভূক্ত করে নেন। নাদওয়াতুল 'উলামায় থাকাকালিন গড়ে উঠা তার যোগ্যতাকে সুলায়মান নাদবী আরো শাণিত করে তোলেন। শাহ মুইন উদ্দীন নাদবী দারুল মুছান্নিফীনে এসে প্রথমে ছোট ছোট প্রবন্ধ ও রচনা লিখে লেখালেখির জগতে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন। এরপর আস্তে আস্তে বড় বড় গ্রন্থ রচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এমন কি সুলায়মান নাদবী তাকে দারুল মুছান্নিফীন কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ রচনাকারী দলের অর্ন্তভূক্ত করে তাকে কয়েকটি উচ্চমানের মূল্যবান গ্রন্থ রচনার সুযোগ করে দেন। ১৯৫০ সালে সুলায়মান নাদবী পাকিস্তান চলে গেলে মুঈনউদ্দিন আহমাদ নাদবী দারুল মছান্নিফীনের নাজেম নিযুক্ত হন।[১]

দারুল মুছান্নিফীনের দায়ীত্ব গ্রহণের পর সেখান থেকে প্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী ইলমী, সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক পত্রিকা *'মাআরিফ'* এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।[২] *মাআরিফ* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর পত্রিকার সুনাম, সুখ্যাতি ও সাহিত্যমান বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

মাআরিফ পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই কলামটিতে মূল্যবান ও উচ্চমান সম্পন্ন প্রবন্ধ লেখা হতো।

সুলায়মান নাদবীর পর শাহ মুঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবীও তিন বছর পর্যন্ত এই কলামটিতে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে থাকেন।

মাআরিফ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় শাহ মুঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী যে সকল প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. তাদবীনে কুরআন, মে ১৯৫০
২. ফাহমে কুরআন কে উসূল ওয়া সরায়েত, আগষ্ট-ডিসেম্বর ১৯৪০
৩. মাযাহেরে কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

৪. ইনকারে হাদীস, মে জুন ১৯৩৩
৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাদিঃ) পর গুস্তাখানা জরাহ, মে-জুন ১৯৩১
৬. তরজমানুস সুন্নাহ, জিলদে চাহারম, আগষ্ট ১৯৬৯
৭. আওকাতে নামায, হযরত ইবনে আব্বাস পর ইলযাম কা জওয়াব, নভেম্বর ১৯৩১
৮. মযমু'য়ায়ে কাওয়ানীনে ইসলাম, নভেম্বর ১৯৬৯
৯. আতরাফিয়াহ, জানুয়ারী ১৯৩২
১০. শু'লায়ে তূর, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩২
১১. মুস্তাসরিকীন কে মুতা'আল্লেক দু মুতাযাদ রায়ে, এপ্রিল ১৯৩৪
১২. তাবে'য়ীন আওর উন কে ইলমী ওয়া মাযহাবী কারনামে, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৬
১৩. মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, জানুয়ারী ১৯৫৭
১৪. ইসলাম মে দোসরে মাযাহিব আওর আহলে মাযাহিব কী ওয়াহদাত কা মাকছাদ, জুলাই ১৯৪৯
১৫. তারীখে আফকার ওয়া সিয়াসাতে ইসলামী, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪।
১৬. কালচার কী ওয়াহদাত কা মাকছাদ, জুলাই ১৯৪৯
১৭. ইমাম তিরমিযী আওর উন কী জামে', জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩
১৮. কা'আব বিন যুবায়ের, আগষ্ট ১৯৪৩
১৯. উর্দু যবান কী লিসানী, ইলমী আওর তামাদ্দুনী আহমিয়াত, ডিসেম্বর ১৯৫১, জানুয়ারী ১৯৫২
২০. সুহাইল মরহুম আওর না'তে নববী, নভেম্বর ১৯৫২
২১. ইকবাল কী তা'লিমাত পর এক নযর, জানুয়ারী ১৯৭৬
২২. কিয়া ইকবাল ফেরকাহ পুরুস্ত থে, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫০
২৩. ইনসানী 'আযমত ওয়া শার্‌ফ, জুলাই ১৯৬৫

তথ্যসূত্রঃ

১. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আল-আযমী, *শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী হায়াত ওয়া খিদমাত*, আদাবী দায়েরাহ, আযমগড় (ইউপি) ২০০৭, পৃ. ৩৯
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

সপ্তম অধ্যায়

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

১. আননাদওয়া

২. তামীরে হায়াত

আননাদওয়া الندوى

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রকাশিত সর্ব প্রথম পত্রিকা হচ্ছে *আননাদওয়া*। এটি একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা। আল্লামা শিবলী নুমানী ও মাওলানা হাবিবুর রহমান শেরওয়ানীর হাতে ১৯০৪ সনে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯১২ পর্যন্ত *আননাদওয়ার* প্রথম যুগ বিবেচনা করা হয়। এ সময় পর্যন্ত মাও. শিবলী ও হাবিবুর রহমান শিরওয়ানী এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কিছু দিনের জন্য নাদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব *আননাদওয়ার* সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯১৬ সাল পর্যন্ত *আননাদওয়ার* সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন মাও. একরামুল্লাহ খান সাহেব। এটি *আননাদওয়ার* দ্বিতীয় যুগ। ডিসেম্বর ১৯২২সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ২২ বছর পর জানুয়ারী ১৯৪০ সালে মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী ও মাওলানা আব্দুস সালাম কুদওয়ায়ী নাদবী খুব আগ্রহ ও গুরুত্বের সাথে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পরিশেষে ১৯৪২ সালে পত্রিকাটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।[১]

আননাদওয়া একটি ইলমী ও তাত্বিক জ্ঞান সমৃদ্ধ পত্রিকা, পত্রিকাটি আদর্শ ইসলামী সাংবাদিকতার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। নাদওয়াতুল 'উলামার লক্ষ্য যেহেতু যুগের চাহিদা অনুসারে প্রত্যেক যুগের প্রচলিত পন্থায় ইসলামী চিন্তাধারা পেশ করা তাই শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য এ পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। এতে ইসলামী শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষার নতুন ও পুরাতন ধারার বিশ্লেষণ ও ভারসাম্য স্থিরকরণ এবং আরবী পাঠ্যসূচী সংস্কারের উপর গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। *আননাদওয়া* পত্রিকাটি বিশেষ করে নবীন তরুণ আলিম ও তালেবে ইলমদেরকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। 'উলামায়ে কিরামদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করেছে, তাদের চিন্তা চেতনায় বিপ্লব তৈরী করেছে। কলামিষ্টগণ তাদের লিখন পদ্ধতি ও বর্ণনাশৈলীতে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন। মুসলমানদের জন্য তারা গবেষণামূলক অনেক বিষয় উপস্থাপন করেছে। যা শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।[২]

মাওলানা ডেপুটি নযীর আহমদ *আননাদওয়া* পত্রিকার লেখার প্রশংসা করে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে পত্র লিখেছিলেন এবং তার প্রশংসামূলক কয়েকটি আরবী কবিতাও লিখেছিলেন যার সারমর্ম হচ্ছে:-

لوگ کہتے ہیں فضل وکمال اگلوں کا حصہ تھا۔ مگر میں نے جب الندوۃ کے صفحے دیکھے تو پایا کہ فضل وکمال پچھلوں کا حصہ ہے۔[৩]

> অনুবাদ: “মানুষ বলে যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব পূর্বসূরীদের জন্য। কিন্তু আমি *আননাদওয়ার* পৃষ্ঠায় নজর বুলিয়ে দেখতে পেলাম, যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব উত্তরসূরীদের জন্য।”

উর্দু সাংবাদিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র মাও. আবুল কালাম আযাদ, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, একরামুল্লা খান নাদবী, আব্দুর রহমান নিগ্রামী নাদবী, জিয়াউল হাসান আলী নাদবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইলমী দুনিয়ায় *আননাদওয়া* পত্রিকার মাধ্যমেই খ্যাতি অর্জন করেছেন।[৪]

সে যুগে নাদওয়াতুল ‘উলামার যে সকল ছাত্র লেখালেখি ও সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের লেখার সূচনা *আননাদওয়া* পত্রিকা দিয়েই শুরু হয়েছিল। ‘মাছাহেফে আরবাআহ’ (তথা কুরআনের যে সকল হাতের লেখা কপিগুলো সর্বসাধারণের পাঠের জন্য ওসমান (রাজিঃ) চারজন গভর্ণরের নিকট পাঠিয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে জিয়াউল হাসান আলী নাদবীর একটি জ্ঞানগর্ভ লেখা তার ছাত্র অবস্থায় *আননাদওয়া* পত্রিকায় (১৩২৩ হিজরী, সফর সংখ্যা) প্রকাশিত হয়, মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে আল্লামা শিবলী নু'মানীকে এক চিঠিতে লিখেন।

> سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ دار العلوم نے اپنی تعلیم کا نہایت عمدہ نمونہ پیش کیا ہے-
> فبا ۔۔ رک اللہ فیہا وفی طلبہ یہا وفی ، ی علمیہا- مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ عربی کی کامل تعلیم اور
> انگریزی کی بقدر ضرورت تعلیم ہماری قوم میں ایسے لائق مضمون نگار اور مصنف پیدا کرے گی کہ
> محض انگریزی تعلیم آج تک ویسا ایک بھی پیدا نہیں کر سکی-[৫]
>
> অনুবাদ: খুবই আনন্দের বিষয় যে, দারুল উলূম স্বীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উত্তম নমুনা পেশ করেছে। আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিষ্ঠান, এর ছাত্র ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বরকত দান করুক। আমি শুধু আশা করছি না, বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আরবীর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও ইংরেজীর প্রয়োজন মত শিক্ষা আমাদের কওমের মধ্যে এমন যোগ্য লেখক তৈরী করবে যে, শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষা এখনো পর্যন্ত এমন একজনও তৈরী করতে পারেনি।

মাও: আবুল কালাম আযাদ *আননাদওয়া* পত্রিকাটিকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতেন। তিনি তার *লিসানুস সিদক* সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় *আননাদওয়ার* লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেনঃ

> الندوہ یعنی مجلس ندوۃ العلماء کا ماہوار علمی رسالہ جس کا مقصد علوم اسلامیہ کا احیاء، تطبیق معقول
> ومنقول اور علوم قدیمۃ وجدیدہ کا موازنہ ہے، جمادی الاولی سنہ ۱۳۲۲ھ سے شائع ہو گیا۔ اس کے ایڈیٹر
> شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی اور مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی-[৬]

> অনুবাদ: আন-নাদওয়া তথা নাদওয়াতুল 'উলামার মাসিক ইলমী পত্রিকা ১৩২২ হিজরীর জুমাদাল উলা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানকে সজীব করা, কুরআন হাদীছ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা। পত্রিকাটির সম্পাদক সামছুল ওলামা মাওলানা শিবলী নুমানী ও মৌলবী হাবিবুর রহমান শিরওয়ানী।

তৎকালীন সময়ে *আননাদওয়া* পত্রিকাটি এতটাই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, *আননাদওয়া*তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা প্রবন্ধকারের যোগ্যতার সনদ হয়ে যেত, সেখানে যদি অসংখ্য লেখনি প্রকাশ পায় তাহলে তো কথাই নেই। আর এ কারনেই মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে মার্চ ১৯০৬ পর্যন্ত *আননাদওয়া* পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এটাকে তিনি গৌরব মনে করেছেন, অথচ তখনও তিনি ছিলেন *আহসানুল আখবার* (প্রতিষ্ঠা- জানুয়ারী, ১৯০২ ইং) এবং *লিসানুস সিদক* (প্রতিষ্ঠা নভেম্বর- ১৯০৩ ইং) পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক।[৭]

আবুল কালাম আযাদ *আননাদওয়া* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে ইলমী দুনিয়ায় এতটা পরিচিত হননি। কিন্তু *আননাদওয়া* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর *আননাদওয়ায়* লিখিত তার প্রবন্ধগুলো তাকে এতটাই জনপ্রিয় করে তোলে যে, সাংবাদিকতার ময়দানে চতুর্দিক থেকেই তার ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। [৮]

আননাদওয়া পত্রিকায় আবুল কালাম আযাদের প্রথম প্রবন্ধ 'মুসলমানো কা যখীরায়ে উলূম আওর ইউরোপ' ১৯০৫ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ হয়। এরপর 'আলমারআতুল মুসলিমাহ' নামে আরেকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে *আননাদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে। এ ছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ এ পত্রিকায় লিখেন।

আননাদওয়া পত্রিকার মাধ্যমে সমাজে যে ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. নবীন শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলামের ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছে।

২. 'উলামায়ে কিরামকে নতুন নতুন সৃষ্ট সমস্যাবলীর সাথে পরিচিত করেছে।

৩. আরবী পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে পুরাতন ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছে।

৪. ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে বিধর্মীদের ছুড়ে দেয়া নানাবিধ আপত্তি-অভিযোগের জবাব দিয়েছে।

৫. জাতির মাঝে নাদওয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচার করেছে।

৬. পাঠ্যসূচি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছে। [৯]

'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আননাদওয়া সম্পর্কে লিখেন-

اس رسالہ نے شاید سینکڑوں برس کے بعد علماء کی سطح جامد میں حرکت پیدا کی تھی-اب تک علماء
کے تحقیقاتی مسائل منطق، عقائد اور فقہ کے چند ایسے مسائل قرار پائے ہوئے تھے جن پر گو بہت
کچھ لکھا جا چکا تھا پھر بھی جو آتا تھا وہ انہی کو دہرا دہرا کر اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتا تھا منطق
اور فلسفہ کی بعض درسی کتابوں کی شرحیں لکھنا-حاشئے لکھنا-غیر مفید مناظرانہ رسائل تالیف کرنا
یہ علماء کے مشاغل حالانکہ-زمانہ کا رخ ادھر سے ادھر پھر چکا تھا اور حالات اسلام اور علوم
اسلامیہ کی خدمت کے کچھ اور ہی ضروریات واعلل پیدا تھے-الندوہ کا بڑا فیض یہ ہے کہ
اس نے علمائے کرام کے خیالات میں انقلاب پیدا کیا-اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ علماء کے سامنے
جدید مباحث کا دروازہ کھلا-اسلام اور علوم اسلامیہ کی خدمت کے نئے طریقے ان کو نظر آئے،
زبان و بیان کی انداز اور پیرائے معلوم ہوئے اور جو اس کو پسند کرتے تھے وہ بھی اور جو نہیں پسند
کرتے تھے وہ بھی اس کو پڑھ کر اس کے مطابق لکھنے کی کوشش کرنے لگے-[১০]

অনুবাদ: এই পত্রিকাটি সম্ভবত হাজার বছর পর ‘উলামা সমাজে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এতদিন পর্যন্ত “উলামাদের গবেষণার বিষয় ছিল মানতিক, আকাইদ ও ফিক্‌হার এমন কিছু মাসআলা যা নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এরপরও যা লেখা হতো তা পূর্বের লিখিত বিষয়কেই বারবার লিখে নিজ ও অন্যের সময় নষ্ট করা হত। মানতিক এবং ফালাসাফার কিছু পাঠ্য বইয়ের ব্যাখ্যা লেখা, টিকা লেখা, অপ্রয়োজনীয় যুক্তি বিদ্যার গ্রন্থ রচনা করা এ জাতীয় কাজে ‘উলামাগণ ব্যস্ত ছিলেন, অথচ যুগ চাহিদা এদিক থেকে ওদিক পরিবর্তিত হচ্ছিল। সময়ের প্রেক্ষাপট ইসলাম এবং উলূমে ইসলামিয়ার খেদমতের জন্য আরো কিছু প্রয়োজন ও কারণ সৃষ্টি করেছিল। আন-নাদওয়ার ফলে ‘উলামায়ে কিরামের চিন্তা চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। ‘উলামাদের সামনে নতুন বিষয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম ও উলূমে ইসলামিয়ার খেদমতের জন্য নতুন পদ্ধতি তাদের সামনে এসেছে।

তথ্যসূত্র

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক জালীস নাদবী, *তারীখে নাদওয়াতুল ‘উলামা ১ম খণ্ড*, মাজলিসে সাহাফাত ওয়া নশরীয়াত , লক্ষ্ণৌ, ২০১৪, পৃ.৩১২।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

৩. মুহাম্মাদ শাহেদ আখতার নাদবী, তাহরীকে নাদওয়াতুল 'উলামা ছাহাফাত কী ময়দান মে, *তামীরে নূ*, (বিশেষ সংখ্যা) , সম্পাদক: তারিক সফীক নাদবী, লক্ষ্মৌ, ২০০৮-২০০৯ , পৃ. ৩৩
৪. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক জালীস নাদবী, খ. ১ম, পৃ. ৩১০
৫. মাও. আলতাফ হুসাইন হালী, মাকাতীবে হালী, চিঠি নম্বর-৪, প্রকাশক ও সন ছিড়ে গেছে।
৬. ৭. মাও. সালমান নাসীম নাদবী, আলহেলাল কী ইদারাত আওর নাদবী ফুযালা, তামীরে নূ. (বিশেষ সংখ্যা- ২০০৮-২০০৯), সম্পাদক: তারিক সফীক নাদবী, পৃ. ২৫
৭. পূর্বোক্ত পৃ.২৫
৮. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, *আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী- শখসিয়্যাত ওয়া আদাবী খিদমাত*, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৭৯, পৃ. ৩২৫
৯. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক জালীস নাদবী, খ. ১ম, পৃ. ৩১২
১০.সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *হায়াতে শিবলী*, দারুল মুছান্নিফীন, শিবলী একাডেমী আযমগড়, ২০০৮, পৃ. ২৫০

তামীরে হায়াত تعمیر حیات

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা হচ্ছে '*তামীরে হায়াত*'। যা পাক্ষিক উর্দু পত্রিকা। ১৯৬৩ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলহাসানী এবং মাওলানা সাইদুর রহমান আজমী নাদবী দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে এ পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। এটি প্রকাশের উদ্দেশ্য 'নাদওয়াতুল "উলামা'র পয়গামকে ব্যাপক করা, নাদওয়ার চিন্তাধারাকে প্রচার প্রসার করা, মুসলমানদেরকে নাদওয়া সম্পর্কে অবগত করানো। নাদওয়া কি জন্য আত্মপ্রকাশ করেছে, কোন কোন মুসলিম বিচক্ষণ মনীষীগণ এর ভিত্তি রেখেছেন। কিসের প্রতি তার আহবান, যুগের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কোন ধরনের শিক্ষানীতি চালু করতে হবে, মুসলিম জাতিকে কিভাবে ঐক্যের দাওয়াত দিতে হবে, আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কি ধরনের দিক নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন, এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করাই হচ্ছে এই পত্রিকার মহান লক্ষ্য। এ ছাড়াও এতে জ্ঞান ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যার সমাধান মূলক প্রবন্ধও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ইসলামী পুনর্জাগরণে এ পত্রিকার ভূমিকা অনন্য।[১]

'*তামীরে হায়াত*' পত্রিকাটিতে যারা নিয়মিত লিখতেন তারা হলেন নিম্নরুপ:

১. প্রফেসর মুহাম্মদ ইজতেবা নাদবী

২. আইন. ছিন. ইমতিয়ায মুসলিম

৩. আবুল মুয়াজ্জাম নাদবী

৪. সায়্যিদ বেলাল হাসানী নাদবী

৫. প্রফেসর সায়্যিদ সালমান নাদবী

৬. মাওলানা ঈসা মানছূরী

৭. মাহমুদ হাসান হাসানী নাদবী

৮. মুহাম্মদ ইকরাম নাদবী

৯. আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাবী

১০. সামসুল হক নাদবী

১১. কাজী আব্দুল কাদীর

১২. সায়্যিদ ইলিয়াস হাশেমী নাদবী

১৩.ড. সায়্যিদ ইহতিশাম নাদবী

১৪. আব্দুর রহীম নাদবী।

১৫. আব্দুল আলিম খতীব নাদবী

১৬. সায়্যিদ মাহমূদ হাসানী

১৭. ড. হারুন রশীদ ছিদ্দীকী

১৮. ড. মাও. মুহাম্মদ ইজতেবা নাদবী

১৯. ফয়সাল আহমদ নাদবী ভাটকালী

২০. মুনাওয়ার সুলতান নাদবী

২১. মুহাম্মদ ফরমান নেপালী নাদবী

২২. মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব

২৩. ড. সৈয়দ রেজওয়ান আলী নাদবী

২৪. ড. সাঈদ রায়হান আজমী নাদবী

২৫. প্রফেসর রেজা আহমদ ছিদ্দীকি

২৬. ছাকীব কাছেমী নাদবী

২৭. আতিয়া খলীল আরব

২৮. মুহাম্মদ কায়সার হুসাইন নাদবী

২৯. মো: যায়েদ মাজাহেরী নাদবী

৩০. তারেক সফীক নাদবী

৩১. তাকী উসমানী

৩২. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী

এ ছাড়াও আরো বহু লেখকগণ এ পত্রিকায় লেখালেখি করতেন।

তামীরে হায়াত পত্রিকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ ধর্মী লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ সব প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় উন্নতি ও অবনতির বিষয়াবলী, ইসলাম প্রচারে বাধা বিপত্তি, মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ, ইসলামিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

১৯৯৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মাওলানা সায়্যিদ ওয়াজেহ রশীদ নাদবীর একটি প্রবন্ধ دو متضاد تصویر শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে ইউরোপিয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরগুলোতে ইসলামী জাগরণ, ইসলামের প্রচার প্রসার ও ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির কথা কয়েকটি পত্রিকার বরাত দিয়ে তুলে ধরা হয়।

লেখার নমুনা নিম্নরূপ:

والی اطلاعات میں یہ حوصلہ بڑھانے والی خبر ہے کہ یورپ وامریکہ میں دعوت و تبلیغ کے

مراکز کے قیام کا سلسلہ جاری ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں اسلامی مطالعات کے مرکز قائم

آکسفورڈ، کیمبرج میں، ہارورڈ اور دوسری بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامی مرکز قائم

ہو رہے ہیں، عبادت کے لئے اور اسلامی ثقافت پر عمل کرنے کا

مواقع دیا جارہا ہے، اسلام کی طرف لوگوں کا خاص میلان ہے،

علمی اور حکمراں طبقہ کے لوگ اس کے حلقہ بگوش ہو رہے ہیں۔ تصویر میں

کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہو رہی ہیں اور یہ

مستقبل کے لئے فال اور شگون کی حیثیت رکھتی ہیں۔[২]

তামীরে হায়াত পত্রিকায় বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীন সংঘর্ষ, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের উপর অকথ্য অমানবিক নির্যাতনের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে পর্যালোচনা করা হয়, যাতে পাঠকরা নির্যাতিত মুসলিমদের করুণ চিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারে।

তামীরে হায়াত ১৯৯৮ ফেব্রুয়ারী ২য় সংখ্যায় 'আল জাযায়ের কী খূনযীরী' শিরোনামে মুহসিন শাসীর একটি লেখা প্রকাশিত হয়।

এ প্রবন্ধে আলজেরিয়ায় সংঘঠিত খুন- খারাবী, রক্তপাত ও সংঘর্ষের একটি ভয়ানক চিত্র তুলে ধরা হয়। সর্ব সাধারণকে রাতের আধারে গলা কেটে হত্যা করে ফেলা, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলা, নিষ্পাপ শিশুদের টুটি টিপে হত্যা করাসহ নির্যাতনের একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে। এরপর বিশ্লেষণধর্মী একটি পর্যালোচনা করে নির্যাতনের কারণ উদঘাটন

ও নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে ও শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে আলজেরিয় সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটির কিছু অংশ নিম্নরূপ:

> الجزائر مىں ی جاری سفاکی نے اىک ی ناقابل فہم بھیانک شکل احںا یی ر کرلی ہے- سارے ہی قانوں
>
> چاہے وہ ساسی ہوں یا دہشت گردی کے، اس بہیمیت ی پر کسی کا اطلاق ںہیں . ،،
>
> اس صورت حال سے چند سوال سد پیا ہوتے مں ،ی جن کا جواب دںا ی. ضروری ہے کہ الجزائر
>
> مںں ی کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا گیے حکومت کی بات مانی جائے کہ تحرىک ی اسلامی ىہ خون
>
> خرابہ ی مچا رہی تو ىہ بات قرىں ی . فںا ی ىں ہتحریک ی ہاسلامی اپنے خلاف کو ی ں عوام مىں ی نفرت سد پی ا
>
> کرے گی، اور اگر ىہ بات مان لی جائے کہ ىہ سارا خونی کھىل ی حکومت کے حفاظت دستوں کا ہے
>
> حںا یی کہ اسلام پسندوں کا کہنا ہے تو حکومت کو ىہ بات ماننی پرے گی کہ حالات اب اس کے
>
> قابوں سے باہر مں ،ی -[৩]

‘তামীরে হায়াত’ ১৯৯৮ এপ্রিল ২য় সংখ্যায় মুহাম্মদ রিয়ায উদ্দিন আহমদ এলাহাবাদীর একটি লেখা ‘আমেরিকাহ মে ফুরূগে ইসলাম’ শিরোনামে ছাপা হয়। এ লেখায় আমেরিকায় ইসলামের উত্থান, ইসলাম প্রচার ও ইসলামী জাগরণের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকায় অমুসলিমরা নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার অথৈ সাগরে নিমজ্জিত। অবৈধ মেলামেশা, শরাব পান করা, হালাল হারামের পার্থক্য না করা, নারীদের অর্ধ উলঙ্গ থাকা তাদের কৃষ্টি কালচারে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় অমুসলিমদের একটি বিশাল জনসংখ্যা তাদের নিজস্ব কৃষ্টি কালচারের প্রতি বিরক্ত হয়ে এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামী কৃষ্টি কালচার নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে যেন তারা তৃপ্তি পাচ্ছে। এ বিষয়গুলো এ প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

যেমন: লেখক এ প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেন:

> ان حالات سے عاجز آکر حساس امرىکی ی اسلام کی طرف مائل ہوتے جارہے مں ،ی -مراکز اسلام
>
> پر نئے اسلام لانے والوں کا نظارہ اکثر مىں پی ش آتا ہےبعض اوقات اىسے ی نوجوان لڑکے اور
>
> ں ھی لڑ مرکز پر نظر آتی مں ہجن کا مقصد اسلامی زندگی کا جائزہ لںا ی. ہی ہوتا ہے تہ ی نماز با

خطبات متأثر ہوتے ہیں ، ایک امریکی لڑکی جو خواتین کے گروپ میں بیٹھی ہوئی
تھی اس سے عورتوں نے پوچھا کہ تم اسلام کیوں لانا چاہتی ہو؟ اس نے اپنی اس زندگی سے
عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا "میں جنت کا راستہ ڈھونڈرہی ہوں "8

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদবী ‘রাবেতাহ আদাবে ইসলামী’ **رابطہ ادب اسلامی** নামে একটি ইসলামী সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী সাহিত্যিকদের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক তৈরী করা, ইসলামী সাহিত্য রচনায় মুসলিম জাতিকে উৎসাহিত করা, নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অনৈসলামিক কৃষ্টিকালচার সম্বলিত সাহিত্য থেকে মুসলিম জাতিকে বাচানো, অনৈসলামিক কর্মকান্ড, কৃষ্টিকালচার ও এর ধংসাত্মক ক্ষতি সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে অবহিত করাই ছিল এ সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। এ সাহিত্য সংস্থার অধীনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। যেমন: ক) ইসলামী সাহিত্যিক তৈরী করা, খ) ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক বই পত্র রচনা করা, গ) ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা, ঘ) এ ছাড়াও বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা যেখানে ইসলামী সাহিত্যিকদের একত্রিত করে সেখানে ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক চর্চা ও আলোচনা পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকবে।

এমনই একটি সেমিনার ইসলামী সাহিত্য সংস্থার অধীনে আমেরিকার সিয়াটল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আমেরিকায় বসবাসরত প্রফেসর জাফরী সাহেবের একটি লেখা ‘সিয়াটল (আমেরিকাহ) মেঁ রাবেতাহ আদাবে ইসলামী কা ইলমী মুযাকারাহ’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয় যা ‘তামীরে হায়াত’ ২০০৪ ইং নভেম্বর ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে আমেরিকায় ইসলামী সাহিত্য সংস্থার অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

লেখার নমুনা নিম্নরূপ

رابطہ ادب اسلامی کی شاخیں دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم ہیں اور علمی وادبی مذاکروں
کے ذریعہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں ایک شاخ کا قیام تقریباً دو سال پہلے "رابطہ
ادب اسلامی واشنگٹن" کے نام سے امریکہ میں عمل میں آیا - اس کے صدر جناب مولانا احمد
عبدالمجید قاسمی ندوی ہیں کے قلیل عرصہ میں امریکہ میں قائم اس شاخ کے تحت
اب تک پانچ علمی مذاکرات (سیمینار) منعقد ہو چکے ہے - ۹

তামীরে হায়াত ২০০৫ নভেম্বর ২য় সংখ্যায় প্রফেসর মুহাম্মদ এজতেবা নাদবী লিখিত ভ্রমণ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ 'দু হাফতাহ মিছর ওয়া শাম মেঁ' مصر وشام میں ـ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে মিশর ও শাম দেশের পরিচিতি, বিভিন্ন সময়ে এই দুদেশের একত্রিত হওয়া ও পৃথক হওয়া, বিভিন্ন শহরে অবস্থান, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো প্রত্যক্ষ করা, ইসলামী সাহিত্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ ও আলোচনা করা, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, বুযুর্গ, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীদের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের সূচনা এভাবে করা হয়:

> روشام دوالسے ـ ممالک کے نام مں ہیں کہ اہمں . ہیں سنتے ہی لگتا ہے کہ دونوں ا ک ـ ہی ملک مں ہیں . اگرچہ
> لگ الگ جمہوری ملک ہوں ہیں ، لیکن ـ . اسلام سے قبل اور بعد مں ـ تھی . کئی بار متحد
> ہو کر ا ک ـ ملک بن چکے مں ہیں - آخری بار 1958ء سے تک 1961 متحدہ عرب جمہوریہ ـ ـ) کے
> نام سے ا ک ـ ملک دو صوبوں پر مشتمل جمال عبدالناصر مں ـ متحد ہوئے تھے ـ -[৬]

তামীরে হায়াত ২০০১ ডিসেম্বর সংখ্যায় মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নাদবীর আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ ধর্মী একটি প্রবন্ধ 'আমেরিকাহ আওর আফগানিস্তান' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। এই প্রবন্ধে সারা বিশ্বে ইয়াহুদীদের প্রভাব বিস্তার, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের হীন কলাকৌশল, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে বিমান হামলার পিছনে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র ও এর দায় মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আফগানিস্তানসহ মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের বিষয়টিও এ প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার সাথে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

> سنٹر پر حملہ کے سلسلہ مں ـ یہ خبر تھی . قابل توجہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر ـ . اور پینٹاگن پر حملہ
> سے پہلے وہاں کے یہودی باشندوں نے اپنے بچاؤ انتظام کر لیا تھا ـ ، اس عمارت سے تعلق رکھنے .
> والے افراد جو یہودی تھے انے اس روز چھٹی لے لی تھی ـ اور متعلقہ مالی حصص عام طور پر
> فروخت کر دیے اور ایک یہ خبر یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر ـ . کی بلند و بالا ان دونوں عمارتوں
> ک ـ عرب قریب ـ . مدت خرید چکا تھا ـ ، اور اس کا بیمہ تھی . تھں . ہیں ہوا تھا ـ ، اتھد . ا
> اس حملہ سے یہودی کا کوئی نقصان . ہیں ہوا، سب نقصان دوسروں کا ہوا-[৭]

তামীরে হায়াত পত্রিকায় প্রকাশিত আরো কিছু প্রবন্ধের তালিকা লেখকের নাম ও প্রকাশের সংখ্যাসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্র:	লেখকের নাম	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার সংখ্যা
১	আবুল হাসান আলী নাদবী	মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই সাহেব	২৫ মার্চ ১৯৯৭
২	মাহমূদ হাসান নাদবী	সফর নামায়ে হজ্ব ও জিয়ারত	২৫ মার্চ ১৯৯৭
৩	আবুল হাসান আলী নাদবী	দুনয়া বে'ছাত সে পহলে আওর বে'ছাত কে বা'দ	১০ জুলাই ১৯৯৭
৪	,,	সামাজী ও আখলাকী গারাওয়াট কে আসবাব	১০ মার্চ ১৯৯৭
৫	,,	ঈমান জান সে যিয়াদাহ আযীয হুনা চাহিয়ে	১০ আগস্ট ১৯৯৮
৬	,,	ইসলাম কূ হার মাফাদ পর তারজীহ দী জিয়ে	২৫ আগস্ট ১৯৯৯
৭	,,	আল্লাহু আকবার কী আযমাত	১০ অক্টোবর ১৯৯৮
৮	,,	ইসলাহ ও ইসতিগফার	২৫ এপ্রিল ১৯৯৯
৯	,,	কুরআন মাজীদ কে ই'জায কা আ'লা নমুনা	১০ আগস্ট ১৯৯৯
১০	,,	আওরাত মাগরিবী ফুযালা কী নযর মেঁ	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
১১	,,	দ্বীনদারী কে সাথ দ্বীনি শু'ঊর	২৫ অক্টোবর ১৯৯৯
১২	,,	মা'আশারাতে ইনসানী মুরাক্কাব হায় মরদ ওয়া 'আওরাত সে	২৫ নভেম্বর ১৯৯৯
১৩	,,	গালতিয়াঁ কা ইহসাস না	২৫ জুন ২০০০

		করনা সহীহুল ফিতরাত ইনসান কা শেওয়াহ নেহী	
১৪	আবুল হাসান আলী নাদবী	আহলে ঈমান মেঁ ফাওয়াহেশ ওয়া মুনকারাত কা রেওয়াজ	১০ সেপ্টেম্বর ২০০১
১৫	,,	মরদ ওহ হাঁয় জো জামানা কো বদল দেতে হাঁয়	২৫ অক্টোবর ২০০১
১৬	শামসুল হক নাদবী	সিরাতে সুলতান টিপু শহীদ রহ.	১০ জুলাই ১৯৯৭
১৭	আলী আহমদ নাদবী	শাইখ আবুল ফাতাহ আবু গুদ্দাহ রহ.	১০ জুলাই ১৯৯৭
১৮	মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নাদবী	আখেরী নাবী আওর আখেরী কিতাব	১০ জুলাই ১৯৯৭
১৯	মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ওয়াযেহ রাশীদ নাদবী	ইনসাফ পছন্দ ইসলামী মিডিয়া	১০ মার্চ ১৯৯৮
২০	শায়খ আলী তানতাবী	আপ কিছ রাসতে পর চলনা পছন্দ কারেঁঙ্গে	১০ আগস্ট ১৯৯৮
২১	মাওলানা সায়্যিদ ওয়াযেহ রশীদ নাদবী	নয়া নিযাম নয়ে তাসাওউরাত	১০ আগস্ট ১৯৯৮
২২	মাওলানা মুহা. খালিদ নাদবী গাজীপুরী	জামিআ আযহার মিশর: তীন মাহ	১০ আগস্ট ১৯৯৮
২৩	মাও. সায়্যিদ ওয়াযেহ রশীদ নাদবী	ইসলামী বেদারী	২৫ আগস্ট ১৯৯৯
২৪	মাও. আতীক আহমাদ বাসতাবী	শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এক মুতালাআ	২৫ আগস্ট ১৯৯৯
২৫	প্রফেসর মুহা. ইজতিবা নাদবী	সফরনামা আরদান ওয়া শাম	২৫ আগস্ট ১৯৯৯
২৬	শাহেদ উম্মাদী	বুমবাই কে তা'লীমী ইদারে	১০ অক্টোবর ১৯৯৮
২৭	মাও. আব্দুল কাদের নাদবী	মাওলানা নাদীর পালানপুরী	২৫ এপ্রিল ১৯৯৯

২৮	মাও. আঃ মাজেদ দরিয়াবাদী	আওরাত আওর ইসলাম	১০ আগস্ট ১৯৯৯
২৯	মাও. মুহাম্মাদ আল হাসানী	নিযাম, তালীম ও তারবিয়াত	১০ আগস্ট ১৯৯৯
৩০	মুহা. শাহেদ নাদবী বারাহ বানকুবী	ইসলাম মে আওরাত কা দরজা এক মুতালাআ	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
৩১	মাও. সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নাদবী	আলামে ইসলাম জেহনী গুলামী কে নারগাহ মে	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
৩২	আবুল হাসান আলী নাদবী	নুযূলে কুরআন কা মাকসাদ আওর হামেলীনে কুরআন কী জিম্মাদারীয়াঁ	১০ নভেম্বর ২০০১
৩৩	”	ইলম কা মাকসাদ আওর আহলে ইলম কী জিম্মাদারী	২৫ ডিসেম্বর ২০০১
৩৪	মাও. সায়্যিদ মুহা. রাবে হাসানী নদবী	মসজিদে আকসা আওর ফিলিস্তীন মে ইসরাইলী জারিহিয়্যাত আওর মাগরিবী মামালেক কা কারদার	১০ ডিসেম্বর ২০০০
৩৫	মুহাম্মাদ ফরমান নাদবী	ইনসানিয়াত সাযী মে ‘উলামা কা কারদার	১০ ডিসেম্বর ২০০০
৩৬	নজরুল হাফীয নাদবী	ফিলিস্তীন কা তাযাহ আলমিয়াহ	১০, ২৫ ডিসেম্বর ২০০০
৩৭	মাও. সায়্যিদ মুহা. রাবে হাসানী নদবী	উর্দূ যবান সে বে তাওয়াজ্জুহী মুলক ও মিল্লাত কা বড়া নোকসান	২৫ জুন ২০০০
৩৮	মাও. সায়্যিদ মুহা. রাবে হাসানী নদবী	মিসর কা এক সফর	২৫ ডিসেম্বর
৩৯	মাও. সায়্যিদ মুহা. রাবে হাসানী নদবী	আমেরিকা আওর আফগানিস্তান	১০, ২৫ ডিসেম্বর ২০০১
৪০	মাও. সায়্যিদ ওয়াযেহ রশীদ নাদবী	আমেরিকা আওর দাহশত	১০, ২৫ ডিসেম্বর ২০০১

গারদী

তথ্য সুত্রঃ

১. মুহাম্মাদ শাহেদ আখতার নাদবী, তাহরীকে নাদওয়াতুল 'উলামা ছাহাফাত কী ময়দান মে, *তামীরে নূ*, (বিশেষ সংখ্যা) ২০০৮-২০০৯, প্রধান সম্পাদক- তারিক সফিক নাদবী, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৩৩

২. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ওয়াজেহ রশীদ নাদবী, 'দু মুতাজাদ তাছবিরে', *তামীরে হায়াত*, প্রধান সম্পাদকঃ মাও. শামসুল হক নাদবী, ১৯৯৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, জিলদ নম্বর ৩৫, পৃ. ১৩

৩. মুহসেন শাসী, 'আল জাযায়ের কী খুনরেযী', *তামীরে হায়াত*, পুর্বোক্ত, পৃ. ২১

৪. মুহাম্মদ রিয়ায উদ্দীন আহমদ, আমেরিকাহ মে ফুরূগে ইসলাম, *তামীরে হায়াত*, পুর্বোক্ত, জিলদ নম্বর ৩৫, ১৯৯৮ এপ্রিল, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৬

৫. প্রফেসর জাফরী, (আমেরিকাহ) **مسائل (امریکہ) میں رابطہ ادب اسلامی کا علمی مذاکرہ** তামীরে হায়াত, ২০০৪ নভেম্বর ২য় সংখ্যা, জিলদ নং ৪২, পৃ. ২৮,

৬. প্রফেসর মুহাম্মদ এজতেবা নাদবী, দু হাফতাহ মিছর ওয়া শাম মেঁ, *তামীরে হায়াত*, ২০০৫ নভেম্বর, ২য় সংখ্যা, জিলদ নম্বর ৪৩, পৃ. ৯

৭. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নাদবী, প্রবন্ধঃ 'আমেরিকাহ আওর আফগানিস্তান' *তামীরে হায়াত* ২০০১, ডিসেম্বর সংখ্যা।

উপসংহার

উর্দু ভাষা ভারত উপমহাদেশের বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা হলেও সারা বিশ্বে উর্দু ভাষার একটি ব্যাপক পরিচিতি আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেকেই উর্দু ভাষা বলতে পারে, বুঝতেও পারে। আবার অনেকে মুখে বলতে না পারলেও ভাবার্থ বুঝতে পারে। মিডিয়ার কারণে হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন হিন্দি ভাষা বিশ্বে একটি পরিচিত ভাষা। আর লেখার ভিন্নতা থাকলেও উচ্চারণের দিক থেকে উর্দু ভাষা অনেকটাই হিন্দি ভাষার কাছাকাছি। এ কারণেও হয়তো উর্দু ভাষার পরিচিতি অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছে। তাছাড়া সারা বিশ্বে মুসলমানদের একটি অংশ ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথে জড়িত আছে। আর দাওয়াত ও তাবলীগের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশে। এই কেন্দ্রের প্রধান সদস্যগণের অধিকাংশই হচ্ছেন বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের। তারা যখন তাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ব ইজতেমায় আলোচনা করেন তখন তারা উর্দু ভাষা ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, দাওয়াত ও তাবলীগের সদস্যরা যখন বিভিন্ন দেশে সফর করে তখনও তাদের অধিকাংশ আলোচনাগুলোতে উর্দু ভাষা ব্যবহার করে। এ কারণেও উর্দু ভাষার পরিচিতি ভারত উপমহাদেশের গন্ডি পেড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে উর্দু ভাষার জনপ্রিয়তার আরো একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ভারত উপমহাদেশে অবস্থিত মুসলমানদের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্য বই হিসেবে যে সকল কিতাবাদি পড়ানো হয় তার মধ্যে উর্দু ভাষায় লিখিত কিতাবাদিও রয়েছে। আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত যে সকল কিতাবাদি রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য অধিকাংশ উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত যে সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্হিবিশ্বের ছাত্ররা এসে লেখাপড়া করে যেমন, বাংলাদেশের "মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী," "জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া", ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা, পাকিস্তানের দারুল উলূম করাচী প্রভৃতি মাদরাসাগুলোতে উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এ কারণেও উর্দু ভাষার পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ করেছে। আরো একটি কারণ হলো, সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উর্দু ভাষা ও উর্দু সাহিত্য পড়ানোর জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যা উর্দু ভাষার প্রচার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। যে কারণেই হোক না কেন, উর্দু ভাষা আজ সারা বিশ্বে একটি পরিচিত ও সমাদৃত ভাষা। প্রায় আট কোটি লোকের মাতৃভাষা হচ্ছে উর্দু। এছাড়া দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরো পনেরো কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে।

উর্দু ভাষা একটি মিশ্র ভাষা। মধ্য ভারতের স্থানীয় ভাষা আর মোগলসহ বহিরাগত লোকদের আরবী, ফার্সী আর তুর্কি ভাষা মিলে এ ভাষার উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় উর্দু ভাষা হিসেবে।

উর্দু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষা নয়। হিন্দু, মুসলিম খৃষ্টান সবাই এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষায় তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। এ অনুভূতিগুলোই যখন ফার্সী হস্তাক্ষরে লেখা হতে থাকে তখন তা উর্দু ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এ উর্দু ভাষায় স্থানীয়রা কথা বলতে শুরু করে, লেখার কাজও চালায়। পাশাপাশি রচিত হতে থাকে সাহিত্য। এ সাহিত্য রচনায় যেমনিভাবে স্থানীয়দের অবদান রয়েছে তেমনি বহিরাগতদেরও অবদান আছে। স্থানীয় হিন্দুদের যেমন অবদান রয়েছে বহিরাগত খৃষ্টানদেরও অবদান রয়েছে। স্থানীয় ও বহিরাগত মুসলমানদেরও অবদান রয়েছে। বহিরাগত ইসলাম প্রচারকরা স্থানীয়দের ভাষায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক পুস্তক লেখেন, কবিতা লেখেন এমনকি উপদেশমূলক কাহিনীও তারা রচনা করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে একটি মিশ্র ভাষায় উর্দুর উন্নতি ও অগ্রগতি হতে থাকে এবং এই উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

উর্দু ভাষার উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় এ ভাষায় লিখা হতে থাকে বিভিন্ন কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, জীবনী ইত্যাদি। আর এভাবেই উর্দু ভাষা সাহিত্য রূপে প্রকাশ হতে থাকে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক পত্রিকার মাধ্যমে যখন এ ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সর্ব সাধারণের নিকট পৌছানো হতে থাকে তখন এ ভাষাটি সাংবাদিকতার রূপ লাভ করে।

উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে যেমন চেষ্টা অব্যাহত আছে তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থাও এগিয়ে এসেছে এর উন্নতিতে। এই ধারাবাহিকতায় ভারতের লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত "নাদওয়াতুল 'উলামা" নামক সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান "দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা" নামক প্রতিষ্ঠান উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ময়দানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

"নাদওয়াতুল 'উলামা" একটি সংস্থা বা সংগঠনের নাম, মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী কানপুরী তৎকালীন সময়ের এক ঝাঁক বিজ্ঞ চিন্তাশীল 'উলামায়ে কিরামদেরকে নিয়ে ১৮৯৪ সালে নাদওয়াতুল 'উলামা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলবী আব্দুল গফুর, আল্লামা শিবলী নুমানী, মৌলবী আব্দুল হকসহ তৎকালীন সময়ের বিজ্ঞ 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। সমকালীন বিষয়কে সামনে রেখে একটি উপকারী শিক্ষা সিলেবাস তৈরী করে পাঠদান করা এবং মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করে তাদের মাঝে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পরবর্তীতে "নাদওয়াতুল 'উলামার" তত্ত্বাবধানে ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে ১৮৯৮ সালে "দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় যা বর্তমানে উপমহাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নিয়েছেন খ্যাতিমান আলিম, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, কলম সৈনিক, ব্যাখ্যাকার ও দ্বীনের দায়ী। এ সকল ব্যক্তিবর্গ তাদের দাওয়াতী যিন্দেগী ও পেশাগত জীবনে যেখানেই কাজ করছে সেখানেই কৃতিত্বের সাক্ষর রাখছে। বিশেষ করে উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ময়দানে তাদের অবদান চোঁখে পড়ার মতো।

মানুষের মন মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার জন্য সক্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ভাষা আর তাদের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সাংবাদিকতা। সঙ্গত কারণেই এই দুটির উপর নাদওয়াতুল 'উলামার কার্যক্রম বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল।

নাদওয়াতুল 'উলামা সংশ্লিষ্ট ছাত্র উস্তাদগণ উর্দু সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রাখেন। বিশেষ করে উর্দু জীবনী সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, কাব্য সাহিত্য, সাংবাদিকতা প্রতিটি বিষয়ে অবদান রেখে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নাদওয়াতুল 'উলামার সাবেক পরিচালক হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই যিনি জীবনী সাহিত্য বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় 'উলামায়ে কিরাম নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট মনীষী ও বুযর্গগণসহ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী, গুণী ও ব্যক্তিত্বদের জীবনীর উপর *নুযহাতুল খাওয়াতির* নামে একটি অনন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে প্রায় পাঁচ হাজার মনীষীদের জীবনী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আটখন্ডে পরিব্যপ্ত এ গ্রন্থখানা সারা বিশ্বে প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নাদওয়াতুল 'উলামার আরেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন আল্লামা শিবলী নুমানী। তার লিখিত জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ *সীরাতুন্নবী* অনেক উঁচুমানের কিতাব যা শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনিভাবে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদি:) এর জীবনী নিয়ে লিখেছেন *"আল-ফারুক"* নামে, ইমাম গাযালির জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন *আল-গাযালী* নামে। এ ছাড়াও ফার্সী কবি ও কাব্যের উপর লিখিত তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হচ্ছে *শিরুল আযম* যা অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। তার লিখিত *আল-জিযইয়াতু ফিল ইসলাম*। *হাক্কুজজিম্মিয়্যীন*, *কুতুবখানায়ে ইস্কান্দারিয়া*, *আওরঙ্গজেব আলমগীর পর তারীখী নজর*, *তানকীদে আদব ওয়া তারীখ* প্রভৃতি গ্রন্থগুলোও অনেক উঁচুমানের কিতাব যা পাঠক মহলকে আকৃষ্ট করেছে।

এমনিভাবে উর্দু সাহিত্যের উজ্জল নক্ষত্র আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী স্বীয় ওস্তাদ আল্লামা শিবলী রচিত *সীরাতুন্নবী* গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশকে তার-ই ভাবধারায় রচনা করেন। *সীরাতে আয়েশা*, *হায়াতে শিবলী*, *খ্যায়াম* প্রভৃতি গ্রন্থাবলীও তার উল্লেখযোগ্য জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ । এ ছাড়াও

তিনি কুরআনে কারীমে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থান ও শহরের নাম ঠিকানা এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রেরিত নবীগণের দাওয়াতী এলাকা সম্পর্কে তারীখে *আরদুল কুরআন* নামে একখানা তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন । এ সকল গ্রন্থাবলী গবেষণার জগতে অনেক উঁচু স্থান দখল করে আছে। নাদওয়াতুল ‘উলামার আরেক ছাত্র সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী যিনি সারা বিশ্বে নাদওয়ার সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য ও গবেষণায় তার নাম সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। তিনি উর্দু ভাষাতে ২০০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সীরাত, জীবনী ও ইসলামী গবেষণামূলক বিষয়ের উপর উর্দু ভাষায় অসংখ্য রচনার মাধ্যমে জ্ঞানের বিশাল জগত গড়ে তুলেছেন। জীবনী বিষয়ক সাহিত্যের উপর তিনি প্রায় ২০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনী সাহিত্যের উপর লেখা তার গ্রন্থ *সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পুরানে চেরাগ, সীরাতে সায়্যিদ হাকীম আঃ হাই, আল মুরতাযা* গ্রন্থগুলো সাহিত্য মানোত্তীর্ণ যা পাঠক মহলকে আকৃষ্ট করেছে। এ ছাড়াও তার লিখিত *ইসলামী দুনিয়া পর মুসলমানূকে উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আছর, ইনসানিয়্যাত আওর মাগরিবিয়্যাত কী কাশমকাশ, তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত, নবীয়ে রহমত, আরকানে আরবাআহ* প্রভৃতি গ্রন্থগুলোও পাঠক মহলে দারুন ভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

নাদওয়াতুল ‘উলামার এক ছাত্র আব্দুস সালাম নাদবী। তিনিও লেখালেখির জগতে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তার লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলামের পঞ্চম খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে নিয়ে লেখা *সীরাতে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয* গ্রন্থটি অন্যতম একটি গ্রন্থ। *ইকবালে কামেল* এবং *ইমাম রাযী* গ্রন্থ দুটিও তার সাহিত্য জগতের উজ্জল নিদর্শন।

নাদওয়াতুল ‘উলামার আরেক ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবী। তিনি রচনা করেছেন *হায়াতে খলীল, ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী*। এ গ্রন্থগুলো উর্দু জীবনী সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

নাদওয়াতুল ‘উলামার এক ছাত্র হলেন শাহ মুঈনুদীন আহমাদ নাদবী। তিনি সাহাবায়ে কিরামদের জীবনী নিয়ে *“সিয়ারুস সাহাবা”* নামে কয়েক খণ্ডে রচনা করেন। তাবেয়ীনদের জীবনী নিয়ে রচনা করেন *তাবেয়ীন।*

উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যেও নাদওয়াতুল ‘উলামার ভূমিকা অনন্য। এ ক্ষেত্রে আল্লামা শিবলী নুমানী, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ও মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর প্রবন্ধগুলো উল্লেখযোগ্য। আল্লামা শিবলী নুমানী অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার প্রবন্ধগুলো *মাকালাতে শিবলী* নামে আট খণ্ডে দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সুলায়মান নাদবীর প্রবন্ধগুলো *মাকালাতে সুলাইমান* নামে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। আব্দুস সালাম নাদবীর প্রবন্ধগুলো *“মাকালাতে আব্দুস সালাম”* নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

নাদওয়াতুল 'উলামার অনেকেই উর্দু কাব্য সাহিত্য নিয়েও চর্চা করেছেন। আল্লামা শিবলী রচনা করেছেন গযল, মরছিয়া, মছনবী, মুসাদ্দাস, মুখাম্মাস ইত্যাদি। তার সবগুলো কবিতা একত্রিত করে *কুল্লিয়াতে শিবলী* নামে প্রকাশ করা হয়েছে। সুলায়মান নাদবীও কাব্য চর্চা করেছেন। মুহাম্মদ ছানী হাসানী নাদবীর কাব্য সমষ্টির নাম *"মিযাবে রহমত"*। আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর কাব্য সমষ্টি *তাগাযযুলে মাজেদী* নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

উর্দু পত্র সাহিত্যেও নাদওয়াতুল 'উলামার অবদান কম নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লামা শিবলী নুমানী, সুলায়মান নাদবী ও মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর পত্র সমষ্টিগুলো সাহিত্য মানোত্তীর্ন। আল্লামা শিবলী নুমানীর পত্র সমষ্টিগুলো *মাকাতীবে শিবলী* এবং *খুতূতে শিবলী* নামে প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লামা সুলায়মান নাদবীর পত্রগুলোকে *খুতূতে সুলায়মান ও মাকতূবাতে সুলায়মান* নামে প্রকাশ করা হয়েছে। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর পত্রগুলোকে *খুতূতে মাজেদী ও মাকাতীবে মাজেদী* নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

সাংবাদিকতার ময়দানে নাদওয়াতুল 'উলামার অবদান চোখে পড়ার মতো। এ ক্ষেত্রে নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে তৈরী হওয়া কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিদের সাংবাদিকতার বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। যেমনঃ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তিনি এক সময় শিবলী পরিচালিত *আন-নাদওয়া* পত্রিকার সহযোগি সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রসিদ্ধ পত্রিকা *আল হেলালে*ও সহযোগি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আল্লামা শিবলী প্রতিষ্ঠিত দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত *মাআরিফ* নামক পত্রিকায়ও তিনি দীর্ঘ দিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তৎকালীন সময়ের অন্যান্য বিভিন্ন পত্রিকায়ও লেখালেখির মাধ্যমে সুলায়মান নাদবী সাংবাদিকতার ময়দানে অবদান রাখেন।

নাদওয়াতুল 'উলামার ছাত্র মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী। তিনিও উর্দু সাহিত্যে ও সাংবাদিকতার ময়দানে অনন্য খ্যতি অর্জন করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রসিদ্ধ আল হিলাল পত্রিকাতে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

নাদওয়াতুল 'উলামা থেকে প্রকাশিত "আন-নাদওয়া" এবং "তামীরে হায়াত" পত্রিকা দুটি নাদওয়াতুল 'উলামার সাংবাদিকতার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । আন-নাদওয়া পত্রিকাটি আল্লামা শিবলী নুমানী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ হতে থাকে। পত্রিকাটি আদর্শ ইসলামী সাংবাদিকতার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। 'উলামায় কিরামদের মাঝে জাগরণ ও তাদের চিন্তা চেতনায় বিপ্লব তৈরি করেছে। উর্দু সাংবাদিকতার উজ্জল নক্ষত্র মাওঃ আবুল কালাম আজাদ, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, একরামুল্লাহ খান নাদবী, আব্দুর রহমান নিগ্রামী নাদবী, জিয়াউল হাসান আলী নাদবী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ ইলমী দুনিয়ায় *আন-নাদওয়া* পত্রিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তামীরে হায়াত নামক পত্রিকায় জ্ঞান গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যার সমাধানমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাপানো হয়। এ পত্রিকাটি **১৯৬৩** থেকে অদ্যাবধি চালু রয়েছে যা ইসলামী পুর্ণজাগরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

নাদওয়া থেকে তৈরী হওয়া এ সকল লেখকগণ যেমনিভাবে উপরোক্ত পত্রিকাগুলোতে যুগোপযোগী তথ্যবহুল বিষয়ভিত্তিক লেখালেখির মাধ্যমে যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছেন। তেমনিভাবে নাদওয়ার বাহিরেও অন্যান্য উর্দু পত্রিকায় লেখালেখি ও সম্পাদনার মাধ্যমে উর্দু সাংবাদিকতার ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় "নাদওয়াতুল 'উলামা" কর্তৃক পরিচালিত দারুল উলূম নাদওয়াতুল 'উলামা সংশ্লিষ্ট ছাত্র উস্তাদগণ যেমনিভাবে উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ময়দানে অনন্য অবদান রেখে চলছেন তেমনিভাবে তাদের লেখনি, গ্রন্থ রচনা ও প্রবন্ধ সমগ্র উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

গ্রন্থপঞ্জি

মাও. আলতাফ হুসাইন হালী

১. *মাকাতীবে হালী*, ইদ্রিস প্রেস করাচী, ১৯৫০

শায়খ মুহাম্মাদ আতাউল্লা

২. *ইকবাল নামাহ*, খ. ১, প্রকাশক শায়খ মুহাম্মাদ আশরাফ, তাজেরে কুতুব, কাশ্মীরী বাজার, লাহোর

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী

৩. *কারওয়ানে যিন্দেগী খ. ১ম*, মাকতাবায়ে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৫

৪. *হায়াতে আব্দুল হাই (রহ.)*, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ একাডেমী, রায়বেরেলী, ২০০৪, পৃ. ৩৩২

৫. *পুরানে চেরাগ*, ১ম খণ্ড, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ২য় প্রকাশ ১৯৭৫

৬. পুরানে চেরাগ-খ.২, করাচী: মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৮১

	৭. *আলমুরতাযা*, লক্ষ্ণৌ: মজলিসে তাহকীক্বাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, ২০০৫
আবু সালমান শাহজাহানপুরী	৮. *মাকাতীবে আবুল কালাম আযাদ*, করাচী, উর্দু একাডেমী, সিন্দ ১৯৬৮, পৃ.৩৩১
ডক্টর আবু সালমান শাহজাহানপুরী	৯. *খুতূতে সুলায়মানী*, ইদারায়ে তাছনীফ ওয়া তাহকীক পাকিস্তান, করাচী ১৯৯৮
মাওঃ আব্দুস সালাম নাদবী	১০. *সীরাতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয*, আযমগড়, প্রকাশক: দারুল মুছান্নিফীন, ১৯৪৬, ভূমিকা,
	১১. *ইমাম রাযী*, আযমগড়: দারুল মুছান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০
	১২. *মাকালাতে আব্দুস সালাম*, দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী, আযমগড়, প্রথম সংস্করণ, সাল-২০১১
মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী	১৩. *নবী চিরঞ্জন*, (মূল- সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, *খুতবাতে মাদ্রাজ*) ঢাকা: বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫

আব্দুল লতীফ আযমী

১৪. *মাওলানা শিবলী কা মরতবাহ উর্দু আদব মে*, শিবলী একাডেমী, কারওয়াল বাগ দিহলী, ১৯৪৫

ড. আফতাব আহমদ সিদ্দীকী

১৫. *শিবলী এক দাবিস্তান*, মাকতাবায়ে আরেফীন, ঢাকা, সন উল্লেখ নেই।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী

১৬. *মুফতী মুহাম্মদ শফী রহঃ ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান* (এম ফিল থিসিস), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, মে ২০০৮,

ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন

১৭. তারীখে আদাবিয়াতে উর্দু, ১ম খণ্ড, লাহোর: মাগরিবী পাকিস্তান, উর্দু একাডেমী, ১৯৯৭

মাওলানা আবু সোবহান রুহুল কুদ্দুস নাদবী

১৮. *আল হেদায়া ওয়াল আছার*, ড. মুহাম্মদ সউদ আলম কাসেমী, আল হেদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, রাজস্তান, জয়পুর, প্রথম প্রকাশ জুলাই-২০০০

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী

১৯. *দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা: ঐতিহ্য ও অবদান*, অনুবাদক: মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী, সংকলক: মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০১১

২০. *মাকতুবাতে সুলায়মানী*- ১ম খণ্ড, ছিদকে জাদীদ বুক এজেন্সি, কাচারী রোড, লক্ষৌ, ১৯৬৩

২১. *খুতূতে মাজেদী*, সংকলক: ড. আবু সালমান শাহজাহানপুরী, ইদারায়ে তাছনীফ ওয়া তাহকীক, পাকিস্তান, করাচী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

২২. *আপবীতি*, মাকতাবায়ে ফেরদাউস, মাকারেম নগর, বারোলিয়া, লক্ষৌ, ১৯৭৮

২৩. *তাগাযযুলে মাজেদী*, সংকলক: হাকীম আব্দুল কবী দরিয়াবাদী, মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী একাডেমী, লক্ষৌ, ১৯৭৯

মাওলানা মুফতী আতাউর রহমান কাসেমী — ২৪. *মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী খেদমাত ওয়া আছার*, শাহ ওলিউল্লাহ ইন্সটিটিউট, নয়ী দিল্লী, ২০০৬

ড. আতীকুর রহমান — ২৫. *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী: হায়াত ওয়া খেদমাত*, পাবলিক প্রিন্টার্স, সাত্তাহ বাজার, হায়দারাবাদ, ১৯৯৩

আব্দুল মওদুদ	২৬. *মুসলিম মনীষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, জুন-১৯৯৪
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	২৭. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. কিছু স্মৃতি, কিছু পরিচিতি', *সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: আল ইরফান পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ২০১০
ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আল আযমী	২৮. *দারুল মুছান্নিফীন কি তারিখী খেদমাত*, খোদা বখস ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ২০০২
	২৯. *শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী: হায়াত ওয়া খেদমাত*, আদাবী দায়েরাহ, আযম গড়, ২০০৭,
ড. সায়্যিদ ইজায হুসাইন	৩০. *মুখতাছার তারীখে আদবে উর্দু*, করাচী, উর্দু একাডেমী,

মুহাম্মদ ওয়াসেল উসমানী	৩১. *শিবলী নুক্কাদো কী নজর মে*, সুফিয়া একাডেমী, করাচী, তা. বি
উমায়ের মানযার	৩২. *শিবলী: মাকাতীবে শিবলী, আওর নাদওয়াতুল উলামা*, এপ্লাইড বক্স, নয়া দিল্লী, ২০১৫
খান উবায়দুল্লাহ খান	৩৩. *মাকালাতে ইয়াওমে শিবলী*, উর্দু মারকায, লাহোর, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১
প্রফেসর কবীর আহমাদ জায়সী	৩৪. *মাকাতীব ওয়া আশয়ার মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী*, মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী ফাউন্ডেশন, টি পি ইস্ট্রিট, মুম্বাই, ২০০৬
খালীক আনজুম	৩৫. *সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী*, আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দু, প্রকাশ ১৯৮৬
ড. আফম খালিদ হোসেন	৩৬. *আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ, আল ইরফান পাবলিকেশন্স*, ২০১০

জাফর আহমদ সিদ্দীকী	৩৭. *শিবলী*, সাহিত্য একাডেমী, দিল্লি, ১৯৮৮
ড. তাহসীন ফেরাকী,	৩৮. *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী আহওয়াল ওয়া আছার*, ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়াহ, ১৯৯৩
	৩৯. *মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী: কিতাবিয়াত*, মুকতাদিরাহ কওমী যবান, ইসলামাবাদ, ১৯৩১
ড. নাঈম সিদ্দীকি	৪০. *আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: শখসীয়্যাত ওয়া আদাবী খেদমাত*, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, মাকতাবায়ে ফেরদাউস, লক্ষ্ণৌ
নায সিদ্দীকি	৪১. *শিবলী নুক্কাদো কী নযর মে*, ইলিয়াস ট্রেডার্স, হায়দারাবাদ, ১৯৭৬
বেলাল আব্দুল হাই হাসানী নাদবী	৪২. *সাওয়ানেহে মুফাক্কেরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী*, সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমী, রায়বেবেলী, ১৪৩৫ হিজরী

মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক জালিছ নাদবী	৪৩. *তারীখে নাদওয়াতুল উলামা*, মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ, ২০১৪, খ. ১ম
ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	৪৪. *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০
	৪৫. *শিবলী ও সিরাজী*, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, হোসেন মুহাম্মদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ২০০৩ জুন, ২য় সংস্করন
ড. মুহাম্মদ উমর রেজা	৪৬. *উর্দু মে সাওয়ানেহে আদব ফন আওর রেওয়ায়াত*, এস. এইচ অফসেট প্রির্ন্টাস, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ-২০১১
মাওলানা মুহাম্মদ সালমান	৪৭. *দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা ঐতিহ্য ও অবদান*, আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ২০১১
	৪৮. *আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.*, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করন, ডিসেম্বর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ মুহাম্মাদ ছানী হাসানী নাদবী

৪৯. *হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলবী*, মাকতাবায়ে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, প্রথম প্রকাশ ২০১২

ড. সায়্যিদ মুহাম্মাদ হাশেম

৫০. *সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: হায়াত আওর আদাবী কারনামে*, শু'বায়ে উর্দু, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৫

মাওলানা মুহাম্মদ আল হাসানী

৫১. *সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ*, (অনুবাদক: মাওলানা লিয়াকত আলী), মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫,

মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব

৫২. *দারুল উলুম দেওবন্দ কি পচাস মিসালী শখছিয়্যাত*, দেওবন্দ: এদারায়ে মারকাযে আদব, ১৯৯৮

শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী

৫৩. *মাকালাতে সুলায়মান* ২য় খণ্ড, ১৯৬৮, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়

৫৪. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী, *হায়াতে সুলায়মান*, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. মঈনুদ্দীন আহমাদ আনসারী — ৫৫. *শিবলী মাকাতিব কী রুশনী মে*, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৭, উর্দু একাডেমী, সিন্ধ, করাচী

মাসউদ আলম নাদবী — ৫৬. *মাকাতীবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী*, মাকতাবায়ে চেরাগ রাহ, লাহোর, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪

ড. শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম — ৫৭. *ইয়াদগারে শিবলী*, দ্বীন মুহাম্মদ প্রেস, লাহোর, ১৯৭১

ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী — ৫৮. *আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী: শখসিয়্যাত ওয়া আদাবী খিদমাত*, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৭৯

রাম বাবু সাকসিনা — ৫৯. *এ হিষ্ট্রি অব উর্দু লিটারেচার*, এলাহাবাদ, রাম নারায়ন লাল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৪০

ড. মুহাম্মদ রাদিয়ুল ইসলাম নাদবী — ৬০. *আল হেদায়া ওয়াল আছার*, ড. মুহাম্মদ সউদ আলম কাসেমী, আল হেদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, রাজস্তান, জয়পুর, প্রথম প্রকাশ জুলাই-২০০০,

যুফর আহমদ সিদ্দিকী — ৬১. *শিবলী*, সাহিত্য একাডেমি, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শিবলী নুমানী	৬২. কাসীদায়ে মাদহে সুলতান আব্দুল হামীদ, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, *কুল্লিয়াতে শিবলী*, আযমগড়, দারুল মুছান্নিফীন, নতুন সংস্করণ, ২০১২
	৬৩. শিবলী নু'মানী, মাকালাতে শিবলী, দারুল মুছান্নিফীন আযমগড়, ১৯৩৮, খ. ৮
	৬৪. মাকাতীবে শিবলী, ২য় খণ্ড, দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, ১৯৭১
ড. শামসে তাবরীয খান	*৬৫. তারীখে নাদওয়াতুল উলামা*, ২য় খণ্ড, মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়্যাত, লক্ষৌ, প্রথম প্রকাশ-২০১৫
ড. শাবাব উদ্দীন	৬৬. ড. শাবাব উদ্দীন, *আব্দুস সালাম নাদবী কী আদাবী খিদমাত*, এডুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ৫৬
ড. শামস বদায়ুনী	৬৭. *শিবলী কি আদাবী ওয়া ফিকরী জিহাদ*, দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী, আযমগড়, ২০১৩
সায়্যিদ শাহ আলী	*৬৮. উর্দু মে সাওয়ানেহ নেগারী*, *করাচী:* গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

৬৯. *সীরাতুন্নবী (সঃ)* ১ম খণ্ড, আযমগড়, দারুল মুছান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬ হিজরী

৭০. *সীরাতুন্নবী সঃ*, ২য় খণ্ড, আযম গড় , মাতবায়ে মায়ারিফ,চতুর্থ প্রকাশ, ১৩৬৯ হিজরী

৭১. *সীরাতুন্নবী সঃ ৪র্থ* খণ্ড, আযম গড় , মাতবায়ে মায়ারিফ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৬ হিজরী

৭২. *সীরাতুন্নবী সঃ* ৫ম খণ্ড, আযম গড়, মাতবায়ে মায়ারিফ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৬ হিজরী

৭৩. *সীরাতে আয়েশা*, করাচী, উর্দু একাডেমী, সিন্দ, ১৯২০

৭৪. *হায়াতে মালেক*, দারুল মুছান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, আযমগড়, ১৯১৭

৭৫. *ইয়াদে রফতেঁগা*, দারুল মুছান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, আযমগড়, ২০১২

৭৬. *মাকালাতে শিবলী*, দারুল

Dhaka University Institutional Repository

মুছান্নেফীন, আযমগড়, অষ্টম খণ্ড, ১৯৩৮

৭৭. *মাকাতীবে শিবলী*, দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী আযমগড়, ১ম খ

৭৮. *হায়াতে শিবলী*, দারুল মুছান্নিফীন, শিবলী একাডেমী আযমগড়, ২০০৮, পৃ. ২৫০

সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান — ৭৯. *মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কী তাছানীফ*, ১ম খণ্ড, সন ২০১১

৮০. *মাকালাতে সুলায়মান*, ১ম খণ্ড, দারুল মুছান্নিফীন, সন-১৯২২

সায়্যিদ সালাহউদ্দীন আবদুর রহমান — ৮১. *সালাতীনে হিন্দ কি আদাবী খিদমত*, মনযিল একাডেমী, করাচী, ২০০৫

সলীম কুদওয়ায়ী — ৮২. *আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী*, সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

ড. হাশেম কুদওয়ায়ী — ৮৩. *মাকতুবাতে মাজেদী ১ম খণ্ড*, ইদারায়ে ইনশায়ে মাজেদী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

৮৪. *মাকতুবাতে মাজেদী ২য় খণ্ড*, ইদারায়ে ইনশায়ে মাজেদী, কলিকাতা, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পত্রপত্রিকা

১. আননাদওয়া, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

২. *তামীরে হায়াত*, প্রধান সম্পাদক: মাও. শামসুল হক নাদবী, ১৯৯৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, জিলদ নম্বর ৩৫

৩. *তামীরে হায়াত*, ২০০৪ নভেম্বর ২য় সংখ্যা, জিলদ নং ৪২

৪. *তামীরে হায়াত*, ২০০৫ নভেম্বর, ২য় সংখ্যা, জিলদ নম্বর ৪৩

৫. *তামীরে নূ, (খুছুছী পেশ কাশ)*, সম্পাদক মাওলানা তারিক শফীক নাদবী, লক্ষ্ণৌ, ২০০৮-২০০৯

৬. মাআরিফ, (সম্পাদক: সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী) দারুল মুসান্নিফীন, সংখ্যা ৭৮, জানুয়ারী ১৯৩০, আযমগড়, ভারত

৭. *মাহনামা রিদওয়ান*, লক্ষ্ণৌ, সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৮৪, সম্পাদক, মুহাম্মাদ হামযাহ হাসানী